শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-
'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

বেদান্তাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-

'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমন্বিতা-তদ্‌-বঙ্গানুবাদ-সমেতা,

* * *

পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁবিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্‌ সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-প্রণীত-

'বিদ্বদ্রঞ্জন'-নাম-বিশদ-ভাষাভাষ্য-সহিতা চ।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

সম্পাদিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

প্রকাশিতা।

মূল শ্লোক, অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ
প্রভুর 'গীতাভূষণ' নামক ভাষ্য ও উক্ত ভাষ্যানুবাদ
এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্তৃক
'অনুভূষণ' - নাম্নী টীকার
সহিত প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি
গৌরাব্দ ৫১২, বাংলা ১৪০৫, ইংরাজী ১৯৯৯ সাল

পঞ্চম সংস্করণ
শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি
গৌরাব্দ-৫২১, বঙ্গাব্দ-১৪১৪, খৃষ্টাব্দ-২০০৭

প্রকাশক
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর
শ্রীরবি ঘোষ
দি ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা - ২৯
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

আনুকূল্য-১০০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

১ম ষট্‌ক (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ)

(১ম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়)

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যখন কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় যোদ্ধাগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একটি প্রবল বাসনা জন্মে। মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদানের

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, মহারাজ স্বচক্ষে জ্ঞাতিকুটুম্বগণের নিধনমূলক ব্যাপার দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ কেবল তথাকার বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন ধর্ম্মপ্রাণ, অনুগত, রাজামাত্য সঞ্জয় শ্রীব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শনপূর্ব্বক তত্রত্য ঘটনাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন যথাযথভাবে হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ-পরিপূর্ণ **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** শাস্ত্র। মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অষ্টাদশটি অধ্যায় রহিয়াছে। উহা তিন ষট্‌কে বিভাগ করিলে প্রথম ষট্‌ক অর্থাৎ ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'**। দ্বিতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'ভক্তিযোগ'** এবং তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত **'ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ'** বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভে যে সকল অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-সহকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি শ্রীগীতা-শাস্ত্রকে তিন ষট্‌কে বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য যেভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা মূল-ভাষ্যে এবং ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

আমরাও শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগীতা-গ্রন্থখানিকে তিন ষট্‌কে বিভক্ত করিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে প্রথম ষট্‌ক **'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'** খণ্ডটি প্রকাশিত হইতেছেন। অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পরে প্রকাশিত হইবেন। সর্ব্বশেষে গ্রন্থের ভূমিকা, শ্লোক-সূচী প্রভৃতি যোজিত হইবে, এক্ষণে সজ্ঞিপ্ত-আকারে 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'-বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকা এই খণ্ডে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীগীতা-গ্রন্থ ভগবদবতার মহর্ষি **শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস**-প্রণীত। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তিনি শ্রীমহাভারতকে শতসাহস্রী-সংহিতা ও তদন্তর্গত গীতাকে 'শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমৎ বেদব্যাস বিভিন্ন শাস্ত্র প্রণয়ণের পর তৎপ্রণীত বেদান্তসূত্রের

অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়পুরাণে তিনি লিখিয়াছেন যে,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥" সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যেমন, বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক অকৃত্রিম ভাষ্য, বেদার্থ-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; সেইরূপ শ্রীমহাভারতের অর্থও বিশেষরূপে নির্ণায়ক-গ্রন্থ। সুতরাং "গীতার্থোঽপি বিনির্ণয়ঃ" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অর্থও বিশেষরূপে নির্ণায়ক। সেইজন্য জগদ্গুরু শ্রীমৎ বেদব্যাস আমাদিগকে গীতার্থ বুঝিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাপন্ন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণের আনুগত্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে,
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

সুতরাং শুধু গীতা-শাস্ত্র নহে, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ যাবতীয় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভবের জন্য নিজের অহমিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অথবা অনুস্বার-বিসর্গের গরিমা লইয়া শাস্ত্র হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে-বিষয়ে তাঁহাদের রচিত ভাষ্যাদিই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যাঁহারা শুদ্ধভক্তের রচিত-ভাষ্যাদি পাঠের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিয়াছেন এবং শুদ্ধ-ভক্তের শ্রীচরণাশ্রয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥"

আরও

"মূর্খ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥"

অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাজনানুগত্য না পাইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্ম-যোগের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম হয়। সে কারণ গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ যে কর্ম্মকাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা অবগত হইবার জন্য 'কর্ম্মকাণ্ড' ও 'কর্ম্মযোগ'-বিষয়ে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকেই গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া ভ্রমকরতঃ কর্ম্মজালে পতিত হয়।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু প্রথমেই জানাইয়াছেন, গীতার প্রথম ষট্‌কে জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বর জীবের অংশী, যাহাতে জীব ভগবানের ভজনের উপযোগী স্বরূপ লাভ করে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভক্তির অন্তর্গত জ্ঞানলাভের উপায় 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'।

উপরোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-বিষয়টি অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে 'কর্ম্মকাণ্ড' কাহাকে বলে? তাহার কিছু আলোচনা করিব।

ভোক্তৃত্বের অভিমান-সহকারে জীব যখন কর্ম্মের ফল নিজে ভোগ করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখনই তাহা কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হয় এবং জীবকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ ফলভোগমূলক কর্ম্ম পাপ বা পুণ্যাত্মক, যাহাই হউক না কেন, তাহাই বন্ধনের কারণ।

কর্ম্ম-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলেও কোন্‌টি কর্ম্ম? কোন্‌টি অকর্ম্ম এবং কোন্‌টি বিকর্ম্ম? তাহা ভাল করিয়া জানা দরকার। এ-বিষয়ে গীতার 'কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং' ৪।১৭ শ্লোক আলোচ্য। এই কর্ম্মও বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে কেবল গতানুগতিক ন্যায় অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়টি না বুঝিয়া কেবল অপরের দেখাদেখি করা উচিত নহে। (সারার্থবর্ষিণী—গীঃ ৪।১৫)

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদে আবির্হোত্রের বাক্যে পাই,—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।"

এখানে স্পষ্টই জানা যায়, এই তিনটির স্বরূপ একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

'কর্ম্মখলু শাস্ত্রবিহিতাচরণম্' অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণই 'কর্ম্ম', 'অকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতানাচারণম্' অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণ না করাই 'অকর্ম্ম', আর

'বিকর্ম্ম তু শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণম্' অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণই কিন্তু 'বিকর্ম্ম'। ইহা অপৌরুষেয় বেদবাক্য হইতেই অবগত হওয়া যায়। কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্গম বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিও এই বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদাশ্রয়ে কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আবির্হোত্রের বচনেই পাওয়া যায়,—"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।" (ভাঃ ১১।৩।৪৪) অর্থাৎ পরোক্ষবাদ অবলম্বনেই বেদের উপদেশ। মঙ্গল-কামী পিতা যেমন অজ্ঞ সন্তানকে লড্ডুকাদির প্রলোভন দিয়া আরোগ্য-ফলপ্রদ ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় বেদও সকাম অজ্ঞ জীবের নিকট স্বর্গাদিফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মনিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই কর্ম্মও সাধারণতঃ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে তিনপ্রকার। বেদবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাত্যহিক কৃত্যকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলে ; পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি ও পুণ্যযোগে স্নান-দানাদি 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম', আর স্বর্গাদি-কামনামূলে যজ্ঞাদি কর্ম্মকে 'কাম্যকর্ম্ম' বলিয়া থাকে।

বেদশাস্ত্র বহির্ম্মুখ লোকদিগের স্বাভাবিক বিষয়ভোগ-অভিলাষকে সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তির পথে আনিবার জন্যই প্রাথমিক ব্যবস্থা-হিসাবে বিবাহাদির বিধান দিয়াছেন,

যেমন ভাগবতে পাই,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৫।১১)

কর্ম্মকাণ্ডের গর্হণ করিয়া মুণ্ডকশ্রুতি অনেক উপদেশ দিয়াছেন,

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" (মুণ্ডক ১।২।৭),

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" (ঐ ১।২।৮)

এবং

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা" (১।২।৯) ইত্যাদি বহু শ্লোক দৃষ্ট হয়।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং' শ্লোক হইতে 'সমাধৌ ন বিধীয়তে' শ্লোক পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে কাম্যকর্ম্মের হেয়তা উপলব্ধি হইবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে কর্ম্মযোগের স্বরূপ নির্ণয় করা যাউক। 'যোগ' কাহাকে বলে? সে-বিষয়ে শ্রীভগবানই গীতায় বলিয়াছেন,—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। (গীঃ ২।৪৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—
"যোগ—পরমেশ্বরৈকপরতা, তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মসমূহ আচরণ কর। সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াই কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবযুক্ত কেবল ঈশ্বরার্পণ-দ্বারাই কর্ম্ম কর। কারণ এবম্ভূত সমত্বকেই সাধুগণ 'যোগ' বলিয়া থাকেন, যেহেতু উহা দ্বারাই চিত্তের সমাধান হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—
"সঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। ফলাভিলাষের দ্বারা মায়াতে নিমজ্জন ঘটে আর কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের দ্বারা স্বতন্ত্রতা-লক্ষণ পরমেশ্বর-ধর্ম্মের চৌর্য্য ঘটে। ফলে তাঁহার মায়া কুপিতা হন। অতএব এই দুইয়ের পরিত্যাগই প্রয়োজন। যোগস্থ পদের অর্থ বিস্তারিত করিতেছেন যে, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিরূপ আনুষঙ্গিক ফল-সমূহের প্রতি সম হইয়া অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া আচরণ কর। এই সমত্বকেই আমি এখানে 'যোগ' শব্দে উল্লেখ করিয়াছি, কারণ ইহার দ্বারাই চিত্তের সমাধান হয়।"

এই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম্ম যে অতিশয় নিকৃষ্ট তাহাও শ্রীভগবান্ "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" শ্লোকে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীভগবান্ মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধান-কামনায় ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

(ভাঃ ১১।২০।৬)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥" (ভাঃ ১১।১৩।১৫)

সুতরাং কেবল কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা মনকে সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে নিবিষ্ট করা যায় না। পরন্তু চিত্তের বিক্ষেপই ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য যে ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহারই উপদেশ দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

"গৃহেম্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥" (ইত্যাদি ভাঃ ৭।১৪।২)

কর্ম্ম কেবল নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না, উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়া আবশ্যক।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কর্ম্ম করিলেই জীবের বন্ধন হইবে, ইহা স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—তদুত্তরে শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" (গীঃ ৩।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম বন্ধক নহে।"

দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন,—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥" (ভাঃ ১।৫।৩২)

শ্রীবিষ্ণুতে স্বত্ব-ত্যাগকেই কর্ম্মার্পণ বলা হয়। কর্ম্মের ফল যেখানে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা সেখানেই বিষ-ক্রিয়ায় জর্জ্জরিত হইতে হয়। আর

কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে উহা ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্মযোগ—কর্ম্মার্পণরূপ ভক্তিযোগে পরিণত হইয়া উহার বিষদোষ নাশ করতঃ ঔষধরূপেই হিতকারক হইয়া থাকে।

যেমন ভাগবতে পাই,—

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥" (ভাঃ ১।৫।৩৪)

সুতরাং কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মযোগ নির্গুণা-ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও পরম্পরায় জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ। মহৎ অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাই নির্গুণা ভক্তির একমাত্র কারণ। এমন কি, জ্ঞানি-মহতের সঙ্গ বা কৃপা হইলে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত নির্গুণা ভক্তির উদয় সম্ভব নহে।

শ্রীগীতায়ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উপদেশ নবম অধ্যায়ে 'যৎ করোষি' শ্লোকে পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা" শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবিও বলিয়াছেন,—

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলেও শ্রীভগবানে ফল সমর্পণ ব্যতীত মঙ্গল হয় না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে"

আরও একটি কথা এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, নিষ্কাম অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে যদি কেহ দাতব্য-চিকিৎসালয়-স্থাপন, অতিথি-সেবা, দুঃখী জীবের নানাবিধ দানাদি-দ্বারা উপকারাদি করেন, এমন কি, দেবোদ্দেশ্যেই যদি নানাবিধ যাগযজ্ঞাদি ও নানাবিধ সৎ কর্ম্ম করেন, তাহাতেও সংসার-বন্ধন হইতে ত্রাণ-লাভ সম্ভব নহে। সুতরাং কর্ম্মার্পণ হইতেই জীবের মঙ্গলোদয়ের সূচনা।

শ্রীগীতার এই প্রথম ছয় অধ্যায়ে যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে 'বিষাদ-যোগ' বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অমাত্য সঞ্জয়কে যুদ্ধাভিলাষী দুর্য্যোধনাদি নিজ পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন? এই প্রশ্ন-মূলে যুদ্ধের প্রসঙ্গ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশ্য সমগ্র গীতাতে ধৃতরাষ্ট্রের এই একটি-মাত্র প্রশ্ন, ইহার রহস্য ভাষ্যে দৃষ্ট হইবে। সঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে উভয় পক্ষের সৈন্যগণের পরিচয় দিলেন। যুদ্ধারম্ভের সূচনা-স্বরূপে শঙ্খধ্বনি-বাদনের কথাও বলিলেন। অর্জ্জুন প্রথমেই সমবেত যুদ্ধার্থীদিগের পরিচয় জানিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ-স্থাপনের জন্য বলিলেন। তিনি উভয় পক্ষে দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে এবং লৌকিক গুরুবর্গকে দর্শন করিয়া মোহাভি-ভূতের ন্যায় অভিনয় পূর্ব্বক বিষাদপ্রাপ্ত-ভাব-জ্ঞাপন করিয়া, নির্ব্বেদযুক্ত-ভাবে যুদ্ধে নিরুদ্যম প্রকাশ করতঃ কুলক্ষয়াদি দোষের কথা বলিলেন। এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্যে ইহাই পাওয়া যায় যে, দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই দেহ-ধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম, জাতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি মনোধর্ম্মোত্থ-বিচারকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিবার চেষ্টা করে এবং দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি লাভ করে। ইহার দ্বারা অভিভূত হইয়াই বদ্ধ-জীব সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। শ্রীভগবান্ স্বীয় নিত্যপার্ষদ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বদ্ধজীবের প্রাথমিক অবস্থার কথা জানাইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে শোকাভিভূতের ন্যায় রথোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া জীব-সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষাকল্পে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিলেন। সঙ্কটকালে এরূপ মোহগ্রস্ত হওয়া যে আর্য্যগণের উপযুক্ত নহে, তাহাও জানাইলেন। অর্জ্জুন গুরুজন-বধ, স্বজন-বধ যে ঘোরতর নিন্দনীয় এবং এরূপ যুদ্ধে জয়ও পরাজয়স্বরূপ তাহা নানাকথায় ব্যক্ত করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে যে তিনি বিমূঢ়চিত্ত তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের অহমিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করে, ততক্ষণ তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার যথার্থ হয় না। শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলে, সদ্গুরু যথার্থ তত্ত্বোপদেশ কাহাকেও প্রদান করেন না। এস্থলে দেখা যায়, অর্জ্জুন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই, ততক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। অর্জ্জুন যখন শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শরণাগত হইলেন, তখন শ্রীভগবান্

তাঁহাকে জীবতত্ত্বের জ্ঞান, জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু, আত্মার জন্য শোক অযৌক্তিক, ফলানুসন্ধান-রহিত হইয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনই জীবের স্বধর্ম্ম ; পরমেশ্বরার্পণরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারাই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ; এই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের আরম্ভের নাশ নাই এবং কোন প্রত্যবায়ও নাই, অধিকন্তু অল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় ; এই ঈশ্বর-আরাধনারূপ নিষ্কামকর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা ও ঐকান্তিকী বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ; কর্ম্মকাণ্ড নশ্বর ফলদায়ক ; মধুপুষ্পিত বাক্য মাত্র ; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সগুণ আর ভক্তি নির্গুণা ; কর্ম্মের ফলানুসন্ধান না করিয়া, যোগস্থ হইয়া আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তের সমাধানরূপ যোগ বলিয়া কথিত হয় ; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের জন্য যত্ন করাই কর্ম্মবন্ধন হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় বলিলেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নক্রমে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি, যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ ও ফলাদি-বিষয় বর্ণনান্তে সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করতঃ, নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইতে পারিলে শান্তির অধিকারী হওয়া যায় এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে তাহাও বলিলেন।

শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ে কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত জীবের কর্ম্মফল-ভোগস্বরূপে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মোত্থ শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি নানাবিধ সংসার-যাতনা লাভ হয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাগ্যবান্ জীব সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মযোগ-অভ্যাসপরায়ণ হইলে ক্রমশঃ বিমল-ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হন বা পরা শান্তি লাভ করেন ; ইহারই শিক্ষা পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় অধ্যায়কে কথা-সূত্রও বলা হয়, অর্থাৎ সূত্রাকারে সকল কথারই সূচনা হইয়াছে জানা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের সাধন-সমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠা। সেস্থলে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘোর যুদ্ধাত্মক কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন কেন? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগে নিষ্ঠালাভ করেন, আর অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমশঃ জ্ঞানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ লাভ করাই শ্রেয়ঃ-পন্থা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান

বলিলেন যে, শাস্ত্রীয় কর্ম্মাচরণ ব্যতীত নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায় না। কেবল সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। আর কর্ম্ম না করিয়াও কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, সুতরাং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিয়া মনে মনে বিষয়-ভোগের চিন্তা করিলে কিন্তু মিথ্যাচারী বা কপটাচারী হইতে হয়। কর্ম্মযোগের বিশেষ কথা এই যে, নিষ্কামভাবে বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত কর্ম্মে বন্ধনই লাভ করিতে হয়। যজ্ঞের অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রসাদ-ভোজনই কল্যাণকর আর নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য ভোজনেই পাপ হইয়া থাকে। সকল কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। আত্মারামের কোন কার্য্য থাকে না। সেই আত্মারাম পুরুষের কর্ম্মের অকরণেও কোন ভয় নাই। মহাত্মাগণ, এমন কি, শ্রীভগবান্ যে কর্ম্মাচরণ করেন, তাহা কেবল লোকের মঙ্গলার্থ, লোকের শিক্ষার জন্যই। অজ্ঞ কর্ম্মাসক্ত পুরুষকে ক্রমশঃ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। প্রাকৃত অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ নিজেকেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে কিন্তু তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য অবগত থাকেন। শ্রীভগবানের এই শিক্ষার অনুবর্ত্তিগণ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। আর যাহারা শ্রীভগবানের বিচারের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে, তাহারা ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন, সাধারণতঃ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই লোক কার্য্য করে, সেজন্য নিগ্রহ অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী না হওয়াই উচিত। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক। অর্জ্জুন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, জীবকে পাপে কে প্রবর্ত্তিত করে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কামই মহাশত্রু ও প্রবৃত্তিদাতা, ইহাকে জয় করা সর্ব্বাগ্রে দরকার। এই কামজয়ের একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে জয় এবং মনকে জয় করিতে পারিলেই কামকেও জয় করা যাইবে। নিষ্কামকর্ম্মযোগে ভগবদ্ভক্তি আচরণের ফলেই ভগবৎ-কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-প্রথমেই পরম্পরা স্বীকারই জ্ঞানযোগ-লাভের একমাত্র উপায়, তাহাই জানাইলেন। আম্নায়-পরম্পরা কখনও কখনও বিচ্ছিন্নপ্রায় হইলেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিম্বা তাঁহার ভক্তের দ্বারা পুনরায় প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীভগবানের তত্ত্ব অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে। সেজন্য স্বয়ং ভগবানই তাঁহার তত্ত্ব ও জন্ম-কর্ম্মাদির রহস্য এবং আবির্ভাবের কারণ প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ ও অবশেষে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি যেরূপ শরণাগত শ্রীকৃষ্ণও তার প্রতি সেরূপ কৃপালু। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শীঘ্র ফল-লাভের আশায় দেবতাগণের আরাধনা করিয়া থাকে। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে শ্রীভগবান্ চারিবর্ণের স্রষ্টা হইয়াও তিনি অকর্ত্তা অর্থাৎ জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলেই মায়া কর্ত্তৃক বিভিন্নতা লাভ করে। কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়া এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত। সুতরাং শ্রীভগবানের বাক্যের দ্বারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয় অবগত হওয়া উচিত। পরে প্রকৃত পণ্ডিত কে? যজ্ঞের অঙ্গ কি? সমস্ত কর্ম্মই যে জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে ইত্যাদি বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শীগুরুকে প্রসন্ন করিয়া ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যে জ্ঞানলাভের ফলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আত্ম ও পরমাত্ম-দর্শন লাভ ঘটে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই শ্রীগুরু-কৃপায় সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পরা শান্তি লাভ করেন। আর অজ্ঞ অশ্রদ্ধাবান্ ও সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্ম-ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কোথায়ও কোনও সুখ নাই। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে পারিলে, তাঁহার আর কোন বন্ধন থাকে না; সুতরাং কর্ম্মযোগ আশ্রয়ের জন্য যত্নবান্ হওয়া সৎশিষ্য-মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগের কথা পাওয়া যায়। কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ততর, অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-যোগ উভয় মঙ্গলকর হইলেও নিষ্কাম-কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। আরও বলিলেন যে, কর্ম্মের ফলাদিতে

আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। যোগযুক্ত ব্যক্তিই অনায়াসে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর কিছুতেই লিপ্ত করিতে পারে না। সকামকর্ম্মীই সংসারে আবদ্ধ হন। পরমেশ্বর জীবের কোন পাপ, পুণ্য গ্রহণ করেন না, অজ্ঞান-অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়াই জীব মোহপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারাই সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবানে নিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তিরই মোক্ষ লাভ হয়। পণ্ডিতগণ সমদর্শী। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বন্দাতীত ও অক্ষয়-সুখের অধিকারী। বিষয়ভোগ দুঃখের হেতু, জ্ঞানিগণ তাহাতে প্রীতিবোধ করেন না, কামক্রোধাদি-বেগ-সহিষ্ণু ব্যক্তি যোগী ও সুখী হন। আত্মারাম পুরুষই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন। অবশেষে জীবন্মুক্ত মুনির লক্ষণ এবং পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে, শান্তি লাভ হয়, বলিয়া অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ম্মযোগের বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক সমাপ্ত করিতেছেন। তিনি বলিলেন কর্ম্ম-যোগের নামান্তরই সন্ন্যাসযোগ। বিষয়ভোগে অনাসক্ত ব্যক্তিই যোগারূঢ়। সন্ন্যাস ও যোগ এক তাৎপর্য্যপর। মনই মানবের অবস্থাভেদে শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করা উচিত; সংসারে অধঃপাতিত করা উচিত নহে। যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণন পূর্ব্বক যোগপথের নির্দ্দেশ করিলেন। যুক্তাহারী ও যুক্তচেষ্ট-ব্যক্তিই যোগের অধিকারী কিন্তু তদ্বিপরীত অনধিকারী। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগ। যোগের স্বরূপ ও সাধনার ক্রম বর্ণনান্তে ব্রহ্মানন্দ লাভ বা ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন যখন চঞ্চল মন কি প্রকারে নিগৃহীত হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাহাকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোজয় হয়, বলিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন যখন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, প্রথমে যত্নশীল হইয়াও অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে কেহ যোগ হইতে বিচলিত হইলে, তাহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কল্যাণানুষ্ঠানকারীর দুর্গতি হয় না। বহুকাল যোগাভ্যাসের পর কেহ যদি ভ্রষ্টও হয়, তাহা হইলে, শুচি ও শ্রীমানের গৃহে জন্মলাভ করে। যাহারা অল্পকাল যোগাভ্যাসের পর ভ্রষ্ট হয়, তাহারা সদাচারী ধনীর গৃহে জন্মলাভ করে। আর বহুকাল যোগাভ্যাসের

পর ভ্রষ্ট হইলে, যোগনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মলাভ করে। তখন পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ পুনরায় মোক্ষের জন্য অধিকতর প্রয়াসী হয়। সকামকর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী হইতে কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সে সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মিগণ হইতেও কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশেষ বলিলেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকেই ভজনা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্ত মহতের যাদৃচ্ছিকভাবে অহৈতুকী করুণায় নির্গুণ-অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু ক্রমিক পন্থায় সেই ভক্তি-লাভের যোগ্য হইবার অনুকূলে সকলের পক্ষে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগই প্রশস্ত।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর, **শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী**

১২ই চৈত্র (১৩৭৩), ২৬শে মার্চ্চ (১৯৬৭) (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক, প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তনবর পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিরচিত গীতাভূষণ' ও শ্রীশ্রীমদ্‌ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক বিশদ ভাষা-ভাষ্য সমন্বিত গ্রন্থরাজ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেবের সম্পাদনায় ও তৎকৃত 'অনুভূষণ' নাম্নী টীকায় ভক্তিরস পিপাসু ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সুধী পাঠক মহলে মহাজনানুগ দুর্লভ গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইয়াছেন। বিগত গৌরাব্দ ৪৮০, বাংলা ১৩৭৩, ইংরাজী ১৯৬৭ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর পাঠক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করতঃ অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষিত হয় এবং তদবধি ভক্ত ও সুধী পাঠকগণের আকুলতা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব পালনের সীমাবদ্ধতাহেতু আমরা গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণে সক্ষম হই নাই।

গ্রন্থসেবা কৃষ্ণানুশীলনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় ও প্রপূজ্যচরণ বৈষ্ণবগণের উপদেশ-আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হইল।

সহৃদয় পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—অনবধানবশতঃ গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রণ-জনিত যে ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে রহিয়াছে তাহা নিজগুণে ক্ষমাপূর্ব্বক সংশোধন করতঃ গ্রন্থের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী-তিথি
২০ মাধব, গৌরাব্দ-৫০৩
১৭ই মাঘ, ১৩৯৬

শ্রীগুরু বৈষ্ণবদাসানুদাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

অধ্যায়-সূচী

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।
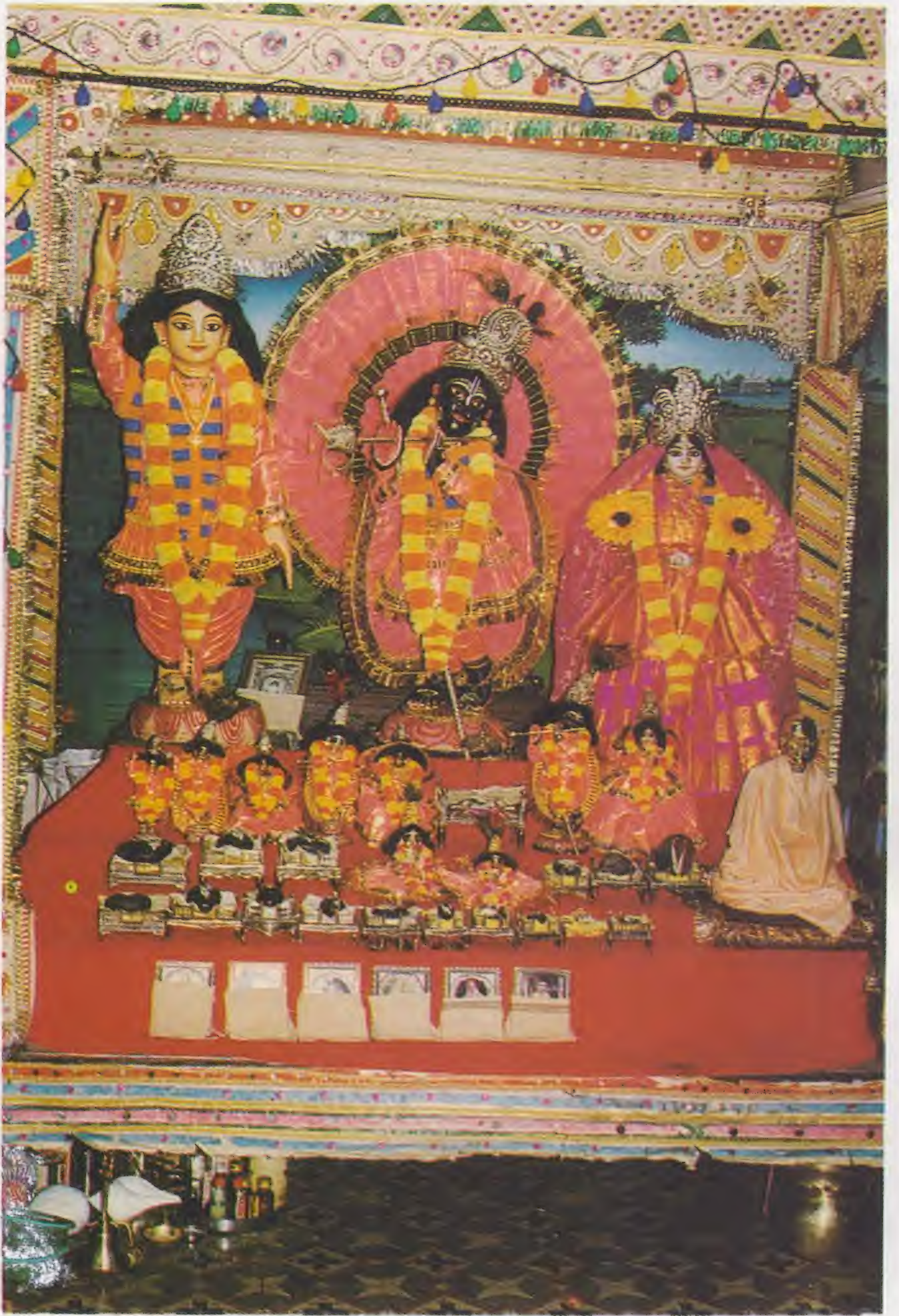
কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কহিলেন) (ভোঃ) সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যুদ্ধার্থী) মামকাঃ (মৎপুত্র—দুর্য্যোধনাদি) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডু-পুত্রগণ—যুধিষ্ঠিরাদি) চ (ও) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) এব (তারপর) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করিয়াছিলেন ?) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমিরূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইবার পর কি করিলেন ? ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'বিদ্বদ্-রঞ্জন' ভাষাভাষ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

মায়াবাদ-মেঘাবৃত, গীতাতত্ত্ব-চন্দ্রামৃত,
ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণ।
পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে, প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,
পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ ॥
তাঁর ভাষ্য-অনুসারে, গীতামৃত ভাষ্যাকারে,
ভকতিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি।
'বিদ্বদ্-রঞ্জন' আখ্যা, করিয়াছে ভাষা-ব্যাখ্যা,
শুদ্ধভক্তে করিয়া প্রণতি ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হন, গীতারত্ন-মহাজন,
তাঁর পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
এ দাসেরে কৃপা করি', মস্তকে চরণ ধরি',
শক্তিদানে পূর্ণ করুন কাম॥
জগজ্জীবে কৃপা করি', যে আনিল গৌরহরি,
যে শিখা'ল গীতাতত্ত্বসার।
তাঁর কৃপা যদি পাই, তত্ত্বসিন্ধু-পারে যাই,
ইথে কি সন্দেহ আছে আর॥
হে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ,
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া, গদাধর।
হে জাহ্নবা, বংশীরূপ, সনাতন, হে স্বরূপ,
রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর॥
আমি অতি দীনহীন, তব কৃপা সমীচীন,
মূঢ়ে সিদ্ধিসার দিতে পারে।
কৃপা করি' বিঘ্ন নাশি', প্রকাশিয়া তত্ত্বরাশি,
দেহ' শক্তি ভাষ্য রচিবারে॥

শ্রদ্ধাবান্ জীবনিচয়কে অবিদ্যা-শার্দ্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহ নিবারণ করিবার ছল করতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বনিরূপিকা এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম,—এই পাঁচটী অর্থ গীতোপনিষৎ-শাস্ত্রে বিশদরূপে বিচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য 'ঈশ্বর', অণুচৈতন্য 'জীব', সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রয় দ্রব্য 'প্রকৃতি', ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ 'কাল' এবং পুরুষপ্রযত্নে নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিবাচ্য 'কর্ম্ম',—এই প্রকার অর্থপঞ্চকের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। 'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল',—এই চারিটি নিত্য; 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল',—ইহারা ঈশ্বরাধীন। 'কর্ম্ম' অনাদি, কিন্তু বিনাশি। সম্বিৎস্বরূপ 'ঈশ্বর' ও 'জীব' উভয়েই সম্বেত্তা ও অস্মদর্থ-নির্দ্দিষ্ট; ঈশ্বরের ও জীবের অস্মদর্থরূপ অহঙ্কার—চিন্ময়, তাহা মহত্তত্ত্বজাত 'অহঙ্কার' নয়। মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার জীব-প্রকৃতিগত হইলে প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং জীব যখন প্রকৃতিমুক্ত হন, তখন ঐ অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয় অর্থাৎ

মুক্ত-জীবের সঙ্গে যায় না। 'ঈশ্বর' ও 'জীব', উভয়েই কর্ত্তা ও ভোক্তা; ভোক্তৃত্ব-শব্দে অনুভবিতৃত্ব-মাত্র। যদিও প্রকাশকরূপ সূর্য্যের প্রকাশত্বের ন্যায় সম্বিৎ হইতেই সম্বেত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি সম্বিদ্গত বিশেষ ও সম্বেত্তৃগত বিশেষে পার্থক্য-প্রযুক্ত সম্বিৎ ও সম্বেত্তার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ নাই, কিন্তু নিত্য বিশেষ-ধর্ম্মই ভেদবৎ (স্বরূপ) তত্ত্ববিশেষ। অতএব নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ পরম-তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভেদা-ভাবেও ভেদপ্রতীতি নিত্য তত্ত্বাশ্রিত, ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাবাদিগত স্বগত-ভেদ নিত্য অনিবার্য্য। এই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার গীতাশাস্ত্রের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপ-সকল যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যের উপযোগী, পরমাত্ম-যাথাত্ম্য তদুপাসনোপযোগি এবং 'প্রকৃতি', 'কাল' ও 'কর্ম্ম' সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপকরণস্বরূপ, এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাথাত্ম্যপ্রাপ্তির উপায়—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'ভক্তি'ভেদে ত্রিবিধ। ফলাশা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি হইলে জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের উপকার হয়। অতএব পরম্পরা-ক্রমে কর্ম্মের তৎসাধনোপায়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণভেদে 'কর্ম্ম'—দুইপ্রকার, অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত হিংসাশূন্য কর্ম্মই মুখ্য, ও তদ্বিহিত হিংসাযুক্ত কর্ম্মই গৌণ। 'কর্ম্মের' দ্বারা হৃদ্বিশুদ্ধি-ক্রমে 'জ্ঞান' হয়। সেই জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে 'ভক্তি' রূপে পরিণত হয়। যতক্ষণ কটাক্ষবীক্ষণ-দ্বারা কেবল চিদেকতত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম 'জ্ঞান'; তদ্দ্বারা সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্যাদি-প্রাপ্তি। যখন ঐ জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় নির্ণিমেষ-বীক্ষণরূপ অনুসন্ধানের উদয় হয়, তখন চিদেকতত্ত্বগত চিদ্বৈচিত্র লীলারসবিশেষাশ্রিত ক্রোড়ীকৃত-সালোক্যাদি শুদ্ধ-ভক্তিস্বরূপে ভগবদ্বরিবস্যাদি-লাভরূপ সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ তত্ত্বোদয় হয়,—জ্ঞান ও ভক্তির এইমাত্র প্রভেদ। গীতাশাস্ত্রের—প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযোগি-স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে পরমপ্রাপ্য-প্রাপণী তন্মহিম-বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা ভক্তির উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরাদি-তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপসিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্ব্বক চরমে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। 'সনিষ্ঠ',

'পরিনিষ্ঠিত' ও 'নিরপেক্ষ'-ভেদে, উঁহারা—ত্রিবিধ। স্বর্গাদি-লোকদর্শনবাসনা-সহকারে নিষ্ঠার সহিত ভগবদর্চ্চন-রূপ স্বধর্ম্মের আচরণকারীই 'সনিষ্ঠ'। লোকসংগ্রহ-বাঞ্ছায় স্বধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক হরিভক্তিনিরত পুরুষই 'পরিনিষ্ঠিত'। তদুভয়েই আশ্রমাশ্রিত। আর সত্য-তপো-জপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত একান্ত হরিভক্তই 'নিরপেক্ষ' ও নিরাশ্রম। শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ পরমেশ্বরই 'বাচ্য' এবং তদুক্ত গীতা-শাস্ত্রই 'বাচক'। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই এই শাস্ত্রের একমাত্র 'বিষয়' এবং অশেষ-ক্লেশ নিবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই এই শাস্ত্রের একমাত্র 'প্রয়োজন'।

তত্ত্ব-বিস্তৃতির সোপানস্বরূপ প্রথমেই কুরুক্ষেত্রে রণমধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব-সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১॥

শ্রীমদ্‌-বলদেববিদ্যাভূষণকৃতং
'গীতাভূষণ' ভাষ্যম্
ওঁ নমঃ শ্রীগোবিন্দায়

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্ব্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্মে॥ ১॥
অজ্ঞান-নীরধিরুপৈতি যয়া বিশোষং
ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষমুচ্চৈঃ।
তত্ত্বং পরং স্ফুরতি দুর্গমমপ্যজস্রং
সাদ্‌গুণ্যভৃৎ স্বরচিতাং প্রণমামি গীতাম্॥ ২॥

অথ সুখচিদ্‌ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত-বিচিত্র-জগদুদয়াদির্বিরিঞ্চ্যাদিসংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তয়ৈব জীবান্ বহুনবিদ্যাশার্দ্দূলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্দ্ধানোত্তর-ভাবিনোঽন্যানুদ্দিধীর্ষুরাহবমূর্দ্ধ্নি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুনমবিতর্ক্য-স্বশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহবিমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকরস্বাত্ম-যাথাত্ম্যৈকনিরূপিকাং স্বগীতো-পনিষদমুপাদিশৎ। তস্যাং খল্বীশ্বর-জীব-প্রকৃতিকালকর্ম্মাণি পঞ্চার্থা বর্ণ্যন্তে; —তেষু বিভুসংবিদীশ্বরঃ, অণুসম্বিজ্জীবঃ, সত্ত্বাদিগুণত্রয়াশ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতিঃ,

ত্রৈগুণ্যশূন্যং জড়দ্রব্যং কালঃ, পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্মেতি। তেষাং লক্ষণানি ;—এষ্বীশ্বরাদীনি চত্বারি নিত্যানি ; জীবাদীনি ত্বীশবশ্যানি ; কর্ম্ম তু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ ; তত্র সম্বিৎ স্বরূপোঽপীশ্বরো জীবশ্চ সম্বেত্তাস্মদর্থশ্চ,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ," "মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ ; "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্," "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চ। ন চোভয়ত্র মহত্তত্ত্ব-জাতোঽয়মহঙ্কারঃ তদা তস্যানুৎপত্তের্বিলীনত্বাচ্চ। স চ স চ কর্ত্তা ভোক্তা সিদ্ধঃ—"সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ কর্ত্তা বোদ্ধা" ইতি পদেভ্যঃ ; অনুভবিতৃত্বং খলু ভোক্তৃত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতং ; "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' ইতি শ্রুতেস্তূভয়োস্তৎ প্রব্যক্তম্। যদ্যপি সম্বিৎস্বরূপাৎ সম্বেত্তৃত্বাদি নান্যৎ, প্রকাশস্বরূপাদ্ রবেরিব প্রকাশকত্বাদি, তথাপি বিশেষসামর্থ্যাত্তদন্যত্ব-ব্যবহারঃ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ ; স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদ-কার্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদিব্যবহারস্য হেতুঃ,—সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ। তৎ প্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা "এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি" ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ। ইহ হি ব্রহ্মধর্ম্মানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। ন খলু ভেদ প্রতিনিধেস্তস্যাপ্যভাবে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব-ধর্ম্মবহুত্বে শক্যে বক্তুমিত্যনিচ্ছুভিরপি স্বীকার্য্যাঃ স্যুঃ ত ইমেঽর্থাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্ যথাস্থানমনুসন্ধেয়াঃ। ইহ হি জীবাত্ম-পরমাত্ম-তদ্ধাম-তৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ানাং স্বরূপাণি যথাবন্নিরূপ্যন্তে। তত্র জীবাত্মযাথাত্ম্য-পরমাত্মযাথাত্ম্যোপযোগিতয়া পরমাত্মযাথাত্ম্যন্তু তদুপাসনোপযোগিতয়া প্রকৃত্যাদিকং তু পরমাত্মনঃ স্রষ্টৃরূপকরণতয়োপদিশ্যতে। তদুপায়াশ্চ কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিভেদাৎ ত্রেধা। তত্র শ্রুততত্তৎফলনৈরপেক্ষেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্য স্ববিহিতস্য কর্ম্মণঃ হৃদ্বিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যোরুপকারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্তাবুপায়ত্বম্। তচ্চ শ্রুতিবিহিতকর্ম্ম হিংসাশূন্যমত্র মুখ্যম্। মোক্ষধর্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাৎ হিংসাবত্তু গৌণং বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তয়োস্তু সাক্ষাদেব তথাত্বম্। ননু তথানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধ্যা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যাং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ? উচ্যতে, জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষাদ্ভক্তিরিতি ; নির্ণিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরং চিদ্বিগ্রহতয়ানুসন্ধির্জ্ঞানং তেন তৎসালোক্যাদিঃ। বিচিত্রলীলারসাশ্রয়-তয়ানুসন্ধিস্তু ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতদ্বরিবস্যানন্দলাভঃ পুমর্থঃ।

ভক্তের্জ্ঞানত্বং তু "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ সিদ্ধম্। তদিদং শ্রবণাদিভাবাদিশব্দব্যপদিষ্টং দৃষ্টম্। জ্ঞানস্য শ্রবণাদ্যাকারত্বং চিৎ-সুখস্য বিষ্ণোঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যমিতি বক্ষ্যামঃ। ষট্ত্রিকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে—প্রথমেন ষট্কেনেশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপদর্শনম্; তচ্চান্তর্গতজ্ঞাননিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরম-প্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তিস্তন্মহিমধীপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরা-দীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ষট্কানাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্বতা-ব্যপদেশস্তু তত্তৎ প্রাধান্যেনৈব; চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেশ্চোক্তিস্তু রত্নসম্পুটোর্দ্ধ-লিখিত-তৎসূচকলিপিন্যায়েন। অস্য শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী। স চ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-নিরপেক্ষ-ভেদাত্রিবিধ—তেষু স্বর্গাদিলোকানপি দিদৃক্ষুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ; লোক সংজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতো দ্বিতীয়ঃ; স চ স চ সাশ্রমঃ; সত্য-তপো-জপাদিভি-র্বিশুদ্ধচিত্তো হর্য্যেকনিরতস্তৃতীয়ো নিরাশ্রমঃ। বাচ্য-বাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ;—বাচ্য উক্ত লক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, বাচকস্তদ্গীতাশাস্ত্রং তাদৃশঃ সোঽত্র বিষয়ঃ। অশেষ-ক্লেশ-নিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎকারস্তু প্রয়োজনমিত্যনু-বন্ধচতুষ্টয়ম্। অত্রেশ্বরাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোঽক্ষরশব্দশ্চ; বদ্ধজীবেষু তদ্দেহেষু চ ক্ষরশব্দঃ; ঈশ্বরজীবদেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যত্নে চাত্মশব্দঃ; ত্রিগুণায়াং বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ; সত্তাভিপ্রায়স্বভাব-পদার্থ-জন্মসুক্রিয়াস্বাত্মসু চ ভাবশব্দঃ; কর্ম্মাদিষু ত্রিষু চিত্তবৃত্তিনিরোধে চ যোগশব্দঃ পঠ্যতে। এতচ্ছাস্ত্রং খলু স্বয়ং ভগবতঃ সাক্ষাদ্বচনং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা॥" ইতি পাদ্মাৎ। ধৃতরাষ্ট্রাদিবাক্যন্তু তৎসঙ্গতিলাভায় দ্বৈপায়নেন বিরচিতম্। তচ্চ লবণাকরনিপাত-ন্যায়েন তন্ময়মিত্যুপোদ্ঘাতঃ। "সংগ্রামমূর্দ্ধ্নি সংবাদো যোঽভূদ্গোবিন্দ-পার্থয়োঃ। তৎসঙ্গত্যৈ কথাং প্রাখ্যাদ্গীতাসু প্রথমে মুনিঃ॥" ইহ তাবদ্ভগবদর্জ্জুনসংবাদং প্রস্তোতুং কথা নিরূপ্যতে,—ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভিঃ সপ্তবিংশত্যা। তদ্ভগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বপুত্রবিজয়ে সন্দিহানঃ সঞ্জয়ং পৃচ্ছতীত্যাহ,—জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবো মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ কিমকুর্ব্বতেতি। নহু যুযুৎসবঃ সমবেতা ইতি ত্বমেবাত্থ ততো যুদ্ধেরন্নেব,

পুনঃ কিমকুর্ব্বতেতি কস্তেভাব ইতি চেৎ, তত্রাহ,—ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। "যদন্থ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম সদনম্" ইত্যাদি-শ্রবণাদ্ধর্ম্মপ্ররোহভূমিভূতং কুরুক্ষেত্রং প্রসিদ্ধম্। তৎপ্রভাবাদ্বিনষ্টবিদ্বেষা মৎপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দাতুং নিশ্চিক্যুঃ? কিম্বা, পাণ্ডবাঃ সদৈব ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মক্ষেত্রে তস্মিন্ কুলক্ষয়হেতুকাদধর্ম্মভ্তীতা বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো বিমমৃশুরিতি? হে সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিনষ্টরাগদ্বেষস্ত্বং তথ্যং বদেত্যর্থঃ। পাণ্ডবানাং মামকত্বানুক্তির্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রস্নেহগ্রস্তস্য তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি। ধান্যক্ষেত্রাত্তদ্বিরোধিনাং ধান্যাভাসানামিব ধর্ম্মক্ষেত্রাত্তদ্বিরোধিনাং ধর্ম্মাভাসানাং ত্বৎপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দেন গীর্দেব্যা ব্যজ্যতে ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

ওঁ তৎসৎ

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ শ্রীমদ্-বলদেববিদ্যাভূষণ কৃতস্য

'গীতাভূষণ' ভাষ্যস্য বঙ্গভাষায়ামনুবাদঃ।

প্রথমাধ্যায়ে ১ম শ্লোকে

'ওঁ নমঃ শ্রীগোবিন্দায়'—ইহা মঙ্গলাচরণ বাক্য—নমস্ শব্দের অর্থ স্বাবধিক-উৎকর্ষবোধক ব্যাপার, তুমি আমার প্রভু, আমি অতি নিকৃষ্ট এইরূপ মনোভাব যাহাতে বুঝায় সেইরূপ বাচিক, কায়িক ও মানসিক চেষ্টা। ইহা বাচিক ব্যাপার। তিনি কেন সর্ব্বোত্তম, তাহাই গোবিন্দ শব্দে ও প্রণব দ্বারা বুঝাইতেছেন—যিনি গো অর্থাৎ বেদ বাক্যকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদের প্রকাশক অথবা যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই লোক ভর্ত্তা, তিনি প্রণববাচ্য যোগিধ্যেয় পরমেশ্বর, তাঁহার আমি শরণাগত।

যিনি সত্যস্বরূপ, অন্তরহিত, অচিন্তনীয় শক্তির একমাত্র আশ্রয়, অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বাধ্যক্ষ অথবা সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, এবং ভক্ত রক্ষায় অত্যন্ত সমর্থ, সেই বিশ্বসর্গাদিমূল সম্পূর্ণানন্দময় শ্রীগোবিন্দে আমার মতি নিত্য রত থাকুক ॥ ১ ॥

যে গীতা গ্রন্থ দ্বারা অজ্ঞান সাগর সম্পূর্ণভাবে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, পরাভক্তিও যাহার ফলে অত্যন্ত পুষ্টি লাভ করে, দুর্জ্ঞেয় হইলেও পরতত্ত্ব যাহা হইতে নিরন্তর প্রকাশ পাইয়া থাকে, সদ্গুণাশ্রয় শ্রীভগবানের রচিত সেই গীতাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে 'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থ উল্লিখিত হইল। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা যথাক্রমে এই তিনটি গ্রন্থে প্রকাশ্য, সেজন্য প্রথমে সংক্ষেপে গীতা গ্রন্থের উল্লেখ তাহার প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছেন—অখণ্ডানন্দময় চিৎস্বরূপ, অচিন্তনীয় শক্তিশালী, পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্য সিদ্ধমূর্ত্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে এই গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন ; যাঁহার নিজ ইচ্ছা শক্তিতে অন্য নিরপেক্ষভাবে নানারূপে বিভক্ত এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণের ধ্যেয়চরণ, সেই হরি মর্ত্ত্যভূমিতে নিজের আবির্ভাবাদিলীলা-দ্বারা নিজের সহিত আবির্ভূত নিজ পারিষদবর্গকে আনন্দিত করিবার জন্য এবং যে সকল জীব অবিদ্যা-ব্যাঘ্রীর কবলে পতিত আছে, তাহাদিগকে সেই কবল হইতে বিমুক্ত করিয়া পরে মর্ত্যলোক হইতে নিজের অন্তর্ধানের পর ভাবি-জাত মনুষ্যগণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত অর্জ্জুন স্ব-স্বরূপভূত হইলেও, তাহাকে নিজ অচিন্তনীয় শক্তি-প্রভাবে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া, পরে সেই মোহেরই নিবৃত্তিচ্ছলে সপরিকর নিজের স্বরূপের যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশিকা নিজ গীতোপনিষদ্ উপদেশ করিলেন। সেই গীতোপনিষদে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যিনি পূর্ণজ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ—তিনি ঈশ্বর, অল্পজ্ঞ—জীব, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের আধার প্রকৃতি একটি দ্রব্য বিশেষ, সেই ত্রিগুণ-বর্জ্জিত জড় দ্রব্য কাল, জীবের চেষ্টায় নিষ্পাদনীয় কার্য্য, যাহা অদৃষ্ট, দৈব প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাহার নাম কর্ম্ম। অতঃপর তাহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল, এই চারিটি নিত্য বস্তু। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম ঈশ্বরের অধীন। প্রাগভাব বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। এই প্রাগভাবের আদি নাই, কিন্তু নাশ আছে, সেইরূপ জীবের কর্ম্মেরও আদি নাই, ক্ষয় আছে। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জীবও তাহাই, তাহা হইলেও ইহারা সম্বেত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতাও বটে, অস্মদ্-শব্দের প্রতিপাদ্য। জগতে দুইটি পদার্থ আছে তন্মধ্যে একটি যুষ্মদ্-শব্দ প্রতিপাদ্য যাহা বিষয়, এবং অন্যটি অস্মদ্ শব্দ বাচ্য বিষয়ী, সেই বিষয়ী পরমাত্মা ও জীবাত্মা—ইহারা জ্ঞাতা ; অন্য সমস্ত জ্ঞেয়। উক্ত বিষয়ে শ্রুতি বাক্য প্রমাণ যথা 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম' ঈশ্বর জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, ইহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান-স্বরূপত্ব

প্রতিপাদিত হইল। আবার উহারা জ্ঞাতা, তাহার প্রমাণ 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী, তথা 'মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ' ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতিমান্ সেই বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ইত্যাদি শ্রুতি। আবার 'সোঽকাময়ত, বহুস্যাম্' তিনি ইচ্ছা করিলেন বহুরূপে অভিব্যক্ত হইব, ইহা হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিচয়, জীবেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ 'সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ-বেদিষম্' আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। এই শ্রুতি দ্বারা সুষুপ্তিকালে জীবাত্মার সুখানুভূতির সত্তা প্রমাণিত হইতেছে। ইত্যাদি আরও অনেক শ্রুতি প্রমাণ আছে। যদি বল উভয় ক্ষেত্রেই (জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও ঈশ্বরের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়ে) মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এই অহঙ্কার, এই কথা বলিব, তাহাও নহে, কারণ তখন অর্থাৎ 'বহুস্যাম্' 'প্রজায়েয়' ঈশ্বরের ঈক্ষণকালে অহঙ্কারের উৎপত্তিই নাই এবং সুষুপ্তি সময়ে জীবের অহঙ্কারের লয়ই হইয়া থাকে।

সেই পরমেশ্বর ও জীবাত্মা যে কর্ত্তা ও ভোক্তা ইহা সিদ্ধ, যেহেতু 'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ কর্ত্তা বোদ্ধা' ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, কর্ত্তা ও ভোক্তা, এই সকল পদ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রমাণ। ঐ বাক্যে বোদ্ধা কথাটি অনুভব-কর্ত্তা অর্থে প্রযুক্ত, তবেই অনুভবিতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব একই কথা, ইহা সকল দার্শনিকই স্বীকার করিয়াছেন। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" সেই জীবাত্মা সকল ভোগই গ্রহণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত, এই শ্রুতি হইতে তো জীব ও ঈশ্বর উভয়ের ভোক্তৃত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও প্রকাশ হইতে সূর্য্যের প্রকাশকত্ব যেমন অভিন্ন, সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্বও অভিন্ন, তাহা হইলেও বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ জ্ঞান হইতে জ্ঞাতৃত্বের প্রভেদ ব্যবহার হয়। বিশেষ ধর্ম্মটি ভেদ নহে ভেদের তুল্য, সেই বিশেষ ভেদ না থাকিলেও, ভেদ সত্তার কার্য্য ধর্ম্মধর্ম্মি ব্যবহার প্রভৃতির হেতু। এ বিষয়ে একটা লৌকিক উদাহরণ দেখাইতেছি, অগ্নির দাহকত্ব বা দাহিকা শক্তি তাহার ধর্ম্ম, দাহকত্ব বিশিষ্ট অগ্নি ধর্ম্মী, বস্তুতঃ ঐ ধর্ম্ম ধর্ম্মী একই, কিন্তু ব্যবহারে অগ্নির দাহিকা শক্তি এইরূপ ভেদ প্রতীতি হয়। আরও দেখ, সত্তা বস্তুর ধর্ম্ম, সেই সত্তা বিশিষ্ট যে তাহার নাম সতী, ইহা ধর্ম্মী। ভেদ ধর্ম্ম, ভিন্ন ভেদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট, "কালঃ সর্ব্বদা অস্তি" বাক্যে কাল সর্ব্বকালে বর্ত্তমান, অর্থ, কিন্তু কাল সর্ব্বকাল হইতে ভিন্ন নহে তথাপি ঐরূপ প্রয়োগ হইতেছে, এই অভেদে ভেদ

ব্যবহার পণ্ডিতগণের প্রতীতি সিদ্ধ। এবং সেই প্রতীতির অন্য কোনও যুক্তি না থাকায় উহা সিদ্ধ 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি' ধর্ম্ম সমূদয়কে ধর্ম্মী হইতে ভিন্নভাবে বুঝিয়া লোকে সেই ধর্ম্মের অনুধাবন করে। এই শ্রুতি দ্বারাও অভেদ-ভেদবাদ সিদ্ধ। এই গীতাগ্রন্থে ব্রহ্মের ধর্ম্ম নিচয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সেই ধর্ম্মের ভেদও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি প্রতিনিধির অভাব (প্রতিষেধ) ও ধর্ম্মীর প্রতিষেধ হয়, তবে কখনই ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব ও ধর্ম্মের বহুত্ব বলিতে পারা যায় না। একথা যাহারা মানিতে চান না, তাঁহাদের এগুলি মানিতেই হইবে। এই গীতা শাস্ত্রে যথাস্থানে সেগুলির অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে জীবাত্মা কি? পরমাত্মাই বা কি? তাহাদের ধাম (আশ্রয়) কি? এবং সেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় কি? এই সকলের স্বরূপ যথাযথরূপে নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে জীবাত্মার যথাযথ তত্ত্ব, পরমাত্ম (ব্রহ্ম) উপযোগীরূপে এবং পরমাত্মার যথাতত্ত্ব, উপাসনার উপযোগী-রূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আর প্রকৃতি প্রভৃতির পরিচয় সৃষ্টি কর্ত্তা পরমাত্মার সৃষ্টির উপকরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির উপায় বা পথ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে কর্ম্ম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে উপায় এইরূপে, বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলের অপেক্ষা না রাখিয়া এবং যাগকর্ত্তা কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, যথাবিধি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির উপকার সাধিত হইবে, এইজন্য পরম্পরায় কর্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়। সেই বেদবিহিত কর্ম্ম যদি পশু হিংসা রহিত হয় তবেই মুখ্য, মহাভারতে পিতাপুত্র সংবাদে তাহাই অবগত হওয়া যায়। পরন্তু হিংসা-বিশিষ্ট কর্ম্ম গৌণ, অপ্রধান, কেননা অনেক দূরে কর্ম্মীকে লইয়া যায়, এজন্য পরম্পরায় কারণ। জ্ঞান ও ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির উপায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঐ ভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ঘটিলে, তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে এবং তজ্জন্য যদি মুক্তি সাধিত হয়, তবে আর ভক্তির আবশ্যকতা কি? তাহার দ্বারা আর কি বিশেষ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই একটু বিশেষ গুণের আধান হেতু উহাকে ভক্তি বলে, যেমন নির্নিমেষভাবে দর্শনের ও কটাক্ষে অবলোকনের প্রভেদ, সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির প্রভেদ। কথাটি এই—চিৎস্বরূপে অনুসন্ধানের নাম জ্ঞান, তাহার দ্বারা তাঁহার সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি জন্মে। আর ভক্তি হইল কিন্তু

বিচিত্র লীলা-রসের-আশ্রয়রূপে তাঁহার অনুসন্ধান। ইহাতে সালোক্য প্রভৃতিও আনুষঙ্গিক ফল আছে। বিশেষ এই—তাঁহার সেবানন্দ লাভ ; ইহাই ভক্ত-দিগের পরম পুরুষার্থ। ভক্তিও যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা শ্রুতিবাক্যদ্বারাও সিদ্ধ, যথা 'সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' জ্ঞান বস্তুটি সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদময় ভক্তি যোগে আছে। ভক্তির এই জ্ঞানত্বকে শ্রবণাদি শব্দে ও ভাবাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত দেখা যায়। জ্ঞান কিরূপে শ্রবণাদিরূপ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই—যেমন চ্চিদানন্দময় বিষ্ণু কুন্তলাদিপ্রতিমারূপে অবস্থিত ; সেইরূপ জানিবে, ইহা পরে বলিব। এই গীতা শাস্ত্র ছয় ছয় অধ্যায়ে তিন ভাগে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে—জীবাত্মা ঈশ্বরেরই অংশ, যাহাতে সে অংশী ঈশ্বরের ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই প্রকার জীবস্বরূপ দেখাইয়াছেন। তাহা অন্তর্গত জ্ঞানও নিষ্কাম-কর্ম্ম দ্বারাই সাধ্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী ছয়টি অধ্যায়-দ্বারা পরম পুরুষার্থ সেই অংশী (চিৎ) ঈশ্বরের প্রাপ্তির সাধনরূপে তাদৃশী ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, যাহা শ্রীপরমেশ্বরের মহিমা জ্ঞান হইতে জন্মে। শেষ ছয়টি অধ্যায়দ্বারা পূর্ব্বে বর্ণিত ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি, প্রভৃতির স্বরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। তিনটি অধ্যায়-ষট্‌কের মূলে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান থাকায় কর্ম্মষট্‌ক, ভক্তি ষট্‌ক ও জ্ঞান ষট্‌ক সংজ্ঞা হইয়াছে, প্রধানভাবে কর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় থাকায়। চরমে ভক্তির প্রতিপত্তি ও উক্তি রত্নময় সম্পুট্ (ডিবা)র উপরে লিখিত তাহার সূচক অক্ষর যেমন সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে সেইরূপ। এই শাস্ত্রের অধিকারী ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান্ (বিশ্বাসী) সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচার পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। এই অধিকারীও তিনপ্রকার যথা সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। তন্মধ্যে যে স্বর্গাদিলোকও দেখিতে চায়, নিষ্ঠাসহকারে শ্রীহরির পরিচর্য্যা জন্য স্বধর্ম্ম আচরণ করে, সে সনিষ্ঠ অধিকারী। লোককে ভক্তি-পথে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে যিনি সদাচাররূপে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করেন, এমন হরিভক্তি পরায়ণ সাধক পরিনিষ্ঠিত নামে অভিহিত। ইহারা উভয়েই আশ্রমী। নিরপেক্ষ অধিকারী হইতেছেন—যিনি সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, একমাত্র হরিভক্তিতেই আসক্ত। ইঁহার কোন আশ্রম নাই। এই হইল—গীতা গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বাচ্য, বাচকভাব। গীতার বাচ্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, বাচক শ্রীগীতা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের

বিষয়—সেই পরমাত্মা-তত্ত্ব-নিরূপণ। প্রয়োজন—অবিদ্যাদি অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার। এই অধিকারী, প্রতিপাদ্য, সম্বন্ধ, ও প্রয়োজন চারিটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতি দেখান হইল। এই গ্রন্থে ব্রহ্মন্ শব্দ ও অক্ষর শব্দ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি অর্থে প্রযুক্ত এবং ক্ষর শব্দ বদ্ধ জীবে ও তাহাদের দেহার্থে প্রযুক্ত। আত্মন্ শব্দ ঈশ্বর, জীবাত্মা, দেহ, মনঃ, বুদ্ধি, ধৃতি ও যত্ন অর্থে বুঝায়। প্রকৃতি শব্দের অর্থ—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বাসনা, (সংস্কার), স্বভাব ও স্বরূপ। ভাব শব্দ—সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মার্থের বাচক। যোগ শব্দ—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটীতে এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই গীতা শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের নিজমুখে সাক্ষাদুক্তি, অতএব সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—গীতা গ্রন্থকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। অন্য বিস্তৃত শাস্ত্র শ্রবণে কি প্রয়োজন? যাহা ভগবান্ পদ্মনাভের স্বয়ং শ্রীমুখ পদ্ম হইতে বিনির্গত। তবে যে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উক্তি দেখা যায়, ঐগুলি গ্রন্থ সঙ্গতি লাভের জন্য দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক বিরচিত। তাহা লবণ সমুদ্র মধ্যে লবণ পাতের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে। এই হইল গীতা গ্রন্থের উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ। কথিত আছে, সংগ্রামক্ষেত্রের অগ্রভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যে সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গতি দেখাইবার জন্য, মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রথমাধ্যায়ে উপাখ্যানরূপে কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব প্রথমে ভগবান্ ও অর্জ্জুনের সংবাদের প্রসঙ্গ দেখাইবার জন্য কথা (উপাখ্যান) বর্ণিত হইতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদি সাতাইশটি শ্লোক দ্বারা। ধৃতরাষ্ট্র যখন জানিলেন ভগবান্ শ্রীহরি অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি নিজ পুত্রদের যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইয়া মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই কথাই মহাভারত বক্তা বৈশম্পায়ন শ্রোতা জনমেজয় (জন্মেজয়কে) বলিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্র উবাচ বলিয়া। যুযুৎসু—যুদ্ধার্থী, মামক—আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিল? এক্ষণে সঞ্জয়ের প্রশ্ন হইতেছে, মহারাজ! আপনিই তো বলিতেছেন যুদ্ধার্থে সমবেত, তবে যুদ্ধই করিবে, আবার 'কি করিল' বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন কেন? আপনার জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় কি? এই যদি বল, তবে বলিতেছেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে এই কথাটি। 'যদন্থ কুরুক্ষেত্রমিত্যাদি এই যে কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ, ইহা

সকল দেবতার দেব-যজ্ঞভূমি, সকল প্রাণীর ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদ্ভবক্ষেত্র' ইত্যাদি বাক্য শ্রুত থাকায় ধর্ম্মাঙ্কুরের উদ্ভবভূমি-স্বরূপ কুরুক্ষেত্র ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তীর্থ-মাহাত্ম্যে বিদ্বেষ ছাড়িয়া আমার পুত্রগণ কি পাণ্ডুপুত্রগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্যদানে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল? অথবা সর্ব্বদা ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ কি সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুলক্ষয়ের হেতুভূত অধর্ম্মে ভীত হইয়া বনে গমনই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! এই সম্বোধন হইতে সূচিত হইতেছে যে, 'তুমি তো বেদব্যাসের অনুগ্রহে রাগ-দ্বেষ-হীন আছ, অতএব পক্ষপাতিতা ছাড়িয়া সত্য বল'—এই তাৎপর্য্য। পাণ্ডবরাও তো ধৃতরাষ্ট্রের বংশধর, তবে তাহাদিগকে মামক মধ্যে না ফেলিয়া, পাণ্ডবাশ্চ এইরূপে পৃথক্‌ভাবে ধৃতরাষ্ট্র যে উক্তি করিলেন, তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-স্নেহে অন্ধ, সুতরাং পাণ্ডবদের উপর তাঁহার বিদ্বেষ আছে। ধান্যক্ষেত্র হইতে যেমন ধান্যের মত প্রতীয়মান ধান্য ক্ষতিকর অন্য শস্য বৃক্ষগুলিকে উন্মূলিত করা হয়, সেইরূপ সেই ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে ধার্ম্মিকবৎ প্রকাশমান অথচ ধর্ম্ম-বিদ্রোহী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে উন্মূলিত করা হইবে, ইহাও ধর্ম্মক্ষেত্র-শব্দের দ্বারা বাগ্‌দেবী সূচনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঙ্গলাচরণ

গীতানুভূষণ—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীগোস্বামিনে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

"গ্রন্থের আরম্ভ করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১।২০-২১॥)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে, শ্রীগুরু-শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুলে, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘনের ন্যায়, মাদৃশ বাতুলের প্রয়াস দেখিয়া, হয়তো অনেক মহামহিম যোগ্যব্যক্তি উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু সেস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীগুরু কৃপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করে, একথা বাস্তব সত্য। আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও, মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম দয়াল ও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ, তাঁহার এবং তদীয় নিজজনগণের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদলাভের আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক এ অযোগ্যাধম একটী বাতুল প্রয়াস করিয়াছে যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রের একটী অমূল্য সারগর্ভ টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায় উদিত হওয়ায়, সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বহু শ্রদ্ধাবান্ হরিভজন-পিপাসু ঐ টীকার অর্থবোধে অক্ষম হওয়ায়, বিশেষ দুঃখিত হন; এতদ্ব্যতীত কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি

বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত একখানি গীতায়, তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার বঙ্গানুবাদসহ স্বয়ং একটী বঙ্গভাষায় টীকা রচনা করিয়া বহু ভক্ত সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। যদ্যপি শ্রীল মহারাজের প্রকটকালে উক্ত গীতা-গ্রন্থের ৮টী ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ব্যাপারেও মাদৃশ অযোগ্য সেবকের উপর যে অন্বয় ও অনুবাদের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও অসম্পূর্ণ ছিল, এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ যে টীকাটী রচনা করিতেছিলেন, তাহাও মাত্র সপ্তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক পর্য্যন্ত হইয়া অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীল মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদেই কিছুকাল পরে তাহার এই অযোগ্য সেবক ঐ গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। তখন হইতেই এই অধমের হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার বঙ্গানুবাদসহ অনুরূপ একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও, বহু ভক্তিমান্ সজ্জনের আনন্দ বর্দ্ধন হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পূজনীয় আমার সতীর্থও শ্রীবলদেবের টীকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ করেন। কিন্তু কি প্রকারে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহাই ভাবনার বিষয় ছিল। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় এতদিন পরে শ্রীবলদেবের টীকার বঙ্গানুবাদটী কোন প্রকারে সমাপ্ত হয়। টীকার অনুবাদটী আশানুরূপ না হওয়ায়, উহার একটী পাদ-টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাই, সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে আমার সকাতর প্রার্থনা ও নিবেদন এই যে, তাঁহারা এ অধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবর্ষণপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চারকরতঃ এই পাদ-টীকাটী রচনায় যোগ্যতা অর্পণ করুন। অযোগ্যের লেখনীতে স্বশক্তি-সঞ্চারে শ্রীবলদেবের টীকার তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক আনন্দিত হউন, ইহাও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে আমার সকাকু প্রার্থনা ও নিবেদন। তাঁহাদের এই কৃপাশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল হউক এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, তাঁহাদের সেবাধিকার পাইয়া, পারমার্থিক কল্যাণলাভে ধন্যাতিধন্য হই, ইহাই অধমের আশাবন্ধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ-দ্বারা অজ্ঞান-সাগর শুষ্ক হয়, পরাভক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং দুর্জ্ঞেয় পরতত্ত্বের জ্ঞান অজস্রধারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মাদিবন্দ্যচরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় লীলাদি-দ্বারা পার্ষদগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন; এবং তদানীন্তন ও পরবর্ত্তীকালীন অবিদ্যা-গ্রস্থ জীবগণকে অবিদ্যার হাত হইতে নিস্তার করিবার উপায়-স্বরূপে, স্বীয় প্রিয়তম নিত্যসখা অর্জ্জুনকে স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি-দ্বারা মোহ্-গ্রস্থের ন্যায় অভিমান করাইয়া, তাঁহার সেই মোহ অপনোদন-ছলে, আপামর সর্ব্বসাধারণকে মোহ নিবারণের উপদেশ, তথা যাবতীয় তত্ত্বের উপদেশ-সম্বলিত এই গীতোপনিষদ্ গ্রন্থখানি প্রকটিত করিলেন।

এই গ্রন্থে (১) ঈশ্বর (২) জীব (৩) প্রকৃতি, (৪) কাল ও (৫) কর্ম্ম এই পঞ্চবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) ঈশ্বর—পূর্ণ জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও (২) জীব—ক্ষুদ্র জ্ঞানযুক্ত বা অল্পজ্ঞ (৩) প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিন গুণের আশ্রয়, (৪) কাল—ত্রিগুণ শূন্য জড়দ্রব্য বিশেষ; (৫) কর্ম্ম—পুরুষের প্রযত্ন সাধ্য অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য। ইহাদিগের মধ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চারিটী নিত্যবস্তু। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই চারিটী আবার ঈশ্বরের অধীন। কর্ম্ম অনাদি হইলেও বিনাশী। ঈশ্বর ও জীব উভয় সংবিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও উভয়ই সংবেত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং অস্মৎ-শব্দের প্রতিপাদ্য। এ বিষয়ে শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বিভিন্ন শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা স্বরূপ। এতদুভয়স্থলে মহত্তত্ত্ব জাত অহঙ্কারের কার্য্য বিচার করিতে হইবে না, কারণ তখন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় নাই; ইহাও শ্রুতি সিদ্ধ। শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীবের ও ঈশ্বরের উভয়ের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত হইলেও উভয়ের মধ্যে অভেদ ও ভেদ বর্ত্তমান। ইহা গীতার যথাস্থানে বিচার পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মা, পরমাত্মা ও তদ্ধাম ও তৎপ্রাপ্তির উপায়-সকলও বিশেষ যুক্তির সহিত এই শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। যাহারা বেদোক্ত কর্ম্মফলের আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া, বিহিত কর্ম্ম আচরণ করিতে পারিবেন, তাহাদের সেই কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথের উপকারী হয় বলিয়া, পরম্পরাক্রমে উহাকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিকে সাক্ষাৎ উপায়-রূপে বর্ণন করা হইলেও,

জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি কিন্তু বিশেষ। জ্ঞান বিশেষ পরিপক্ক হইলে, উহা ভক্তিরূপে পরিণত হইবে। নির্নিমেষ কটাক্ষ-বীক্ষণাদি-দ্বারা একমাত্র চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় তত্ত্বের অনুসন্ধানের নামই জ্ঞান। জীবগণ তদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর বিচিত্র লীলারসাশ্রয়-স্বরূপ ভগবানের তত্ত্বানুসন্ধানের নাম ভক্তি। তদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া পরমানন্দ-লাভ-স্বরূপ পরম পুরুষার্থের উদয় হয়। ভক্তির জ্ঞানত্ব কিন্তু "সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে অবস্থিত"।—এই শ্রুতি হইতে সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদিত। ইহা শ্রবণাদি ও ভাবাদি-শব্দে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। চিন্ময় সুখস্বরূপ বিষ্ণুর কুন্তলাদি-প্রতীকের ন্যায় জ্ঞানের শ্রবণাদি আকারত্ব জানিতে হইবে।

এই গীতা শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায় আছে, উহা তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত জীবকে ঈশ্বরাংশ ও ঈশ্বরকে অংশী নিরূপণ করিয়া, জীবের ঈশ্বর ভক্তির উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং তদন্তর্গত জ্ঞানকে নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। মধ্য ছয় অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় ষট্‌কে পরম-প্রাপ্য অংশী স্বরূপ ঈশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি ও তাহা শ্রীভগবানের মহিমাজ্ঞান হইতেই উদিত হয়, ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ষট্‌কে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরাদি পাঁচটী বিষয়ের স্বরূপ পরিশোধিত হইয়াছে। অধিকারী ভেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে ষট্‌কে যাহা প্রধানরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই সেই সেই ষট্‌কের পরিচয় পাইয়াছে। তদনুসারে প্রথম ষট্‌ক কর্ম্ম-যোগ, দ্বিতীয় ষট্‌ক ভক্তি-যোগ ও তৃতীয় ষট্‌ক জ্ঞান-যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর চরমে ভক্তিরই প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি ও উক্তি থাকায় কিন্তু রত্নময় সম্পুটের (ডিবার) উপরে লিখিত, তাহার সূচক লিপির ন্যায় ভক্তির মহিমাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অধিকারীর বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, শ্রদ্ধালু, সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই এই শাস্ত্রের অধিকারী। সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষভেদে উক্ত অধিকারী আবার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে স্বর্গাদিলোক-দর্শন কামনায় নিষ্ঠার সহিত ভগবদর্চ্চনরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই সনিষ্ঠ। দ্বিতীয় পরিনিষ্ঠিত অধিকারী ব্যক্তি লোকের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হইয়া, আচরণ পূর্ব্বক হরিভক্তিনিরত থাকেন। এই উভয় অধিকারী আশ্রমী। আর তৃতীয় অধিকারী ব্যক্তি

সত্য, তপঃ, জপাদি-দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীহরিতেই ঐকান্তিকভাবে নিরত থাকিয়া নিরপেক্ষ, ইনি আশ্রম-বিহীন।

এই গীতাশাস্ত্রে বাচ্য, বাচক, বিষয় ও প্রয়োজন-রূপ চারিটী অনুবন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই গীতাশাস্ত্রের বাচ্য, ভগবদ্‌কথিত গীতা-শাস্ত্রই বাচক, ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণই এই শাস্ত্রের বিষয়, অশেষ-ক্লেশ-নিবৃত্তি-পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি ব্রহ্ম ও অক্ষর শব্দের বাচ্য-রূপে প্রযুক্ত। বদ্ধজীব ও তাহার দেহে ক্ষর শব্দের ব্যবহার। ঈশ্বর, জীব, দেহ, মন, বুদ্ধি, ধৃতি ও যত্ন এই সকলে আত্মশব্দের প্রয়োগ এবং ত্রিগুণ, বাসনা, স্বভাব ও স্বরূপার্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার। সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মা এই সকল বিষয় ভাবশব্দে ব্যক্ত হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ে এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধে যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই গীতা শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাক্য বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—গীতা সুন্দররূপে গান করা সকলের কর্ত্তব্য। অন্য বিস্তর শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য কিন্তু প্রস্তাবের সঙ্গতি লাভের জন্য ভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত। তাহাও লবণ সমুদ্রে লবণ পাতের ন্যায় তন্ময়। ইহাই এই গ্রন্থের উপোদ্ঘাত অর্থাৎ উপক্রম। যুদ্ধক্ষেত্রে গোবিন্দ ও অর্জ্জুনের মধ্যে পরস্পর যে সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত মহামুনি বেদব্যাস প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে প্রথমে "ধর্ম্মক্ষেত্র" ইত্যাদি সাতাইশটী শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের সংবাদের প্রস্তাবনার্থ নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত, ইহা অবগত হইয়াই, ধৃতরাষ্ট্র স্বপুত্রগণের বিজয়াশায় সন্দেহ পূর্ব্বক যাহা মন্ত্রী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র গীতাতে ধৃতরাষ্ট্রের এই একটি মাত্র উক্তি বা প্রশ্ন-মূলে এই প্রথম শ্লোকটী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেও, তাহার

জ্ঞান-চক্ষুর যখন অভাব ছিল না, তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিলেন?—এইরূপ একটী অসমীচীন প্রশ্ন কেন করিলেন? তাহার উত্তরে, ইহার গূঢ়ার্থ পাওয়া যায় যে, ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন যে, পাণ্ডবগণ পরম ধার্ম্মিক কিন্তু তাহাদের পিতৃবিয়োগের পর হইতেই, দুর্য্যোধনাদির দ্বারা জতুগৃহদাহ, দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বহরণ ফলে, দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস-কালে, বিরাটরাজভবনে দাসত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়াও, যথাসময়ে পাঁচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরকে দুর্য্যোধনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিলেন যে "তিলার্দ্ধং যবষড়্‌ভাগং স্থচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী। বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌"॥ "অর্থাৎ আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তিলার্দ্ধ ও যবষড়ভাগ কিংবা স্থচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি উত্তোলন করিতে পারা যায়, তাহাও বিনাযুদ্ধে দেওয়া হইবে না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিকার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন এবং দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহারের কথা পাণ্ডবগণকে জ্ঞাত করাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিলেন। এই ঘটনায় ধৃতরাষ্ট্রও বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাদের অর্থাৎ কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আজ তাহাই হইল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যখনই এই কথা ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিলেন, তখনই তিনি স্বীয় পুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন।

এস্থলে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' পদটী কুরুক্ষেত্র পদের বিশেষণ। কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে মহাভারত-শল্যপর্ব্বে পাওয়া যায়,—"কুরুরাজ (ভাঃ ৯।২২।৪) ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র। রাজা ঐ স্থান কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন পূর্ব্বক কর্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কুরুরাজ বলিলেন—হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গে গমন করিবে। দেবরাজ এই কথা শুনিয়া, তাহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে দুঃখিত না হইয়া, একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র বার বার কুরুরাজের সমীপে আগমন করিয়া, তাহাকে উপহাস করতঃ ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। মহীপতি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে

ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন, "রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিতেছি যে, যাহারা এইস্থানে আলস্য শূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে বানাহত হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।"

মহাভারত বনপর্ব্বেও পাওয়া যায়,—মহর্ষি পুলস্ত ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্ব প্রকার প্রাণী এই তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এইরূপ বলে যে, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব; কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সে ব্যক্তি সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের ধুলিকণাও দুষ্কৃতকারীকে পরমপদ প্রদান করিতে পারে; উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই দেব-নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র। যাহারা এই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদের স্বর লোকে বাস হয়।" মনুসংহিতার মতে যে স্থান 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া বর্ণিত, তাহারই নামান্তর কুরুক্ষেত্র দেখা যায়।

সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে জাবাল উপনিষদেও (১/২) পাওয়া যায়,—"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ ব্রহ্মসদনম্।" শতপথ ব্রাহ্মণেও লিখিত আছে যে, "তেষাং কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনম্॥"

অতএব কুরুক্ষেত্র একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র। মহামনা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রের এই "ধর্ম্মক্ষেত্র" বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারাও এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্থান-মাহাত্ম্যে সর্ব্বপ্রকার লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ তথায় সমবেত হইলেও, যদি স্থানপ্রভাবে স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণের হৃদয়ে অধিকতর সত্ত্বগুণের বিকাশবশতঃ কুলক্ষয়কৃত অধর্ম্ম এবং গুরুজন-বধাদি-হিংসারূপ অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া, রাজ্যলাভের আশাও ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয়ে, বনবাসী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করে, তাহা হইলে বিনাযুদ্ধেই আমার পুত্রগণ রাজ্যলাভ করিবে। আর যদি আমার পাপাত্মা অধার্ম্মিক পুত্রগণ ঐ স্থান-মাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণের সঞ্চারে ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া, উদারতার বশে, কপট উপায়ে-লব্ধ স্বীয় রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে, বিনা যুদ্ধেই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবে। এই দুইপ্রকার ভাবনাই ধৃতরাষ্ট্রের ঐরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মক্ষেত্রের 'ক্ষেত্র' এই পদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে, ধান্যক্ষেত্রে ধান্য বৃক্ষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ আকার-প্রতিম এক প্রকার শ্যামাঘাস-নামক গাছের উৎপত্তি হয়, কৃষক কিন্তু উহা নির্ম্মূল করিয়াই ধান্য বৃক্ষকেই পালন করেন, তদ্রূপ যদি এই ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মবিরোধী আমার পুত্রগণ নির্ম্মূলিত হয়, তাহাও অসম্ভব নহে। শুদ্ধা-সরস্বতীর প্রকাশিত ভাব।

'মামকা' শব্দের দ্বারা নিজপুত্রগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহের প্রকাশ এবং 'পাণ্ডবাশ্চ' এই শব্দের দ্বারা তাহাদের প্রতি যে ধৃতরাষ্ট্রের মমতার অভাব, ইহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তভাবে সংশয়াবিষ্ট হইয়াই ধৃতরাষ্ট্র নিজ অমাত্য ব্যাসপ্রসাদে রাগদ্বেষাদি-জয়কারী ও সর্ব্বত্র সমদর্শী সঞ্জয়কে 'সঞ্জয়' সম্বোধনে প্রশংসাকরতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) রাজা দুর্য্যোধনঃ তদা (তখন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ম্ (ব্যূহরচনা পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত) দৃষ্ট্বা তু (অবলোকন করিয়াই) আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া) বচনম্ (বক্ষ্যমাণ বাক্য) অব্রবীৎ (কহিয়াছিলেন) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডবগণের সৈন্য-দিগকে ব্যূহাকারে অবস্থিত অবলোকন করিয়াই দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত-সকলকে ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করত রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জন্মান্ধস্য প্রজ্ঞাচক্ষুষো ধৃতরাষ্ট্রস্য **ধর্ম্মপ্রজ্ঞাবিলোপাম্মো-হান্ধস্য** মৎপুত্রঃ কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্ রাজ্যং দদ্যাদিতি বিম্লানচিত্তস্য ভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মিষ্ঠঃ সঞ্জয়স্ত্বৎপুত্র কদাচিদপি তেভ্যো রাজ্যং নার্পয়িষ্যতীতি তৎ-সন্তোষমুৎপাদয়ন্নাহ,—দৃষ্ট্বেতি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং, ব্যূঢ়ং ব্যূহ-

ব্যূহরচনয়াবস্থিতম্। আচার্য্যং ধনুর্বিদ্যাপ্রদং দ্রোণম্ উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদন্তিকং গত্বা রাজা রাজনীতিনিপুণঃ বচনমল্পাক্ষরত্বং গম্ভীরার্থত্বং সংক্রান্তবচন-বিশেষম্। অত্র স্বয়মাচার্য্যসন্নিধিগমনেন পাণ্ডবসৈন্যপ্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেণ তদন্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্গোপনঞ্চ ব্যজ্যতে। তদিদং রাজনীতিনৈপুণ্যাদিতি চ রাজপদেন ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ কিন্তু জ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাহা হইলেও, এক্ষণে ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা উভয়ের লোপহেতু মোহাভিভূত, তিনি ভাবিলেন আমার পুত্র দুর্য্যোধন যদি কোন সময় পাণ্ডবগণকে তাহাদের রাজ্য দিয়া ফেলে, এই মনে করিয়া বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। ধার্ম্মিক প্রবর সঞ্জয় সেইভাব বুঝিতে পারিয়া, মহারাজ! আপনার পুত্র কখনই তাহাদিগকে রাজ্য দিবে না, এইরূপে সন্তোষ বিধান করত বলিলেন—দৃষ্ট্বা ইত্যাদি বাক্য। পাণ্ডবদের সৈন্য ব্যূহরচনাযোগে অবস্থিত, ধনুর্বিদ্যার অধ্যাপক দ্রোণের নিকট নিজেই যাইয়া, রাজা—রাজনীতি বিশারদ দুর্য্যোধন, বচন অর্থাৎ অল্প কথায় ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ-ভাবে সংক্রান্ত বাক্য বিশেষ বলিলেন। এখানে রাজা দুর্য্যোধনের নিজে আচার্য্য সমীপে গমন-দ্বারা বুঝাইতেছে যে, পাণ্ডব-সৈন্যগণের প্রভাবদর্শন-হেতু অন্তরে তাহার ভয় সঞ্চার হইয়াছে; অথচ গুরুর প্রতি মর্য্যাদা দেখাইবার জন্য তাঁহার নিকট নিজেই আসিয়াছি, এই ছলে ভয় সঙ্গোপনও করা হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতি-নিপুণতার বলে 'রাজা' এই পদদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—ধৃতরাষ্ট্র যদিও জন্মান্ধ ছিলেন, তথাপি তাহার জ্ঞানের অভাব ছিল না কিন্তু বর্ত্তমানে মোহান্ধ হওয়ায় ধর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই লোপ হইয়া-ছিল। তিনি এই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন যে, তাহার পুত্রগণ যদি কোন কারণে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া বসে। ধর্ম্মিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের এই ভাব অবগত হইয়াই তাহার সন্তোষ বিধানার্থ দুর্য্যোধন যে কখনও বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে রাজ্য অর্পণ করিবে না, তাহা প্রকাশ করিবার বাসনায় দুর্য্যোধনের ব্যবহার বর্ণন করিতে লাগিলেন। যদিও সঞ্জয় জানিতেন যে, যুদ্ধের ফল ধৃতরাষ্ট্রের মনোবাসনার অনুকূল হইবে না, তথাপি তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন—ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের মধ্যে ইনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ (ভাঃ ৯।২২।২৬)। কথিত আছে—ইনি জন্মগ্রহণ করিলে নানা-প্রকার অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা ইহা কর্ত্তৃক ভবিষ্যতে কুরুকুল ধ্বংস হইবে বলিয়াও আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মহাভারতে পাওয়া যায়, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত পাপাশয়, ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্ক স্বরূপ।

সঞ্জয়—গবলগণ-নন্দন সূত সঞ্জয় শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও উদার চরিত রাজামাত্য ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—"ইনি হিতভাষী শান্ত-স্বভাব, সন্তোষময় ও প্রণয়াস্পদ। বুদ্ধি সর্ব্বদা অবিচলিত ও কাহারও কোন দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত হন না। ইহার বাক্য সর্ব্বদা ধর্ম্মসঙ্গত এবং সহৃদয়তাপূর্ণ। ইনি দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপ ও অর্জ্জুনের প্রিয়তম সখা।"

শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয় দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া অবাধে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সন্দর্শনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য—পাণ্ডব ও কৌরবদিগের অস্ত্র শিক্ষার গুরু। মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি একটী দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, দ্রোণ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি শস্ত্র-বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রেও সেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরশুরামকে প্রসন্ন করিয়া ইনি তাহার নিকট যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন। পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া, ইনি হস্তিনাপুরে আগমন করিলে, ভীষ্ম-কর্ত্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের আচার্য্য পদে বৃত হন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কৌরব পক্ষে সেনাপতি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—আচার্য্য ! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহরচনা দ্বারা স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবদিগের) এতাম্ মহতীং চমূম্ (এই বিশাল সৈন্যগণকে) পশ্য (অবলোকন করুন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে আচার্য্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদতনয়কর্ত্তৃক ব্যূহরচনা-দ্বারা স্থাপিত পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্যবলকে অবলোকন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনা নিরীক্ষণ করুন; তাহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—তত্তাদৃশং বচনমাহ,—পশ্যৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতিশয়াদাচার্য্যো ন যুধ্যেদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনায় তস্মিংস্তদবজ্ঞাং ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—এতামিতি। এতামতিসন্নিহিতাং প্রাগল্ভ্যো-নাচার্য্যমতিশূরঞ্চ ত্বামবিগণয্য স্থিতাং দৃষ্ট্বা তদবজ্ঞাং প্রতীহীতি; ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়া স্থাপিতাম্ দ্রুপদপুত্রেণেতি ত্বদ্বৈরিণা দ্রুপদেন ত্বদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুত্রো যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডাদুৎপাদিতোঽস্তীতি; তব শিষ্যেণেতি ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্বিদ্যামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বম্; ধীমতেতি শত্রোস্ত্বত্তস্ত্বদ্বধোপায়ো গৃহীত ইতি তস্য সুধীত্বম্। ত্বদপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই প্রকার সেই বাক্যের পরিচয় দিতেছেন, 'পশ্যৈতাম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। চমূর এই 'এতাম্' এই বিশেষণটির অভিপ্রায় 'প্রিয় শিষ্য যুধিষ্ঠিরাদির উপর স্নেহাতিশয়বশতঃ হয়তো আচার্য্য যুদ্ধ না করিতে পারেন এই ভাবিয়া, যাহাতে তাঁহার ক্রোধোদয় হয়, সেইজন্য তাঁহার প্রতি পাণ্ডবদের অবজ্ঞা-বোধন, ইহা অভিব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, 'এতাম্' অতি নিকটবর্ত্তিনী, অর্থাৎ ঔদ্ধত্যবশতঃ 'আপনি আচার্য্য এবং মহাপরাক্রমশালী' ইহা গ্রাহ্য না করিয়া, পাণ্ডব চমূ রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহাদের আপনার উপর অবজ্ঞা বুঝুন। ব্যূঢ়া অর্থাৎ ব্যূহরচনা-দ্বারা সন্নিবেশিত। 'দ্রুপদ-পুত্রেণ' দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক, এই কথাটি বলিবার অভিপ্রায়—আপনার শত্রু দ্রুপদ রাজা (আপনার নিকট পরাজিত হইয়া) আপনার বধের জন্য যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপাদিত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করান। সে আবার আপনার শিষ্য, আপনি এমনই মন্দ বুদ্ধি, সরল মতি যে, সে আপনার শত্রু জানিয়াও তাহাকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইয়াছেন। ধীমতা অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান্ চতুর, যেহেতু আপনি তাহার শত্রু, সেই আপনার

নিকট হইতেই সেই বধোপায় সে শিখিয়াছে। ইহার অভিপ্রায়—এসব বিষয়ে আপনার উপেক্ষা করাই আমাদের অনর্থের কারণ ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—দুর্য্যোধন রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। রাজনীতিতে কূটনীতি সর্ব্বদাই থাকে। যদিও পাণ্ডব-সৈন্য-দর্শনে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু তাহা সংগোপন পূর্ব্বক গুরুভক্তির ছল দেখাইয়া সেনাপতি-পদে বৃত গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই, নয়টী শ্লোকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সমূহ বলিলেন।

প্রথমেই, দ্রোণাচার্য্য পাছে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া স্নেহাপ্লুত হইয়া সমর পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় পাণ্ডবদিগের গুরুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, যাহাতে দ্রোণাচার্য্যের পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পায়, সেইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। এবং নিজেকে গুরু-ভক্ত সাজাইয়া, হে আচার্য্য! হে গুরুদেব! ইত্যাকার সম্বোধনে নিজের বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনার ভাব দেখাইয়া, পাণ্ডবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুর বিপক্ষে কিরূপ সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা অবলোকন করুন। এবং আপনার চিরশত্রু দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যিনি আপনারই বধের নিমিত্ত যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহাকে আপনি স্বয়ং অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আজ আপনার প্রদত্ত শিক্ষা-প্রভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া আপনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এই সকল বাক্যে দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধের উদ্রেক করাইয়া, অতি শীঘ্র সমরে প্রবর্ত্তিত করানই দুর্য্যোধনের গুরু-ভক্তির নিদর্শন। একদিকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াও গুরুর মন্দ-বুদ্ধিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রুপদ রাজপুত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন।

যদিও পাণ্ডবগণ চিরদিন আপনার স্নেহের পাত্র তথাপি কিন্তু আজ সেই স্নেহ আপনার পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ তাহারা আপনাকে গুরু বলিয়া ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দণ্ডায়মান। যদিও আপনি আমাদের সকলের গুরু তথাপি পাণ্ডবদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখিলে, আপনাকে পাণ্ডবদের গুরুও বলা যায়।

ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, স্বীয় অন্তরস্থ পাপপূর্ণ অভিসন্ধি বজায় রাখিয়াই, ছলে ও কৌশলে গুরুদেবকে পর্য্যাপ্ত কটূক্তি-দ্বারা ব্যথিত করিলেন। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের

এ আশঙ্কা নিরর্থক যে, দুর্য্যোধন স্থান-মাহাত্ম্যে ধার্ম্মিক হইয়া, পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য-রাজ্য তাহাদিগকে বিনা যুদ্ধে অর্পণ করিবে। সঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে এই বৃত্তান্তের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন-সম্বন্ধে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৪-৬ ॥

অন্বয়—অত্র (এই সেনাগণের মধ্যে) যুধি (যুদ্ধে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুনের তুল্য) শূরাঃ (বীর সকল) (সন্তি) (যথা) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (বিরাটরাজ) মহারথঃ দ্রুপদঃ চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী ভীম ও অর্জ্জুন এবং তাঁহাদের সমকক্ষ বীর সকল উপস্থিত আছেন যথা সাত্যকি, বিরাটরাজ ও মহারথ দ্রুপদ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—(অত্র যুধি) ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশিরাজঃ চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ শৈব্য চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রান্ত) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ, (দ্রৌপদীর পুত্র প্রতিবিন্ধ্যাদি) সর্ব্বে এব (সকলেই) মহারথাঃ (মহারথ) (সন্তি—আছেন) ॥৫-৬॥

অনুবাদ—ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ সকলেই মহারথ এই যুদ্ধে বিদ্যমান আছেন ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহেষ্বাস ভীমার্জ্জুন ও তৎসমকক্ষ বীরসকল উপস্থিত ;—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ

শৈব্য, বলবান্ যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্র, ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বেকেন ধৃষ্টদ্যুম্নেনাধিষ্ঠিতাল্পিকা সেনাস্মদীয়েনৈকেনৈব সুজেয়া স্যাদতস্ত্বং মা ত্রাসীরিতি চেৎ তত্রাহ,—অত্রেতি। অত্র চম্বাং মহাস্তঃ শত্রুভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষাসাশ্চাপা যেষাং তে। যুদ্ধকৌশলমাশঙ্ক্যাহ,—ভীমেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ মহারথ ইতি যুযুধানাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্। ধৃষ্টেতি। বীর্য্যবানিতি ধৃষ্টকেত্বাদীনাং ত্রয়াণাম্; নরপুঙ্গব ইতি পুরুজিদাদীনাং ত্রয়াণাম্। যুধেতি। বিক্রান্ত ইতি যুধামন্যোঃ; বীর্য্যবানিত্যুত্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণম্। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ; দ্রৌপদেয়া যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ প্রতিবিন্ধশ্রুতসেনশ্রুতকীর্ত্তিশতানীকশ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ; চ-শব্দাদন্যে চ ঘটোৎকচাদয়ঃ। পাণ্ডবাস্ত্বতিখ্যাতত্বাৎ ন গণিতাঃ। যে এতে সপ্তদশ গণিতা, যে চান্যে তৎপক্ষীয়াস্তে সর্ব্বে মহারথা এব। অতিরথস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ, তল্লক্ষণঞ্চোক্তম্,—"একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃত॥" ইতি ॥ ৪-৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল এক ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরিচালিত অল্পমাত্র সেনা, আমাদের যে কোন বীর তাহা অনায়াসে জয় করিবে অতএব ভয় করিও না ইহাতে বলিতেছেন—অত্রেত্যাদি বাক্য। এই সেনা মধ্যে মহেষ্বাস বীর অর্থাৎ যাহাদের 'ইষ্বাস' অর্থাৎ ধনুঃ আমাদের ছেদনের অযোগ্য। শুধু তাহাই নহে, 'ভীমার্জ্জুনসমাঃ' ইহাদের যুদ্ধ কৌশলে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা। যুযুধান—সাত্যকি। মহারথ বিশেষণটি যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদ তিনটিরই বিশেষণ। বীর্য্যবান্—বীরত্বশালী এই বিশেষণটি ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশিরাজ এই তিনেরই পক্ষে। নরপুঙ্গবঃ—নরশ্রেষ্ঠ, ইহা পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের বিশেষণ। বিক্রান্ত—বিক্রমশালী যুধামন্যুর বিশেষণ। বীর্য্যবান্ উৎসাহশালী ইহা উত্তমৌজসের বিশেষণ। সৌভদ্র—সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদী-গর্ভজাত যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে পাঁচ পুত্র, প্রতিবিন্ধ, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক, শ্রুতবর্ম্মা। চ শব্দে অন্য ঘটোৎকচ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য। পাণ্ডবগণ অতি প্রসিদ্ধ এজন্য তাহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই। তবে যে এই সতরটি বীরের উল্লেখ করা হইল এবং সেই পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য

বীরসমূহ তাহারা সকলেই মহারথী, কেহ কেহ অতি রথী আছেন তাহারাও ইহাদের মধ্যে ধর্ত্তব্য। মহারথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের লক্ষণ কথিত আছে—যিনি অধিনায়ক হইয়া এগার হাজার ধনুর্ধর বীরকে যুদ্ধে পরিচালনা করেন এবং স্বয়ং অস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ তাঁহাকে মহারথ মনে করা হয়। আর যিনি অসংখ্য যোদ্ধার অধিনায়ক তাঁহাকে অতিরথ বলা হইয়াছে, যিনি রথী হইয়া একের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধরথ ॥ ৪-৬ ॥

অনুভূষণ—এই যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই যে পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, ভীম, অর্জ্জুন ব্যতীতও তাঁহাদের তুল্য অনেক মহাধনুর্ধারী বীর আছেন। ইহা বুঝাইবার জন্য দুর্য্যোধন এক একটী বিশেষণের দ্বারা নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের সমর-দক্ষতা ও বলবীর্য্যাদির কথা বুঝাইয়া, তাহারা যে সকলেই মহারথী তাহা বলিতেছেন এবং দ্রোণাচার্য্য যাহাতে শত্রুপক্ষের বলকে উপেক্ষা না করেন, তজ্জন্য তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন এবং সপ্তদশ বীরের পরিচয় করাইলেন।

যুযুধান—বীর সাত্যকি নামে বিখ্যাত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথী ছিলেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। পারিজাত-হরণকালেও ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন ও বিজয়ী হইয়াছিলেন।

বিরাটরাজ—পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট-রাজভবনে ছদ্মবেশে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যুদ্ধাদিদ্বারা রাজার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। পরে উহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইলে, অর্জ্জুন পত্নী সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উক্ত রাজকন্যা উত্তরার বিবাহ হয়। সেই সূত্রে বিরাটরাজ এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষ আশ্রয় করেন।

দ্রুপদ—পাঞ্চাল পতি। ইনি মহারথ ছিলেন। এই দ্রুপদই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পিতা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের জন্য পুত্রকামী হইয়া একটী যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী এক দেবকুমার আবির্ভূত হন। তখন আকাশ বাণী হইল যে, এই দ্রুপদ-নন্দনই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবেন। এই দ্রুপদ-নন্দনের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। মহর্ষি দ্রোণাচার্য্য ইহাকে স্বীয় প্রাণনাশক জানিয়াও, নিজ মহত্ত্ব গুণে যত্ন সহকারে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ও অবশেষে এই শিষ্যের হস্তেই নিহত হন।

দ্রৌপদী—দ্রুপদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞানল হইতে অলৌকিক রূপ-সম্পন্না এক কন্যারও আবির্ভাব হয়। ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ-সম্ভূতা কুমারীর নাম কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ইহার বিবাহ হয় এবং দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন জন্মলাভ করে। ইহারা অর্জ্জুনের অস্ত্র শিষ্য ছিলেন।

যে বীর একাকী দশ হাজার ধনুর্দ্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও শস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ, তিনিই 'মহারথ' নামে খ্যাত।

যে বীর একাকী অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'অতিরথ'।

যে বীর একজনের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাকে রথী বলে, তদপেক্ষা কম হইলে 'অর্দ্ধরথী' বলা হয়॥ ৪-৬॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭॥

অন্বয়—দ্বিজোত্তম! (হে দ্বিজবর) অস্মাকম্ (আমাদের মধ্যে-) তু যে বিশিষ্টাঃ (পরম উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যগণের নেতাসমূহ) তান্ (তাহাদিগকে) নিবোধ (বুঝুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি)॥৭॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের মধ্যেও যে সকল পরম উৎকৃষ্ট আমার সৈন্যের নেতা, তাহাদিগকেও অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য তাহাদিগের নাম বলিতেছি॥ ৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে গুরো! আমাদের যে সমস্ত সেনানায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থ তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি॥ ৭॥

শ্রীবলদেব—তর্হি কিং পাণ্ডবসৈন্যাদ্ভীতোঽসীত্যাচার্য্যভাবং সম্ভাব্যান্তর্জ্জাতামপিভীতিমাচ্ছাদয়ন্ ধার্ষ্ট্যেনাহ,—অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ পরমোৎকৃষ্টা বুদ্ধ্যাদিবলশালিনো নায়কা নেতারঃ, তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ব্রবীমীতি। পাণ্ডবপ্রেম্ণা ত্বং চেন্নো যোৎস্যসে, তদাপি ভীষ্মাদিভির্মদ্বিজয়ঃ সেৎস্যত্যেবেতি তৎকোপোৎপাদনং দ্যোত্যম্॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ—'তবে কি পাণ্ডব সৈন্য হইতে ভীত হইয়াছেন' আচার্য্য দ্রোণের এই মনোভাব কল্পনা করিয়া, অন্তরে জন্মাইলেও ভয়কে ঢাকিয়া ধৃষ্টতা-সহকারে

বলিতেছে—অস্মাকমিত্যাদি বাক্যে। আমাদের সকলের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিতে, বলেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেনানায়ক, তাঁহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে জানিবার জন্য উল্লেখ করিতেছি। যদি পাণ্ডবদের উপর স্নেহবশতঃ আপনি যুদ্ধ নাই করেন, তাহা হইলেও ভীষ্ম প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধে জয় আমাদের সম্পন্ন হইবেই, ইহা আচার্য্যের ক্রোধোদ্দীপনের জন্য কথিত হইল ; ইহা সূচনীয় ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—পাণ্ডবগণের সৈন্য-বল অপরিসীম প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া, দুর্য্যোধন ভাবিলেন যে, গুরুদেব হয়তো আমার এই বর্ণনা শ্রবণে, আমাকে ভীত মনে করিতে পারেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া, ধৃষ্টতাসহকারে নিজের অন্তরস্থ ভয় গোপন করিয়া, স্বপক্ষীয় সমর-কুশল প্রধান প্রধান বীরগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন যে, আমাদের মধ্যেও বিদ্যা, বল, বুদ্ধি প্রভৃতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসংখ্য সেনানায়ক আছেন।

ইঙ্গিতে ইহাও জানাইলেন যে, আপনি যদি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশতঃ যুদ্ধ নাই করেন, তাহা হইলেও ভীষ্মাদি-প্রমুখ ক্ষত্রিয়-প্রবর মহাশূর যে সকল আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহারা সেনাপতিরূপে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমাদের জয় করাইবেনই, ইহা সুনিশ্চয়। ইত্যাদি বাক্য দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ উৎপাদনের জন্য এবং দ্বিজোত্তম সম্বোধনটীও এস্থলে এক দিকে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের প্রতিশ্রুতি কখনও অন্যথা হইবে না বলিয়া, প্রোৎসাহিত করিতেছেন। অপর দিকে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম-যুদ্ধাদি-কার্য্যে আপনি অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কি করিবেন, ইহাও সন্দেহের বিষয় ; বলিয়া, দুর্য্যোধন নিন্দা ও প্রশংসার দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে প্রোৎসাহিত ও বিপক্ষের প্রতি ক্রোধান্বিত করিবার যত্ন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অন্বয়—ভবান্ (দ্রোণ) ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ (কৃপাচার্য্য), অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্র), বিকর্ণঃ চ, (বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবা), জয়দ্রথঃ (সিন্ধুরাজ) ॥৮॥

অনুবাদ—আপনি স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ আমার পক্ষে আছেন ॥৮॥

অন্বয়—মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে সংকল্পবদ্ধ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন) সর্ব্বে (সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধে নিপুণ) অন্যে (পূর্ব্বকথিত ভিন্ন) চ বহবঃ (আরও অনেক) শূরাঃ (বীরসকল) সন্তি (আছেন) ॥৯॥

অনুবাদ—আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে কৃতনিশ্চয়, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত সকলে যুদ্ধে নিপুণ আরও অনেক বীর আছেন ॥৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা এবং এতদ্ব্যতীত বিবিধ-অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন ॥৮-৯॥

শ্রীবলদেব—তানাহ,—ভবানিতি। ভবান্ দ্রোণঃ, বিকর্ণো মদ্ভ্রাতা কনিষ্ঠঃ, সোমদত্তির্ভূরিশ্রবাঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রামবিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সপ্তানাং বিশেষণম্। নন্বেতাবন্ত এব মৎসৈন্যে বিশিষ্টাঃ, কিন্ত্বসংখ্যেয়াঃ সন্তীত্যাহ,—অন্যে চেতি। বহবো জয়দ্রথকৃতবর্ম্ম-শল্যপ্রভৃতয়ঃ। ত্যক্তেত্যাদি কর্ম্মণি নিষ্ঠা,—জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেষাং সর্ব্বেষাং ময়ি স্নেহাতিরেকাৎ শৌর্য্যাতিরেকাদ্যুদ্ধপাণ্ডিত্যাচ্চ মদ্বিজয়ঃ সিদ্ধ্যেদেবেতি দ্যোত্যতে ॥৮-৯॥

বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছেন—আপনি দ্রোণ, আমার কনিষ্ঠভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা সংগ্রাম-বিজয়ী এই বিশেষণটি দ্রোণ প্রভৃতি সাতটীরই সহিত অনুষঙ্গনীয়া কেবল এই কয়টিই আমার সৈন্যে বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু অসংখ্যেয় অনেক আছেন। এই কথাটি 'অন্যে চ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন—অন্য বহু যথা জয়দ্রথ, কৃতবর্ম্মা, শল্য প্রভৃতি 'ত্যক্তজীবিতাঃ'—ইহাতে ত্যক্ত পদটি ত্যজ্ ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত অর্থাৎ জীবন ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প এই তাৎপর্য্য। এই প্রকার তাঁহাদের সকলের আমার উপর প্রেমাতিশয়, বিলক্ষণ শৌর্য্য ও যুদ্ধপাণ্ডিত্য থাকায়, যুদ্ধে আমার জয় হইবেই ইহা দ্যোতিত হইতেছে ॥৮-৯॥

অনুভূষণ—নিজ পক্ষীয় বীর গণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া সুচতুর দুর্য্যোধন সর্ব্বাগ্রে দ্রোণাচার্য্যের নাম করিলেন। এবং কনিষ্ঠ সহোদর বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার নামের পূর্ব্বেই গুরুপুত্র অশ্বত্থামার নামও বর্ণন করিয়া আচার্য্যের প্রীতি-বিধানের চেষ্টা করিলেন। সকলেই সংগ্রাম-বিজয়ী বীর বলিয়াও, শুধু যে, এই কয়েকটি আমার পক্ষে বীর আছেন, তাহা নহে, আরও অসংখ্য নানাশস্ত্র-সম্পন্ন, যুদ্ধ-বিশারদ বীর আমাদের জন্য প্রেমাতিশয্যহেতু প্রাণ পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী ॥৮-৯॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অন্বয়—ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মদ্বারা সতর্কভাবে রক্ষিত) অস্মাকম্ (আমাদের) তদ্ বলম্ (তাদৃশ সৈন্যবল) অপর্য্যাপ্তম্ (অপ্রচুর) ভীম-অভিরক্ষিতম্ (ভীম-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত) এতেষাম্ (এই পাণ্ডবদিগের) ইদম্ বলম্ (এই সৈন্য-বল) তু (কিন্তু) পর্য্যাপ্তম্ (প্রচুর) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত, ভীম-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত পাণ্ডবদিগের সৈন্যবল কিন্তু পর্য্যাপ্ত ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভীষ্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আমাদিগের দলবল—অপরিমিত, কিন্তু ভীমসেনরক্ষিত পাণ্ডবসেনা—পরিমিত ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বেবমুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তৌল্যাৎ তবৈব বিজয়ঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য স্বসৈন্যস্যাধিক্যমাহ,—অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্; তত্রাপি ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতম্। এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং তু পর্য্যাপ্তং পরিমিতম্; তত্রাপি ভীমেন তুচ্ছবুদ্ধিনার্দ্ধরথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োঽহম্ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—আশঙ্কা হইতে পারে উভয় পক্ষেরই সৈন্য যখন শৌর্য্যবীর্য্যে সমান, তবে তোমারই জয় অবধারিত কিরূপে? তাহার সমাধানার্থ বলা হইতেছে, আমার সৈন্য অধিক। তাহা অপর্য্যাপ্ত ইত্যাদি বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের সৈন্য অপরিমিত অর্থাৎ অগণিত, তাহার উপর মহাবুদ্ধিমান্ অতিরথ ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত, আর ইহাদের—অর্থাৎ পাণ্ডবদের তো

সৈন্য পরিমিত—মুষ্টিমেয়, অধিকন্তু ভীমদ্বারা অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অর্দ্ধরথ তাহার দ্বারা পরিচালিত—সুতরাং আমার বিজয় নিশ্চিত ॥১০॥

অনুভূষণ—উভয় পক্ষেই যখন প্রবল পরাক্রান্ত বীরসমূহ আছেন, তখন কৌরব-পক্ষই যে জয়ী হইবেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা অপরিমিত ও মহাবুদ্ধিমান্ অতিরথ ভীষ্ম-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত। আর পাণ্ডবদিগের সৈন্য তো পরিমিত অধিকন্তু তুচ্ছবুদ্ধি অর্দ্ধরথী ভীম কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত; সুতরাং আমার জয় সুনিশ্চিত ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়—ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল প্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (স্ব-স্ব-বিভাগ-অনুসারে) অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মং এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে থাকুন) ॥১১॥

অনুবাদ—অতঃপর আপনারা সকলে নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া সকল ব্যূহপ্রবেশপথে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥১১॥

শ্রীবলদেব—অথৈবং মদুক্তিভাবং বিজ্ঞায়াচার্য্যশ্চেদুদাসীত তদা মৎকার্য্য-ক্ষতিরিতি বিভাব্য তস্মিন্ স্বকার্য্যভারমর্পয়ন্নাহ,—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু সৈন্যপ্রবেশবর্ত্মসু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতা ভবন্তো ভবদাদয়ো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চা-পশ্যন্তং তং যথান্যো ন বিহন্যাত্তথা কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। সেনাপতৌ ভীষ্মে নির্ব্বাধে মদ্‌বিজয়সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অয়মাশয়ঃ,—ভীষ্মোহস্মাকং পিতামহঃ, ভবাংস্তু গুরুঃ, তৌ যুবামস্মদেকান্তহিতৈষিণৌ বিদিতৌ। যাবক্ষসদসি মদন্যায়ং বিদন্তাবপি দ্রৌপদ্যা ন্যায়ং পৃষ্টৌ নাবোচতাং, ময়া তু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাভাসং ত্যাজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—আর যদি এইরূপ আমার উক্তির মর্ম্ম বুঝিয়া আচার্য্য উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) থাকেন, তবে আমার কার্য্যের হানি হইবে, এইটি কল্পনা করিয়া,

আচার্য্যের উপর কার্য্যভার অর্পণ করতঃ বলিলেন 'অয়নেষু' ইত্যাদি বাক্য। অয়নগুলিতে অর্থাৎ সৈন্যগণের যুদ্ধে প্রবেশ-দ্বার সমূহে ভাগানুসারে বিভক্ত নিজ নিজ যুদ্ধভূমি না ছাড়িয়া অবস্থিত আপনারা ভীষ্মকেই পার্শ্ব ও পশ্চাদ উভয় দিকে রক্ষা করুন, কারণ যুদ্ধে একান্তমনঃসংযোগ-হেতু তিনি আসে-পাশে লক্ষ্য করিবেন না, সেই অবস্থায় তাঁহাকে যাহাতে অপর কেহ হত্যা না করে, সেইরূপ করুন—ইহাই উহার তাৎপর্য্য। মনের ভাব—এই সেনাপতি ভীষ্ম নিরাপদ্ থাকিলে আমার বিজয় সিদ্ধি হইবে। কথাটি এই,—ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, আপনি গুরু এই দুইজনেই আপনারা আমার একান্ত হিতৈষী, ইহা সুবিদিতই আছে। যাঁহারা দুইজন পাশাক্রীড়ার সভায় আমার অন্যায় কার্য্য বুঝিয়াও দ্রৌপদীর ন্যায়-প্রশ্নের কোনও উত্তর করেন নাই। আমি কিন্তু পাণ্ডবদের উপর বিজ্ঞাত স্নেহাভাস (বাস্তব স্নেহ নহে, লোক-প্রদর্শনার্থ স্নেহ) পরিত্যাগ করাইবার জন্য সেইরূপ নিবেদন করিয়া-ছিলাম ॥১১॥

অনুভূষণ—দুর্য্যোধন আবার ভাবিলেন যে, মদুক্ত সৈন্যবলের কথা শ্রবণ করিয়া, যদি আচার্য্য উদাসীন হন, তাহা হইলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে। সেইজন্য তিনি আচার্য্য দ্রোণ এবং তৎপক্ষীয় যোদ্ধাগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনারা সকলে যাবতীয় সৈন্য প্রবেশ দ্বারে যথাভাগে অবস্থিত থাকিয়া এবং স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, ভীষ্মের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকুন। পিতামহ ভীষ্মই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি যখন যুদ্ধে রত হইয়া শত্রু সংহার করিতে থাকিবেন, তখন তাহার সম্মুখ ব্যতীত কোন দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, এমন কি, আত্মরক্ষায়ও তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না। সেই সময়ে উহাকে রক্ষা করিতে পারিলে, উহার অনুগ্রহে আমাদের বিজয় সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। ভীষ্ম আমাদের পিতামহ আর আপনি আমাদের গুরু। আপনাদের ন্যায় হিতৈষী আমাদের আর কে আছেন? পাশাখেলার সভায় আপনারা দুইজনে আমার অন্যায় বুঝিয়াও দ্রৌপদীর ন্যায়-প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই, আমি কিন্তু পাণ্ডবদের উপর স্নেহ পরিত্যাগ করাইবার জন্য সেইরূপ নিবেদন করিয়াছিলাম ॥১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

অন্বয়—প্রতাপবান্ (বিক্রমশালী) কুরুবৃদ্ধঃ (কুরুকুলদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ) পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য হর্ষম্ (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খ-নাদ করিলেন) ॥১২॥

অনুবাদ—অনন্তর বিক্রমশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত সিংহতুল্য গর্জ্জনপূর্ব্বক উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতঃপর প্রবলপ্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যো-ধনের হর্ষোৎপাদনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

শ্রীবলদেব—এবং দুর্য্যোধনকৃতাং স্বস্তুতিমবধার্য্য সহর্ষো ভীষ্মস্তদন্তর্জাতাং ভীতিমুৎসাদয়িতুং শঙ্খং দধ্মাবিত্যাহ,—তস্যেতি। সিংহনাদমিত্যুপমানে 'কর্ম্মণি' চ ইতি পাণিনিস্মৃত্রাণ্ণমূল্ ; চাৎ কর্ত্তর্য্যুপমানে ইত্যর্থঃ ; সিংহ ইব বিনদ্যেত্যর্থঃ। মুখতঃ কিঞ্চিদনুক্ত্বা শঙ্খনাদমাত্র করণেন জয়পরাজয়ৌ খল্বীশ্বরাধীনৌ ; ত্বদর্থে ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ব্যজ্যতে ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—ভীষ্ম দুর্য্যোধনকৃত এই প্রকার নিজের স্তুতি অবধারণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং দুর্য্যোধনের অন্তর্নিগূঢ়ভয় উন্মূলিত করিবার জন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। ইহাই 'তস্য' ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। 'সিংহনাদম্' পদটি সিংহ ইব নদন্ অর্থে 'উপমানে কর্ম্মণি চ' এই সূত্রে উপমান কর্ম্ম ও চ কারদ্বারা প্রাপ্ত উপমান কর্ত্তৃপদ উপপদ হওয়ায় নদ্ ধাতুর ণমূল্। ইহার অর্থ সিংহের মত শব্দ করিয়া। মুখে কিছু না বলিয়া কেবল শঙ্খধ্বনি করায় সূচিত হইতেছে, 'জয়-পরাজয় ঈশ্বরাধীন, কিন্তু তোমার জন্য আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে দেহত্যাগ করিব' এই ভীষ্মের অভিপ্রায় ॥১২॥

অনুভূষণ—দ্রোণাচার্য্য-সমীপে স্বীয় প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া, বহুজ্ঞ প্রবীণ, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্তরস্থ ভয় অপনোদিত করিবার বাসনায় এবং তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত সিংহনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন। উভয় পক্ষ যদিও ভীষ্মের আত্মীয় তথাপি ভীষ্ম বিচার করিলেন যে, আমি যখন দুর্য্যোধনের আশ্রিত ও অন্নভোজী এবং সেনাপতি পদে বৃত হইয়াছি, তখন যুদ্ধে উহার সন্তোষ বিধান কাল ও অবস্থানুসারে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয় ও পরাজয় সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। বিশেষতঃ এস্থলে পাণ্ডবেরা ন্যায়-পক্ষ এবং বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও সন্ধিস্থাপনে

বিফল-মনোরথ হইয়াই, আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের সারথী হইয়া সহায়ক হইয়াছেন, সুতরাং জয় পাণ্ডবদিগের সুনিশ্চিত, ইহা ভীষ্মদেব অবগত হইয়াও, বাচনিক কিছু না বলিয়া, ঈশ্বর ইচ্ছায় এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণতার বিচারে দুর্য্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে, সর্ব্বাগ্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া, যুদ্ধ-সমারম্ভের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ করিব, ইহাও মনে মনে স্থির করিলেন ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

অন্বয়—ততঃ(তদনন্তর) শঙ্খাঃ (শঙ্খ সকল) চ (ও) ভের্য্যঃ (ভেরীসকল) চ পণব-আনক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢক্কা, রণশিঙ্গাসমূহ) সহসা এব (সহসাই) অভি-অহন্যন্ত (বাদিত হইল) স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রচণ্ড হইল) ॥১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, রণশিঙ্গা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসমূহ সহসা বাজিয়া উঠিলে তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইল ॥১৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ-নামক বাদ্যযন্ত্রসকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥১৩॥

শ্রীবলদেব—তত ইতি। সেনাপতৌ ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্যে সহসা তৎক্ষণমেব শঙ্খাদয়োঽভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ,—কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। পণবাদয়স্ত্রয়োবাদিত্র-ভেদাঃ। স শব্দস্তুমুল একাকারতয়া মহানাসীৎ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি ভীষ্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই তাঁহার সৈন্যমধ্যে অকস্মাৎ তখনই শঙ্খ প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। 'অভ্যহন্যন্ত' পদটি অভি+হন্ +লঙ্ কর্ম্মকর্ত্তবাচ্যে অন্ত প্রত্যয়-দ্বারা নিষ্পন্ন। পণব, আনক ও গোমুখ এই তিনটি বাদ্যবিশেষ। সেই শব্দ তুমুল হইল অর্থাৎ সব শব্দ মিশিয়া একাকারে মহাশব্দে পরিণত হইল ॥১৩॥

অনুভূষণ—সেনাপতি ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা করিলে পর, তাহার সৈন্যগণের মধ্যেও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

অন্বয়—ততঃ (তারপর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন) দিব্যৌ এব শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

অনুবাদ—তারপর শ্বেতাশ্বযোজিত মহারথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাদন করিলেন ॥১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্য শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন ॥১৪॥

শ্রীবলদেব—অথ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ,—তত ইতি। অন্যেষামপি রথস্থিতত্বে সত্যপি কৃষ্ণার্জ্জুনয়ো রথস্থিতত্বোক্তিস্তদ্রথস্যাগ্নিদত্তত্বং ত্রৈলোক্যবিজেতৃত্বং মহাপ্রভত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। আরও সকলে রথে বসিয়া থাকিলেও, কৃষ্ণার্জ্জুনের রথারোহণ উক্তির উদ্দেশ্য অর্জ্জুনের রথ অগ্নি-প্রদত্ত, সুতরাং ত্রিভুবনের জয়কারী ও মহাজ্যোতির্ময়—ইহা প্রকাশ ॥১৪॥

অনুভূষণ—তারপর অর্থাৎ কৌরবগণের বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পার্থ সারথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে সমারূঢ় হইয়া দিব্য শঙ্খ-দ্বয় বাদন করিলেন।

অর্জ্জুনের রথ—খাণ্ডবদাহনকালে হুতাশনের প্রার্থনায় বরুণদেব অর্জ্জুনকে একটি রমণীয় রথ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত, উহার উপরিভাগে বৃহৎ কলেবর এক কপি সংস্থাপিত। এইজন্য ইহাকে 'কপিধ্বজ' রথ বলে। এই রথের ধ্বনি শুনিলে শত্রুকুল হতচেতন হইয়া পড়ে, ঐ রথ সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ-সমন্বিত, বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত, সর্ব্বরত্নে সুশোভিত, ত্রিভুবন-জয়কারী, মহাজ্যোতির্ম্ময় এবং দেব ও দানবের অজেয় ॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৫-১৮॥

অন্বয়—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীমকর্ম্মা (ঘোর কর্ম্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খং দধ্মৌ (মহাশঙ্খ বাজাইলেন) ॥১৫॥

অনুবাদ—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত ও ঘোরকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন ॥১৫॥

অন্বয়—কুন্তীপুত্রঃ (কুন্তীনন্দন) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক) নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) (বাজাইলেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক, নকুল সুঘোষ নামক এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন ॥১৬॥

অন্বয়—পৃথিবীপতে (হে ধরণীনাথ ধৃতরাষ্ট্র!) পরম-ইষ্বাসঃ (মহা-ধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজও) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটশ্চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট) অপরাজিতঃ (অজিত) সাত্যকিঃ চ (সাত্যকি) দ্রুপদঃ (দ্রুপদ-রাজ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীনন্দনগণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (মহাবাহু সুভদ্রাতনয়) সর্ব্বশঃ (সকলে পৃথক্ পৃথক্) শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খসকল বাজাইলেন) ॥১৭-১৮॥

অনুবাদ—হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাতনয় মহাবাহু অভিমন্যু সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাদন করিলেন ॥১৭-১৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হৃষিকেশ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ ও অর্জ্জুন 'দেবদত্ত' শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন 'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন;

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়', নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন ; উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারী কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত বা ধনুশ্চাপদ্বারা শোভিত সাত্যকি, এবং হে পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু, ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১৫-১৮॥

শ্রীবলদেব—পাঞ্চজন্যমিত্যাদি। **পাঞ্চজন্যাদয়ঃ** কৃষ্ণাদিশঙ্খানামাহ্বয়াঃ। অত্র 'হৃষীকেশ' শব্দেন পরমেশ্বরসহায়িত্বম্। পাঞ্চজন্যাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়ানেকদিব্যশঙ্খবত্বম্। রাজা ভীমকর্ম্মা ধনঞ্জয় ইত্যেভির্যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজসূয়যাজিত্বহিড়িম্বাদিনিহন্তৃত্বদিগ্বিজয়াহৃতানন্তধনত্বানি চ ব্যজ্য পাণ্ডবসেনাসূৎকর্ষঃ সূচ্যতে। পরসেনাসু তদভাবাদপকর্ষশ্চ। কাশ্য ইতি। কাশ্যঃ কাশিরাজঃ ; পরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধরঃ ; চাপরাজিতো ধনুষা দীপ্তঃ॥ দ্রুপদ ইতি। পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্রেতি তব দুর্মন্ত্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়লক্ষণোঽনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে ॥১৫-১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—পাঞ্চজন্য প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণাদির শঙ্খের নাম। এখানে প্রযুক্ত 'হৃষীকেশ' শব্দটি দ্বারা অর্জ্জুন পরমেশ্বর সহায় এবং পাঞ্চজন্যাদি শব্দদ্বারা অনেক দিব্যশঙ্খ পাণ্ডব সৈন্যে ছিল ; ইহা সূচিত হইল। রাজা, ভীমকর্ম্মা, ধনঞ্জয় এই কয়টি পদ দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকারিত্ব, ভীমের হিড়িম্ব-বধাদি, অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয়ে আহৃত অনন্তধনবত্তা অভিব্যক্ত করিয়া, পাণ্ডবসেনাতে উৎকর্ষ এবং পরপক্ষের সৈন্যে অপকর্ষ সূচিত হইতেছে। কাশ্য অর্থাৎ কাশিরাজ, পরমেষ্বাস—মহাধনুর্ধর। চাপরাজিত অর্থাৎ ধনুকের দ্বারা প্রদীপ্ত। দ্রুপদ ইত্যাদি বাক্যস্থ পৃথিবীপতে হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তোমার দুষ্টমন্ত্রণা-সম্ভূত কুলক্ষয়রূপ অনর্থ উপস্থিত ॥১৫-১৮॥

অনুভূষণ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমে দুর্য্যোধনের সৈন্যের বর্ণনা ও ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খাদি বাদনের বৃত্তান্ত বর্ণন শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের রথারোহণ ও দিব্য শঙ্খ-বাদনের বিষয় অবগত করাইয়া, এক্ষণে পাণ্ডবগণের পক্ষে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্ত বিজয়, সুঘোষ ও মনিপুষ্পক নামক বহু প্রসিদ্ধ শঙ্খ আছে জানাইলেন, কৌরব পক্ষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ শঙ্খ একটাও নাই। তিনি 'হৃষীকেশ' শব্দ প্রয়োগ-দ্বারা আরও জানাইলেন যে, সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেরক অন্তর্যামী নারায়ণ স্বয়ং পাণ্ডবগণের সহায়ক হইয়াছেন, এবং যিনি দিগ্বিজয়ে

সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া, ধনরাশি আহরণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বথা অজেয়। ধনঞ্জয় পদের দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করিলেন। হিড়ম্ব-বধাদি-রূপ ভয়ানক কর্ম্মকারী "ভীমকর্ম্মা" এবং উদ্দীপ্ত-জঠরানলবিশিষ্ট-উদর বলিয়া যিনি বৃকোদর নামে বিখ্যাত। কুন্তীপুত্র, রাজা, যুধিষ্ঠির এই পদত্রয়ের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মহিমা বর্ণন করিলেন। অর্থাৎ কুন্তীর মহতী তপস্যায় ধর্ম্মের আরাধনায় যিনি লব্ধ। রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া যিনি 'রাজা' উপাধি-প্রাপ্ত, এবং যুদ্ধে স্থির বলিয়া যুধিষ্ঠির নামে পরিচিত, তিনিই উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, আপনার পুত্রগণের জয়ের আশা, দুরাশা মাত্র বলিয়া মনে হয়, ইহাও ইঙ্গিত করিলেন।

'হৃষীকেশ'—হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো হৃষীকেশঃ, ক্ষেত্রজ্ঞরূপকত্মাৎ পরমাত্মত্বাদ্বা ইন্দ্রিয়ানি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা।

'পাঞ্চজন্য'—পঞ্চজন নামে এক অসুর তিমিরূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া, তাহার অস্থি-দ্বারা নির্ম্মিত শঙ্খ গ্রহণ করেন বলিয়া, উহার নাম পাঞ্চজন্য হইয়াছে। (ভাঃ ১০।৪৫।৪০-৪২ দ্রষ্টব্য)

'ধনঞ্জয়'—অর্জ্জুনের দশটী নামের অন্যতম। সেই দশটী নাম যথা :— (১) সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম—অর্জ্জুন, (২) হিমালয় পর্ব্বতে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া—ফাল্গুন, (৩) দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জয়কারী বলিয়া—জিষ্ণু, (৪) দেবরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার মস্তকে কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া—কিরিটী, (৫) শ্বেতাশ্ব-যুক্ত-রথে যুদ্ধ করিতেন বলিয়া—শ্বেতবাহন, (৬) যুদ্ধকালে কখনও কোন বীভৎস কার্য্য করেন নাই বলিয়া—বীভৎসু, (৭) যুদ্ধস্থলে বীরগণকে পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না বলিয়া—বিজয়, (৮) কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতৃ-প্রদত্ত নাম—কৃষ্ণ, (৯) দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই ধনু চালনায় সুদক্ষ বলিয়া তাহার নাম—সব্যসাচী এবং (১০) সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করেন বলিয়া তাহার নাম—ধনঞ্জয়।

সঞ্জয় অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে স্বপুত্রগণের রাজ্যলাভের আশা বলবতী হইয়াছিল, তাহাও নিরাকরণ মানসে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণের সমর দক্ষতার পরিচয় দিয়া, তাহাদের উৎকর্ষতা জ্ঞাপনমুখে, কৌরব-পক্ষের অপকর্ষতাই প্রদর্শন করিলেন এবং তাহার দুষ্টমন্ত্রণার ফলে যে সমরানল

প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহাতে কুলক্ষয়রূপ মহানর্থই সমাগত হইবে, ইহাই ব্যক্ত করিলেন ॥১৫-১৮॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অন্বয়—স তুমুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের) হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ (হৃদয় বিদীর্ণ করিল) ॥১৯॥

অনুবাদ—সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে আপূরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্তর বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সকল শঙ্খের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল ॥১৯॥

শ্রীবলদেব—স ইতি। পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ তদ্বিদারণতুল্যাং পীড়ামজনয়দিত্যর্থঃ। তুমুলোঽতি-তীব্রঃ, অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতস্তু শঙ্খাদিনাদস্তুমুলোঽপি তেষাং কিঞ্চিদপি ক্ষোভং নাজনয়ৎ তথানুক্তেরিতি বোধ্যম্ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ—স ইত্যাদি 'সঃ'—সেই পাণ্ডবকৃত শঙ্খধ্বনি, ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় ভীষ্ম প্রভৃতি সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিল অর্থাৎ বিদারণতুল্য পীড়া জন্মাইল, ইহা তাৎপর্য্য। তুমুল—অতিভীষণ, প্রতিধ্বনি সমূহ দ্বারা সর্ব্বতঃ মুখরিত করিয়া, এই অর্থ। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কৃত শঙ্খাদি শব্দ তুমুল হইয়াছিল, তাহা হইলেও সে শব্দ পাণ্ডবদের কোন চিত্তবিকার জন্মায় নাই, যেহেতু সেরূপ কোন কথা বলা হয় নাই। ইহা জ্ঞাতব্য ॥১৯॥

অনুভূষণ—সঞ্জয় ইহাও জানাইলেন যে, যখন ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খধ্বনি রণোল্লাস-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখন পাণ্ডবদিগের অন্তরে বিন্দুমাত্রও সন্ত্রাস জন্মাইতে পারে নাই কিন্তু পাণ্ডবগণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ-মাত্রই কুরুপক্ষীয় বীরগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। এমন কি, ঐ তুমুল শব্দে আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

অন্বয়—মহীপতে (হে পৃথিবীনাথ!) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (বানরকেতন অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা (যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইলে) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উন্নয়ন পূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (কহিলেন) ॥২০॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর আপনার পুত্রদিগকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জ্জুন অস্ত্রপাতে উদ্যত হইলে পর গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য কহিলেন ॥২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহারাজ! তৎকালে শস্ত্রনিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধবর্গকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥২০॥

শ্রীবলদেব—এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তু তত্রোৎসাহমাহ,—অথেতি সার্দ্ধকেন। অথ রিপুশঙ্খনাদকৃতোৎসাহভঙ্গানন্তরং ব্যবস্থিতান্ তদ্ভঙ্গবিরোধিযুযুৎসয়াবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনো যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যানি পুরা সাধিতানি তেন মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতো ভয়গন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ। হে মহীপতে! প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে। হৃষীকেশমিতি। হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকং কৃষ্ণং তদিদং বাক্যমুবাচেতি। সর্ব্বেশ্বরো হরির্যেষাং নিযোজ্যস্তেষাং তদেকান্তভক্তানাং পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহগন্ধোঽপি নেতি ভাবঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের ভীতির উল্লেখ করিয়া পাণ্ডবদের কিন্তু তাহাতে উৎসাহই হইয়াছিল ইহা বলিতেছেন অথ ইত্যাদি বাক্যে। অথ ইত্যাদিবাক্য সার্দ্ধশ্লোকাত্মক। অথ অতঃপর রিপুদিগের (ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগের) পাণ্ডবীয় শঙ্খধ্বনিতে উৎসাহভঙ্গের পর, যখন তাহারা ব্যবস্থিত হইল অর্থাৎ আবার উৎসাহভঙ্গের প্রতিবন্ধক যুদ্ধেচ্ছায় স্থির হইল, তখন সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় ভীষ্মাদিকে দেখিয়া কপিধ্বজ (অর্জ্জুন) অর্থাৎ যে কপি দাশরথি রামেরও অনেক দুষ্করকার্য্য পূর্ব্বে রামাবতারে সম্পন্ন

করিয়াছে, সেই মহাবীর কপি হনুমান্ ধ্বজে বসিলে তাহাতে অনুগৃহীত অর্থাৎ ভয়লেশশূন্য অর্জ্জুন এই অর্থ। হে মহীপতে পৃথ্বীনাথ! শস্ত্র-নিক্ষেপ প্রবৃত্ত হইতেই, হৃষীকেশকে সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গের পরিচালক শ্রীকৃষ্ণকে সেই এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর হরি যাহাদের নিযোজ্য-আজ্ঞাবহ, তাহাদের—সেই শ্রীহরির একান্ত ভক্ত পাণ্ডবদিগের বিজয়-বিষয়ে লেশমাত্রও সন্দেহ নাই, ইহাই গূঢ় ভাব ॥২০॥

অনুভূষণ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যোদ্ধাগণের অন্তরোৎপন্ন ভয়ের কথা এবং পাণ্ডবদিগের স্বশত্রুদর্শনে সমুৎপন্ন পরমোৎসাহের কথা সঙ্কেতে জানাইয়া, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, মহীপতে! যখন আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ অন্তরে ভীত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমুপস্থিত, তখন তাহাদিগকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, কপিধ্বজ অর্জ্জুন ভয়শূন্য হইয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি; 'হৃষীকেশ' শব্দের দ্বারা ইহাই গূঢ় ভাবে ব্যক্ত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের আজ্ঞাবহ এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, সেই পাণ্ডবদিগের বিজয়-সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। **কপিধ্বজ**—শ্রীরামসেবক মহাবীর হনুমান, যিনি রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্রের অনেক মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত-তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধ কামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২১-২৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন!) অচ্যুত (হে অচ্যুত!) যাবৎ (যে কাল পর্য্যন্ত) অহম্ (আমি) এতান্ যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ (এই সকল যুদ্ধার্থ অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যমে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে) অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ব্বুদ্ধি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য

(ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়কামী) যে এতে (যে সকল) সমাগতাঃ (সমুপস্থিত হইয়াছেন) (তান্) (সেই সকল) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধোৎসুকদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (অবলোকন করি) তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে) মে রথং (আমার রথকে) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥ ২১-২৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত ! যে পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে নিরীক্ষণ করি এবং এই যুদ্ধোদ্যমে যাহাদিগের সহিত আমার সংগ্রাম করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধোৎসুক যে সকল বীরগণ সমাগত হইয়াছেন, যতক্ষণ তাহাদিগকে আমি অবলোকন করি, সেইকাল পর্য্যন্ত তুমি উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত ! যতক্ষণ আমি যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত সেনাগণের মধ্যে এই রণ-সমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ এবং দুর্য্যোধনের প্রিয়-কামনায় যুদ্ধ-বাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি, ততক্ষণ উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রীবলদেব—অর্জ্জুনবাক্যমাহ,—সেনয়োরিতি। হে অচ্যুতেতি স্বভাব-সিদ্ধাদ্ভক্তবাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্য্যাচ্চ ন চ্যবসে স্মেতি তেন তেন চ নিয়ন্ত্রিতো ভক্তস্য মে বাক্যাত্তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয় তত্র রথস্থাপনে ফলমাহ,—যাবদিতি। যোদ্ধুকামান্ন তু সহাস্মাভিঃ সন্ধিং চিকীর্ষূন্; অবস্থিতান্ ন তু ভীত্যা প্রচলিতান্। নন্থ ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্ততস্তদ্দর্শনেন কিমিতি চেত্তত্রাহ, —কৈরিতি। অস্মিন্ বন্ধূনামেব মিথো রণোদ্যোগে কৈর্বন্ধুভিঃ সহ মম যুদ্ধং ভাবীত্যেতজ্জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি। নন্থ বন্ধুত্বাদেতে সন্ধিমেব বিধাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ,—যোৎস্যমানানিতি ন তু সন্ধিং বিধাস্যতঃ। অবেক্ষে প্রত্যেমি। দুর্ব্বুদ্ধেঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়ানভিজ্ঞস্য, যুদ্ধে, ন তু দুর্ব্বুদ্ধ্যপনয়নে। অতো মদ্যুদ্ধপ্রতিযোগিনিরীক্ষণং যুক্তমিতি ॥ ২১-২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুনের বাক্য বলিতেছেন—'সেনয়োঃ' ইত্যাদি বাক্য। হে অচ্যুত ! তুমি স্বভাব-সিদ্ধ ভক্ত বাৎসল্য হইতে এবং পরমেশ্বরত্ব হইতে কখনও চ্যুত হও নাই, অতএব সেই সেই ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভক্ত আমার বাক্যমত হে নির্ভয় ! রথ স্থাপন কর। তথায় রথ স্থাপনের ফল বলিতেছেন—

যাবদিত্যাদি বাক্যে। উঁহারা যুদ্ধার্থী, আমাদের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক নহে, অবস্থিত—স্থিরভাবে অবস্থিত, ভয়ে বিচলিত নহে। যদি বল, তুমি তো যোদ্ধা, যুদ্ধ দর্শক তো নহ, তবে তাহা দেখিয়া তোমার কি হইবে? তাহাতে উত্তর দিতেছেন—এই যুদ্ধে আত্মীয়গণেরই পরস্পর যুদ্ধোদ্যমে, কোন্ কোন্ বন্ধুগণের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে, ইহা জানিবার জন্যই সেনাদ্বয়ের মধ্যেই রথ স্থাপনের কথা বলিতেছি। বন্ধুত্ব-নিবন্ধন ইহারা হয় তো সন্ধিই করিবে, একথা যদি বলা যায়, তাহাতে বলিতেছেন 'যোৎস্যমান'—যুদ্ধই করিবে, সন্ধি করিবে না। অবেক্ষণ করি অর্থাৎ বুঝিয়া লই, দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের অর্থাৎ নিজের জীবন রক্ষার উপায় যে জানে না, তাহার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক, দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিতে নহে।

অতএব আমার যুদ্ধে প্রতিপক্ষ দর্শন যুক্তিযুক্ত হইতেছে ॥ ২১-২৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে,—হে অচ্যুত! এই সম্বোধন-পূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথস্থাপনের জন্য বলিলেন। কারণ শ্রীভগবান্ নিত্য ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি কখনও পরমেশ্বরত্ব এবং স্বভাবসিদ্ধ ভক্ত-বৎসলত্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ চ্যুত হন না। ইহাই অচ্যুত শব্দের তাৎপর্য্য; আরও সেই গুণের বশীভূত হইয়াই অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মধ্যেও ভক্ত আমার বাক্য নির্ভয়ে পালন করিতে পারিবেন। রথস্থাপনের ফল বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি আমাদের সহিত সন্ধি না করিয়া, যুদ্ধাভিলাষেই সমুপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে ভয়ে কোনরূপ বিচলিত দেখিতেছি না, সুতরাং এই যুদ্ধে কোন্ কোন্ বন্ধুগণের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্তস্থানে আমার রথ রাখ। যদি বল, তুমি তো যুদ্ধ নিরীক্ষক নহ, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধা-গণকে দর্শন করিয়া তোমার কি হইবে? বরং তুমি যুদ্ধের উপযোগী কার্য্য কর। তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধকারীগণকে দর্শন করার কৌতূহল আমার হইতেছে। কারণ পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী হইয়া নানা দেশ হইতে রাজন্যবর্গও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, ইহারা কখনও সন্ধি করিবেন না। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকে দর্শন করিতে আমার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে। যতক্ষণ আমি

তাহাদিগকে দর্শন করিব, তাবৎকাল পর্য্যন্ত উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। ভারত! (হে ভরতবংশাবতংস!) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক) এবং উক্তঃ (এইরূপ কথিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে) সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাম্ (সকল নৃপতিগণের) চ (ও) ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ (ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে) রথ-উত্তমং (মহারথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া) উবাচ (কহিলেন) পার্থ (হে অর্জ্জুন!) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সম্মিলিত) কুরূন্ (কুরুদিগকে) পশ্য ইতি (দেখ) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন। হে ভারত! গুড়াকেশ পার্থকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে সকল রাজগণের ও ভীষ্ম-দ্রোণাদির সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন—হে পার্থ! এই সমবেত কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন,—পার্থ! যুদ্ধার্থ-সমবেত ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীবলদেব—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ স্বসখশ্রীভগবদ্গুণলাবণ্যস্মৃতিনিবেশেন বিজিত-নিদ্রস্তৎপরমভক্তস্তেনার্জ্জুনেনৈবমুক্তঃ প্রবর্ত্তিতো হৃষীকেশস্তচ্চিত্তবৃত্ত্যভিজ্ঞো ভগবান্ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথোত্তমং অগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ,—হে পার্থ! সমবেতানেতান্

কুরূন্ পশ্যেতি। পার্থহৃষীকেশ-শব্দাভ্যামিদং সূচ্যতে,—মৎপিতৃস্বসৃপুত্রত্বাৎ ত্বৎ-সারথ্যমহং করিষ্যাম্যেব ত্বং ত্বধুনৈব যুযুৎসাং ত্যক্ষ্যসীতি কিং শত্রুসৈন্য-বীক্ষণেনেতি সোপহাসো ভাবঃ ॥২৪-২৫॥

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর কি ঘটিল এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন—'এবম্' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা 'গুড়াকা' শব্দের অর্থ নিদ্রা, তাহার ঈশ নিয়ন্তা অর্থাৎ নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লাবণ্য স্মরণে বিভোর থাকায় যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, ভগবানের পরমভক্ত সেই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ অর্জ্জুনের চিত্তবৃত্তিবিদ্ ভগবান্ দুই পক্ষীয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণের এবং সকল রাজন্যবর্গের পুরোভাগে অগ্নিপ্রদত্ত রথশ্রেষ্ঠ রাখিয়া বলিলেন, ওহে পার্থ! এই সব কুরুপক্ষীয় সমবেত হইয়াছে দেখ। এখানে পার্থ ও হৃষীকেশ এই দুইটি শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে, ওহে পার্থ—পৃথার পুত্র! তুমি আমার পিতৃস্বসার (পিসির) তনয় ; অতএব আমি তোমার সারথ্য করিবই, তুমি কিন্তু এখনই যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করিবে। আর শত্রু-সৈন্য দেখিবার প্রয়োজন কি? এই অন্তর্নিহিত উপহাসটুকুও ইহার অভিপ্রায় ।।২৪-২৫।।

অনুভূষণ—তারপরের ঘটনা বর্ণন করিতে গিয়া সঞ্জয় বলিলেন যে, নিজ-সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লাবণ্য-স্মরণে সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকায়, যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, সেই পরমভক্ত গুড়াকেশ অর্জ্জুনের প্রেরণায় সর্ব্বপ্রেরক হৃষীকেশ অর্জ্জুনের চিত্তের ভাব অবগত হইয়াই, উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ অন্যান্য সমুদয় রাজাগণের সম্মুখে দেবদত্ত—এই উত্তম রথ স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, হে পার্থ! এইবার সমবেত উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে দর্শন কর ; তবে শত্রু-সৈন্য দর্শন করিয়া হয়তো, এখনই তুমি যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করিবে, তাহা কিন্তু করিও না, কারণ তুমি পৃথার তনয় সুতরাং আমার পিসিমার ছেলে অতএব আমি সাবধানেই সারথ্য কার্য্য করিব। আমি যখন তোমার সারথী, তখন তোমার বিপদের সম্ভাবনা নাই জানিবে। বন্ধুগণের দর্শনে যে অর্জ্জুনের শোক ও মোহ উপস্থিত হইবে, তাহা অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ বুঝিতে পারিয়াই এই উক্তি উপহাস স্বরূপে ব্যক্ত করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

অন্বয়। অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (অর্জ্জুনও) তত্র (সেই স্থানে) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (বিদ্যমান) পিতৄন্ (পিতৃব্য সকল) পিতামহান্ (পিতামহগণ) আচার্য্যান্ (আচার্য্যসমূহ) মাতুলান্ (মাতুলবর্গ) ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতৃসকল) পুত্রান্ (পুত্রবর্গ) পৌত্রান্ (পৌত্রসকল) তথা সখীন্ (সখাবৃন্দ) শ্বশুরান্ (শ্বশুরগণ) চ (এবং) সুহৃদঃ এব (সুহৃদগণকেই) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥২৬॥

অনুবাদ—অনন্তর অর্জ্জুন সেই স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, তথা সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদসমূহকেই দর্শন করিলেন ॥২৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন অর্জ্জুন, উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী পুরুষসকল উপস্থিত আছেন, দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

শ্রীবলদেব—এবং ভগবতোক্তোঽর্জ্জুনঃ পরসেনামপশ্যদিত্যাহ,—তত্রেতি সার্দ্ধকেন। তত্র পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তাদীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্ মাতুলান্ শল্য-শকুন্যাদীন্, ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনাদীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণাদীন্ পৌত্রান্ নপ্তৄন্ লক্ষ্মণাদি-পুত্রান্, সখীন্ বয়স্যান্ দ্রৌণি-সৈন্ধবাদীন্, সুহৃদঃ কৃতবর্ম্ম-ভগদত্তাদীন্ ; এবং স্বসৈন্যেঽপ্যুপলক্ষণীয়ম্। উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়াৎ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ এইরূপ বলিলে অর্জ্জুন শত্রুসেনা দেখিলেন এই কথাই তত্রেত্যাদি দেড়টি শ্লোকে বলা হইতেছে। সেই পরপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে (অর্জ্জুন দেখিলেন) পিতৃগণ অর্থাৎ ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পিতৃব্য, ভীষ্মসোমদত্তাদি পিতামহ, দ্রোণকৃপপ্রমুখ আচার্য্য, শল্য-শকুনি ইত্যাদি মাতুল, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃসমূহ, দুর্য্যোধন পুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্রাদি পৌত্র-নিচয় অশ্বত্থামা জয়দ্রথাদি বয়স্য (সমবয়স্ক বান্ধব) কৃতবর্ম্মভগদত্তাদি সুহৃদ্বর্গ,

এইরূপ নিজপক্ষীয় সৈন্য মধ্যেও জানিবে, কারণ পরেই বলা হইবে উভয়পক্ষের সেনামধ্যে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া, এইরূপ অন্বয় আছে ॥২৬॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিবার পর অর্জ্জুন উভয় পক্ষে উপস্থিত সকলকে দেখিলেন এবং পরসেনার মধ্যে পিতৃব্য সকল, পিতামহগণ, আচার্য্যবর্গ, মাতুলসমূহ, ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র-পৌত্র সকল, সখা, সুহৃদ-সমূহ দর্শন করিলেন। নিজ সৈন্যের মধ্যেও তদনুরূপ বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীতনয়) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকল) বন্ধূন্ (বন্ধুদিগকে) সমীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (অতিশয় দয়াপরবশ হইয়া) বিষীদন্ (দুঃখ করিতে করিতে) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—কুন্তীতনয় অর্জ্জুন সমুপস্থিত সেইসকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধব-সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন ॥২৭॥

শ্রীবলদেব—অথ সর্ব্বেশ্বরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিকরাত্মোপদেশেন বিশ্বমুদ্দিধীর্ষুরর্জ্জুনং শিষ্যং কর্ত্তুং তৎস্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুত্যর্থাভাসেনাধর্ম্মতামাভাস্য তং সমোহং কৃতবানিত্যাহ,—তান্ সমীক্ষ্যেতি কৌন্তেয় ইতি স্বীয়পিতৃস্বস্পুত্রত্বোক্ত্যা তদ্ধর্ম্মৌ মোহশোকৌ তদা তস্য ব্যজ্যেতে। কৃপয়া কর্ত্র্যা ইত্যুক্তেঃ, স্বভাবসিদ্ধস্য কৃপেতি দ্যোত্যতে। অতঃ পরয়েতি তদ্বিশেষণম্, অপরয়েতি বা চ্ছেদঃ ;—স্বসৈন্যে পূর্ব্বমপি কৃপাস্তি, পরসৈন্যে ত্বপরাপি সাভূদিত্যর্থঃ। বিষীদন্নুতাপং বিন্দন্। অত্রোক্তিবিষাদয়োরৈককাল্যাদুক্তিকালে বিষাদকার্য্যাণ্যশ্রুকম্প-সন্নকণ্ঠতাদীনি ব্যজ্যন্তে ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর সর্ব্বেশ্বর পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ বিস্তৃতভাবে সপরিকর আত্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া জগত্কে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুনকে সেই উপদেশে শিষ্য করিবার মানসে অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মস্বরূপ হইলেও

যুদ্ধেতে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' 'কোন প্রাণীকেই হত্যা করিবে না' এই শ্রুত্যর্থের আভাস (অযথার্থ অর্থ) দ্বারা অধর্ম্মভাব দেখাইয়া অর্জ্জুনকে মোহমুগ্ধ করিলেন ; ইহাই তান্‌সমীক্ষ্যেত্যাদিবাক্যে বর্ণনা করা হইতেছে। কৌন্তেয়—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, একথায় প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ পিতৃষ্বসার তনয় অর্জ্জুন এই উক্তি দ্বারা তাহার মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম, শোক ও মোহ হইয়াছিল ইহা সূচিত হইতেছে। 'কৃপয়া'—কৃপা দ্বারা এই কথা বলায় 'অর্জ্জুন স্বভাবসিদ্ধ কৃপালু' তাহার কৃপা স্বাভাবিক, ইহা সূচিত হইল এবং এই জন্যই পরা-কৃপা বলা হইল অথবা কৃপয়া পরয়া কৃপয়া ও অপরয়া এইরূপ সন্ধিবদ্ধপদের ছেদ। অপরা শব্দের অর্থ অন্য, অর্থাৎ নিজ-সৈন্যে পূর্ব্ব হইতেই কৃপা ছিল, শত্রু-সৈন্যে এখন অপর একটি কৃপা হইল। বিষাদ অর্থাৎ অনুতাপ প্রাপ্ত হইয়া। এখানে 'বিষীদন্' পদে সদ্ ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ের অর্থ বিষাদ সমকালে উক্তি বলায়, তৎকালে বিষাদ-লক্ষণ অশ্রুপাত, শরীর কম্প, গদ্‌গদভাষা প্রভৃতি হইয়াছিল ; ইহা সূচিত হইতেছে ॥২৭॥

অনুভূষণ—সর্ব্বেশ্বর দয়ালু কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বের উপদেশ-দ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে উদ্ধার-কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই কার্য্যের সহায়করূপে অর্জ্জুনকে শিষ্য করিবার অভিপ্রায়ে, 'কোন প্রাণীমাত্রে হিংসা করিবে না' এই শ্রুত্যর্থের আভাসের দ্বারা অর্থাৎ অযথার্থ অর্থের দ্বারা অধর্ম্মভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে আজ মোহিত করিলেন ; হে কৌন্তেয় ! এই সম্বোধনেও পিসিমার ছেলে এই উক্তি দ্বারা, তাহাতে তাৎকালিক শোকমোহ ধর্ম্মদ্বয় উদিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত হইতেছে। অর্জ্জুন স্বভাবসিদ্ধ কৃপালু বলিয়া, অতিশয় দয়াপরবশ হইয়া এবং শুধু নিজ সৈন্যের প্রতি নহে পরসৈন্যের প্রতিও কৃপান্বিত হওয়ায়, অশ্রু-কম্পাদিযুক্ত হইয়া বিষাদ সহকারে বলিলেন ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) যুযুৎসুং (যুদ্ধাভিলাষী) ইমং স্বজনং (এই আত্মীয়স্বজনকে) সমুপস্থিতম্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (অঙ্গসকল) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ (মুখও) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে) ॥২৮॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল আত্মীয়স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল অবশ, ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮॥

শ্রীবলদেব—কৌন্তেয়ঃ শোকব্যাকুলং যদাহ তদনুবদতি,—দৃষ্ট্বেমমিতি। স্বজনং স্ববন্ধুবর্গং জাতাবেকবচনং—"সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধু-স্ব-স্বজনাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। দৃষ্ট্বাবস্থিতস্য মম গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্য্যন্তে; পরিশুষ্যতীতি শ্রমাদিহেতুকাচ্ছোষাদতিশয়িত্বমস্য শোষস্য ব্যজ্যতে ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন শোক বিহ্বল হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন এই শ্লোকে সেই বাক্যের উল্লেখ করিতেছেন 'দৃষ্ট্বেমং' ইত্যাদি। স্বজন অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ দ্বিতীয়ার একবচন জাতিঅর্থে। স্বজন শব্দের অর্থ বন্ধুবর্গ ইহাতে অভিধানবাক্য প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতেছেন—'সগোত্রেতি' সমানগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, পিতৃপ্রভৃতি বন্ধু, আত্মীয় ও স্বজন এই কয়টি এক পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা অমরসিংহের উক্তি। 'দৃষ্ট্বা' পদে যে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হইয়াছে তাহা এককর্ত্তা না হইলে সঙ্গত হয় না এজন্য অবস্থিতস্য এই ক্রিয়াটি অধ্যাহার (উহ্য) করিয়া তাহার ও দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা এক হইল, এই অভিপ্রায়ে 'অবস্থিতস্য মম' বলিলেন। গাত্র অর্থাৎ হস্ত-পদাদি অঙ্গ, অবসন্ন অর্থাৎ অবশ হইতেছে। পরিশুষ্যতি পদে যে পরি উপসর্গ আছে তাহার অর্থ শ্রমাদি-জনিত শোষণ অপেক্ষা শোকে মুখশুষ্কতা অধিক, ইহাই সূচিত হইল ॥২৮॥

অনুভূষণ—কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন শোকে ব্যাকুল হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল আত্মীয়-

স্বজন যুদ্ধাভিলাষী হইয়া, সমুপস্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, আমার দেহ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।

বন্ধু—জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে বর্ত্তমানে অর্থ-গত ভেদ বর্ত্তমান। পূর্ব্বে জ্ঞাতি শব্দ কুটুম্ববাচক ছিল সুতরাং বন্ধু শব্দে সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়কে বুঝাইতেছে। অমর সিংহের উক্তি অনুসারে সমানগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, পিতৃ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত।

কৃষ্ণ—শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" আরও পাওয়া যায়,—"কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।" অথবা "কৃষিশ্চ পরমানন্দঃ নশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণঃ" ॥২৮॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অন্বয়—মে (আমার) শরীরে (দেহে) বেপথুঃ (কম্প) চ রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চ) চ জায়তে (জন্মিতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনু) স্রংসতে (বিস্রস্ত হইতেছে) ত্বক্ চ (চর্ম্মও) পরিদহ্যতে (দগ্ধ হইতেছে) ॥২৯॥

অনুবাদ—আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব-ধনু স্খলিত হইতেছে এবং চর্ম্মও পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

শ্রীবলদেব—বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ, গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্য্যং, ত্বগ্দাহেন হৃদ্বিদাহো দর্শিতঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ—বেপথু—কম্প, রোমহর্ষ—পুলক বা রোমাঞ্চ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব-স্খলন-দ্বারা অধৈর্য্য, গাত্রদাহদ্বারা হৃদয়গত বিশেষদাহ দেখান হইল ॥২৯॥

অনুভূষণ—গাণ্ডীব—খাণ্ডব দাহনের পূর্ব্বে বরুণদেব অর্জ্জুনকে যে ধনু প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নাম গাণ্ডীব। এই ধনু ব্রহ্ম কর্তৃক নির্মিত, বিচিত্রবর্ণাদিযুক্ত এবং অসাধারণ ও অত্যদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন।

শুধু অর্জ্জুনের শরীরে কম্পাদি হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু মহাধনু গাণ্ডীব হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে ॥২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়—কেশব! (হে কেশব!) অবস্থাতুম্ (স্থির থাকিতে) চ ন শক্নোমি (আর পারিতেছি না) মে মনঃ চ (আমার মনও) ভ্রমতি ইব (যেন ঘুরিতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং বিভিন্ন দুর্লক্ষণ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥৩০॥

অনুবাদ—হে কেশব! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মনও যেন ঘুরিতেছে। আমি কেবল বিপরীতভাবযুক্ত দুর্লক্ষণ-সমূহ দেখিতেছি ॥৩০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। হে কেশব! আমি কেবল বিপরীত ভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি ॥৩০॥

শ্রীবলদেব—ন চেতি। অবস্থাতুং স্থিরো ভবিতুম্। মনো ভ্রমতীব চেতি দৌর্ব্বল্যমূর্চ্ছয়োরুদয়ঃ। নিমিত্তানি ফলান্যত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি। বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তিরানন্দো ন ভবিষ্যতি; কিন্তু তদ্বিপরীতোঽনুতাপ এব ভাবীতি। নিমিত্ত শব্দঃ ফলবাচী, 'কস্মৈ নিমিত্তায়াত্র বসসি' ইত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ—অবস্থান করিতে অর্থাৎ স্থির থাকিতে, মন যেন ঘুরিতেছে একথার দ্বারা দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছার উদয় বুঝাইল। এইযুদ্ধে বিপরীত ফল দেখিতেছি। অর্থাৎ আমি জয়ী হইলেও রাজ্যপ্রাপ্তি আমার আনন্দের বস্তু হইবে না, পরন্তু তাহার বিপরীত অনুতাপই হইবে।' এখানে নিমিত্ত শব্দটি ফলার্থবোধক, লক্ষণ অর্থে নহে। 'কস্মৈ নিমিত্তায় ইহ বসসি' কি উদ্দেশ্যে এখানে বাস করিতেছ? ইত্যাদি বাক্যে ফল বা প্রয়োজন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় ॥৩০॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের হৃদয় ক্রমশঃ এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, মূর্চ্ছার উদয় হইল। তিনি নানাবিধ দুর্লক্ষণ সমূহও দর্শন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও আনন্দ হইবে না, অধিকন্তু এই সকল আত্মীয়-স্বজন-বধ করিয়া, অনুতাপই হইবে, এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কেশব! তুমি যেমন কেশী-নামক দৈত্যকে বধ করিয়া ভক্তকেই পালন করিয়াছ, সেইপ্রকার আমার শোক-মোহ দূর করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়কে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) চ ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) বিজয়ং চ (বিজয়ও) ন কাঙ্ক্ষে (চাহিনা) রাজ্যং সুখানি চ (রাজ্য এবং সুখ) ন (কাঙ্ক্ষে—আকাঙ্ক্ষা করি না) ॥৩১॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়া কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। আমি যুদ্ধে বিজয় এবং রাজ্য ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না ॥৩১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না; হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আর বিজয়-বাসনা ও রাজ্যসুখ ইচ্ছা করি না ॥৩১॥

শ্রীবলদেব—এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলং শোকমুক্ত্বা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীত-বুদ্ধিমাহ,—ন চেতি। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো নৈব পশ্যামীতি,—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥" ইত্যাদিনা হতস্য শ্রেয়ঃস্মরণাৎ হন্তুর্মে ন কিঞ্চিচ্ছ্রেয়ঃ; অস্বজনমিতি বা চ্ছেদঃ,—অস্বজনবধেঽপি শ্রেয়সোঽভাবাৎ স্বজনবধে পুনঃ কুতস্তরাং তদিত্যর্থঃ। নন্বু যশোরাজ্যলাভো দৃষ্টং ফলমস্তীতি চেত্তত্রাহ,—ন কাঙ্ক্ষ ইতি। রাজ্যাদিস্পৃহা-বিরহাত্নুপায়ে বিজয়ে মম প্রবৃত্তির্নযুক্তা, রন্ধনে যথা ভোজনেচ্ছা-বিরহিণঃ; তস্মাদরণ্যনিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘ্যজীবনত্বং ভাবীতি ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত শোকের কথা বলিয়া অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ বিপরীত বুদ্ধিও বলিতেছেন—নচেত্যাদি বাক্যে। যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না কারণ মহাভারতে উক্ত আছে 'এই জগতে দুইটি লোক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করে অর্থাৎ স্বর্গলোকে যায়, তন্মধ্যে একটি পরিব্রাজক সর্ব্বত্যাগী যোগী, অপরটি যুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় নিহতেরই স্বর্গপ্রাপ্তি, হন্তার কিছুই শ্রেয়ঃ নহে। অথবা এখানেও সন্ধিবদ্ধ-পদ 'হত্বাস্বজনম্', ইহাকে ভাঙ্গিলে 'হত্বা অস্বজনম্' হয়, ইহার অর্থ—অস্বজনবধেও যখন শ্রেয়ঃ নাই তখন স্বজন বধে কোথায় শ্রেয়ঃ হইবে, ইহা তাৎপর্য্য। যদি বল, ফল তো দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক, তন্মধ্যে পারত্রিক ফল না হইল, ঐহিক যশোলাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি, ইহা তো হইবে, তাহার উত্তরে

বলিতেছেন—'ন কাঙ্ক্ষে' ইত্যাদি আমার যখন রাজ্যাদি কামনাই নাই, তখন তাহার প্রাপ্তির উপায়, শত্রুবিজয়ে প্রবৃত্তি না থাকাই উচিত, যেমন যাহার ভোজনেচ্ছা নাই, তাহার রন্ধনেচ্ছা থাকে না ; অতএব মনে করি, বনে বাসই আমাদের স্পৃহনীয় জীবন হইবে ॥৩১॥

অনুভূষণ—তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল শোকের কথা বলিয়া এক্ষণে বিপরীত বুদ্ধির কথা বলিতেছেন। অর্জ্জুন বলিলেন যে, এই যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া কোন শ্রেয়ঃ লাভ হইবে, দেখিতেছি না ; কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে……রণে চাভিমুখে হতঃ," অর্থাৎ যোগযুক্ত পরিব্রাজক ও যুদ্ধে নিহত বীর সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন। তিনি যোগযুক্ত পরিব্রাজক নহেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সূর্য্যলোকে বাসের সম্ভাবনা নাই। আর যুদ্ধে হত ব্যক্তিরই উক্ত লোক লাভ হয়, কিন্তু তিনি হননকারী বলিয়া, তাঁহার সেরূপ শ্রেয়ঃ লাভেরও আশা নাই। বিশেষতঃ অস্বজনবধেই যখন শ্রেয়ো নাই, তখন স্বজন বধ করিয়া আর কিরূপে শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে ? সুতরাং এই যুদ্ধে রাজ্যলাভরূপ ঐহিক ফল লাভ হইলেও, পারলৌকিক কোন ফলের আশা নাই। লোকের যেমন আহারের ইচ্ছা না থাকিলে, রন্ধনের ইচ্ছা থাকে না, আমারও রাজ্যাদিলাভের স্পৃহা না থাকায়, যুদ্ধে জয়ের ইচ্ছা নাই। এমতাবস্থায় রাজ্যত্যাগ করিয়া, অরণ্যবাসী হওয়াই আমাদের শ্লাঘ্য মনে করি।

যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির শুভফল সম্বন্ধে বহ্নিপুরাণেও পাওয়া যায়,—

রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা।
হতঃ ক্ষত্রেণ যঃ শূরস্তস্য লোকোঽক্ষয়ঃ ধ্রুবঃ॥
যাবন্তি তস্য গাত্রাণি ভিনত্তি শস্ত্রমাহবে।
তাবতো লভতে লোকান সর্ব্বকামদুঘোঽক্ষয়ান্ ॥৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩২-৩৪॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

অন্বয়—গোবিন্দ! (হে গোবিন্দ!) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিং (রাজ্যে কি প্রয়োজন?) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং (বিষয়-ভোগ বা জীবন-ধারণের কি প্রয়োজন?) যেষাম্ অর্থে (যাহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজত্ব) ভোগাঃ (ভোগসমূহ) সুখানি চ (এবং সুখ সকল) কাঙ্ক্ষিতং (প্রার্থিত) তে ইমে (সেই ইহারা) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যসকল) পুত্রাঃ (পুত্র সকল) তথা এব চ (সেই প্রকারেই) পিতামহাঃ (পিতামহগণ) মাতুলাঃ (মাতুলবর্গ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুর সমূহ) পৌত্রাঃ (পৌত্রসকল) শ্যালাঃ (শ্যালকগণ) সম্বন্ধিনঃ (সম্বন্ধিগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (প্রাণ ও ধন সমূহ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধস্থলে উপস্থিত), মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) ঘ্নতঃ অপি (হত হইলেও) এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তুম্ (হনন করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥৩২-৩৪॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যের কি ফল? ভোগ বা জীবনধারণেই কি প্রয়োজন? যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সেই ইঁহারা অর্থাৎ আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিবর্গ সকলেই প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইয়াছেন। অতএব হে মধুসূদন! ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও, ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩২-৩৪ ॥

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) মহীকৃতে (ক্ষিতিলাভের নিমিত্ত) কিং নু (বা কি কথা) ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি, ত্রিলোকের রাজত্বের নিমিত্তও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনাদিকে) নিহত্য (নিহত করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হইবে?) ॥৩৫॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর নিমিত্ত, এমন কি, ত্রিলোকের আধিপত্য পাইলেও দুর্য্যোধনাদিকে নিধন করিয়া আমাদের কি প্রীতিলাভ হইবে? ৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ-সুখেরই বা আবশ্যকতা কি? এবং জীবনধারণেই বা কি ফল আছে? কারণ, যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ-সুখ কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত। হে মধুসূদন! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, সকলেই জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোন ক্রমে ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর ত' কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতি লাভ হইবে? ৩২-৩৫॥

শ্রীবলদেব—গোবিন্দেতি। গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ বিন্দসীতি ত্বমেব মে মনোগতং প্রতীহীত্যর্থঃ। রাজ্যাদ্যনাকাঙ্ক্ষায়াং হেতুমাহ,—যেষামিতি। প্রাণান্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যম্;—স্বপ্রাণব্যয়েঽপি স্ববন্ধুসুখার্থা রাজ্যস্পৃহা স্যাত্তেষামপ্যত্র নাশপ্রাপ্তেরপার্থৈব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। নন্থ ত্বং চেৎ কারুণিকস্তান্ন হন্যাস্তর্হি তে স্বরাজ্যং নিষ্কণ্টকং কর্ত্তুং ত্বামেব হন্যুরিতি চেত্তত্রাহ,—এতানিতি। মাং ঘ্নতোঽপি হিংসতোঽপ্যেতান্ হন্তুমহং নেচ্ছামি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য প্রাপ্তয়েঽপি কিং পুনর্ভূর্মাত্রস্য। নন্বন্যান্ হিত্বা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা এব হন্তব্যা, বহুদুঃখদাতৄণাং তেষাং ঘাতে সুখসম্ভবাদিতি চেত্তত্রাহ,—নিহত্যেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্যোধনাদীন্নিহত্য স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা স্যান্ন কাপীতি;—অচিরসুখাভাসস্পৃহয়া চিরতরনরকহেতুভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ। হে জনার্দ্দনেতি,—যদ্যেতে হন্তব্যাস্তর্হি ভূভারাপহারী ত্বমেব তান্ জহি পরেশস্য তে পাপগন্ধ-সম্বন্ধো ন ভবেদিতি ব্যজ্যতে॥৩২-৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোবিন্দ! অর্থাৎ গো-শব্দের বাচ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সেই সমুদয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাক, অতএব তুমিই আমার মনের কথা জান, এই তাৎপর্য্য। রাজ্যাদি কামনা না থাকার হেতু দেখাইতেছেন, যেষামিত্যাদি-বাক্য দ্বারা। প্রাণ-শব্দের লক্ষণায় প্রাণের আশা এবং ধন-শব্দে ধনের আশা অর্থ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই—নিজপ্রাণ গেলেও নিজ আত্মীয়-বর্গের সুখের জন্য রাজ্যকামনা হইতে পারে, কিন্তু সেই বন্ধুবর্গেরও এই যুদ্ধে নাশপ্রাপ্তি হেতু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থই। যদি বল, তুমি দয়ালু, এজন্য শত্রুদিগকে হত্যা না করিতে পার কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা নিজ রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তোমাকেই নিহত করিবে, ইহাতে উত্তর দিতেছেন 'এতান্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ইহারা আমাকে হিংসা (হত্যার উদ্যোগ) করিলেও আমি তাহাদিগকে হত্যা করিতে

চাহি না। এমন কি, ত্রিভুবনরাজ্য-প্রাপ্তির জন্যও নহে, কেবল পৃথিবীর জন্য তো দূরের কথা। যদি বল, অন্য সকলকে ছাড়িয়া কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেই হত্যা করিতে পার যেহেতু তাহারা তোমাদের বহু দুঃখ-দাতা, তাহাদের বিনাশ করিলে সুখী হইবে, তাহাও নহে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া অবস্থান করিলে আমাদের অর্থাৎ পাণ্ডুপুত্রদিগের কি প্রীতি হইবে? কিছুই নহে। অস্থায়ী সুখকল্পের আশায় চিরকালব্যাপী নরকপাতের হেতুভূত ভ্রাতৃবধ উচিত নহে; ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। হে জনার্দ্দন! অর্থাৎ যদি ইহাদের হত্যাই করিতে হয়, তাহা হইলে ভূভারহারী তুমিই তাহাদিগকে হত্যা কর; ইহাতে পরমেশ্বর তোমার জীবহত্যার পাপলেশেরও সম্ভাবনা নাই; এই অর্থ সূচিত হইতেছে ॥৩২-৩৫॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বলিতেছেন, ইহ সংসারে লোকে আত্মীয় স্বজনকে সুখী করিবার জন্যই যত্ন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই, স্বয়ং আনন্দ লাভ করে, কিন্তু আমার যদি আত্মীয়-স্বজনাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে এই রাজ্যাদি-ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কি হইবে? হে গোবিন্দ! তুমি তো সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিই জানিতেছ, সুতরাং আমার মনে যে রাজ্যাদির স্পৃহা নাই, তাহাও জানিতেছ; তারপর তুমি তো মধুসূদন, মধু-নামক দৈত্যকেই বধ করিয়াছ এবং তোমার ভক্তের ভোগমূলক কর্ম্মমাত্রই নাশ করিয়া থাক, যাহা আপাতঃ মধুর হইলেও পরিণামে অশুভ, তাহা তো নাশ করিয়াই থাক; এস্থলে এই সকল আত্মীয়-স্বজন বধ করিয়া আমার আপাততঃ রাজ্যাদি লাভ হইলেও, পরিণামে এই বধহেতু অনন্ত নরকই ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে তুমি আমাকে কেন প্রেরণা দিতেছ? পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য কেন, ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ হইলেও, আমি এই ঘোরতর বিগর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহি না। হে জনার্দ্দন! তুমি বরং ভূভারহারীরূপে ইহাদিগকে বধ করিয়া, তোমার জনার্দ্দন নাম সার্থক করিতে পার; বিশেষতঃ তুমি পরমেশ্বর বলিয়া তোমার কোন পাপও হইবে না ॥ ৩২-৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

অন্বয়—মাধব! (হে মাধব!) এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে বা শত্রুদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ম্ (আমরা) সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) ন অর্হা (সমর্থ নহি), হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (স্বজন হত্যা করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (আনন্দিত) স্যাম (হইব) ॥৩৬॥

অনুবাদ—হে মাধব! এই সকল আততায়ীদিগকে বধ করিয়া আমাদিগের পাপই আশ্রয় করিবে। সুতরাং সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বধ করা আমাদের উচিত নহে। যেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আততায়ীদিগকে বধ করা রাজনীতি-শাস্ত্রের অনু-মোদিত হইলেও, আচার্য্যাদি আততায়ীদিগকে হত্যা করা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ-হেতু পাপ হইবে; অতএব আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে যোগ্য হইতেছি না; হে মাধব! আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—ননু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাত-তায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥"—ইত্যুক্তেরেষাং ষাড়্বিধ্যেনাততায়িনাং-যুক্তো বধ ইতি চেত্তত্রাহ,—পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্ পাপমেব বন্ধুক্ষয়হেতুকমাশ্রয়েৎ। অয়ং ভাবঃ,—আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্-দুর্ব্বলম্,—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্ম-শাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ" ইতি স্মৃতেঃ; তস্মাদ্ দুর্ব্বলার্থশাস্ত্রবলেন পূজ্যানাং দ্রোণ-ভীষ্মাদীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামীত্যারভ্যোক্তমুপ-সংহরতি,—তস্মাদিতি। পাপসম্ভবাৎ দৈহিকসুখস্যাপ্যভাবাচ্চেত্যর্থঃ। ন হি গুরুভির্বন্ধুজনৈশ্চ বিনাস্মাকং রাজ্যভোগঃ সুখায়াপি তু অনুতাপায়ৈব সম্পৎস্যতে। হে মাধবেতি,—শ্রীপতিস্ত্বমশ্রীকে যুদ্ধে কথং প্রবর্ত্তয়সীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—অগ্নিসংযোগকারী, বিষ-প্রয়োগকারী, শস্ত্র হস্তে লইয়া প্রহারোদ্যত, ধননাশক, ভূ-সম্পত্তি ও স্ত্রী-হরণকারী এই ছয়জন আততায়ী বলিয়া খ্যাত, সেই আততায়ী আসিলে তাহাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবে। হে ভরতবংশধর! আততায়ীর বধে হত্যাকারীর দোষ হয় না। —এই কথা শাস্ত্রে থাকায়, দুর্য্যোধনাদি সেই ছয় প্রকার আততায়ি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, তাহাদের বধ তো উচিতই ; এই কথার উত্তরে বলিতেছেন—ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদিগকে বন্ধুনাশ-জন্য পাপ স্পর্শ করিবেই। কথাটি এই—আততায়ী আসিলে ইত্যাদি নীতিশাস্ত্রের বিধি, আর 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' কোন প্রাণীকেই হত্যা করিবে না ; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি, ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে নীতিশাস্ত্র দুর্ব্বল, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল, ইহাই সিদ্ধান্ত ; অতএব দুর্ব্বল নীতিশাস্ত্র সাহায্যে যদি পূজনীয় দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতিকে হত্যা করা হয়, তবে তাহা পাপের কারণ হইবেই। অতঃপর 'ন চ শ্রেয়োঽনু' ইত্যাদি হইতে এতাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের উপসংহার করিতেছেন —তস্মাদিত্যাদিবাক্যে। 'তস্মাৎ'—সেই হেতু অর্থাৎ পাপের সম্ভাবনা আছে এবং দৈহিক সুখেরও অভাব আছে, এইজন্য। যেহেতু গুরুজন ও বন্ধুবর্গ রহিত হইলে, আমাদিগের রাজ্যভোগ সুখের কারণ হইবেই না, পরন্তু অনুতাপে পরিণত হইবে। হে মাধব! তুমি শ্রীপতি হইয়া শ্রীহীনযুদ্ধে কেন আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ, ইহা এই সম্বোধনের অভিপ্রায় ॥৩৬॥

অনুভূষণ—যদি বলা যায়, দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে আততায়ী সুতরাং তাহাদের বধে পাপ হইতে পারে না। তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—আততায়ী-বধের ব্যবস্থা লৌকিক ইষ্ট-কামনায় অর্থশাস্ত্রে বিধান থাকিলেও, বেদশাস্ত্রে বিধান আছে যে, "কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না।" সুতরাং অর্থশাস্ত্র হইতে শ্রুতি-কথিত এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—"স্মৃতির বিরোধী হইলে ব্যবহারানুসারে ন্যায়ের শাসনই বলবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং অর্থশাস্ত্রাপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রদত্ত ব্যবস্থা বলবান্ বলিয়া জানিবে।" অতএব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হইলেও তাঁহাদের বধে পাপ হইবেই, ইহা অর্জ্জুন বিচার করিয়া বলিতেছেন, হে মাধব! তুমি শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি হইয়া এরূপ শ্রীহীন যুদ্ধে আমাকে কেন প্রবর্ত্তিত করিতেছ? আরও দেখ, এইরূপ যুদ্ধে পাপ তো হইবেই, অধিকন্তু

গুরুজন ও বন্ধুবর্গের অভাবে রাজ্যভোগে কোন সুখ হইবে না। বরং পরিণামে অনুতাপই হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তৎসম্পাদিত শ্রীগীতার অনুবর্ষিণীতে যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অর্জ্জুনের আর একটি আচরণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা অর্জ্জুনের আর একটি আচরণেও দেখিতে পাই যে এই যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণের পুত্রঘাতী অশ্বত্থামা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ধৃত ও বদ্ধ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা'—ভাঃ ১।৭।৩৯ অর্থাৎ (হে শূর), এই শস্ত্রপানি স্বজনহন্তা পাপিষ্ঠকে বধ কর। সে স্থলেও অর্জ্জুন ভগবানের আদেশ অপালন করিয়াই সেই শত্রুকে স্বশিবিরে আনয়ন করেন। উদার হৃদয়া দ্রৌপদী সেই পুত্র-হন্তা গুরুপুত্রকে ক্ষমা করিতে বলিলেন, আর ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন সন্দিগ্ধমনা সখা অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান্ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং দুই ভুজে ভীম ও দুই ভুজে দ্রৌপদীকে নিবারণ করিয়া এই কথা বলিলেন—'ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্ ॥' ভাঃ ১।৭।৫৩ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ্য নহে, পক্ষান্তরে শস্ত্রপানি প্রাণঘাতক বধযোগ্য ; শাস্ত্রকাররূপে আমার ব্যবস্থাপিত যে বিধানদ্বয় চলিয়া আসিতেছে, পরস্পর ভিন্ন হইলেও তুমি সেই দুইটি বিধি পালন কর। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—এই ব্যক্তির বধ ও অবধ—জানিতে পারিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামার কেশের সহিত মস্তক-জাত মণি ছেদন করিয়া তাহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন।"

মনুও বলিয়াছেন,—"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥" অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ। তাই অর্জ্জুন বলিলেন,—এতাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বেদ ও সদাচারবিরুদ্ধ এবং আত্মগ্লানিপ্রদ সুতরাং ইহা কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না ॥৩৬॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) যদি অপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভদ্বারা বিনষ্টচিত্ত) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (বংশনাশ-জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ (মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পাইতেছে না) (তথাপি) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (কুলক্ষয়কৃত দোষ-দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুম্ (নিবৃত্তির নিমিত্ত) কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ (কেন জ্ঞান হইবে না) ॥৩৭-৩৮॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! রাজ্যলোভে হতবুদ্ধি হইয়া দুর্য্যোধনাদি কুলক্ষয়-জনিতদোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছেন না। কিন্তু আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দর্শন করিয়াও এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দুর্য্যোধন প্রভৃতি লোভ-দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়-জনিতদোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিতপাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি-নিমিত্ত এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮॥

শ্রীবলদেব—নন্থ "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি বিদিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইতি ক্ষত্রধর্ম্মস্মরণাৎ তৈরাহূতানাং ভবতাং যুদ্ধে প্রবৃত্তির্যুক্তেতি চেত্তত্রাহ,—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। পাপে প্রবৃত্তৌ লোভস্তেষাং হেতুরস্মাকং তু লোভবিরহান্ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানং খলু প্রবর্ত্তকম্, ইষ্টঞ্চানিষ্টানন্থবন্ধিবাচ্যম্; যদুক্তং—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনান্থবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥" ইতি। তথা চ "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তেঽপি শ্যেনাদাবিবানিষ্টান্থবন্ধিত্বাদ্যুদ্ধেঽস্মিন্নঃ প্রবৃত্তির্ন যুক্তেতি। "আহূতঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রং তু কুলক্ষয়দোষবিনাভূতবিষয়ং ভাবি। হে জনার্দ্দনেতি প্রাগ্বৎ ॥৩৭-৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাতে আক্ষেপ এই 'পাশাক্রীড়ায় অথবা যুদ্ধে আহূত হইলে ক্ষত্রিয় বিমুখ হইবে না' এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ, তবে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে আহূত তোমাদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তো যুক্তিযুক্তই, তাহার সমাধানার্থ বলিতেছেন যদ্যপি ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। তাহাদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ লোভ, আমাদের তো লোভ নাই, এইজন্য যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই। কথাটি এই—ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ অর্থাৎ

ইহা করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই জ্ঞান হইতে জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই ইষ্ট যদি অনিষ্ট মিশ্রিত না হয়, তবেই প্রবর্ত্তক ইহাও বলিতে হইবে। যেহেতু মহাজনের উক্তি আছে—তাহাকে ধর্ম্ম বলে যাহা ফলেতেও অনিষ্ট সম্পর্কী নহে, কেবল আনন্দের কারণ, এইজন্ত (জীবের আকর্ষণরূপ ধারণ করে বলিয়া,) কর্ম্ম ধর্ম্মসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আবার এই উক্তিও শাস্ত্রে আছে 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' শত্রুমারণার্থ শ্যেনযাগ করিবে। অতএব শাস্ত্রোক্তশ্যেনযাগ যেমন ইষ্টের মত অনিষ্টেরও কারণ, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত এই যুদ্ধে পাপ সম্পর্ক থাকায় আমাদের প্রবৃত্তি না হওয়াই উচিত। তবে যে 'আহূতো ন নিবর্ত্তেত' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আছে, তাহার বিষয় যে-স্থলে কুলক্ষয়াদিদোষ বহির্ভূত যুদ্ধ তথায় হইবে। হে জনার্দ্দন! এই সম্বোধনের অভিপ্রায় পূর্ব্ববৎ জানিবে ॥৩৭-৩৮॥

অনুভূষণ—দ্যূতক্রীড়ায় অথবা যুদ্ধে আহূত হইলে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি অনর্থযুক্ত না হয়, কেবল প্রীতি অর্থাৎ সুখের নিমত্তই হয়, তবে শাস্ত্র সেই কর্ম্মকে ধর্ম্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। যদিও শাস্ত্রে "শ্যেন পক্ষীর দ্বারা অভিচার কর্ম্ম করিবে" এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি উহা অনিষ্টজনক কর্ম্ম বলিয়া উহাকে পাপরূপে গণ্য করিতে হয়, সেইরূপ আমাদের এই যুদ্ধে কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহরূপ দুইটা পাপ কার্য্য বর্ত্তমান। দুর্য্যোধনাদি রাজ্যলোভে প্রলুব্ধ হইয়া, হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক রহিত হইয়া, কুলক্ষয় ও স্বজন-বিনাশ প্রভৃতি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান ও বিচার-বিবেক তদ্রূপ কলুষিত না হওয়ায়, এইরূপ শাস্ত্র-বিগর্হিত অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই শ্রেয়ঃ। তুমি জনার্দ্দন, সুতরাং জনগণের নাশ ও রক্ষা উভয়ই তোমার পরমেশ্বরতা। আমি এইরূপ নিন্দনীয় অন্যায় যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব।

অর্জ্জুনের বিচারের অনুকূলে মনু সংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও দাসগণের সহিত বিবাদ আচরন করিবে না।

এই যুদ্ধক্ষেত্রেও দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ ; শল্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুল, ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জ্ঞাতি, জয়দ্রথ প্রভৃতি কুটুম্ব উপস্থিত আছেন, যাঁহাদের সহিত বিবাদই শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাঁহাদের অস্ত্রের দ্বারা প্রাণ সংহার তো কোন মতেই চলিতে পারে না॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

অন্বয়—কুলক্ষয়ে (কুলনাশে) সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ (কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (ধ্বংস হয়) ধর্ম্মে নষ্টে (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) উত (ও) কুলং (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে)॥৩৯॥

অনুবাদ—কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাগত সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমগ্র কুলকেও অভিভূত করে॥৩৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়॥৩৯॥

শ্রীবলদেব—দোষমেব প্রপঞ্চয়তি—কুলক্ষয়ে ইতি। কুলধর্ম্মা কুলোচিতা অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ প্রণশ্যন্তি কর্ত্তৃবিনাশাৎ। উতেত্যপ্যর্থে কৃৎস্নমিত্যনেন সম্বধ্যতে,—ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদিকৃৎস্নমপি কুলমধর্ম্মোঽভিভবতি গ্রসতীত্যর্থঃ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর যুদ্ধে দোষই বিস্তৃত করিয়া দেখাইতেছেন 'কুলক্ষয়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ কুলোচিত অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্ম, সনাতন বংশ পরম্পরায় আগত, প্রনষ্ট হয়, ধর্ম্মাচরণকারী কেহ থাকে না বলিয়া। এখানে 'উত' শব্দটি অপি অর্থে এবং তাহার অন্বয় কৃৎস্নপদের সহিত, তাহার অর্থ ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট বালক প্রভৃতি সকল-বংশকে অধর্ম্ম গ্রাস করে। ইহা 'অভিভব'শব্দের তাৎপর্য্য॥৩৯॥

অনুভূষণ—কুলক্ষয় হইলে স্বতঃই কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। যাঁহারা কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের অভাবে বংশের অবশিষ্ট লোকেরা ধর্ম্মজ্ঞানহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইবে। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহও বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে ॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

অন্বয়—কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্ম-দ্বারা অভিভূত হইবার ফলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলনারীসকল) প্রদুষ্যন্তি (দুষিতা হয়) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভূত কৃষ্ণ!) স্ত্রীষু দুষ্টাষু (কুলনারীগণ কুলটা হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥৪০॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রী-সকল ভ্রষ্টা হয়। স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হইলে, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় ॥৪০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রী-সকল ব্যভিচারিণী হয় এবং স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪০॥

শ্রীবলদেব—ততশ্চাধর্ম্মাভিভবাদিতি। অস্মদ্ভর্ত্তৃভির্ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যথা কুলক্ষয়-লক্ষণে পাপে বর্ত্তিতং, তথাস্মাভিঃ পাতিব্রত্যমবজ্ঞায় দুরাচারে বর্ত্তিতব্যমিতি দুর্ব্বুদ্ধিহতাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর অধর্ম্ম কুলকে গ্রাস করিলে কি হয় তাহা বলিতেছেন কুলস্ত্রীগণও দুষ্টা হয়, কি প্রকারে?—যেমন আমাদের ভর্ত্তৃগণ ধর্ম্মলঙ্ঘন করিয়া কুলক্ষয়জনক পাপে রত হইয়াছেন, সেইরূপ আমরাও সতীত্ব-ধর্ম্ম গণনা না করিয়া অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিচালিত হইয়া কুল-কামিনীগণ দুষ্ট হয় ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৪০॥

অনুভূষণ—পুরুষগণ ধর্ম্মহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলে, কুলকামিনীগণও বিচার করিবেন যে, আমাদের স্বামী বা অভিভাবকেরা যখন ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বিপথগামী হইয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিনী হইব না? এই প্রকারে কুলকামিনীগণ বিপথগামিনী হইলে,

বংশে জারজ সন্তান জন্মিবে ও তাহাদের দ্বারা বংশের গৌরব একেবারেই নষ্ট হইবে।

বর্ণসঙ্কর জাতি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্কের উক্তিতে অনেক কথা পাওয়া যায়, গরুড় পুরাণেও এ বিষয়ে বিবরণ আছে ; প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ জাতিও বর্ণ-সঙ্কর। মনু সংহিতায় পাওয়া যায়, 'ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রাবল্য হেতু বিলুপ্ত জ্ঞান বেন রাজার সময়ে এই নিষিদ্ধ পশু ব্যবহার প্রচলিত হইয়া বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে' ॥৪০॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) কুলস্য চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই হয়) এষাং (ইহাদিগের) পিতরঃ লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (সন্তঃ) (পিতৃপুরুষ পিণ্ড-জলহীন হওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয় পতিত হয়) ॥৪১॥

অনুবাদ—বর্ণসঙ্করগণ কুলনাশকদিগকে এবং কুলকে নরকগামী করে। ইহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড ও জলহীন হইয়া নিশ্চয়ই পতিত হয় ॥৪১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতকদিগকে নরকগামী করিয়া থাকে ; সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয় ॥৪১॥

শ্রীবলদেব—কুলস্য সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈবেতি যোজনা। ন কেবলং কুলঘ্না এব নরকে পতন্তি, কিন্তু তৎ পিতরোঽপীত্যাহ,—পতন্তীতি হির্হেতৌ। পিণ্ডাদি দাতৄণাং পুত্রাদীনামভাবাদ্বিলুপ্তপিণ্ডাদি-ক্রিয়াঃ সন্তস্তে নরকায়ৈব পতন্তি ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ—কুলের সঙ্করদোষ অর্থাৎ ভিন্নজাতির মিশ্রণ, কুল নাশকারী-দিগেরই নরকের কারণ—এইরূপ অন্বয় কর্ত্তব্য। কেবল কুলনাশকারীরাই নরকে পতিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষগণও, এই কথা বলিতেছেন 'পতন্তি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। হি শব্দের অর্থ হেতু, যেহেতু তাঁহারা (পিতৃপুরুষগণ) পিণ্ডদানকারী পুত্রাদির অভাবে পিণ্ডদান-তর্পণাদি ক্রিয়ালোপী হন এজন্য নরকে পতিত হন ॥৪১॥

অনুভূষণ—বংশে সঙ্কর দোষ উপস্থিত হইলে, কুলনাশকদিগের এবং তৎপিতৃপুরুষদিগেরও নরক লাভ হয়, কারণ পিণ্ডদানকারী পুত্রাদির অভাবে, পিণ্ডাদিক্রিয়া লুপ্ত হয় ॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

অন্বয়—কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্কর-কারক) দোষৈঃ (দোষ-দ্বারা) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (বর্ণধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (বিলুপ্ত হয়) ॥৪২॥

অনুবাদ—কুলনাশকদিগের এই সকল দোষ-দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়া থাকে ॥৪২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বর্ণসঙ্করকারী পূর্ব্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশকদিগের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে ॥৪২॥

শ্রীবলদেব—উক্ত দোষমুপসংহরতি,—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্মাস্ত্বসাধারণাঃ ; চ-শব্দাদাশ্রম-ধর্ম্মা গ্রাহ্যাঃ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর উক্তদোষের উপসংহার করিতেছেন 'দোষৈঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা। উৎসাদিত হয় অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়। ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধন জাতি ধর্ম্মগুলি, কুলধর্ম্ম—যেগুলি ব্যক্তিগত কুলোচিত ধর্ম্ম, চ শব্দের অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মগুলিও ধর্ত্তব্য ॥৪২॥

অনুভূষণ—বর্ণসঙ্কর দোষের উৎপত্তিহেতু কুলধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণাদি ভেদে যে বিশেষ বিশেষ জাতিধর্ম্ম, এমন কি আশ্রমধর্ম্মগুলিও বিলুপ্ত হয় ॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

অন্বয়—জনার্দ্দন! (হে জনার্দ্দন!) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (কুলধর্ম্মরহিত) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যদিগের) নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি (নরকে নিয়ত বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা শুনিয়াছি) ॥৪৩॥

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম-রহিত মনুষ্যদিগের অনন্তকাল নরকে বাস হয়—এইরূপ শুনিয়াছি ॥৪৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে জনার্দ্দন! শুনিয়াছি, যে-সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥৪৩॥

শ্রীবলদেব—উৎসন্নেতি। জাতিধর্ম্মাদীনাং উপলক্ষণমেতৎ। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং গুরুমুখাৎ। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।" "অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ইত্যাদি বাক্যৈঃ ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ—'উৎসন্ন' ইত্যাদি এখানে কুলধর্ম্ম পদটি জাতিধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতিরও বোধক। শুনিয়াছি—গুরুমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি। কি শুনা আছে, তাহা বলিতেছেন 'প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ' ইত্যাদি বাক্য, যথা—যে সকল মনুষ্য পাপকার্য্যে সর্ব্বদা আসক্ত অথচ প্রায়শ্চিত্ত করে না, এবং পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপও করে না তাহারা অতি কষ্টময় ভীষণ নরকসমূহে গমন করে ॥৪৩॥

অনুভূষণ—কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, যে সকল মানব সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, অথচ প্রায়শ্চিত্তাদি করে না বা অনুতাপও করে না, তাহারা অত্যন্ত দুঃখময় নরকে নিয়ত বাস করে ॥৪৩॥

অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়—অহো বত (হায় কি কষ্ট!) বয়ম্ (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্ত্তুম্ (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতসংকল্প), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখের লোভে) স্বজনম্ হন্তুং (আত্মীয় বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (প্রস্তুত) ॥৪৪॥

অনুবাদ—হায়! কি কষ্ট! আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজন-বিনাশে উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ॥৪৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হা! কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজনবধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ॥৪৪॥

শ্রীবলদেব—বন্ধুবধব্যবসায়েনাপি পাপং সম্ভাব্যানুতপন্নাহ,—অহো ইতি। বতেতি সন্দেহে ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মীয়বধের কল্পনায়ও পাপসম্ভাবনা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন—'অহো বত' ইত্যাদি বাক্য। 'বত' শব্দটি এখানে সন্দেহার্থে অব্যয় ॥৪৪॥

অনুভূষণ—সামান্য রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবধরূপ এই মহৎ পাপ করা অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অন্বয়—যদি অপ্রতীকারম্ (আত্মরক্ষায় চেষ্টা-শূন্য) অশস্ত্রং (অস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অপেক্ষাকৃত হিতকর) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

অনুবাদ—যদি অস্ত্রহীন, প্রতীকার-রহিত আমাকে অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত করে, তাহা আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে ॥৪৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি অস্ত্রহীন ও প্রতিকার-পরাঙ্মুখ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥৪৫॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ত্বয়ি বন্ধুবধাদ্বিনিবৃত্তেঽপি ভীষ্মাদিভির্যুদ্ধোৎসুকৈস্ত্বদ্বধঃ স্যাদেব ততঃ কিম্বিধেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—যদি মামিতি। অপ্রতীকারমকৃতমদ্ধ-ধাধ্যবসায়পাপপ্রায়শ্চিত্তম্। ক্ষেমতরমতিহিতং,—প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈবৈতৎ পাপাবমার্জ্জনম্; ভীষ্মাদয়স্তু ন তৎপাপফলং প্রাপ্স্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল ওহে অর্জ্জুন! তুমি আত্মীয় বধ হইতে বিরত হইলেও, যুদ্ধার্থে উৎসুক ভীষ্ম প্রভৃতি তোমাকে বধ করিবেই, তাহাতে তোমার কর্ত্তব্য কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি 'মাম্' ইত্যাদি বাক্য; আমি অপ্রতীকার হইলে অর্থাৎ বন্ধুবধের সঙ্কল্পেও উৎপন্ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে। ক্ষেমতর—অতিহিত, ক্ষেমতর কেন? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগ। ভীষ্ম প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণ সে পাপফল প্রাপ্ত হইবে না ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪৫॥

অনুভূষণ—অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, যদি দুর্য্যোধনাদি আমাকে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। বন্ধু-বধরূপ পাপের সঙ্কল্পের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণত্যাগ। অর্জ্জুন বর্ত্তমানে স্বজনবধাপেক্ষা নিজের প্রাণত্যাগ করাই কল্যাণকর মনে করিতেছেন ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্য-দর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোক-কাতর চিত্ত) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবং (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (বাণ সহিত ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) রথোপস্থে (রথের উপরে) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন) ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়স্য অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের 'ভাষাভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্তেতি। সংখ্যে যুদ্ধে রথোপস্থে রথোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধায় প্রতিযোদ্ধ -বিলোকনায় চোত্থিতঃ সন্ ॥৪৬॥

অহিংস্রস্যাত্মজিজ্ঞাসা দয়ার্দ্রস্যোপজায়তে।
তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্ ॥
ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—তারপর কি হইল? ধৃতরাষ্ট্রের এই কৌতূহলের উত্তরে সঞ্জয় বলিতেছেন 'এবমুক্ত্বা' ইত্যাদি বাক্য। সংখ্যে অর্থাৎ যুদ্ধে, রথোপস্থে—রথের উপর, বসিলেন। পূর্ব্বে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে এবং প্রতিপক্ষদিগকে দেখিবার মানসে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে বসিলেন ॥৪৬॥

প্রথমাধ্যায় হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যে ব্যক্তি জীবহিংসা হইতে বিরত এবং দয়ার্দ্র চিত্ত তাহার আত্মজিজ্ঞাসা (আত্মজ্ঞান-বিষয়ে-বিচার) জন্মে, যে তাহার বিপরীত অর্থাৎ জীবহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর চিত্ত, তাহার উহা হয় না।

শ্রীভগবদ্‌গীতোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—অতঃপর কি ঘটিল ? ধৃতরাষ্ট্রের এই কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য সঞ্জয় বলিলেন যে, দণ্ডায়মান অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

এতৎ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ লিখিত 'অনুবর্ষিণী' টীকা উদ্ধার করিতেছি।

"ভক্ত অর্জ্জুন স্বীয় আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। শোকমোহমুক্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শোকমোহযুক্ত জগজ্জীবকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন জানিয়া সেই লীলার অনুকূলে তিনি আরাধ্য দেবতাকে উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে, রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে সমাগত লোকদিগকে উপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত স্থান ও সময়। তাই তিনি শোকমোহ-দ্বারা সংবিগ্নচিত্ত জনেরই ন্যায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই এবং সেই রথের উপরেই বসিলেন। ভগবান্‌ও সেইস্থানে ও সেই রথেই বিদ্যমান থাকিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকে 'শোকসংবিগ্নমানসঃ' শব্দে অর্জ্জুনকে শোকাকুলচিত্ত জানা গেলেও বস্তুতঃ তাঁহার শোকাদি নাই। ভীষ্মস্তোত্রেও দেখা যায়,—"ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা। কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য মেহস্তু তস্য॥"—ভাঃ ১।৯।৩৬ অর্থাৎ দূরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীরগণকে দর্শন করিয়া পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জ্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি আত্মবিদ্যাদ্বারা দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—'স্বজনবধাদ্বিমুখস্য'—'এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে 'গীঃ ১।৪৬,' ; 'কুমতিং'—সম্প্রতি যুধিষ্ঠিরেরই তদানীন্তন অর্জ্জুনেরও স্বয়ং ভগবৎ-কর্ত্তৃকই উত্থাপিতা। নিত্যপার্ষদ ও নরাবতার বলিয়া অর্জ্জুনের কুমতির সম্ভাবনা নাই। জগদুদ্ধারক স্বতত্ত্বজ্ঞাপক শ্রীগীতাশাস্ত্রকে আবির্ভাব করাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন জানিতে হইবে" ॥৪৬॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথমাধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ,—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তথা (সেইরূপ) কৃপয়া-আবিষ্টম্ (দয়াবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণ-আকুল দৃষ্টি) বিষীদন্তম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তং (তাহাকে) মধুসূদনঃ (মধুসূদন) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (কহিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন—কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণাকুলদৃষ্টি বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় বলিলেন,—তখন কৃপা-পরবশ অশ্রুপূর্ণ-নয়ন বিষণ্ণ-বদন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিলেন ॥১॥

শ্রীবলদেব—দ্বিতীয়ে জীবযাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ ।
নিষ্কামকর্ম্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

এবমর্জ্জুনবৈরাগ্যমুপশ্রুত্য স্বপুত্ররাজ্যাভ্রংশাশয়া হৃষ্যন্তং ধৃতরাষ্ট্রমালক্ষ্য **সঞ্জয়** উবাচ,—তং তথেতি। **মধুসূদন** ইতি তস্য শোকমপি মধুবন্নিহনিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—জীবের যথাযথ আত্মজ্ঞান, তাহার প্রাপ্ত্যুপায়, নিষ্কামকর্ম্ম এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীহরি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র অর্জ্জুনের এইরূপ বৈরাগ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রগণের আর রাজ্য হানি হইবে না এই আশায় হৃষ্ট চিত্ত হইলেন ; তাহা লক্ষ্য করিয়া **সঞ্জয়** বলিলেন 'তং তথেত্যাদি' বাক্য। মধুসূদন এই পদের অভিপ্রায় তিনি মধু দৈত্যের ন্যায় এস্থলে তাহার শোকও নাশ করিবেন—এই ভাব ॥১॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন বৈরাগ্যবান্ হইয়া হিংসারূপ যুদ্ধে বিরত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন যে, বীরকেশরী অর্জ্জুন যখন বৈরাগ্য-

হেতু সমর বিমুখ হইয়াছে, তখন আমার পুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ অর্জ্জুন ব্যতীত ভীষ্ম-দ্রোণাদি-সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিত থাকিতে পারে, এমন সমর-দক্ষ বীর আর কে আছে? সুতরাং আমার পুত্রগণের বাঞ্ছিত রাজ্যৈশ্বর্য্য এবার নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপ ভাবনায়, তারপর কি হইল? ধৃতরাষ্ট্রের এই হৃদ্গত অনুসন্ধানেচ্ছা অনুমান করিয়া, সঞ্জয় বলিলেন যে, নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মধুসূদন তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এস্থলে 'মধুসূদন' শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি মধু নামক দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনি আজ অর্জ্জুনের এই মোহাভিনয় দূর করিয়া, অর্জ্জুনের দ্বারা কুরুকুল-কলঙ্কস্বরূপ তোমার পুত্রগণের বিনাশ সাধন করাইয়া, সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ত্বা (তোমাতে) বিষমে (বিপদকালে) কুতঃ (কি হেতু) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গ-প্রতিষেধক) অকীর্ত্তিকরম্ (অখ্যাতিকর) ইদং (এই) কশ্মলম্ (মোহ) সমুপস্থিতম্ (সমাগত হইল) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমাতে এই ভীষণ বিপদ্কালে অনার্য্যসেবিত, স্বর্গপ্রতিষেধক, অকীর্ত্তিকর এই মোহ কি হেতু উপস্থিত হইল? ২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! এই বিষম-সমরে কি-জন্য তোমার ঈদৃশ অনার্য্য-জনোচিত স্বর্গ-প্রতিষেধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? ২॥

শ্রীবলদেব—তদ্বাক্যমনুবদতি,—শ্রীভগবানিতি। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" ইতি পরাশরোক্তৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ষড়্ভির্নিত্যং বিশিষ্টঃ; সমগ্রস্যেত্যেতৎ ষট্‌স্ব যোজ্যম্। হে অর্জ্জুন, ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং কশ্মলং শিষ্টনিন্দ্যত্বান্মলিনং কুতো

হেতোস্ত্বাং ক্ষত্রিয়চূড়ামণিং সমুপস্থিতমভূৎ ? বিষমে যুদ্ধসময়ে। ন চ মোক্ষায় স্বর্গায় কীর্ত্তয়ে বৈতদ্যুদ্ধবৈরাগ্যমিত্যাহ,—অনার্য্যেতি ; আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভির্ন জুষ্টং সেবিতং,—আর্য্যাঃ খলু হৃদ্বিশুদ্ধয়ে স্বধর্ম্মানাচরন্তি। অস্বর্গ্যং স্বর্গোপলম্ভকধর্ম্ম-বিরুদ্ধম্ ; অকীর্ত্তিকরং কীর্ত্তিবিপ্লাবকম্ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ উবাচ—ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ভগবান্ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ যাঁহার ছয় প্রকার ভগ আছে যথা 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য' ইত্যাদি। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির 'ভগ' আখ্যা দেওয়া হয়, পরাশরমুনি-বর্ণিত এই ছয়টির দ্বারা যিনি নিত্যই বিশিষ্ট। উক্ত বচনে 'সমগ্রস্য' এই পদটি ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টিতেই অন্বিত। ওহে অর্জ্জুন ! এই স্বধর্ম্মে (ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মে) বিমুখতা যাহা শিষ্টগণের নিন্দনীয়-হেতু মলিন, ইহা কোন্ নিমিত্ত হইতে ক্ষত্রিয় চূড়ামণি তোমার নিকট উপস্থিত হইল ? বিষম অর্থাৎ সঙ্কটকালে—যুদ্ধ সময়ে। এই যুদ্ধবৈরাগ্য মুক্তির, স্বর্গের, কিংবা কীর্ত্তির কারণ নহে এই কথা বলিতেছেন 'অনার্য্য' ইত্যাদি বাক্যে। যাহা আর্য্য—মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ আশ্রয় করেন নাই, যেহেতু আর্য্যগণ চিত্ত-শুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। অস্বর্গ্য—স্বর্গলাভেরও পথ নহে কারণ ইহা স্বর্গসাধন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ এবং অকীর্ত্তিকর অর্থাৎ কীর্ত্তির হানিকর ॥২॥

অনুভূষণ—ধৃতরাষ্ট্রের সংশয়াকুলিত প্রশ্নের উত্তরে, সঞ্জয়, মধুসূদন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নিজ সখাকে বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন ! তুমি পৃথিবীতে সর্ব্বদা নির্ম্মলকর্ম্মকারী, ক্ষত্রিয়কুল-ধুরন্ধর, ক্ষত্রিয়কুলের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে আহুত হইয়া, এই বিষম সঙ্কট-স্থানে সমাগত হইয়া, তোমার হৃদয়ে এইরূপ স্বধর্ম্ম-রিরুদ্ধ, দুরন্ত মোহ কি প্রকারে উপস্থিত হইল ? তোমার এই যুদ্ধ-বৈরাগ্য মুক্তি, স্বর্গ এবং কীর্ত্তির পরিপন্থী। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারাও চিত্তের শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে স্বধর্ম্মই আচরণ করিয়া থাকেন, কারণ চিত্তশুদ্ধি না হইলে, মোক্ষ-লাভ সম্ভব নহে। বিশুদ্ধ-চিত্ত সন্ন্যাসিগণই স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইতে পারেন। কিন্তু তুমি সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়া, আর্য্যশ্রেষ্ঠ হইয়া, অনার্য্য সেবিত, স্বধর্ম্ম-বিরোধী, স্বর্গলাভের পরিপন্থী-বিচার কেন গ্রহণ করিলে ? তোমার ন্যায়

পৃথিবী-বিখ্যাত মহাযশস্বী ক্ষত্রিয়-শিরোমণির পক্ষে, ইহা অত্যন্ত অকীর্ত্তিকর অর্থাৎ লোক-বিগর্হিত নিন্দনীয় কার্য্য। এই বিপদ পরিপূর্ণ সংগ্রামস্থলে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে উপস্থিত হইল? অর্থাৎ ইহা হওয়া উচিত নহে ॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ!) ক্লৈব্যং (কাতরতা) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না) এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয় না)। পরন্তপ! (হে শত্রুক্ষয়কারিন্!) ক্ষুদ্রং (ক্ষুদ্র) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (হৃদয়ের দুর্ব্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥৩॥

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন পার্থ! তুমি এইরূপ ক্লীবধর্ম্ম প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ! এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুন্তীপুত্র! তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম্ম অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর ।৩॥

শ্রীবলদেব—নন্থ বন্ধুক্ষয়াধ্যবসায়দোষাৎ প্রকম্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ, দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ প্রাপ্নুহি। ত্বয়ি বিশ্ববিজেতরি মৎসখেঽর্জ্জুনে ক্ষত্রবন্ধাবিবৈতদীদৃশং ক্লৈব্যং নোপযুজ্যতে। নন্থ ন মে শৌর্য্যাভাবরূপং ক্লৈব্যং, কিন্তু ভীষ্মাদিষু পূজ্যেষু ধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিবেকোঽয়ং; দুর্য্যোধনাদিষু ভ্রাতৃষু মচ্ছস্ত্রপ্রহারেণ মরিষ্যৎসু কৃপেয়মিতি চেত্তত্রাহ,—ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেককৃপে, কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়দৌর্ব্বল্যমেব; তস্মাত্তত্ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ সজ্জীভব। হে পরন্তপ শত্রুতাপনেতি—শত্রুহাসপাত্রতাং মা গাঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল বন্ধুনাশের চেষ্টা দোষেই প্রকম্পিত হইয়া আমার আর কি হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—ওহে পৃথানন্দন! অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে তুমি কুন্তীদেবীতে উৎপন্ন। এই ক্লীবতা অর্থাৎ কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, কারণ তুমি বিশ্ববিজেতা,

আমার সখা অর্জ্জুন, ক্ষত্রিয়াধমের মত এইরূপ কাতরতা তোমাতে উপযুক্ত নহে। যদি মনে কর এই কাতরতা আমার বিক্রমের অভাব-নিবন্ধন, তাহা নহে কিন্তু ভীষ্ম প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণের উপর ধর্ম্মবুদ্ধি-নিবন্ধন ইহা বিবেক, আর দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ আমার শস্ত্র-প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এজন্য তাহাদের উপর ইহা কৃপা, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'ক্ষুদ্রম্' ইত্যাদি বাক্যে। অর্জ্জুন! এ তোমার বিবেকও নয়, কৃপাও নয়, কিন্তু অতি তুচ্ছ মনের দুর্ব্বলতা। অতএব এই দুর্ব্বলতা ছাড়িয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। হে পরন্তপ! শত্রু নিস্থদন! এই সম্বোধনটি দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে তুমি শত্রুদের উপহাসের পাত্র হইও না ॥৩॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! বন্ধুগণের বিনাশ-আশঙ্কায় ভীত ও কম্পিত হইয়াই আমি আর গাণ্ডীব ধারণে সক্ষম হইতেছি না। আমি যুদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে ইত্যাদি আমার হৃদয়ের অবস্থা তো পূর্ব্বেই তোমাকে নিবেদন করিয়াছি, এমতাবস্থায় আমার আর কি হইতে পারে? আমি আর কি করিতে পারি? তুমি বল। তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য হে পার্থ! এই সম্বোধন পূর্ব্বক জানাইলেন যে তুমি পৃথাতনয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে আমার পিতৃষসা কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি বিশ্ববিজয়ী ও আমার সখা। তুমি কৈলাসধামে পিনাক পানির সহিত মহাসংগ্রামে বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমার পক্ষে ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াধমের ন্যায় এতাদৃশ ক্লীবতা বা কাতরতা শোভা পায় না।

তখন অর্জ্জুন পুনরায় বলিতেছেন যে, হে ভগবন্! আমার এই কাতরতা বলবীর্য্যের অভাববশতঃ নহে, পূজনীয় ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মাদি-দর্শনে আমার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হওয়ায় এই বিবেক জাগ্রত হইয়াছে। আরও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ আমার অস্ত্রপ্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা ভাবিয়াও, আমার হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক হইয়াছে। অর্জ্জুনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকেও বীর 'পরন্তপ' সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, হে শত্রু-নিস্থদন! তুমি চিরদিন শত্রুবিনাশ করিয়া থাক, আজ আর শত্রুগণের উপহাসের পাত্র হইও না। তুমি মনে করিতেছ যে, বিবেক ও দয়া হইতে

তোমার এই-ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কিন্তু নহে, ইহা তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যমাত্র। এবং ইহাও তোমার শোকমোহ-জনিত, তাহা তোমার পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেকী ব্যক্তিগণ স্থূল নশ্বর-দেহকে বন্ধু-বান্ধব কল্পনা করিয়া, তাহাদের বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হয় না। অতএব তুমি অবিলম্বে বিবেকবলে হৃদয়কে বলবান্ করিয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্তিষ্ঠ হও অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) অরিসূদন! মধুসূদন! (হে শত্রু-নাশকারী মধুসূদন!) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রতিকূলে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণ-সমূহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব) ॥৪॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে অরিসূদন, মধুসূদন! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম এবং দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণ-দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? ৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন! আমি কি-প্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ-গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব? ৪॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধৃষু সৎসু ত্বয়া কথং ন যোদ্ধব্যম্,—"আহূতো ন নিবর্ত্তেত" ইতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়স্যেতি চেত্তত্রাহ,—কথমিতি। ভীষ্মং পিতামহং, দ্রোণঞ্চ বিদ্যাগুরুং, ইষুভিঃ কথং যোৎস্যে? যদিমৌ পূজার্হৌ পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্যৌ, পরিহাসবাগ্‌ভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং, তাভ্যাং সহেষুভিস্তৎকথং যুজ্যেত?—"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনপুনরুক্তিঃ—শোকাকুলস্য পূর্ব্বোত্তরানু-সন্ধিবিরহাৎ; তদ্ভাবশ্চ,—ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে নিহংসি ন তুগ্রসেনসান্দীপন্যাদীন্ পূজ্যানিতি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—(অর্জ্জুন বলিলেন আমি কিরূপে ভীষ্ম দ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব ?)। যদি বল ভীষ্মাদির মত প্রতি যোদ্ধা উপস্থিত থাকিতে তোমার কি যুদ্ধ না করা উচিত, বিশেষতঃ 'আহূতো ন নিবর্ত্তেত' যুদ্ধার্থে আহূত ব্যক্তি বিমুখ হইবে না ইত্যাদি নীতি বাক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের বিধানই পাওয়া যাইতেছে ; তাহাতে (অর্জ্জুন) উত্তর করিতেছেন 'কথমিত্যাদি' বাক্যে। ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, দ্রোণ শিক্ষাগুরু, বাণদ্বারা কিরূপে (তাঁহাদের সহিত) যুদ্ধ করিব ? যেহেতু ইঁহারা পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা পূজার যোগ্য। যাঁহাদের সহিত পরিহাস বাক্য দ্বারাও যুদ্ধ করা উচিত নহে, তাঁহাদের সহিত বাণে বাণে যুদ্ধ কিরূপে সঙ্গত ? স্মৃতিতেও আছে যে, পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম (বিপর্য্যয়) শ্রেয়ো লাভের প্রতিবন্ধক। এখানে মধুসূদন ও অরিসূদন একই অর্থে দুই-বার সম্বোধন পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট নহে, যেহেতু শোকাকুলের পক্ষে পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান থাকে না, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি তাহাই পুনরায় বলিতেছি এ বিবেক থাকে না। অর্জ্জুনের ঐ উক্তির অভিপ্রায় এই, হে ভগবন্ ! তুমিও শত্রুকে যুদ্ধে নিহত করিয়া থাক, কই পূজনীয় মাতামহ উগ্রসেন, আচার্য্য সান্দীপনিকে তো হত্যা কর নাই ॥৪॥

অনুভূষণ—অতঃপর অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, যদি তুমি বল যে, প্রতিযোদ্ধা থাকিতে কিংবা যুদ্ধার্থে আহুত ব্যক্তি বিমুখ হইবে না, তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে, ভীষ্মদেব আমার পিতামহ গুরুজন আর দ্রোণাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষার গুরু সুতরাং ইঁহাদিগকে পুষ্প-চন্দনের দ্বারা পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অস্ত্রাদিধারণে প্রাণ সংহারের নিমিত্ত যুদ্ধ করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ পরিহাসেও যাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নহে, তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিলে, স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী 'পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটিলে অমঙ্গল হয়'—ইহাই হইবে। এস্থলে অর্জ্জুন ভগবানকে মধুসূদন ও অরিসূদন নামে সম্বোধন করায় ইহাও জানাইতেছেন যে, হে ভগবন্ ! তুমি স্বয়ং দুষ্ট দলন এবং শত্রুনাশ করিয়াই থাক, তোমার গুরু সান্দীপনিমুনি কিংবা তোমার আত্মীয় উগ্রসেনকে কখনও বাণপথবর্ত্তী কর নাই, ভক্তি সহকারে স্তবাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা ও সমাদরই করিয়াছ। অধুনা তুমি আমাকে ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন সাধনে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

অন্বয়—মহানুভাবান্ (মহামহিম) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) অহত্বা (বিনাশ না করিয়া) হি (নিশ্চয়) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) তু (কিন্তু) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকে) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরাক্ত) অর্থকামান্ (অর্থকামাত্মক) ভোগান্ (ভোগ্যসমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে) ॥৫॥

অনুবাদ—মহানুভব গুরুবর্গকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন যাপন করাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে ইহ-লোকেই রুধিরাক্ত অর্থকামরূপ ভোগ্য ভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মহানুভব গুরুজনকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা-দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল ; অর্থকামি-গুরুগণকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্য-সকল উপভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

শ্রীবলদেব—নন্থ স্বরাজ্যে স্পৃহা চেত্তব নাস্তি তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎস্যতীতি চেৎ তত্রাহ,—গুরূনিতি। গুরূনহত্বা গুরুবধমকৃত্বা স্থিতস্য মে ভৈক্ষান্নং ক্ষত্রিয়াণাং নিন্দ্যমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্, ঐহিকদুর্যশোহেতু-ত্বেঽপি পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ। নম্বেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোঽপি যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাৎ ছদ্মনা যুষ্মদ্রাজ্যাপহারং যুষ্মদ্দ্রোহঞ্চ কুর্ব্বতাং দুর্যোধনাদীনাং সংসর্গেণ কার্য্যা-কার্য্যবিবেকবিরহাচ্চ সংপ্রতি ত্যাজ্যা এব,—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যম-জানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ইতি স্মৃতেরিতি চেত্তত্রাহ,—মহানুভাবানিতি। মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽনুভাবো বেদাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্য্যাদিহেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্। কালকামাদয়োঽপি যদ্বশ্যাস্তেষাং তদ্দোষসংবন্ধো নেতি ভাবঃ। নন্থ "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি ভীষ্মোক্তে-রর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবতা? ততো যুদ্ধে হন্তব্যাস্তে ইতি চেত্তত্রাহ,—হত্বার্থকামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্ হত্বাহমিহৈব লোকে

ভোগান্ ভুঞ্জীয়, ন তু পরলোকে। তাংশ্চ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ তদ্রুধিরমিশ্রানেব, ন তু শুদ্ধান্ ভুঞ্জীয় তদ্ধিংসয়া তল্লাভাৎ। তথা চ যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাদিমত্ত্বেঽপি তেষাং মদ্গুরুত্বমস্ত্যেবেতি পুনর্গুরুগ্রহণেন সূচ্যতে ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—নিজ পৈতৃকরাজ্যে তোমার যদি স্পৃহা না থাকে, তবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ কিরূপে হইবে ? তাহাতে উত্তর করিতেছেন—'গুরূন্' ইত্যাদি বাক্যে, গুরুজনকে বধ না করিয়া অবস্থিত আমার ভিক্ষালব্ধ-অন্ন, ক্ষত্রিয়গণের নিন্দনীয় হইলেও, ভোজন করাই শ্রেয়ঃ—অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে প্রশস্ততর। যদিও ইহলোকে উহা দুর্যশের হেতু, তাহা হইলেও পরলোকে সদ্গতির হানিকর নহে। আপত্তি হইতে পারে—ভীষ্মাদি গুরুজন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধগর্ব্বে মত্ততা-নিবন্ধন ছলে তোমাদের রাজ্যাপহরণকারী ও তোমাদের বিদ্রোহী দুর্য্যোধনাদির সংসর্গে থাকিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারা সম্প্রতি পরিত্যাজ্যই যেহেতু মনুস্মৃতিতে উক্ত আছে—'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' ইত্যাদি গুরুও যদি ভোগ্য-বিষয়ে লিপ্ত হন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হারান অথবা কুপথগামী হন তবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা মহানুভাব অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির জন্য প্রভাবশালী, কাল ও কাম প্রভৃতিও যাঁহাদের অধীন, তাঁহাদের ঐ অবলেপ-দোষ-সংস্পর্শ হয় না ; ইহাই তাৎপর্য্য। যদি বল ভীষ্মাদির মহানুভাবতা কোথায় ? যেহেতু ভীষ্ম নিজ মুখেই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—'অর্থস্য পুরুষো দাসঃ' ইত্যাদি, লোক অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, 'হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ইহা অতিসত্য-কথা, কৌরবগণ আমাকে অর্থ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে' সুতরাং অর্থ-লোভে আত্মবিক্রয়কারী তাঁহাদের মহানুভাবতা নাই, যুদ্ধে তাঁহারা হননীয়। ইহাতে উত্তর করিতেছেন—হাঁ তাঁহারা ধনলোভী তথাপি তাঁহাদিগকে হত্যা করিলে আমি ইহলোকেই বিষয় ভোগ করিব, পরলোকে নহে। সে-ভোগও আবার তাঁহাদেরই রক্তলিপ্ত, পবিত্র নহে, কারণ তাঁহাদের হত্যাদ্বারাই রাজ্যাদি-ভোগ লাভ হইবে। এখানে 'গুরূন্' এই পদের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যদিও তাঁহাদের যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাদি আছে, তথাপি তাঁহারা আমার গুরু, এই গুরুত্বের লোপ হয় নাই ॥৫॥

অনুভূষণ—যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, অর্জ্জুনের পৈতৃক রাজ্যলাভের স্পৃহা নাই বলিয়া যুদ্ধে বিরত হইলে, তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের কি উপায় হইবে ? তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, গুরুজনকে বধ করিয়া তাঁহাদের রুধিরলিপ্ত বিষয়-ভোগাপেক্ষা ভিক্ষালব্ধ-অর্থে জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ। যদিও উহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দনীয় কার্য্য, তথাপি পরকালে অমঙ্গল হইবে না। এস্থলে যদি বলা যায় যে, ভীষ্মাদি গুরুজন বর্ত্তমানে তোমাদের রাজ্যাপহারী ও বিদ্রোহী দুর্য্যোধনাদির সংসর্গে থাকিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন হওয়ায়, তাঁহাদের গুরুত্বের অভাব ঘটিয়াছে সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে কোন দোষ দেখা যায় না, যেহেতু স্মৃতি শাস্ত্রে পাওয়া যায়, "গুরু যদি বিষয়ভোগে লিপ্ত, গর্ব্বিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান-হীন, উৎপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধি।" অন্যায়রূপে রাজ্যগ্রহণ ও শিষ্যের দ্রোহাচরণ পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য বিবেক-শূন্য হইয়া, যুদ্ধগর্ব্বে গর্ব্বিত এবং উৎপথনিষ্ঠ অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদির অনুগত ব্যক্তিগণকে যুদ্ধে বধ করিলে কোন দোষ হইবে না। তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, ইঁহারা মহানুভাব অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, বিনয় ও আচারাদি সম্পন্ন হওয়ায়, মহাপ্রভাবশালী, এবং ইঁহারা কাল অর্থাৎ মৃত্যু ও কামাদি রিপুগণকে জয় করিয়াছেন সুতরাং যুদ্ধাবলেপরূপ ক্ষুদ্র ও হেয়-দোষ ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি এরূপ বলা যায় যে, ভীষ্মাদি যখন অন্নের সন্তোষ বিধানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং অর্থের জন্য দুর্য্যোধনের ন্যায় পাপিষ্ঠের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের চরিত্রে মহানুভাবতা কোথায় ? ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, 'উভয় পক্ষ আমার সমান হইলেও, আমি দুর্য্যোধনের অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত, পুরুষগণ অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা সত্য যে, আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি'। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভীষ্মাদি অতিশয় অর্থলোভী ও পরাধীন সুতরাং ইঁহাদের বধে কোন পাপ হইতে পারে না। তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, হাঁ, তাঁহারা ধনলোভী ও পরাধীন হইলেও, আমার গুরু সুতরাং তাঁহাদের বধ করিয়া ইহকালে রাজ্য ভোগ হইলেও, উহা পরকালে অতিশয় অমঙ্গলজনক। তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধার্থী হইলেও, তাঁহারা আমার গুরু, আমি তাঁহাদের বধ-সাধন করিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা বনবাসী হইয়া ভিক্ষান্ন-গ্রহণ শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছি।

এতৎপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ, তাঁহার সম্পাদিত গীতায় এই শ্লোকের অনুবর্ষিণীতে 'ভীষ্ম' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"ভীষ্ম"—শান্তনু ও গঙ্গার চিরকুমার পুত্র। ইনি কৃষ্ণভক্ত (ভাঃ ৯।২২।১৯) মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়, উদার ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। জীব সাধারণ যে মৃত্যুর বশীভূত, ইনি সেই মৃত্যুকে স্ববশে আনিয়া ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের (৬।৩।২০)—

'স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ' শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ইনি ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম।

অতএব এহেন জগদ্গুরু ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যাদির সহিত গণিত হইলেও এবং উহাদের সহিত একত্রে কৃষ্ণ-ভক্ত পঞ্চ-পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও তিনি নিত্যই কৃষ্ণসুখসম্পাদনকারী এবং কৃষ্ণভক্তপ্রিয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে—'আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি।'—এই বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে অর্থলোভী এবং পরাধীন বোধ হইলেও তিনি লোভ-বিজয়ী এবং পরম স্বতন্ত্র। শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার এই মহিমা কীর্ত্তনের জন্য আলোচ্য শ্লোকে 'হিমানুভাবান্' এইরূপ পদচ্ছেদে জানাইয়াছেন যে,—হিম অর্থাৎ জাড্য, তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি হিমহা, অর্থাৎ সূর্য্য বা অগ্নি; তাহার ন্যায় অনুভব-সামর্থ্য যাঁহাদের তাঁহারাই হিমহানুভাব। অতিশয় তেজস্বী বলিয়া তাঁহাদের অবলিপ্তত্বাদি দোষই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।২৯ শ্লোকে দেখা যায় যে,—'ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥' অর্থাৎ অগ্নি (পবিত্র ও অপবিত্র) সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হন না, সামর্থ্যবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন দৃষ্ট হইলেও উহা দূষনীয় নহে।

যদি প্রশ্ন হয় যে, তেজস্বী ভীষ্ম কৌরবগণের পক্ষ গ্রহণ করিলেও উহা অন্যায় হয় নাই এবং তাঁহার গুরুত্বের লাঘব হয় নাই বটে কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া কিরূপে নিজের আরাধ্যদেবের শ্রীঅঙ্গে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করিয়াছিলেন? তাহা কি তাঁহার ভক্তত্বের পরিচয়? তদুত্তরে আমরা তৎকৃত স্তবে দেখিতে পাই যে—'যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে। মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥'—ভাঃ ১।৯।৩৪ অর্থাৎ যুদ্ধে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিধূসরিত ইতস্ততঃ বিশ্রস্ত-কুন্তলবিকীর্ণ ঘর্ম্মজালে

যাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত এবং আমার বাণসমূহে যাঁহার গাত্রচর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন যে—"তুরগরজ"—'সুন্দরে অসুন্দর কিছুই নাই'—এই ন্যায়ানুসারে 'বিষ্বক্'—ইতস্ততঃ 'চলন্তঃ কচা'—ইহা আবেগসূচক, 'শ্রমবারি'—ভক্তবাৎসল্য প্রকাশিত হইতেছে। 'নিশিতৈঃ'—তীক্ষ্ণ, 'বিভিদ্যমান ত্বচ'—কন্দর্পরসে আবিষ্ট পুরুষের প্রগলভ কান্তার দন্তাঘাতে যেমন সুখই হয়, তদ্রূপ যুদ্ধরসে আবিষ্ট মহাবীর কৃষ্ণের পক্ষে আমার বলসূচক শরের আঘাতসমূহদ্বারা সুখই হইয়াছিল। এক্ষেত্রে যুদ্ধরসে উন্মত্ত হইলেও আমাকে প্রেমশূন্য মনে করিতে হইবে না। যেমন নিজ প্রাণ হইতে কোটীগুণে অধিক প্রিয়তমকে সুরতযুদ্ধে উদ্ধতভাবশতঃ অত্যধিক নখ ও দন্তাঘাত-কারিণী বনিতা প্রেমশূন্যা বলিয়া কথিতা হয় না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'রসো বৈ সঃ'—তৈঃ ২।৭।৪১ অর্থাৎ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধরসাস্বাদনের ইচ্ছা হওয়ায় তৎপ্রীতি-সম্পাদনের জন্যই ভক্তপ্রবর ভীষ্মের কৌরবপক্ষ গ্রহণ এবং তদীয় শ্রীঅঙ্গে শরাঘাতকরণ।

আরও আমরা দেখিতে পাই যে, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ —'আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন—'শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্রধারণ করাইব।' ভক্ত-বৎসল ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন—'স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।'—ভাঃ ১।৯।৩৭। অতএব বিপক্ষ-পক্ষ-গ্রহণ করিয়াও যে ভীষ্ম ভক্ত, সে বিষয় আর সন্দেহ কি ?

মীমাংসা—ভক্ত ভীষ্ম স্বীয় প্রভুর লীলাবিলাসের সহায়ক। সুতরাং তাঁহার চরিত্র দুর্জ্ঞেয় এবং অতর্ক্য। কিন্তু তাই বলিয়া মায়াবদ্ধ জীব গুরু সাজিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াও গুরু থাকিবেন, তাহা নহে। কেননা, ভগবান্ শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—'গুরুর্ন স স্যাৎ…ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥'—ভাঃ ৫।৫।১৮ অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ-সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'যে ব্যক্তি সম্যক্রূপে সংসার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া যিনি মোচন না করেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। বলি যেমন শুক্রাচার্য্যকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এইরূপ-

গুরুকে ত্যাগই করিতে হইবে। তাঁহার প্রণতি ও অনুবৃত্তাদির অভাবেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।'

চিরকুমার ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়া অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে স্বয়ংবর সভায় জয় করিয়া অম্বা ও অম্বালিকাকে নিজ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদকে সমর্পণ করেন। তৃতীয়া কন্যা অম্বিকা ভীষ্মকে বরণ করিতে অভিলাষ করায়, তিনি তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। অভিমানিনী ভীষ্মের অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষক পরশুরামের শরণ লইলে, তিনি স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীষ্মকে বিবাহ করিতে বলায়, ভীষ্ম প্রথমে সানুনয়ে নিজের চিরকুমার-ব্রতের কথা জানাইলেন। তাহাতেও পরশুরাম প্রীত না হইয়া পুনরায় ভীষ্মকে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" (মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)। তখন পরশুরাম ভীষ্মকে সমরে আহ্বান করেন। উভয়ে গুরুতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিশেষে পরশুরাম পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন" ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

অন্বয়—জয়েম (জয় করি) যদি বা নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (জয় করে) নঃ (আমাদের) কতরৎ গরীয়ঃ (কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর) এতৎ (ইহা) ন বিদ্মঃ (জানি না) চ (আর) যদ্বা (কারণ) যান্ এব (যাহাদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (বাঁচিতে ইচ্ছা করি না) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত) ॥৬॥

অনুবাদ—যুদ্ধে জয় করি কিংবা পরাজিত হই ইহার মধ্যে কোন্‌টি গরীয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না কারণ যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় লোকেরাই যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভিক্ষা-ভোজন ও যুদ্ধের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন্‌টি অধিকতর প্রশস্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না; জয়ই

হউক বা পরাজয়ই হউক, যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন ॥৬॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভৈক্ষ্যভোজনং ক্ষত্রিয়স্য বিগর্হিতং, যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্মং বিজানন্নপি কিমিদং বিভাষসে ইতি চেত্তত্রাহ,—ন চৈতদিতি। এতদ্বয়ং ন বিদ্মঃ,—ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরদ্গরীয়ঃ প্রশস্ততরম্—হিংসা-বিরহাদ্ভৈক্ষ্যং গরীয়ঃ স্বধর্ম্মত্বাদ্যুদ্ধং বেতি, এতচ্চ ন বিদ্মঃ। সমারব্ধে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নোঽস্মান্ জয়েয়ুরিতি। নন্থ মহাবিক্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেত্তত্রাহ,—যানেবেতি। যান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ সর্ব্বান্। ন জিজীবিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ কিং পুনর্ভোগান্ ভোক্তুমিত্যর্থঃ। তথা চ বিজয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেতি ; তস্মাদ্যুদ্ধস্য ভৈক্ষ্যাদ্গরীয়স্ত্বমপ্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন "তস্মাদেবং বিচ্ছান্তদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমর্জ্জুনস্য জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতম্। তত্র কিন্নো রাজ্যেনেতি 'শমদমৌ' ; অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যৈত্যৈহিকপারত্রিকভোগো-পেক্ষালক্ষণা 'উপরতিঃ' ; ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং শ্রেয় ইতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বলক্ষণা 'তিতিক্ষা', গুরুবাক্যদৃঢ়বিশ্বাস লক্ষণা 'শ্রদ্ধা' তূত্তরবাক্যে ব্যক্তীভবিষ্যতি, ন খলু শমাদিশূন্যস্য জ্ঞানেঽস্ত্যধিকারঃ পঙ্গ্বাদেরিব কর্ম্মণীতি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ—ওহে! ভিক্ষান্ন ভোজন তো ক্ষত্রিয়ের নিন্দিত, আর যুদ্ধ স্বধর্ম্ম ইহা তুমি জানিয়াও এ কি বলিতেছ? এই যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন, 'ন চৈতদিত্যাদি' বাক্য—ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না (এক বচনে অস্মদ্ শব্দের বৈকল্পিক বহুবচন)। ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে আমাদের কোন্‌টি প্রশস্ততর (অতি প্রশংসনীয়)। একদিকে ভিক্ষান্নে জীব-হিংসা নাই, এজন্য প্রশস্ত ; অন্যদিকে যুদ্ধ স্বধর্ম্মহেতু প্রশস্ত কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ততর বুঝিতেছি না। (তাহার পর যুদ্ধে জয়লাভও অনিশ্চিত)। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমরা ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে জয় করিব ; অথবা তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে। যদি বলেন—তোমরা মহাবিক্রমশালী এবং ধার্ম্মিকপ্রবর তোমাদেরই বিজয় অবশ্যম্ভাবী, উত্তরে বলিতেছেন—'যানেব' ইত্যাদি। বেশ তাহাই মানিলাম, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় যে ভীষ্ম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া বাঁচিবারও ইচ্ছা করি না, ভোগের আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা,

ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে বিজয়ও আমাদের ফলতঃ পরাজয়ই ; অতএব ভিক্ষান্ন হইতে যুদ্ধ প্রশস্ততর ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমাণিত। এতটা কথায় দেখান হইল যে, অর্জ্জুন আত্মজ্ঞানের অধিকারী, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে 'তস্মাদি-ত্যাদি' যেহেতু আত্মজ্ঞান অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সংসারনিবৃত্তির হেতু অতএব শম-দম-তিতিক্ষা-বিষয়নিবৃত্তি এই সাধন চতুষ্টয়-সম্পন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজের মধ্যেই আত্মাকে (প্রত্যগাত্মা) দর্শন করিবে। তন্মধ্যে 'কিম্নো রাজ্যেন' আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ইহা দ্বারা অর্জ্জুনের 'শম-দম', 'অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্থ হেতোঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়-বৈরাগ্যরূপ 'উপরতি', 'ভৈক্ষ্যং ভোক্তুম্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ 'তিতিক্ষা', প্রদর্শিত হইল, গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ 'শ্রদ্ধা' কিন্তু পরবাক্যে অভিব্যক্ত হইবে। শমাদি সাধন শূন্যের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার আসে না, যেমন পঙ্গু প্রভৃতি বিকলাঙ্গের কর্ম্মে যোগ্যতা নাই—ইহা ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—শাস্ত্রীয়-বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ নিন্দিত এবং যুদ্ধরূপ-স্বধর্ম্ম প্রংশসিত হইয়াছে ; সুতরাং অর্জ্জুনের পক্ষে ভিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধই শ্রেয়স্কর বলিয়া যদি শ্রীভগবান্ মনে করেন, তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, যদিও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত হইয়াছে কিন্তু এই যুদ্ধে গুরুদ্রোহাদি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও স্বজন-বিনাশরূপ হিংসা কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে ; আর ভিক্ষাতে হিংসা-রহিত জীবন যাপন অনায়াসে হইবে, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী করা শ্রেয়স্কর, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; তদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে কাহাদের জয় এবং কাহাদের পরাজয় হইবে, তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তবে যদি শ্রীভগবান্ বলেন যে, যুদ্ধে পাণ্ডবেরাই জয়লাভ করিবে, কারণ তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও মহা-বিক্রমশালী, তদুত্তরে আবার অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে আমাদের পরম পূজনীয় ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুবর্গ প্রাণ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে, তাঁহাদিগের প্রাণ-বিনাশ অবশ্যই করিতে হইবে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনগণেরও প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। যাঁহাদের প্রাণ বিনাশের ফলে আজীবন শোকানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে, সেই রাজ্যৈশ্বর্য্য-লাভরূপ জয় ফলতঃ পরাজয়ের

তুল্য বা অধিক হইবে। অতএব ইহাদের বধসাধনাপেক্ষা ভিক্ষাশ্রম-গ্রহণ করাই আমি সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করি।

এতদ্দ্বারা অর্জ্জুনের জ্ঞানাধিকারত্বই সূচিত হইতেছে। শ্রুতিতে আছে যে "শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে।" জ্ঞানাধিকার বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপে অর্জ্জুনের উক্তি সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে 'কিন্নো রাজ্যেন' উক্তির দ্বারা 'শম-দম'। ঐ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে 'অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য' উক্তির দ্বারা ঐহিক পারত্রিক ভোগের উপেক্ষারূপ 'উপরতি'। দ্বিতীয়-অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের 'শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্' উক্তির দ্বারা সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা লক্ষণ 'তিতিক্ষা' ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে 'নরকে নিয়তং বাসঃ' উক্তিতে আত্মার দেহাতিরিক্ততা বিষয়ক সন্ন্যাস-উপযোগী 'জ্ঞান'ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ 'শ্রদ্ধার' কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইবে।

পঙ্গু প্রভৃতি বিকলাঙ্গের যেমন কর্ম্মে অধিকার হয় না, তেমনি শম-দম-শূন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানাধিকার হয় না। এস্থলে অর্জ্জুনের কিন্তু জ্ঞানাধিকারিতাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ (বীরস্বভাব পরিত্যাগরূপ কার্পণ্য-দোষে অভিভূত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মবিষয়সংমূঢ়চিত্ত) অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) স্যাৎ (হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং ব্রূহি (নিশ্চয় করিয়া বলুন) অহং (আমি) তে শিষ্য (আপনার শিষ্য) ত্বাং (আপনাতে) প্রপন্নম্ (শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দিউন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—স্বাভাবিক শৌর্য্যধর্ম্মত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত এবং ধর্ম্মনিরূপণে সংমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য। আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইক্ষণে আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব পরিত্যাগরূপ-কার্পণ্য-দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দি'ন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্", "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধাং গুরূপসত্তিং দর্শয়তি,—কার্পণ্যেতি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রবণাদব্রহ্মবিত্বং কার্পণ্যম্। তেন হেতুনা যো দোষো যানেব হত্বেতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণস্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধর্ম্মো যস্য সঃ। ধর্ম্মে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়স্য মে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং বেত্যেবং সন্দিহানং চেতো যস্য সঃ। ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি,—তস্মান্নিশ্চিতং 'ঐকান্তিকং' 'আত্যন্তিকং' যন্মে শ্রেয়ঃ স্যাত্তৎ ত্বং ব্রূহি ; সাধনোত্তরমবশ্যংভাবিত্বং 'ঐকান্তিকত্বং', ভূতস্যাবিনাশিত্বং 'আত্যন্তিকত্বম্'। নন্বু শরণাগতস্যোপদেশঃ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ, সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেত্তত্রাহ,—শিষ্যস্তেঽহমিতি। শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—উপনিষদ্বাক্য আছে 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স' ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সমিধ্ হস্তে লইয়া তাদৃশ গুরুর নিকট যাইবে, যিনি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ। আরও যিনি আচার্য্য আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ইত্যাদি শ্রুতিপ্রাপ্ত গুরুর আশ্রয় দেখাইতেছেন। 'কার্পণ্যদোষোপহত' ইত্যাদি বাক্যে—কার্পণ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানাভাব, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন—'যো বা এতদক্ষরমিত্যাদি', ওহে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর-ব্রহ্ম না জানিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে সেই ব্যক্তিই কৃপণ। সেই কার্পণ্যবশতঃ যে দোষ অর্থাৎ যাহাদিগকে হত্যা করিয়া ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে প্রাপ্ত আত্মীয়-বর্গের উপর মমতা তাহার দ্বারা যুদ্ধাভিলাষরূপ স্বকীয় ধর্ম্ম আমার নষ্ট হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে চিত্তসম্মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমি ক্ষত্রিয়, আমার যুদ্ধই স্বধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি করিব কিনা এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত চিত্ত হইয়া আমি তোমাকে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি সে কারণে যাহা ঐকান্তিক অর্থাৎ

অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা আত্যন্তিক সর্ব্বাতিশায়ী শ্রেয়ঃ আমার যাহা হইবে তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া বল। ঐকান্তিকত্ব ও আত্যন্তিকত্ব কি ? তাহা বলিতেছেন —যাহা সাধনার পর অবশ্যম্ভাবী তাহা ঐকান্তিক, এবং যাহা হইবার পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না তাহা আত্যন্তিক। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যে শরণাগত তাহাকেই তো উপদেশ করা হয় ; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন 'তদ্বিজ্ঞানার্থম্' ইত্যাদি, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুর নিকট যাইবেন' ইহা, এবং অন্যও কারণ আছে তুমি আমার সখা, তোমাকে কিরূপে উপদেশ দিব, সে বিষয়ে অর্জ্জুন উত্তর দিতেছেন—'শিষ্যস্তেঽহমিতি' আমি তোমার শিষ্য হইলাম, অতএব আমাকে শিক্ষা দাও ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছেন যে, আমি এক্ষণে কার্পণ্য-দোষে উপহত অর্থাৎ অভিভূত এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। সাধারণতঃ স্বাভাবিক শৌর্য্যের ত্যাগকেই কার্পণ্য বলে, আবার যে ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মক্ষতি সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে কৃপণ বলা হয়, কিন্তু শ্রুতি বলেন—"হে গার্গি ! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করে, সে ব্যক্তিই কৃপণ।" এইরূপ কৃপণের ভাবই কার্পণ্য। আত্মাতিরিক্ত জড়-দেহাদিতে আত্মকল্পনায় আত্মীয়-জ্ঞানে, যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া লাভ কি ? প্রভৃতি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আত্মীয়বর্গের উপর অভিনিবেশবশতঃ মমতারূপ দোষে উপহতস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি। তাহার ফলে ক্ষত্রিয়-কুলোচিত স্বকীয় যুদ্ধাভিলাষরূপ স্বধর্ম্ম আমার নষ্ট হইতেছে, এবং ধর্ম্মবিষয়ে আমার সংমূঢ়-ভাব অর্থাৎ এই বধাদি-দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মপালনে রাজ্য পালন করিব ? কিংবা অরণ্যে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা জীবন-যাপন করিব ? এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত চিত্তে মোহপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পক্ষে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক 'শ্রেয়ঃ' যাহা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥ (১।২।২)

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এই দুইটাই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি এই দুইটীর তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া শ্রেয়ঃকে মুক্তির কারণ

এবং প্রেয়ঃকে বন্ধনের কারণ জানিয়া, প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণরূপ প্রেয়ঃকে বরণ করে।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তাপ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক তাপ আবার শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ। এই সকল তাপ নিবারণের জন্য মানবগণ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। লৌকিক বিচারে—শারীরিক ব্যাধিজনিত দুঃখের বিনাশের নিমিত্ত কবিরাজী, ডাক্তারী ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানসিক শান্তি আনয়নের জন্য মনোজ্ঞ-স্ত্রী, পান, ভোজন, বিলেপন ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, আধিভৌতিক তাপ নিবারণের জন্য নীতিশাস্ত্রজনিত ক্রিয়া-দক্ষত্বাদি এবং আধিদৈবিক দুঃখ দূরীকরণ মানসে মনি-মন্ত্র-মহৌষধি ও গ্রহ-শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি-দ্বারা গ্রহবৈগুণ্য-নাশ প্রভৃতি বহুবিধ প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে সাময়িকভাবে দুঃখাদি কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইলেও, সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বদার জন্য নিবৃত্ত হয় না। সেই জন্য অনেকে বৈদিক বিচারাবলম্বনে যজ্ঞ-দান-পরায়ণ হন, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদি-দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইলেও, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' গীঃ—অর্থাৎ 'পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে গমন করিবে' এই বাক্যের-দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, স্বর্গাদি ভোগও অচিরস্থায়ী। অতএব যদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং নিবৃত্ত-দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন-সুখ লাভ হয়, তাহাকেই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ-লাভ বলে। এইরূপ শ্রেয়ঃ-লাভের কথা অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এ বিষয়ে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডক ১।২।১২)

অর্থাৎ সেই ভগবদ্ বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভ করিবার নিমিত্ত সমিধ্ হস্তে—বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও ভগবদ্-তত্ত্ববিৎ সেই গুরুর নিকট কায়মনোবাক্যে গমন করা উচিত।

আরও পাওয়া যায়,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

আচার্য্যের নিকট লব্ধদীক্ষ-ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

কাজেই লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের-দ্বারা ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয় না জানিয়াই বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সদ্‌গুরুচরণ-আশ্রয় করিয়া হরিভজন করেন।

যেমন পাওয়া যায়,—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ ॥"

অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যদি মধু লাভ ঘটে, তাহা হইলে কি জন্য পর্ব্বত গমন করিবে? অনায়াসে অর্থ সিদ্ধি হইলে, কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার জন্য আয়াস স্বীকার করে?

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি-বিষয়ে লৌকিক উপায়সমূহ যেমন অক্ষম, সেইরূপ বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি উপায়ও অক্ষম, একমাত্র পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে হরিভজন করিতে পারিলেই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। সকলকে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে হরিভজনের আবশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্যই অর্জ্জুন নিজের কল্পিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকেই উপযুক্ত সদ্‌গুরু বিচারপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শুধু সদ্‌গুরু লাভ হইলেই শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া, তাঁহার উপদেশসমূহ পালন করিতে পারিলেই শ্রেয়ো লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, উপদেশ লাভ করিতে হইলে, তোমার অন্য কোন উপযুক্ত গুরু-সমীপে যাওয়া উচিত কারণ, আমি চিরদিন তোমার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ সুতরাং আমাকে তোমার গুরুজ্ঞান কেন হইবে? দ্বিতীয়তঃ, তুমি যখন পণ্ডিত অভিমানী হইয়া আমার বাক্যসমূহ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে কি প্রকারে উপদেশ দিব? বা কেনই বা উপদেশ দিব? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কায় অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, আমি তোমার শিষ্য হইলাম, এবং তোমার শাসন মানিব। শাসনার্হ ব্যক্তিই শিষ্য। আমি যে তোমার শাসন মানিব, তাহার প্রমাণ স্বরূপে তোমার চরণে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত হইলাম। অতএব বিনীত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক শিক্ষা দাও।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, তাঁহার এক্ষণে গুরুকরণের কোন আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের

শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ যেমন নিজ অচিন্ত্য-শক্তিতে অর্জ্জুনকে মোহগ্রস্তের ন্যায় অভিনয় করাইতেছেন, সেইরূপ আমাদের ন্যায় প্রকৃত মোহগ্রস্ত জীব-কুলের মোহনাশের একমাত্র উপায়, সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করা। তাহাও নিষ্কপটে উপযুক্ত শ্রীগুরুচরণে সর্ব্বতোভাবে নিজের প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে, লাভ হইবে। এস্থলে যেমন উপযুক্ত গুরু-গ্রহণের বিচার শাস্ত্রে আছে, সেইপ্রকার উপযুক্ত শিষ্যের বিচারও শাস্ত্রে আছে। সুতরাং সদ্গুরুর সদ্শিষ্য হইতে পারিলেই জীব ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। ইহাই অর্জ্জুনের দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন। যতক্ষণ অর্জ্জুন এই ভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই, ততক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কোন তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন নাই,—ইহাও লক্ষিতব্য ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

অন্বয়—ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং রাজ্যং (সমৃদ্ধ রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং সুরগণের অধিপতিত্ব) অবাপ্য অপি (পাইয়াও) যৎ (যাহা) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উৎশোষণম্ (অতিশোষণকর) শোকং (শোক) অপনুদ্যাৎ (দূর করিবে) তৎ (তাহা) ন হি প্রপশ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে দেখিতেছি না) ॥৮॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং দেবতাদিগের অধিপতিত্ব পাইয়াও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের পরিশোষণকারী শোককে দূর করিবে, তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি না ॥৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না ॥৮॥

শ্রীবলদেব—ননু ত্বং শাস্ত্রজ্ঞোঽসি স্বহিতং বিচার্য্যানুতিষ্ঠ, সখ্যুর্মে শিষ্যঃ কথং ভবেরিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। যৎ কর্ম্ম মম শোকমপনুদ্যাদ্দূরী-কুর্য্যাত্তদহং ন প্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি,—ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি। তস্মা-

চ্ছোকবিনাশায় ত্বাং প্রপন্নোঽস্মীতি। ইত্থঞ্চ "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। নন্থ ত্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপদ্যসে যুদ্ধাৎ সুখসমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ,—অবাপ্যেতি। যদি যুদ্ধে বিজয়ী স্যাং তদা ভূমাবসপত্নং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্য, যদি চ তত্র হতঃ স্যাং তদা স্বর্গে সুরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্য মে বিশোকত্বং ন ভবেদিত্যর্থঃ। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতের্নৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং সুখং শোকাপহং, তস্মাত্তাদৃশমেব শ্রেয়স্ত্বং ব্রূহীতি ন যুদ্ধং শোকহরম্॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ আছ, অতএব নিজের হিত নিজেই বিচার করিয়া অনুষ্ঠান কর, আমি তোমার সখা, আমার শিষ্য কেন হইবে? তাহাতে উত্তর এই, যে কর্ম্ম আমার শোকাপনোদন করিবে অর্থাৎ শোক দূর করিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। যদি বলা হয়, এমন কি শোক যাহা অপনয়নের বিষয় নহে, তাহার জন্য শোককে বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন—'ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণম্'—ইন্দ্রিয়নিচয়ের-শোষক, সেইজন্য ঐ শোকবিনাশার্থ তোমার শরণাগত হইতেছি, এইরূপে 'সোঽহং ভগবঃ' ইত্যাদি শ্রুতির 'হে ভগবন্! সেই আমি শোকাতুর হইয়াছি—আপনি সেই শোকাতুর আমাকে শোকসাগরের পারে লইয়া যাউন' এই অর্থ প্রদর্শিত হইল। যদি বলেন—তুমি এখন শোকাতুর হইয়া আমার আশ্রয় লইতেছ, কিন্তু যুদ্ধের পর সুখৈশ্বর্য্য লাভ হইলে শোকোত্তীর্ণ হইবে; একথাও নহে—'অবাপ্য' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বলিতেছেন, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি তবে এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজত্ব পাইয়া থাকিব, এবং সেই যুদ্ধে যদি শত্রুকর্তৃক নিহত হই তাহা হইলেও স্বর্গে দেবাধিপত্য পাইয়া থাকিব ইহা সত্য কিন্তু আমার শোকহীনতা হইবে না; ইহাই তাৎপর্য্য, কেন শোকনাশ হইবে না, তাহার কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন—'তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো' ইত্যাদি, অতএব যেমন এইলোকে (জীবদ্দশায়) কর্ম্মার্জ্জিত লোক (সুখসমৃদ্ধি) বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এইরূপই পরলোকে (মৃত্যুর পর) পুণ্যার্জ্জিত লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অতএব যুদ্ধে অর্জ্জিত ঐহিক বা পারত্রিক সুখ শোকাপহ নহে, সেই জন্য সেই প্রকার শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে তুমি বল, যুদ্ধ আমার শোকহর হইবে না॥৮॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন মনে ভাবিলেন যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলেন যে,

তুমি তো নিজেই শাস্ত্রজ্ঞ সুতরাং নিজের হিত নিজে বিচার করিয়া কার্য্য কর। এই আশঙ্কার উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে প্রভো! আমার ইন্দ্রিয়-শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। যে আমি একদিন দুর্গম তুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক কিরাতরূপী গৌরীকান্তকে রণে পরাজিত করিয়াছি, স্বর্গে সুরপতির চিরবৈরী অসুররাজ নিবাত-কবচকে নিপাতিত করিয়াছি, এবং সম্প্রতি রণবাদ্য শ্রবণপূর্ব্বক শত্রুজয়ার্থ ধাবমান হইয়াছি ; সেই ত্রিলোক-বিজয়ী, চিরবশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহ সম্মুখসমরে শত্রুগণের আস্ফালন দর্শনেও নিরুদ্যম, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে। এই দারুণ শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন উপায় এই জগতে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, কৃপাপূর্ব্বক এই দুঃসহ শোক-নাশের নিমিত্ত যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করুন। আমি এই জন্যই আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শরণাগত হইতেছি। হে ভগবন্! আপনি ছাড়া আমার শোক অন্য কেহ অপনোদন করিতে পারিবে না। তখন অর্জ্জুন পুনরায় ভাবিলেন যে, যদি শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই শোকাতুর অর্জ্জুন আমার শরণাগত হইতেছে বটে কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্য-সম্পদ্ লাভে সুখী হইলে হয়তো এই শোক থাকিবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন হে প্রভো! আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভূমণ্ডলে সুবিশাল রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করি, কি স্বর্গাধিপত্য লাভ করি, কিছুতেই আমার এ শোক দূরীভূত হইবে না।

শ্রুতিও বলেন,—

"তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"—ছান্দোগ্য ৮।৪।৬ অর্থাৎ কর্ম্মবান্ ব্যক্তি কর্ম্মাবসানে ইহলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাবসানে স্বর্গাদিলোক হইতে বিচ্যুত হয়। সুতরাং কর্ম্মার্জিত উভয় লোকই নশ্বর। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চাৎ অমঙ্গলং" এইস্থলে অর্জ্জুন ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিই একমাত্র শোক-মোহ-ভয় নাশিনী। যেমন শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যস্যাং বৈ শ্রুয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।" আর সেই ভক্তিপ্রদাতা স্বয়ং প্রভু আপনি সুতরাং আপনাকে

পাইয়া পুনরায় আপনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও গুরুরূপে আমি গ্রহণ করতে চাই না। সুতরাং যুদ্ধে অর্জ্জিত ঐহিক বা পারত্রিক সুখে শোক অপনোদন হয় না। অতএব আপনি আমাকে প্রকৃত শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান করুন।

এস্থলেও আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, গুরুদেব আমাদিগের পরমার্থ-বিষয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াই কৃপা করেন। তদ্ব্যতীত আমরা অনেক সময়ে বিপদে পড়িয়া গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার করিলেও, কোন প্রকারে বিপদুদ্ধার হইয়া গেলে, আবার নিজের স্বতন্ত্রতার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। অর্জ্জুন আজ ভক্তিকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং শোক-মোহ-নাশকারিনী বলিয়া জানাইলেন এবং সকল অবস্থাতেই নিষ্কপটে গুরুচরণে প্রপত্তি রাখা দরকার ; তাহাও শিক্ষা দিলেন ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ ॥৯॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (অর্জ্জুন) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব হ (মৌনী হইলেন) ॥৯॥

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন—পরন্তপ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া এবং 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জ্জুন "গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না" হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

শ্রীবলদেব—ততোঽর্জ্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ,—এবমুক্ত্বেতি। গুড়াকেশো হৃষীকেশং প্রতি এবং ন হি প্রপশ্যামীত্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা পরন্তপোঽপি গোবিন্দং সর্ব্ববেদজ্ঞং প্রতি 'ন যোৎস্যে' ইতি চোক্ত্বেতি যোজ্যম্। তত্র হৃষীকেশত্বাদ্বুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতি, সর্ব্ববেদবিত্ত্বাদ্যুদ্ধে স্বধর্ম্মত্বং গ্রাহয়িষ্যতীতি ব্যজ্য ধৃতরাষ্ট্রহৃদি সংজাতা স্বপুত্র-রাজ্যাশা নিরস্যতে ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর অর্জ্জুন কি করিলেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিতেছেন—"এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি বাক্য। গুড়াকেশ—অর্জ্জুন, হৃষীকেশের প্রতি এইরূপ অর্থাৎ 'ন হি প্রপশ্যামি' আমি শোকাপনোদনকারী কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যুদ্ধ শোক নিবর্ত্তক নহে ; ইহা বলিয়া অর্জ্জুন পরন্তপ—শত্রুনিসূদন হইলেও গোবিন্দকে অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ কৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিব না' একথাও বলিয়া, 'উক্ত্বা' এই পদের ঐরূপ যোজনা বুঝিবে। ইহাতে সূচনা হইতেছে এই যে, হৃষীকেশত্ব নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের যুদ্ধে মতি ফিরাইবেন, এবং সর্ব্ববেদজ্ঞত্ব জন্য যুদ্ধে অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মতা-বোধও জন্মাইবেন। এই সূচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে যুদ্ধে নিজ পুত্রদের জয়াশা উঠিয়াছিল, তাহা নিরাস করা হইল ॥৯॥

অনুভূষণ—অতঃপর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কি করিলেন? ধৃতরাষ্ট্রের এই জিজ্ঞাসা অনুমান করিয়া সঞ্জয়—নিরলস, নিদ্রাবিজয়ী, শত্রুতাপন অর্জ্জুন অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ ও সর্ব্ববেদজ্ঞ গোবিন্দকে পূর্ব্বোক্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলিয়া মৌন হইলেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের শোকমোহাদি অনায়াসেই অপনোদন করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ ও গোবিন্দ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুত্রস্নেহে অন্ধীভূত ধৃতরাষ্ট্রের মনের আশা যে, অর্জ্জুন যদি এইরূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া বনবাসী হয়, তবে তো আমার পুত্রগণ অনায়াসেই রাজ্যাদি ভোগ করিতে পারিবে ; কিন্তু সঞ্জয় অন্ধরাজের সেই আশা যে নিরর্থক, ইহা বুঝাইবার জন্যই ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের শোক অপনোদন করিয়া যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন এবং আপনার অধার্ম্মিক পুত্রগণের বিনাশ করাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই জয়, ইহা সংস্থাপন করিবেন ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তম্ (তাহাকে) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ যেন হাস্যসহকারে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিতে লাগিলেন) ॥১০॥

অনুবাদ—হে ভারত! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত-অবস্থায় অবস্থিত অর্জ্জুনকে যেন ঈষৎহাস্যসহকারে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত! (ধৃতরাষ্ট্র!) তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্যে এই কথা বলিলেন ॥১০॥

শ্রীবলদেব—ব্যঙ্গমর্থং প্রকাশয়ন্নাহ,—তমুবাচেতি। তং বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি হৃষীকেশো ভগবান্ "অশোচ্যান্" ইত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থং বচনমুবাচ,—'অহো তবাপীদৃগ্ বিবেকঃ' ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্। অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপাসিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। ইবেতি তদৈব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌচিত্যাদীষদধরোল্লাসং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা তস্যোপদেশশ্চ সর্ব্বসাক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োরিত্যেতৎ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বশ্লোকে সূচিতবস্তু প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—'তমুবাচেত্যাদি' বাক্যে। সেই বিষাদকারী অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী ভগবান্ বাসুদেব, 'অশোচ্যান্' ইত্যাদি গভীরার্থসম্পন্ন বাক্য বলিলেন—ওহে! তোমারও এইরূপ বিবেক হইল ইহা সখ্যভাবে হাসিয়া, হাসিবার উদ্দেশ্য অনুচিত কথা বলায় লজ্জাসাগরে তাহাকে নিমগ্ন করতঃ এই তাৎপর্য্য। 'ইব' পদের দ্বারা বুঝাইল বাস্তব হাস্য নহে কারণ এইমাত্র যে অর্জ্জুন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে উপহাস অনুচিত এইজন্য ঈষৎ অধর স্ফুরণ করিয়া এই অর্থ। 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' দুই সেনার মধ্যে, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য অর্জ্জুনের বিষাদ ও ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদেশ ইহা সর্ব্বসমক্ষেই হইয়াছিল, (গোপনে নহে) ইহা বুঝান—এইমাত্র ॥১০॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যুদ্ধে বিমুখ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন? রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সখ্যভাবে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে লজ্জাসাগরে নিমগ্ন করিয়াই যেন পরবর্ত্তী এই বাক্যসমূহ বলিতে লাগিলেন। অবশ্য অর্জ্জুন সম্প্রতি শিষ্যত্ব স্বীকার করায়, তাহাকে উপহাস করা সঙ্গত নহে, কেবলমাত্র ঈষৎ অধর-স্ফুরণ করিতে করিতে, তাহার যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ-বিমুখতারূপ অনুচিত আচরণ, যেমন লজ্জাজনক তেমন নিন্দনীয় সুতরাং অর্জ্জুনের এই বিষাদ দূরীভূত করিবার মানসে, সর্ব্বসমক্ষেই নানাবিধ তত্ত্বোপদেশের দ্বারা তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (শোকের অযোগ্য জনগণের নিমিত্ত) অনু-অশোচঃ (অনুশোচনা করিতেছ) (পুনঃ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ (বিজ্ঞগণের ন্যায় কথাও) ভাষসে (কহিতেছ)। পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (গতপ্রাণ) অগতাসূন্ চ (ও প্রাণবানের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, তুমি অশোচ্যবিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছ আবার পণ্ডিতগণের ন্যায় কথাও কহিতেছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রাণহীন বা প্রাণবান্ কাহারও জন্য শোক করেন না ॥১১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শোকাদি-জনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যে সন্ন্যাসাধিকার জন্মে না, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানবান্দের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্যবিষয়ে শোক করিতেছ; পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥১১॥

শ্রীবলদেব—এবং অর্জ্জুনে তুষ্ণীং স্থিতে তদ্বুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগবানাহ,—অশোচ্যানিতি। হে অর্জ্জুন! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যানেব ধার্ত্তরাষ্ট্রাংস্ত্বং অন্বশোচঃ শোচিতবানসি। তথা মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব বচনানি "দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্" ইত্যাদীনি, "কথং ভীষ্মম্" ইত্যাদীনি চ ভাষসে, ন চ তে প্রজ্ঞালেশোঽপ্যস্তীতি ভাবঃ। যে তু প্রজ্ঞাবন্তস্তে গতাসূন্ নির্গতপ্রাণান্ স্থূল-দেহান্, অগতাসূংশ্চানির্গতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহান্, চ-শব্দাদাত্মনশ্চ ন শোচন্তি। অয়মর্থঃ—শোকঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তঃ সূক্ষ্মদেহবিনাশনিমিত্তো বা? নাদ্যঃ,—স্থূলদেহানাং বিনাশিত্বাৎ, নান্ত্যঃ,—সূক্ষ্মদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ। তদ্বতাং আত্মনাং তু ষড়্ভাববিকারবর্জ্জিতানাং নিত্যত্বান্ন শোচ্যতেতি; দেহাত্ম-স্বভাববিদাং ন কোঽপি শোকহেতুঃ। যদর্থশাস্ত্রাদ্ধর্ম্মাশাস্ত্রস্য বলবত্ত্বমুচ্যতে, তৎ কিল ততোঽপি বলবতা জ্ঞানশাস্ত্রেণ প্রত্যুচ্যতে। তস্মাদশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্য তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে অর্জ্জুন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পর তাহার বুদ্ধির দোষ দিয়া ভগবান্ বলিলেন 'অশোচ্যান্' ইত্যাদি বাক্য। ওহে অর্জ্জুন!

তুমি যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের জন্য শোক করিতেছ তাঁহারা শোকের অযোগ্যই, এবং আমার কাছে যে প্রাজ্ঞব্যক্তিদের মত বাক্যগুলি বলিতেছ যথা—'দৃষ্টেমং স্বজনং কৃষ্ণ!' হে কৃষ্ণ! এই স্বজনবর্গকে যুদ্ধার্থী দেখিয়া ইত্যাদি, এবং 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' কিরূপে যুদ্ধে আমি ভীষ্ম-দ্রোণের সহিত বাণ দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব ইত্যাদি বলিতেছ, ইহাতে তোমার লেশমাত্র প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। কেননা যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্ (বিবেকী), তাঁহারা গতাসু অর্থাৎ যাহা হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে সেই স্থূল দেহের জন্য, এবং যাহা হইতে প্রাণ বহির্গত হয় নাই সেই সূক্ষ্ম দেহের জন্য—'চ'কার দ্বারা তাহাদের আত্মার জন্যও শোক করেন না। কথাটি এই, শোক কিসের জন্য ? স্থূলদেহ নিপাতের জন্য ? অথবা সূক্ষ্ম দেহ নির্গমের জন্য ? তাহার মধ্যে প্রথমটি নহে অর্থাৎ স্থূল দেহ বিনাশ নিমিত্তক শোক হইতে পারে না, কেন না ঐগুলি বিনাশশীল অর্থাৎ উহাদের বিনাশ আছেই, আর শেষটিও নহে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ বিনাশ নিমিত্তকও শোক হইতে পারে না, যেহেতু সূক্ষ্ম দেহ মুক্তি পর্য্যন্ত অবিনাশী আর সেই দেহদ্বয়ধারী জীবাত্মাও জন্ম, সত্তা, উপচয়, অপচয়, বিপরিণাম ও নাশ এই ষড়্‌বিধ বিকার শূন্য হওয়ায় নিত্য, সুতরাং উহাও অশোচনীয়। যাঁহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব (স্বরূপ) জানেন তাঁহাদের পক্ষে কোনটিই শোকের কারণ নহে। যাহা অর্জ্জুন বলিতেছে নীতিশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল; তাহারও খণ্ডন প্রবলতর জ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা। অতএব ভুল করিয়া অশোচনীয়ের জন্য শোক করিতেছ ইহা পামররাই করিয়া থাকে, তুমি পণ্ডিত (বিবেকী) তোমার ইহা উপযুক্ত নহে। ইহাই বক্তার অভিপ্রায় ॥১১॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব আমাদিগকে মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যপার্ষদ, পরম প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে মোহগ্রস্তের ন্যায় অভিনয় করাইয়া, তাঁহার শোক-মোহাদি অপনোদনচ্ছলে, আমাদের শোক-মোহ-অপনোদনের উপায় আবিষ্কারমূলে এই গীতাশাস্ত্র প্রকট করাইলেন। আলোচ্য শ্লোক হইতেই শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত পরমোপদেশসমূহ আরম্ভ হইল। গীতার উপদেশের প্রগাঢ়তা মূলতঃ এই স্থান হইতেই সূত্রপাত। যে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের জন্য গীতাশাস্ত্রের আবির্ভাব, তাহার প্রথম সোপানরূপে আত্মতত্ত্বের বিচার এই

শ্লোক হইতেই আরম্ভ হইতেছে। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই সেই উপদেশের প্রকাশ সুতরাং ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অর্জ্জুনের প্রতি যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি যাহা শোকের বিষয়ভূত নহে, তাহারই জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ। অথচ পণ্ডিতের মত বাক্য বলিয়া আমার বাক্যকে খণ্ডন করিতেছ। প্রথমেই দেখ, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখনও বিগতপ্রাণ সুহৃদগণের বিয়োগে অথবা প্রাণবান্ বন্ধুগণের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হ'ন না। তুমি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, এই সকল যুদ্ধার্থী আত্মীয়গণকে দেখিয়া তাহাদের বিনাশের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া, কর্ত্তব্য বিমুখ হইতেছ। কিন্তু তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বদ্ধজীবগণের স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শরীর দুই প্রকার। উহা অনিত্য আর উহার মধ্যে অবস্থিত দেহী জীব কিন্তু নিত্য। সেই জীবাত্মা শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই সুতরাং জীবাত্মার জন্য শোক হইতে পারে না। তারপর স্থূলদেহ—পাঞ্চভৌতিক, উহার নাশ আছে অর্থাৎ উহা জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকারযুক্ত, আর সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক, উহা মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাশ হয় না। সুতরাং এস্থলে তোমার শোক কিসের জন্য? স্থূল-দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়, যেহেতু স্থূল দেহ তো বিনষ্ট হইবেই। আর সূক্ষ্ম দেহের জন্যও শোক হইতে পারে না, যেহেতু উহা মুক্তির পূর্ব্বে কিছুতেই নষ্ট হইবে না। আর আত্মা তো ষড়বিকার রহিত সুতরাং তাহার জন্য তো শোক হইতেই পারে না। যাঁহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব এবং পার্থক্য অবগত আছেন, তাঁহাদের কোন প্রকারেই শোক আসিতে পারে না। তুমি তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াও, কেন অপণ্ডিতের মত ভ্রমযুক্ত রাখিতেছ? তুমিই বলিয়াছ নীতিশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল, কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অধিকতর বলবান্, ইহাও তোমার বিচার করা কর্ত্তব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ—তৎসম্পাদিত গীতায় এই শ্লোকের অনুবর্ষিণীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি—

"স্থূলদেহ—"ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম"—এই পঞ্চমহাভূতময় জড় এবং নশ্বর বা বিনাশী—'মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য

বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥'—ভাঃ ১০।১।৩৮। বসুদেব কংসকে বলিলেন—হে বীর, যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক, অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত—ইহা অন্যথা হইবার নহে। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—গীঃ ২।২৭।

সূক্ষ্মদেহ—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক জীবোপাধি। প্রতিজন্মে স্থূলদেহের প্রাপ্তি হয় এবং মৃত্যুতে প্রাপ্তদেহের নাশ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের বার বার প্রাপ্তি বা নাশ হয় না। কিন্তু উহা যে কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই, ইহাকে 'অনাদিমান্' (ভাঃ ৪।২৯।৭০) বলা হইয়াছে।

স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন হইলেও সেই দেহে ভোগ বা গতাগতিরূপ পুনর্জন্মাদি হয় না; উহা সূক্ষ্মদেহ-দ্বারাই হয়—'স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ' ভাঃ ১।৩।৩২ অর্থাৎ পুনর্জন্মাদি-লাভে যোগ্য জীবোপাধি সূক্ষ্মলিঙ্গদেহ। এতৎপ্রসঙ্গে—'যেনৈবারভতে কর্ম্ম'—ভাঃ ৪।২৯।৬০, 'মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণাং' ভাঃ ১১।২২।৩৭ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

স্থূলদেহের নাশে সূক্ষ্মদেহের নাশ না হইলেও এবং অনাদি হইলেও উহা বিনাশশীল বা নশ্বর। 'প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।'—ভাঃ ৫।৫।৬, শ্রীঋষভদেব বলিলেন—যেকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসুদেব—আমাতে প্রীতি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে 'যদা রতির্ব্রহ্মণি...... দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষম্॥'—ভাঃ ৪।২২।২৬, 'স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে'—ভাঃ ৪।২৯।৮৩ এবং ভগবদুক্তি—'সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্।'—ভাঃ ১১।২৫।৩৫ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, লিঙ্গদেহ অনাদি হইলেও ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে উহার প্রাপ্তি এবং ভগবৎস্মৃতি হইতে উহার নাশ। অতএব মুক্তি বা জীবের স্বস্বরূপ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহ অনশ্বর।

আত্মা—চেতন, ষড়বিকার শূন্য, নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা'—গীঃ ২।২০ 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি'—গীঃ ২।২৩-২৫। 'জন্মাদ্যা ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।'—ভাঃ ৭।৭।১৮ দেহের জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ বা মৃত্যু—ছয়টী বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু

আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং'—কঠ ২।২।১৩। 'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ'—গীঃ ১৩।৩৩

অতএব পণ্ডিতগণ আত্মার স্বভাব জানেন বলিয়া 'গতাসূন্,' অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি-রহিত নশ্বর স্থূলদেহের এবং 'অগতাসূন্' অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি-সহিত নশ্বর সূক্ষ্মদেহের জন্য শোক করেন না। কিন্তু আত্মজ্ঞান-রহিত দেহে অহং বুদ্ধি-বিশিষ্ট মূর্খগণ সূক্ষ্মদেহেরও পরিচয় জানে না। তাহারা যে সচেতন (অর্থাৎ আত্মা সহিত) দেহকে পিতা বলিয়া জানে, সেই দেহ আত্মপরিত্যক্ত হইলে পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সেই দেহের জন্যই শোক করে" ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

অন্বয়—অহম্ (পরম-আত্মা আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম না) (ইতি) (ইহা) তু (কিন্তু) ন এব (নহে)। ত্বং (তুমি অর্জ্জুন) ন (আসীঃ) (ছিলে না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে)। ইমে (এই সকল) জনাধিপাঃ (নরপতিগণ) ন আসন্ (ছিলেন না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে) চ (এবং) অতঃপরং (অতঃপর) বয়ম্ সর্ব্বে (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) (ইতি) এব ন (ইহাও নহে) ॥১২॥

অনুবাদ—আমি—পরমাত্মা ইতঃপূর্ব্বে কখনও ছিলাম না ইহা কিন্তু নহে, তুমি অর্জ্জুন কখনও ছিলে না, ইহা নহে। এই নরপতিগণ কখনও ছিলেন না, ইহা নহে। ইহার পর আমি, তুমি বা এই নরপতিগণ আমরা সকলে থাকিব না, তাহাও নহে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই নিত্য, সুতরাং শোকাতীত ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান বুঝাইবার জন্য আদৌ আত্মজাতীয় পরমাত্মতত্ত্বের ও জীবাত্মতত্ত্বের একধর্ম্মত্ব উদ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন,—আত্মা অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি—পরমাত্মা; তুমি ও এই সকল নৃপতিবর্গ, সকলেই জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ পূর্ব্বে ছিল না, এমন নয়; পরে থাকিবে না, তাহাও নয়; অর্থাৎ আমরা সকলেই এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমস্থানশোচিত্বাদপাণ্ডিত্যমর্জ্জুনস্থাপাদ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিযোজিতাঞ্জলিং তং প্রতি সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বস্মাজ্জীবানাঞ্চ পারমার্থিকং ভেদমাহ,—ন ত্বেবাহমিতি। হে অর্জ্জুন! অহং সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ ইতঃ পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ কালে জাতু কদাচিন্নাসমিতি ন; অপিত্বাসমেব। তথা ত্বমর্জ্জুনো নাসীরিতি ন; কিন্ত্বাসীরেব। ইমে জনাধিপা রাজানো নাসন্নিতি ন; কিন্ত্বাসন্নেব। তথেতঃ পরস্মিন্নন্তে কালে সর্ব্বে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন; কিন্তু ভবিষ্যাম এবেতি। সর্ব্বেশ্বরবজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকসত্তাযোগিত্বাত্তদ্বিষয়কো ন শোকো যুক্ত ইত্যর্থঃ। ন চাবিদ্যাকৃতত্বাদ্ব্যবহারিকোঽয়ং ভেদঃ, সর্ব্বজ্ঞে ভগবত্যবিদ্যাযোগাৎ, "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি তস্যাভিধাস্যমানত্বাচ্চ। ন চাভেদজ্ঞস্যাপি হরের্বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনেয়মর্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিরিতি বাচ্যং,—তথা সত্যুপদেশাসিদ্ধেঃ। মরুমরীচিকাদাবুদকবুদ্ধির্বাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানা মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্ত্তয়েদেবমভেদবোধবাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানার্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিস্তত্ত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদৌ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। নন্থ ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবীক্ষণাৎ তাদৃশোঽভেদস্তাৎপর্য্যবিষয়ো, বৈফল্যাজ্ জ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদ্বিষয়ো ন স্যাৎ, কিন্তু "অম্ভো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতি" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থবদনুবাদ্য এব স ইতি চেন্মন্দমেতৎ;—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা "জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ, বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্ব-স্বামিত্বভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ। অভেদস্ত্বফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ; অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। তস্মাৎ পারমার্থিকস্তদ্ভেদঃ সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনের অস্থানে শোককারিত্বহেতু পাণ্ডিত্যের অভাব প্রতিপন্ন করিয়া, পরে তাহাকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও বদ্ধাঞ্জলি দেখিয়া, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ তাহাকে শ্রুতি-সিদ্ধ জীবদিগের পরমাত্মা হইতে পারমার্থিক ভেদ বলিতেছেন,—শ্রুতিতে আছে—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' ইত্যাদি যিনি নিত্য সমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কামনাপূরণ করেন'। 'নত্বেবাহমিত্যাদি'

বাক্যে তাহাই বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ এই সৃষ্টির আদিতে যে কোন কালে ছিলাম না, তাহা নহে কিন্তু ছিলামই। সেইরূপ অর্জ্জুন তুমিও যে ছিলে না, ইহাও নহে; তুমিও ছিলে। এই সকল রাজন্যবর্গও ছিল না, ইহাও নহে, তখন ইহারাও ছিলই। আবার এই সৃষ্টির অন্ত সময়ে (প্রলয়ে) আমরা সকলেই আমি, তুমি এই রাজন্যবর্গও থাকিব না, ইহাও নহে, সকলেই থাকিবই। তাৎপর্য্য এই—সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মার মত জীব সমূহেরও ত্রৈকালিক সত্তা আছে, সেজন্য আত্মবিষয়ে শোক অনুচিত। জীবেশ্বরের এই ভেদও অবিদ্যা-নিমিত্ত ব্যবহারিক নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞ ভগবানে অবিদ্যা সম্পর্ক নাই এবং 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য' 'এই তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাহারা আমাকে উপাসনা করে' ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যের দ্বারা মুক্তির পরেও সেই পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদের কথা বলা হইবে। একথাও বলা চলে না যে, ভগবান্ অভেদজ্ঞ হইলেও, যেমন বাধিত বস্তুর অনুসরণ লোকে করে সেই ভাবে তাঁহার অর্জ্জুনাদি ভেদ-জ্ঞান হইয়াছে, কারণ তাহা যদি হইত, তবে উপদেশ দেওয়া চলিত না, এবং মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণে জলভ্রম বাধিত হইলেও যেমন ঐ ভ্রম লোককে অনুসরণ করিয়া থাকে কিন্তু অলীক বিষয়ক নিশ্চয়বশতঃ কেহ সেই মরুভূমি হইতে জল আনয়নের জন্য কাহাকেও পাঠায় না। এই প্রকার অভেদ-জ্ঞান বাধিত হইলেও অনুবৃত্ত অর্জ্জুনাদি ভেদজ্ঞান তত্ত্বনিশ্চয়ের পর উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত করিত না। অতএব এই যে কথা, ইহা অতি অসার—তুচ্ছ। যদি বল—অজ্ঞাত বিষয়ই ফলবান্ হয় (যেমন অমৃত জ্ঞান না থাকিলেও অমৃত-পান বিষ নাশ করে) ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দেখা যায়; এজন্য ঐরূপ অভেদ (অজ্ঞাত)ই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়, ভেদ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু উহা বিফল ও জ্ঞাত (অজ্ঞাত নহে), তবে কি? কিন্তু 'অম্ভো বা এষ' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন—প্রাতঃকালে সূর্য্য জল হইতে উঠিয়া থাকে, আবার সায়ংকালে জলেই প্রবেশ করে, এই শ্রুতির কথার অনুকরণ বা উল্লেখমাত্র—এই ভেদ, ইহাও ভাল কথা নহে; কারণ ভেদজ্ঞান হইতেই অর্থাৎ নিজেকে উপদেষ্টা ব্যক্তি হইতে ভিন্ন ও উপদেষ্টাকে প্রেরণকারী মনে করিয়া 'জুষ্টংস্তত স্তেনামৃতত্বমেতি' তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে সেবা করিতে করিতে সেই সেবার ফলে মোক্ষ লাভ করে' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা

ভেদেই অমৃতত্ব (মুক্তি) রূপ ফল শোনা যাইতেছে। এবং সেই ভেদ অজ্ঞাত হওয়ায় উহা শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত। কেন অজ্ঞাত? তাহাও দেখাইতেছি, এস্থলে উপদেষ্টা ও উপদেশ্য উভয়ের অর্থাৎ শ্রীভগবান ও জীবের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবচ্ছেদে প্রভেদ (যেমন ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক ভেদ পটে আছে সেইরূপ) বিভুত্বাবচ্ছিন্ন (ঈশ্বর) প্রতিযোগিকভেদ, অণুত্বাবচ্ছিন্ন জীবে, আবার স্বামিত্বাবচ্ছিন্ন (ঈশ্বর) প্রতিযোগিকভেদ ভৃত্যত্বাবচ্ছিন্নজীবে এগুলি শাস্ত্রসিদ্ধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ; বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কথাটি এক হয় না। কথাটি এই—যদি জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ না থাকিবে তবে জীবধর্ম্ম অণুত্ব ঈশ্বরে থাকে না কেন? আবার ঈশ্বর ধর্ম্ম বিভুত্ব জীবে থাকে না কেন? পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তুগুলি এক নহে ; এই জন্য অদ্বৈতবাদী মতে সিদ্ধ অভেদ অফলই কারণ তাহাতে কোনও ফল স্বীকার নাই এবং এই অফলত্ব হেতু শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিষয়ীভূতও নহে। আর অজ্ঞাত সেই অভেদ, ইহাও শশশৃঙ্গের মত অলীক ; যেহেতু অসৎ। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ যুক্তি সিদ্ধ ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মতত্ত্বের বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক আত্ম-বিষয়ে শোক করা অনুচিত, ইহাই জানাইলেন। এবং অর্জ্জুনের অনুচিত স্থানে শোক প্রকাশ হওয়ায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের এই উক্তিতে অর্জ্জুনের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হওয়ায়, তিনি 'তত্ত্ব জিজ্ঞাসু' হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের এই মনোভাব অবগত হইয়াই বর্ত্তমান শ্লোকে স্ব-স্বরূপ ও জীব-স্বরূপের মধ্যে যে প্রকৃত বা পারমার্থিক ভেদ নিত্য বর্ত্তমান ; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অতীতে আমি ছিলাম না, তাহা নহে ; কিংবা তুমি ছিলে না, তাহাও নহে ; আর এই সকল রাজন্যবর্গও ছিলেন না, তাহাও নহে। আবার ইহার পরে ভবিষ্যতে আমি, তুমি বা এই রাজন্যবর্গ সকলে যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলে নিত্যকাল আছি এবং নিত্যকাল থাকিব। আমি সর্ব্বেশ্বর বলিয়া আমার সত্তা যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল সত্য, সেইরূপ জীবগণের সত্তাও ত্রৈকালিক সত্য। অতএব নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই বলিয়া, তোমার কাহারও জন্য শোক করা উচিত নহে।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বিচার মতে যে,—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবহারিক-ভেদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদ স্বীকার হয় না, তাহাই খণ্ডন করিলেন। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই নিত্য এবং উভয়ই বাস্তব ভেদ-যুক্ত, ইহাই জানাইলেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্লোকে শ্রীভগবানের সেই অভিপ্রায় অকাট্যযুক্তিমূলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, এস্থলে 'তুমি' 'আমি' ও 'ইহারা' এই কয়টি পদের দ্বারা যে ভেদের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক বা বাস্তব ভেদ। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ভেদ মাত্রই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং পারমার্থিক নহে, উহা ব্যবহারিক ভাবে কল্পিত। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ 'তুমি' 'আমি' ও 'ইহারা' এই কয়টী শব্দ স্পষ্টভাবে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ, উভয়ের পরস্পর পার্থক্য না থাকিলে, তিনি কখনও ঐরূপ কথা বলিতেন না। যদি এই বলা যায় যে, ভেদ মাত্রই অবিদ্যার কার্য্য, তাহা হইলে এস্থলে শ্রীভগবানেও অবিদ্যার আধিপত্য আছে, স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে, কারণ শ্রীভগবান্ মায়া বা অবিদ্যার অধীশ্বর। জীব শ্রীভগবানের আশ্রয়ে মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই গীতায় পরে শ্রীভগবান্ বলিবেন—"দৈবীহেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥ তাহা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্ সত্যং পরং ধমীহি"। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে নিত্যই অবিদ্যা বা মায়ার যাবতীয় কপটতা নিরাস পূর্ব্বক বিরাজ করেন, সেই পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনেকেই আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে মোক্ষকালেও যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায়, মরীচিকায় জলভ্রম হইলে যখন আমরা জানিতে পারি যে, উহা জল নহে, উহা মরু-মরীচিকামাত্র, যখন জল বুদ্ধি বাধিত হইয়া, মরীচিকাকে প্রকৃত মরীচিকা বলিয়া জানিতে পারি, তাহার

পরেও যেমন সেই বাধিত জলবুদ্ধি পুনরায় সময়ে সময়ে ফিরিয়া আসে ; অভেদজ্ঞ হইলেও, শ্রীভগবানের এই অর্জ্জুনাদি ভেদ-দৃষ্টিও সেইরূপ, একথা বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে শ্রীভগবানের অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি হইত না। যেহেতু মরু-মরীচিকায় জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া কখনও ফিরিয়া আসিলেও, লোকের আর সেই মরীচিকায় জল আনয়নের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ সে জানিয়াছে যে, উহা জলের মত দেখাইলেও উহা জল বলিয়া মিথ্যা বোধ হইতেছে মাত্র। সেইরূপ ইনি অর্জ্জুন, ইনি ভীষ্ম, ইনি কর্ণ, ইনি দ্রোণ, ইনি কৃপ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি ভগবানের আত্মায় বাধিত হইলেও, অনুবৃত্তিবশে পুনরায় উদিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া উহার মিথ্যাত্ব নির্ণয় হয় এবং মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলে উহা কখনও উপদেশাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করে না। সুতরাং কেবলাদ্বৈত-বাদীর পূর্ব্বোক্ত আপত্তিসমূহ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শ্রুতি প্রমাণেও এই পারমার্থিক ভেদের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি বলেন,—'নিত্য সমূহেরও নিত্য এবং চেতন সমূহেরও চেতন যে এক আত্মা তিনি বহু আত্মার কামনা সমূহ বিধান করিতেছেন' ইত্যাদি। যদি বলা হয়, যাহা আমরা জানি না, অথচ জানিয়া কিছু ফল আছে, এরূপ বিষয়েই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং অভেদতত্ত্ব যখন অজ্ঞাত অথচ ফলদায়ক, তখন অভেদেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ; ভেদে নহে। কারণ ভেদ সকলেরই জ্ঞাত এবং জ্ঞাত হইয়াও কোন ফল নাই। এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ প্রথমতঃ শ্রুতিতেই ভেদের অমৃতফল কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ এবং সকলের নিয়ন্তা মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিলে, সেই সেবা দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, জীব—অণুচৈতন্য, ঈশ্বর—বিভুচৈতন্য, জীব—ভৃত্য, ঈশ্বর—প্রভু। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর পরস্পর অণুত্ব ও বিভুত্ব, ভৃত্যত্ব ও প্রভুত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়, ইহা লোক জানে না, একমাত্র শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইয়া দেন। সুতরাং ভেদতত্ত্ব অজ্ঞাত এবং ফল-দায়ক। কিন্তু অভেদ-তত্ত্ব অজ্ঞাতও বটে, আর শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতির যেমন সত্তা নাই, উহারও সেইরূপ কোন সত্তা দেখা যায় না। আবার উহার কোন ফলদায়কত্বও নাই। কারণ কোন শাস্ত্রেই

উহার কোন ফল অঙ্গীকার করেন নাই। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পারমার্থিক ভেদ সত্য ; ইহাই প্রমাণিত হইল।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—"হে সখে! তোমাকে আমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছি, প্রীতি-পাত্রের মৃত্যুদর্শনে শোক উৎপন্ন হয়, সেস্থলে প্রীতির আস্পদ আত্মা না দেহ? 'হে নৃপ! সকল জীবেরই আত্মাই প্রিয়,'—ভাঃ ১০।১৪।৫০। এই শুকোক্তি-অনুসারে আত্মাই যদি প্রীতির পাত্র হয়, তাহা হইলে জীব-ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ থাকায় দ্বিবিধ আত্মাই নিত্য ও মরণ রহিত বলিয়া আত্মা শোকের বিষয় নহে।" ॥ ১২ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—দেহিনঃ (দেহধারীর) অস্মিন্ দেহে (এই শরীরে) যথা (যে প্রকার) কৌমারং (কুমার অবস্থা) যৌবনং (যুবক অবস্থা) জরা (বার্ধক্য-অবস্থা) তথা (সেই প্রকার) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (দেহান্তর-লাভ) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) তত্র (তাহাতে) ন মুহ্যতি (মোহাভিভূত হন না) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেহধারী জীবগণের এই স্থূল শরীরে যে প্রকার কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাবস্থা ক্রমান্বয়ে লাভ হয়, সেই প্রকার দেহান্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অর্থাৎ দেহের নাশ বা উৎপত্তিতে মোহ প্রাপ্ত হন না ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এখন কেবল জড়বদ্ধ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—যেমন দেহ ধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে, তেমনই দেহান্তর হইলেও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না ; সুতরাং বদ্ধজীবের দেহনাশে ধীর ব্যক্তিরা শোক করেন না ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—ননু ভীষ্মাদিদেহাবচ্ছিন্নানামাত্মনাং নিত্যত্বেঽপি তদ্দেহানাং তদ্ভোগায়তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেত্তত্রাহ,—দেহিনোঽস্মিন্নিতি। ত্রৈকালিকা বহবো দেহা যস্য সন্তি, তস্য দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে ক্রমাৎ কৌমারযৌবনজরাস্তিস্রোঽবস্থা ভবন্তি। তাসামাত্মসম্বন্ধিনাং তদ্ভোগোপযুক্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্ববিনাশেন পরপরপ্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব

তদ্দেহবিনাশে সতি দেহান্তরপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি। তথা চ ভীষ্মাদীনাং জরিত-দেহনাশে নব্যদেহপ্রাপ্তির্যযাতিযৌবনপ্রাপ্তিন্যায়েন হর্ষহেতুরেবেতি, ন তদ্দেহ-বিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি ভাবঃ। ধীরো ধীমান্ দেহস্বভাবজীবকর্ম্ম-বিপাকস্বরূপজ্ঞ অত্র 'দেহিনঃ' ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়েণ বোধ্যং, পূর্ব্বত্রাত্ম-বহুত্বোক্তেঃ। অত্রাহুঃ—'এক এব বিশুদ্ধাত্মা; তস্যাবিদ্যয়াপরিচ্ছিন্নস্য তস্যাং প্রতিবিম্বিতস্য বা নানাত্মত্বম্।' শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ, তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি।" তদ্বিজ্ঞানেন তস্য বিনাশে তু তন্নানাত্বনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেনৈতৎ পার্থ-সারথিরাহেতি। তন্মন্দং,—জড়য়া তয়া চৈতন্যরাশেশ্ছেদাসম্ভবাৎ, তৈরপি তদ্বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ। বাস্তবে চ্ছেদে বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ টঙ্কছিন্নপাষণবৎ স্যাৎ,—নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবাচ্চ; অন্যথাকাশদিগাদীনাং তদাপত্তিঃ। ন চ প্রতীত্যন্যথানুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং তদ্বর্ত্তিগ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলং তস্যৈবাম্ভসি ভাসমানত্বেন প্রতীতেঃ। "আকাশমেকং হি" ইতি শ্রুতিস্তু পরমাত্ম-বিষয়া তস্যাকাশবৎ সূর্য্যবচ্চ বহুবৃত্তিকত্বং বদতীত্যবিরুদ্ধম্। ন চাত্মৈক্য-স্যোপদেষ্টা সংভবতি। স হি তত্ত্ববিন্ন বা? আদ্যেঽদ্বিতীয়মাত্মানং বিজান-তস্তস্যোপদেশ্যাপরিস্ফূর্ত্তিঃ; অন্ত্যে ত্বজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বম্। বাধিতা-নুবৃত্ত্যাশ্রয়ণং তু পূর্ব্বনিরস্তম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল সত্য বটে ভীষ্মাদি দেহোপাধিক আত্মাগুলি নিত্য, কিন্তু তাঁহাদের দেহসমূহ তো ভোগের আধার, তাহাদের নাশে শোক হইতেই পারে; ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—'দেহিনোঽস্মিন্নিত্যাদি।' বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এই ত্রিকাল-ভেদে দেহও যে জীবের বহু হয়; সেই দেহধারী জীবের বর্ত্তমান দেহে যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য তিনটি অবস্থা হয়। সেই অবস্থাগুলির মধ্যে ভোগোপযুক্ত আত্মসম্বন্ধী-দেহগুলির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিনাশ দ্বারা পর পর প্রাপ্তিতে যেমন শোক নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান দেহ নাশ ঘটিলে দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, ইহা। এই যদি হইল, তবে ভীষ্ম প্রভৃতির জরাজীর্ণ দেহ নাশের পর আবার নব্য দেহ প্রাপ্তি হইবে, যেমন যযাতি রাজার যৌবন-প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই মত। অতএব ভীষ্মাদির বর্ত্তমান দেহ নাশ তো আনন্দেরই কারণ। অভিপ্রায় এই—তাঁহাদের দেহ নাশ জন্য শোক তোমার উচিত নহে। ধীর শব্দের অর্থ বুদ্ধিমান্, যিনি দেহের স্বভাব ও

জীবের কর্ম্ম-বিপাকের স্বরূপ জানেন। এখানে 'দেহিনঃ'—পদটিতে একবচন আছে, উহা জাতি অভিপ্রায়ে জানিবে। একবচন বিবক্ষিত নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই আত্মাকে বহু বলা হইয়াছে। এবিষয়ে আত্মৈকত্ববাদীরা (অদ্বৈত বাদীরা) বলেন—'একএব বিশুদ্ধাত্মা' আত্মা একই নিরুপাধি। সেই আত্মা যে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ইহার কারণ অবিদ্যোপাধিক আত্মার অবিদ্যা-ভেদে অথবা অবিদ্যাতে (বুদ্ধিতে) প্রতিবিম্বিত আত্মার প্রতিবিম্ব ভেদে নানাত্ব ভ্রম। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন—যথা 'আকাশমেকমিত্যাদি' যেমন আকাশ এক হইলেও ঘট পট-ভেদে নানারূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক দেহাবচ্ছেদে বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত অনেক হইয়া থাকে। যখন সেই আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার (ভ্রম) নাশ হয়, তখন আত্মার নানাত্ব বোধ নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং সেই নিবৃত্তি-দ্বারা আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ একত্বই থাকিয়া যায়, ইহাই 'দেহিনঃ' এই পদস্থিত একবচন দ্বারা সূচিত হইল ; ইহাই পার্থসারথি ভগবান্ একবচন দ্বারা সূচিত করিয়াছেন। কিন্তু সে মত মন্দ ; কারণ নানাত্ব নিবৃত্তি তো জড়, তাহার দ্বারা চৈতন্যরাশির (বহু আত্মার) নাশ হইতে পারে না, এবং অদ্বৈতবাদিরাও নানাত্বের নাশ স্বীকার করেন না। যদি বাস্তবিক ছেদ হইত তবে আত্মার বিকারিত্ব প্রভৃতি হইয়া পড়িত। টঙ্ক (পাষাণ বিদারক অস্ত্র টাঙি) দ্বারা ছিন্ন পাষাণের মত। আরও একটি দোষ—রূপহীন বিভুর প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না। প্রতিবিম্বের অভাব মানিলে, আকাশ দিক্ প্রভৃতিরও অনেকত্ব হইয়া যায়। যদি বল, আকাশ দিক্ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব আছে, তাহা না হইলে জলে আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রতীয়মান হইবে কেন? এই প্রতীতির প্রকারান্তরে সঙ্গতি না হওয়াই প্রতিবিম্ব স্বীকারে প্রমাণ। যদি বল, তাহা হইলে (আকাশের নানাত্ব বলিলেই) 'আকাশমেকং হি' আকাশ এক, এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, তাহাও নহে, ঐ শ্রুতি পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, আকাশের মত ও সূর্য্যের মত পরমাত্মার বৃত্তি অনেক ইহাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং আকাশ নানাত্বে বিরোধ নাই। আর এক কথা—আত্মা এক হইলে তাহার পৃথক্ উপদেষ্টা সম্ভব নহে, কেন তাহা বলিতেছি সেই উপদেষ্টা আত্মা তত্ত্বজ্ঞ কি না? যদি তত্ত্বজ্ঞ হয়, তবে উপদেষ্টা আত্মা নিজেকে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, দ্বিতীয় রহিত জানিলে তাহার

উপদেশ্য ব্যক্তির প্রকাশই হয় না, আবার তত্ত্বজ্ঞ না হইলে অজ্ঞত্ব নিবন্ধনই তিনি আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। এখানেও বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়-আশ্রয় পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ভীষ্মাদির আত্মা নিত্য হইলেও তাঁহাদের দেহগুলি অনিত্য। আর দেহ ব্যতীত যখন আত্মার বিষয় ভোগ সম্ভব হয় না তখন সেই দেহ নাশ হইলে, শোক অবশ্যই হইবে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, দেহী জীবের বর্ত্তমান এই দেহে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থাত্রয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কালবশে সেই শরীরের ক্রম-পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব-পূর্ব্বাবস্থার জন্য কাহাকেও শোক করিতে দেখা যায় না। সুতরাং ভীষ্মাদির বর্ত্তমান দেহনাশে দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। বরং যযাতি রাজার জরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যৌবন প্রাপ্তির ন্যায়, তোমার পিতামহাদির জীর্ণদেহ পরিত্যক্ত হইয়া, নব্য-দেহ লাভ হইবে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। তোমার ন্যায় ধীর ব্যক্তির এজন্য শোক করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে।

পূর্ব্বের শ্লোকে আত্মার বহুত্বের কথা বর্ণন পূর্ব্বক এস্থলে 'দেহী' পদটি জাত্যাভিপ্রায়ে একবচন ব্যবহার করিয়াছেন। 'জাতাবেকবচন' এই ব্যাকরণ-সূত্রানুসারে একজাতীয় বহুপদার্থের উল্লেখস্থলে একবচনের ব্যবহার প্রসিদ্ধ।

কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিশুদ্ধ আত্মা একমাত্র এবং অবিদ্যার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। আর অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীবাত্মা নানা অর্থাৎ বহু। তাঁহারা আরও বলেন যে, শ্রুতি বলিয়াছেন—"এক আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হয়, এক সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এক আত্মা বহু দেহা-বলম্বনে বহুবিধ প্রতীত হয়।" প্রকৃত অদ্বিতীয় আত্ম-জ্ঞানের দ্বারাই এই আত্মগত-বহুত্বের জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া একত্ব সিদ্ধ হয়। এই শ্লোকে 'দেহিনঃ' এই একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া শ্রীভগবান্ উহাদের মতকেই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, তাহা অতিশয় অসমীচীন; —ইহা শ্রীবিদ্যাভূষণপ্রভু প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন, জড়া অবিদ্যার দ্বারা চৈতন্যময় আত্মার বিভাগ (ছেদ) কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি ইহা স্বীকার

করা হয় যে, অবিদ্যার দ্বারা আত্মার ছেদ বা বিভাগ হয়, তাহা হইলে 'আত্মা নির্ব্বিকার' এই বাক্যের ব্যাঘাত ঘটে। আর যদি বলা যায় যে, অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত আত্মার বহুত্ব, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইবে না ; কারণ রূপহীন আত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। যেমন রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, জলাদিতে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা আকাশের নহে, তদন্তর্গত গ্রহ-নক্ষত্রাদির। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা বহু অর্থাৎ নানা, তাহা অবিদ্যা কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন বা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত নহে। 'আকাশমেকং হি' বাক্যে যাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধেই।

একাত্মবাদীর পক্ষে ইহাও লক্ষিতব্য যে, যদি আত্মা এক হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্ উপদেষ্টা সম্ভব নহে। কারণ সেই উপদেষ্টা কে? যদি সে নিজে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়, তাহা হইলে, নিজেকে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বিতীয় আত্মা জানিলে, তাহার উপদেশ্য ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না। আর সে যদি তত্ত্বজ্ঞ না হয়, তবে অপরকে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া সম্ভব নহে। এখানে 'বাধিতানুবৃত্তি'-ন্যায় গ্রহণ করা চলিবে না, কারণ তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ইহাও বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি ধীর-শিরোমণি সুতরাং তোমার অধীরতা শোভা পায় না, পূর্ব্বেই বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—যিনি দেহের স্বভাব ও জীবের কর্ম্মবিপাকের স্বরূপ জানেন, তিনিই বুদ্ধিমান।

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কাহারও জীবন এক অবস্থায় থাকে না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর সুকুমার শিশু পরের অপেক্ষাযুক্ত হইয়া পরের অনুগ্রহে কালে পুষ্ট হইয়া কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট-কিশোরতা প্রাপ্ত হয়, তারপর অচিরেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, বল-বিক্রম-সম্পন্ন যুবকাকার ধারণ করে। কালে আবার সেই যুবা গলিতকেশ, দন্তবিহীন, শক্তিশূন্য বার্দ্ধক্যদশা লাভ করে। শরীরের এই পরিবর্ত্তন দর্শনে কোন মানব শোকাভিভূত হয় না। মৃত্যু ও দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। মরণই মানবের শেষ কথা নহে। মৃত্যুর পর আবার কর্ম্মানুসারে দেহান্তর লাভ করিতে হইবে, সুতরাং জীবিতকালে যেমন শরীরের অবস্থান্তর ঘটিয়া বিভিন্ন পরিবর্ত্তনতা লক্ষিত হয়, মৃত্যুর পরও সেইরূপ দেহান্তর-লাভ, এক পরিবর্ত্তনতামাত্র জানিতে পারিলে, কাহারও মৃত্যুতে ভীত হওয়া বা শোক প্রকাশ করার কোন কারণ

থাকে না। যাঁহারা আজ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যখনই মৃত্যু লাভ করিবেন, তখনই দেহান্তর প্রাপ্ত হইবেন, অধিকন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির স্বর্গও লাভ হয়, এরূপ বচনও আছে। অতএব মৃত্যুতে ভোগের আধার দেহনাশ হইলেও যখন দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, তখনই আবার ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং শোকের কোন কারণ দেখি না। অচিরস্থায়ী, মরণশীল এই দেহনাশের ভয়ে কোন ধীর ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি তুচ্ছ এই হৃদয়ের অবসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার স্বভাবসিদ্ধ বীরত্ব ও ধীরত্ব আশ্রয় করিয়া যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম-পালন পূর্ব্বক জগতে তোমার বীর ও ধীর নাম ঘোষণা কর ॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির সহিত বিষয় সমূহের সংস্পর্শ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দান করে) (তে—তাহারা) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মশীল) অনিত্যাঃ (অস্থায়ী) ভারত! (হে ভারত!) তান্ (সেই সকলকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥১৪॥

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহের বিষয়সংস্পর্শেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দিয়া থাকে। তাহারা আগমাপায়ী ও অনিত্য, সুতরাং হে ভারত! তাহাদিগকে সহ্য কর ॥১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, তদ্দ্বারা বিষয়ানুভবই স্পর্শ; সেই মাত্রাস্পর্শই শীত-গ্রীষ্ম; সুখদুঃখদায়ক শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি। উহারা আইসে যায় মাত্র, অতএব অনিত্য। হে কুন্তীপুত্র! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম ॥১৪॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ভীষ্মাদয়ো মৃতাঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি তদ্দুঃখনিমিত্তঃ শোকো মা ভূৎ; তদ্বিচ্ছেদদুঃখনিমিত্তস্তু মে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেত্তত্রাহ,—মাত্রেতি। মাত্রাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ,—মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে বিষয়া আভিরিতি ব্যুৎপত্তেঃ। স্পর্শাস্তাভির্বিষয়াণামনুভাবাস্তে খলু শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ভবন্তি। যদেব শীতলমুদকং গ্রীষ্মে সুখদং, তদেব হেমন্তে দুঃখদমিত্যতোঽ-

নিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চানিত্যানস্থিরাংস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। এতদুক্তং ভবতি,—মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্ম্মতয়া বিধানাদ্যথা ক্রিয়তে, তথা ভীষ্মাদিভিঃ সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাৎ কার্য্যমেব। তত্রত্যো দুঃখানুভবস্ত্বাগন্তুকো ধর্ম্মসিদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ; ধর্ম্মাজ্‌জ্ঞানোদয়েন মোক্ষলাভে তূত্তরত্র তস্য নানুবৃত্তিশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপাকং বিনৈব ধর্ম্মত্যাগস্ত্বনর্থহেতুরিতি। কৌন্তেয়, ভারতেতি পদাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্য তে ধর্ম্মভ্রংশো নোচিত ইতি সূচ্যতে ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—যদি বল ভীষ্মাদি মৃত হইবে কেন? অতএব তাঁহাদের মৃত্যুনিমিত্ত শোক না হউক, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগজনিত দুঃখে শোক আমার মন প্রভৃতির প্রদাহ জন্মাইতেছে; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মাত্রা ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। মাত্রা অর্থাৎ ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, যেহেতু শব্দাদি-বিষয় ইহাদের দ্বারা নিশ্চিত হয়, এই ব্যুৎপত্তিই ঐ অর্থের প্রকাশক। সেই মাত্রাদ্বারা স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের অনুভূতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, তাহারাই শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ বুঝাইয়া দেয়, যথা যে শীতল জল গ্রীষ্মে সুখদায়ক, তাহাই হেমন্তকালে কষ্টের কারণ অতএব সুখদুঃখদানে নিয়মবহির্ভূত এবং উৎপত্তি বিনাশশীল, অতএব অস্থির এই অনুভবগুলিকে সহ্য কর। ইহাদ্বারা এই কথা বলা হইল—মাঘ মাসে স্নান দুঃখজনক হইলেও যেমন ধর্ম্ম হিসাবে বিহিত হওয়ায় লোকে আচরণ করে; সেইরূপ (পূজনীয়) ভীষ্মাদির সহিত যুদ্ধ দুঃখের কারণ হইলেও শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইতে উদ্ভূত দুঃখানুভূতি সাময়িক, ধর্ম্মানুরোধে উহা সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু যখন ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে জ্ঞানোদয়দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে, তখন আর সেই দুঃখ অনুসরণ করিবে না। যাবৎকাল পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাক না হয়, ততক্ষণ ধর্ম্মত্যাগে নরকাদি অনর্থের কারণ ইহা জানিবে। হে কৌন্তেয়! (কুন্তীনন্দন!) হে ভারত! (ভরত কুলপ্রদীপ!) এই দুইটি সম্বোধন-পদদ্বারা বিশুদ্ধ মাতৃকুল ও পিতৃকুলজাত তোমার ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত ॥১৪॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যদি বলেন যে, ভীষ্মাদির মৃত্যু না হউক, বা তাহাদের মৃত্যুতে শোক না হউক, কিন্তু তাহাদের বিয়োগের চিন্তায় আমার ইন্দ্রিয়াদির প্রদাহ হইতেছে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে বিষয়সমূহের সংস্পর্শেই সুখ বা দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। রূপরসাদিবিষয়ে কোন সুখ বা দুঃখ থাকে না।

ঐ সকল সুখ বা দুঃখও আগমাপায়ী। সহ্যগুণের দ্বারা উহা অতিক্রম করা যায়। শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাও লিখিয়াছেন যে, কোন কার্য্য দুঃখ-জনক হইলেও ধর্ম্মহিসাবে বিহিত হওয়ায়, তাহা অবশ্যই করণীয়। মাঘ মাসের কঠোর শীতে প্রাতঃস্নান নিতান্ত ক্লেশজনক হইলেও, ধর্ম্মার্থে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীষ্মাদি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র ক্ষেপন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণনাশ নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও, যুদ্ধরূপ তোমার স্বধর্ম্ম-পালনার্থ বিপক্ষ নাশ অবশ্যই করণীয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ হইলে, তখন আর হৃদয়-বেদনা অনুভূত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাক না হয়, ততক্ষণ ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যগুলি পরিত্যাগ করিলে, নরকাদি অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'কৌন্তেয়' অর্থাৎ কুন্তীনন্দন এবং 'ভারত' অর্থাৎ ভরতকুলপ্রদীপ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক ইহাও জানাইতেছেন যে, তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই পরম শুদ্ধ। অতএব তোমার পক্ষে স্বধর্ম্ম পালন হইতে বিরত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অন্বয়—পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই সকল মাত্রা-স্পর্শ) সমদুঃখসুখং (সুখদুঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না) সঃ হি (তিনি নিশ্চয়ই) অমৃতত্বায় কল্পতে (মোক্ষলাভের যোগ্য) ॥১৫॥

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! এই সকল মাত্রা-স্পর্শ, সুখ-দুঃখ-সমজ্ঞান-বিশিষ্ট যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না, তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে অধিকারী ॥১৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি-দ্বারা ব্যথিত হন না, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্বে অর্থাৎ আত্ম-যাথাত্ম্যসিদ্ধি-রূপ মোক্ষে নীত হইবার যোগ্য ॥১৫॥

শ্রীবলদেব—ধর্ম্মার্থদুঃখসহনাভ্যাসস্যোত্তরত্র সুখহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ,—যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়ানুভাবা যং ধীরং 'ধিয়মীরয়তি ধর্ম্মেষু' ইতি ব্যুৎপত্তের্ধর্ম্মনিষ্ঠং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সুখদুঃখমূর্চ্ছিতং ন কুর্ব্বন্তি

সোঽমৃতত্বায় মুক্তয়ে কল্প্যতে ; ন তু ত্বাদৃশো দুঃখসুখমূর্চ্ছিত ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থং স্ফুটয়ন্ পুরুষং বিশিনষ্টি,—সমেতি। ধর্ম্মানুষ্ঠানস্য কষ্টসাধ্যত্বাদ্দুঃখমনুষঙ্গলব্ধং সুখঞ্চ যস্য সমং ভবতি, তাভ্যাং মুখম্লানিতোল্লাসরহিতমিত্যর্থ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর ধর্ম্মের জন্য দুঃখসহনের অভ্যাস ভাবী সুখের কারণ ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—'যংহীত্যাদি' বাক্যে। এই মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিজনিত অনুভূতিগুলি যাহার প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ের অনুভূতিস্বরূপ উহারা যে ধীরকে অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিকে ধর্ম্মে চালিত করেন এই ব্যুৎপত্তি লভ্য ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সুখ, দুঃখে অভিভূত করে না ; সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভে অধিকারী হয়, কিন্তু তোমার মত সুখদুঃখে মূর্চ্ছিত ব্যক্তি নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। ঐ অর্থকে পরিস্ফুট করিবার জন্য পুরুষকে বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। 'সমদুঃখসুখম্' এই পদে। ধর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রই কষ্টসাধ্য সুতরাং দুঃখ এবং গৌণভাবে সংসক্ত সুখ যাহার কাছে তুল্য, অর্থাৎ যিনি দুঃখে মুখের মলিনতা ও সুখে মুখপ্রসাদবর্জ্জিত ॥১৫॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, শীত ও উষ্ণ সুখ-দুঃখপ্রদ এবং অচিরস্থায়ী। উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা, সহ্য করিতে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর এবং ঐ অভ্যাস হইতেই মোক্ষরূপ ফল লাভ হয়। কর্ম্মসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত দুঃখ এবং কুটুম্বাদি প্রিয়জনগণের সঙ্গাদিজনিত সুখ উভয়ই যিনি সমান বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ দুঃখে যাহার মুখ শুষ্ক না হয়, এবং সুখে যাঁহার মুখ প্রফুল্ল না হয়, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই মুক্তিলাভের অধিকারী ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অন্বয়—অসতঃ (অনাত্মধর্ম্মত্ব হেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির) ভাব (সত্তা) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (নিত্যবস্তুআত্মার) অভাবঃ (বিনাশ) ন (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিদিগের দ্বারা) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (পরিণাম) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত) ॥১৬॥

অনুবাদ—অনাত্মধর্ম্মত্বহেতু আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির সত্তা নাই এবং নিত্য বস্তু আত্মার বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ॥১৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জড়দেহ অসৎ, সুতরাং পরিণামী, অতএব অনিত্য ; যিনি জীবাত্মা, তিনি—সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, অতএব নিত্য ; সৎস্বরূপ জীবের নাশ হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ॥১৬॥

শ্রীবলদেব—তদেবং ভগবতা পার্থস্যাস্থানশোচিতত্বেন তৎপাণ্ডিত্যমাক্ষিপ্তম্। শোকহরঞ্চ স্বোপাসনমেব তচ্চোপাস্যোপাসকভেদঘটিতমিত্যুপাস্যাজ্জীবাংশিনঃ স্বস্মাদুপাসকানাং জীবাংশানাং তাত্ত্বিকং দ্বৈতমুপদিষ্টম্। "অথ যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ" ইত্যাদাবংশস্বরূপজ্ঞানস্যাংশিস্বরূপজ্ঞানোপযোগিত্বশ্রবণাত্তদাদৌ সনিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষেণোপদেশ্যং তচ্চ দেহাত্মনোর্বৈধর্ম্ম্যধিয়মন্তরা ন স্যাদিতি তদ্বৈধর্ম্ম্যবোধায়ারভ্যতে,—নাসত ইত্যাদিভিঃ। অসতঃ পরিণামিনো দেহাদের্ভাবোঽপরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। সতোঽপরিণামিন আত্মনস্ত্বভাবঃ পরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। দেহাত্মানৌ পরিণামাপরিণামস্বভাবৌ ভবতঃ। এবমুভয়োরসৎসচ্ছব্দিতয়োর্দেহাত্মনোরন্তো নির্ণয়স্তত্ত্বদর্শিভিস্তদুভয়স্বভাববেদিভিঃ পুরুষৈর্দৃষ্টোঽনুভূতঃ। অত্রাসচ্ছব্দেন বিনশ্বরং দেহাদি জড়ং, সচ্ছব্দেন ত্ববিনশ্বরমাত্মচৈতন্যমুচ্যতে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি নির্ণীতং দৃষ্টম্—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভবনানি বিষ্ণুঃ" ইত্যুপক্রম্য "যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্যেত্যস্তিনাস্তিশব্দবাচ্যয়োশ্চেতনজড়য়োস্তথাত্বং বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিৎ" ইত্যাদিভির্নিরূপিতঃ। তত্র নাস্তিশব্দবাচ্যং জড়ম্ ; অস্তিশব্দবাচ্যন্তু চৈতন্যমিতি স্বয়মেব বিবৃতম্। যত্তু সৎকার্য্যবাদস্থাপনায়ৈতৎপদ্যমিত্যাহুস্তন্নিরবধানং, —দেহাত্মস্বভাবানভিজ্ঞানমোহিতং প্রতি তন্মোহবিনিবৃত্তয়ে তৎস্বভাবাভিজ্ঞাপনস্য প্রকৃতত্বাৎ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাই এইপ্রকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অস্থানে শোক-করার কারণকে তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। শোক-হর স্বীয় উপাসনাই ; তাহাই উপাস্য ও উপাসক ভেদ ঘটিত, এই হেতু উপাস্য জীবের অংশী ভগবান হইতে উপাসক জীবাংশগুলির তাত্ত্বিক দ্বৈত (ভেদ) উপদেশ করা হইল। "অনন্তর যেই আত্মতত্ত্বের দ্বারা দ্বীপসদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বকে যুক্তব্যক্তি দেখিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আদিতে অংশস্বরূপ জ্ঞানের অংশিস্বরূপ জ্ঞানের উপযোগিতা শ্রবণহেতু তখন আদিতে সনিষ্ঠাদি সকলের প্রতি অবিশেষে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে উপদেশ দেওয়া উচিত ; তাহা দেহ ও আত্মার বৈধর্ম্ম্যবুদ্ধিভিন্ন হইবে

না। এই হেতু তাহার বৈধর্ম্ম্য বোধের জন্য আরম্ভ করা হইতেছে—'নাসতঃ' ইত্যাদি শ্লোকসমূহের দ্বারা। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য ও পরিণামশীল দেহাদির স্বভাব কখনও অপরিণামশীল হইতে পারে না। সৎস্বরূপ আত্মার পরিণামশীলতা নাই বলিয়া আত্মার স্বভাব কখনও পরিণামশীল হয় না। দেহ ও আত্মা (যথাক্রমে) পরিণামশীল ও অপরিণামশীল স্বভাবযুক্ত হয়। এই প্রকারে অসৎ ও সৎ এই উভয় শব্দ বিশিষ্ট দেহ ও আত্মার অন্ত (প্রকৃত-স্বরূপ) নির্ণয় উভয় স্বভাব জ্ঞান-বিশিষ্ট তত্ত্বদর্শি পুরুষগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও অনুভূত হয়। এখানে অসৎ শব্দের দ্বারা বিনশ্বর দেহাদি জড় পদার্থ এবং সৎশব্দের দ্বারা অবিনশ্বর আত্মচৈতন্যকে বুঝাইতেছে। এই রকম শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও নির্ণীত আছে দেখা যায়—"জ্যোতি-সকল ও বিষ্ণুর ভবনগুলিও বিষ্ণু" এই উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া "যাহা আছে এবং যাহা নাই, হে বিপ্রবর্য্য! (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ) এই আছে, নাই, শব্দবাচ্য (বোধিত) চেতন ও জড়ের তথাত্ব (যথাযথ) বস্তু আছে কি? কোথায়?" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিরূপণ করা হইয়াছে। সেখানে 'নাই' শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু জড়। 'আছে' শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তু কিন্তু চৈতন্য ইহা স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন। (যাঁহারা বলেন) যে ইহা সৎকার্য্য-বাদ স্থাপনের জন্য এই সমস্ত পদ্য (শ্লোক) তাহা অনবধানতামূলক—দেহ ও আত্মস্বরূপের অনভিজ্ঞ ও মোহ-গ্রস্তের প্রতি তাহার মোহনিবৃত্তির জন্য তাহার স্বরূপ জ্ঞাপনেরই যথার্থতা (অর্থাৎ প্রকৃত তাৎপর্য্য) ॥১৬॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের অনুপযুক্ত স্থানে শোক করার নিমিত্ত, তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতিবাদ করিলেন। এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীভগবানের উপাসনাই সকলের শোক নিবর্ত্তক। সেই উপাসনা আবার উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ না থাকিলে, উপাসনার স্থিতি হয় না, সেইজন্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে অংশীরূপে উপাস্য জানিয়া নিজেকে সেই পরমাত্মার বিভিন্নাংশ জানিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে পারমার্থিক ভেদ নিত্য ও সত্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'যদাত্মতত্ত্বেন তু' অর্থাৎ 'আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে'। এইজন্য জীবের আত্মস্বরূপ জ্ঞানলাভ ভগবদ্ স্বরূপ-জ্ঞান

লাভের উপযোগী বিবেচনায় সকলকে **সর্ব্বাগ্রে জীবের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত উপদেশ করা প্রয়োজন।**

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু—**শ্রীমহাপ্রভুকে** জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—মোর কৈছে হিত হয়॥" সুতরাং আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আবার দেহ ও আত্মার মধ্যে যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে,—সেই জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন।

শ্রীল মহারাজ তাঁহার সম্পাদিত গীতার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

"জীবাত্মা সৎ অর্থাৎ নিত্য; তাহার নাশ নাই। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় **অসৎ অর্থাৎ অনিত্য; তাহাদের** নিত্যস্থিতি নাই। আবার জীবাত্মা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় ও আসক্তিশূন্য। আর স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয়; জড় শোক-মোহাদি ধর্ম্মযুক্ত। অতএব সৎ আত্মায় অসৎ দেহদ্বয়ের ধর্ম্ম নাই। তবে যে জীবগণকে শোকমোহযুক্ত দেখা যায়, উহা অবিদ্যাকল্পিত" ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

অন্বয়—যেন (যদ্দ্বারা) ইদং সর্ব্বম্ (এই সমগ্র) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই আত্মাকে) **তু অবিনাশি** (বিনাশ শূন্য) বিদ্ধি (জানিবে) কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (**এই অব্যয়** আত্মার) বিনাশং (বিনাশ) কর্ত্তুম্ (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ নহে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যিনি এই সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিবে। কেহই সেই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ নহে ॥১৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মা-রূপে মনুষ্যের সকল-শরীর ব্যাপিয়া আছেন, এবং অতিসূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকারক মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব-শরীর ব্যাপকতা-শক্তি আছে; তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥১৭॥

শ্রীবলদেব—উক্তং জীবাত্মতদ্দেহয়োঃ স্বভাবং বিশদয়তি,—অবিনাশীতি দ্বাভ্যাম্। তজ্জীবাত্মতত্ত্বমবিনাশি নিত্যং বিদ্ধি। যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং

ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি ; অস্যাব্যয়স্য পরমাণুত্বেন চ বিনাশানর্হস্য বিনাশং ন কশ্চিৎ স্থূলোঽর্থঃ কর্ত্তুমর্হতি প্রাণস্যেব দেহঃ ; ইহ জীবাত্মনো দেহপরিমিতত্বং ন প্রত্যেতব্যম্,—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইত্যাদিষু তস্য পরমাণুত্বশ্রবণাৎ। তাদৃশস্য নিখিলদেহব্যাপ্তিস্তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনৈব স্যাৎ। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ,—"গুণাদ্বালোকবৎ" ইতি। ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি—"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" ইত্যাদিনা ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ—উল্লিখিত জীবাত্মা ও তাহার দেহের প্রকৃত স্বরূপের বিশেষ-রূপে বর্ণনা করিতেছেন—'অবিনাশীতিদ্বাভ্যাম্'। সেই জীবাত্মা-তত্ত্ব অবিনাশি ও নিত্য জানিবে। যাহার দ্বারা এই সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত, ধর্ম্মমূলক জ্ঞানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে। এই অব্যয় (নিত্য) পরমাণুস্বরূপ আত্মার বিনাশ নাই। ইহার বিনাশ কেহ করিতে পারে না ইহাই প্রকৃত অর্থ। প্রাণপূর্ণ দেহেরই (বিনাশ সম্ভব) ; এখানে জীবাত্মার দেহরূপে পরিণাম হয়, ইহা কখনও চিন্তা করিবে না। "এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জানিবে। যাহাতে প্রাণ পাঁচ প্রকারে (প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান-উদান) প্রবিষ্ট।" এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে তাহার পরমাণুত্ব শ্রবণ করা হয়। তাদৃশ আত্মার নিখিলদেহব্যাপিতা ধর্ম্ম-মূলক জ্ঞানের দ্বারাই হইবে। ভগবান সূত্রকার এইরূপই বলিয়াছেন—"গুণ অথবা আলোকের ন্যায়" ইহা। এখানেও স্বয়ং বলিবেন—"যেমন (সমগ্র জগৎকে) প্রকাশ করেন এক (সূর্য্য)। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ॥১৭॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, জীবাত্মা জন্ম-মরণ-বিশিষ্ট দেহে ব্যাপ্ত আছে কিন্তু তাহার কখনও বিনাশ নাই বা কেহ তাহাকে বিনাশ করিতেও পারে না। কারণ জীবাত্মা অব্যয়। তুমি কেন মোহের বশবর্ত্তী হইয়া দেহের সহিত আত্মার সাম্য কল্পনাপূর্ব্বক শোকাচ্ছন্ন হইতেছ ? দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না জানিবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায় যে, এই জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ, শ্রীভগবানের উক্তি-অনুসারে ইহা অতি সূক্ষ্ম এবং শ্রুতি প্রমাণে ইহা অণু পরিমাণ। তাহা হইলেও জীবাত্মা শরীর ব্যাপী। যেমন লাক্ষাবৃত মহামণি বা মহৌষধ শিরে বা বক্ষে ধারণ করিলে সমস্ত শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা সূক্ষ্ম ও অণু পরিমাণ হইলেও তাহার সমস্ত-শরীর-ব্যাপকত্ব শক্তি আছে, ইহাতে অসামঞ্জস্য নাই।

শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—"জীব অণুপরিমিত হইয়াও সকল শরীরে কি প্রকারে উপলব্ধ হয় ? উত্তর—'অবিরোধশ্চন্দনবৎ' ; বেঃ সূঃ ২/৩/২২ অর্থাৎ চন্দনের সদৃশ অবিরোধ বুঝিতে হইবে। হরিচন্দন-বিন্দু যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরের শান্তিদায়করূপে অনুভূত হয়, জীবও তাহার ন্যায়। জীবেরও একদেশাবস্থিতিতে সমস্ত শরীর ব্যাপকত্ব বিরুদ্ধ হয় না। স্মৃতিতেও কহিয়াছেন—'অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ।' অর্থাৎ হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, জীবও তাহার ন্যায়'একস্থলে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বদেহব্যাপক হইয়া পড়েন। যদি প্রশ্ন হয় যে, জীব দেহের কোন্ স্থানে অবস্থান করে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের অবস্থানের স্থান অন্তঃ-করণ—'হৃদি হ্যেষ আত্মেতি' ষট্‌প্রশ্নী শ্রুতিঃ। অর্থাৎ অন্তঃকরণেই জীবের অবস্থিতি কথিত হইয়া থাকে।

'গুণাদ্বালোকবৎ'। বেঃ সূঃ ২।৩।২৪

অর্থাৎ জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে।

"জীব অণু হইলেও চেতয়িতৃত্ব লক্ষণ চিদ্‌গুণদ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভৃতির আলোক যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাপুঞ্জদ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে, জীবও তাহার মত সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। ভগবান্ নিজেই ঐ প্রকার কহিয়াছেন—'আদিত্য যেমন একাকী এই অখিল লোক ব্যক্ত করেন, জীবও তাহার ন্যায় সকল শরীর প্রকাশিত করে।"

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার ১৩/৩৩ শ্লোকের শ্রীবলদেব টীকা আলোচ্য ॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—নিত্যস্য (সর্ব্বদা একরূপ) অনাশিনঃ (বিনাশরহিত) অপ্রমেয়স্য (অপরিমেয়) শরীরিণঃ (জীবের) ইমে দেহাঃ (এই শরীরসকল) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হয়) ভারত ! (হে অর্জ্জুন !) তস্মাৎ (সেই-হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—নিত্য অবিনাশী অপরিমেয় জীবাত্মার এই শরীরসকল অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং হে ভারত ! শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অপ্রমেয়, অবিনাশী, নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাঁহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট ; অতএব দেহবিষয়ে শোক না করিয়া মোক্ষের হেতুরূপ ধর্ম্ম আচরণ করত যুদ্ধ কর ॥১৮॥

শ্রীবলদেব—অন্তবন্তঃ বিনাশিস্বভাবাঃ ; শরীরিণো জীবাত্মনঃ ; অপ্রমেয়-স্যাতিসূক্ষ্মত্বাদ্বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃস্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। তথা চেদৃশস্বভাব-ত্বাজ্জীবতদ্দেহৌ ন শোকস্থানমিতি জীবাত্মনো দেহো ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তস্য ভোগায় মোক্ষায় চ পরেশেন সৃজ্যতে। স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেত্তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—অন্তবন্ত (সকলই) বিনাশশীল। শরীরির জীবাত্মার "অপ্রমেয়ের (অর্থ) অতিশয়সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার স্বরূপ হেতু জানিবার (দেহীর পক্ষে) অক্ষমের" ইহাই অর্থ। অতএব এতাদৃশ স্বভাব-হেতু জীব ও জীবদেহের প্রতি (কখনও) শোক করা উচিত নহে। জীবাত্মার দেহ ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, তাহার ভোগ ও মুক্তি পরমাত্মাই সৃজন করাইতেছেন। তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর ॥১৮॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীবের দেহই বিনাশশীল এবং আত্মা কিন্তু অবিনাশী ও অপ্রমেয়, ইহা বর্ণনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে ভীষ্মাদির দেহ-নাশের চিন্তায় শোকাভিভূত না হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে রত হইবার প্রেরণা দিতেছেন। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জীবের ভোগ ও মোক্ষলাভ হয়, ইহাই জানাইতেছেন ॥১৮॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যঃ (যে পুরুষ) এনং (এই জীবাত্মাকে) হন্তারং (বধকর্ত্তা) বেত্তি (জানেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হতং মন্যতে (হত বলিয়া মনে করেন) তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীতঃ (জানে না) (যস্মাৎ—যেহেতু) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না) ন হন্যতে (হত হন না) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে হননকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যিনি জীবাত্মাকে হত বলিয়া মনে করেন তাহারা উভয়েই কিছুই জানেন না।

যেহেতু জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মা-কর্ত্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না ; জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হন না। বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি আত্মা, তুমি হননকর্ত্তা নও এবং হতও হইতে পার না ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমবিনাশিত্বং দ্রঢ়য়তি,—এনমুক্তস্বভাবমাত্মানং জীবং যো হন্তারং খড়্গাদিনা হিংসকং বেত্তি, যশ্চৈনং তেন হতং হিংসিতং মন্যতে, তাবুভৌ তৎস্বরূপং ন বিজানীতঃ। অতিসূক্ষ্মস্য চৈতন্যস্য তস্য ছেদাদ্যসংভবান্নায়মাত্মা হন্তি ন হন্যতে,—হন্তেঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ। হন্তের্দেহবিয়োগার্থত্বান্ন তেনাত্মনাং নাশো মন্তব্যঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" ইত্যাদিনা। এতেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদিবাক্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্। ন চাত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং,—দেহবিয়োজনে তত্তস্য সত্ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত আত্মার অবিনাশিত্বকে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করা হইতেছে 'য এনমিতি'। এই পূর্ব্বোক্ত অবিনাশি আত্মা জীবকে যিনি হন্তা (ঘাতক) খড়্গাদি-দ্বারা হিংসাত্মককার্য্য করেন বলিয়া জানেন। যিনি এই অবিনাশি আত্মাকে (অপরের দ্বারা) হত হয় মনে করেন, তাহারা দুইজনেই আত্মার স্বরূপ জানেন না। অতিশয় সূক্ষ্ম ও চৈতন্যশীল আত্মার ছেদাদি কখনও সম্ভব হয় না বলিয়া এই আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহার দ্বারাও নিহত হন না,—হন্তার (ঘাতকের) কর্ত্তা এবং কর্ম্ম আত্মা হয় না ; ইহাই প্রকৃত অর্থ। হন্তার অর্থাৎ ঘাতকের দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহার দ্বারা আত্মার বিনাশ মনে করা উচিত নহে। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"হন্তা যদি হনন করে মনে করে ও হত যদি নিহত হয় মনে করে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা। ইহার দ্বারা "(কোন প্রাণীকে) সর্ব্বভূতকে হিংসা করিবে না" ইত্যাদি বাক্য দেহ বিয়োগমূলক রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব চিরপ্রসিদ্ধ ইহাও বলা উচিৎ নহে—দেহকে ভোগাদিতে লিপ্ত করিতে হইলে সেই আত্মার অস্তিত্ব আবশ্যক ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করিবার মানসে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—তুমি যদি মনে কর যে, ভীষ্মাদি তোমার দ্বারা হত হইলে, তোমার পাপ বা দুর্যশ হইবে তাহাও ভ্রমাত্মক। দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। কারণ আত্মা কাহারও দ্বারা হত হন না বা কাহাকেও হত্যা করেন না। চেতন আত্মা হননের কর্ত্তাও নহেন, কর্ম্মও নহেন। এবিষয়ে কঠ উপনিষদেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়,—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" (১।২।১৯)—অর্থাৎ আমি অন্য কর্ত্তৃক হত হইলাম ও অপরকে হনন করিলাম, এইরূপ বিচার ভ্রান্তিমূলক। যিনি আমি হন্তা বা আমি হত বলিয়া মনে করেন, তাহারা কেহই জানেন না; আত্মা কখনও হত হন না এবং কাহাকেও হনন করেন না।

তবে যে শ্রুতি বলেন,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এসকল বাক্য দেহ বিয়োগ সম্বন্ধীয় জানিতে হইবে। দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অবস্থিতি থাকাকালীন যে ক্রিয়াদি লক্ষিত হয়, তাহা শুদ্ধ চেতন জীবাত্মার নহে॥ ১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

অন্বয়—অয়ং (এই জীবাত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে বা ম্রিয়তে (জন্মেন না বা মরেন না) ভূত্বা বা (কিংবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ ন ভবিতা (পুনরুৎপন্ন হন না) অজঃ (জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়শূন্য) পুরাণঃ (রূপান্তর রহিত) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (আত্মার বিনাশ হয় না)॥ ২০॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, অপক্ষয়শূন্য, রূপান্তর রহিত অর্থাৎ পুরাতন হইলেও নিত্য নবীন, দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। কারণ এই শরীরের সহিত তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধাভাব॥ ২০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ষড়্‌বিকাররহিত জীবাত্মা—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান ; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন, অথচ নিত্য নবীন ; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—অথ "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি" ইতি যাস্কাদ্যুক্তষড়্‌ভাববিকার-রাহিত্যেন প্রাগুক্তনিত্যত্বং দ্রঢ়য়তি,—ন জায়তে ইতি। চার্থে বা-শব্দৌ। অয়মাত্মা জীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে, ন ম্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশয়োঃ প্রতিষেধঃ ; ন চায়মাত্মা ভূত্বোৎপদ্য ভবিতা ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরস্যাস্তিত্বস্য প্রতিষেধঃ ; ন ভূয় ইতি—অয়মাত্মা ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। কুতো ভূয়ো ন ভবতীত্যত্র হেতুঃ,—অজো নিত্য ইতি। উৎপত্তিবিনাশযোগী খলু বৃক্ষাদি-রুৎপদ্য বৃদ্ধিং গচ্ছন্নষ্টঃ,—আত্মনস্তু তদুভয়াভাবাৎ ন বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতিষেধঃ,—শশ্বৎ সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ং ভজ-তীত্যর্থঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য প্রতিষেধঃ,—পুরাণং পুরাপি নবো, ন তু কিঞ্চিন্নূতনং রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং ষড়্‌বিকারশূন্যত্বাদাত্মা নিত্যঃ। যস্মাদীদৃশস্তস্মাচ্ছরীরে হন্যমানেঽপি স ন হন্যতে। তথা চার্জ্জুনোঽয়ং গুরুহন্তেত্যবিজ্ঞোক্ত্যা দুষ্কীর্ত্তেরবিভ্যতা ত্বয়া শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর "জন্মগ্রহণ করে, আছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষরূপে পরিণামশীল, (পরিণত হয়) অপক্ষয়, নাশ হয়" যাস্ক্য প্রভৃতি মুনি প্রোক্ত ছয় প্রকার বিকার-শূন্যতার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিত্যত্বের বিষয় দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করিতেছেন—'ন জায়তে' ইতি। এবং অর্থে বা-শব্দ। এই আত্মা জীব কখনও কোনকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, মরেন না ইহার দ্বারা জন্ম ও মৃত্যুকে প্রতিষেধ করা হইতেছে ; এই আত্মা উৎপন্ন হইয়া পুনঃ উৎপন্ন হইবে (বা পরে) হইবে না, ইহার দ্বারা জন্মান্তরের অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করা হইতেছে। পুনঃ হয় না ইহা—এই আত্মা পুনঃ অধিক যেইরূপ হয় সেইরূপ হয় না, ইহার দ্বারা বৃদ্ধিকে প্রতিষেধ করা হইতেছে। কেন পুনঃ হইয়া হয় না, এখানে কারণ দেখাইতেছেন—'অজো নিত্য' ইতি। নিশ্চিতরূপে বলা যায়—উৎপত্তি ও বিনাশশীল-বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে

অবশেষে নষ্ট হয়—আত্মার বৃক্ষের মত উভয় ধর্ম্মের অভাব আছে বলিয়া বৃদ্ধি হয় না। শাশ্বত (নিত্য) শব্দের দ্বারা অপক্ষয়ের প্রতিষেধ (বারণ করা হইতেছে)—শশ্বৎ (নিত্য) সর্ব্বদা হয় (আছে) অতএব অপক্ষয় (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয়) হয় না। অপক্ষয়ের ভাজন হয় না—ইহাই অর্থ। পুরাণ এই শব্দের দ্বারা বিশেষরূপে পরিণত হয়, ইহার প্রতিষেধ করা হইতেছে—পুরাণ (শব্দের অর্থ) পুরাতন হইয়াও নূতন, কিছু নূতন রূপান্তর কিন্তু এখন নহে, ইহাই অর্থ। অতএব ছয় বিকারশূন্যতা হেতু আত্মা নিত্য। যেইহেতু আত্মা এই রকম, সেইহেতু শরীরনাশ হইলেও আত্মা কখনও নাশ হয় না। অতএব এই অর্জ্জুন গুরুজনের হন্তারক, এই অজ্ঞানীর উক্তির দ্বারা দুর্নামের ভয়ে ভীত না হইয়া তোমার দ্বারা শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মযুদ্ধ করা উচিত ॥২০॥

অনুভূষণ—অনন্তর শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, জীবাত্মা ছয় প্রকার বিকার রহিত, অর্থাৎ নিত্য। তাঁহার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই। আত্মা নিত্য ও অপরিণামী। দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আত্মা, সর্ব্বদেহে থাকিয়াও অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (১।২।১৮)

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ"। (৪।৪।২৫)

অতএব অজ্ঞানীর উক্তিবশতঃ অর্জ্জুনের গুরুজনবধরূপ দুর্যশের ভয়ে ভীত না হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) এনং (আত্মাকে) নিত্যং (নিত্য) অজম্ (অজ) অব্যয়ম্ (অপক্ষয়রহিত) অবিনাশিনম্ (বিনাশ-

রহিত) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কম্ (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) (বা) কম্ (কাহাকে) হন্তি (হনন করেন ?) ॥২১॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যিনি জীবকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কি প্রকারে কাহাকেও হত্যা করান বা হত্যা করেন ? ॥২১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি জীবকে অবিনাশী, অজ ও অব্যয় বলিয়া 'নিত্য' জানেন, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও কোনরূপ হত্যা করেন বা হত্যা করান ? ॥২১॥

শ্রীবলদেব—এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ত্ততে, যশ্চ প্রবর্ত্তয়তি, তস্য তস্য চ কোঽপি ন দোষগন্ধ ইত্যাহ—বেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্মানম-বিনাশিনমজমব্যয়মপক্ষয়শূন্যঞ্চ যো বেদ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং জানাতি, স পুরুষো যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি কং হন্তি কথং বা হন্তি, তত্র প্রবর্ত্তয়ন্নপি কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ? কিমাক্ষেপে,—ন কমপি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। নিত্যমিতি বেদনক্রিয়াবিশেষণম্ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ (শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-বুদ্ধিপূর্ব্বক ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত হন এবং যিনি অপরকে নিযুক্ত করেন, সেই নিযুক্ত ও নিয়োগকারীর কোন দোষের লেশও নাই, ইহাই বলিতেছেন—'বেদেতি'। এই প্রকৃত আত্মাকে অবিনাশি, জন্মরহিত, **বিনাশশূন্য ও অপক্ষয়শূন্য** যিনি জানেন, শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা জানেন, সেই পুরুষ (ব্যক্তি) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা করে এবং কিরূপে বা হত্যা করে ? যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা করিতেছে বা কিরূপে হত্যা করিতেছে ? কিম্ (কং) শব্দের অর্থ আক্ষেপ অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে—কাহাকেও না এবং কোন প্রকারেই না, ইহাই প্রকৃত অর্থ। নিত্য ইহা বেদনক্রিয়ার বিশেষণ ॥২১॥

অনুভূষণ- -শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন আমি তোমাকে যে জীবাত্মা-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলাম, যদি তুমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে এই যুদ্ধে শত্রুবধাদি কর, তাহা হইলে তাহাদের দেহ নাশ হইবে মাত্র, আত্মার নাশ হইবে না এবং তোমার ও প্রেরণা-দাতা আমার কোন দোষগন্ধও থাকিতে পারে না। কারণ আত্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য

বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম-পালনে কোন বিকার বা দোষ স্পর্শ করে না। এমন কি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক কাহাকেও স্বধর্ম্ম-পালনে প্রেরণা দিলে তাহারও কোন দোষ হয় না।

এস্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আমরা কাহারও দেহ বিনাশ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে, কিংবা কাহাকেও বধ করিয়া তাহার ধন হরণ করিলে, আমাদের পাপ হইবে না।

তজ্জন্য এখানে তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মবিবেকের কথা উল্লিখিত হইল। তত্ত্বজ্ঞানী স্বধর্ম্মবান্ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের কর্ত্তা বা ফলভোক্তা হন না বলিয়া অতাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মকারী কিন্তু ফলভাগী অবশ্য হইবেই। এস্থলে আরও বিশেষ এই যে, স্বয়ং ভগবান্ যেখানে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম নির্দ্দেশ করতঃ প্রেরণা দিতেছেন, সেস্থলে অধিকার-অভাব বা বিচার-ভ্রমেরও কোন সম্ভাবনা নাই ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

অন্বয়—নরঃ (নর) যথা (যে প্রকার) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসমূহ) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অপর) নবানি (নব বস্ত্র সকল) গৃহ্লাতি (পরিধান করে) তথা (সেই প্রকার) দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ শরীর সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নব শরীর-সমূহ) সংযাতি (ধারণ করে) ॥২২॥

অনুবাদ—মানুষ যে প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥২২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥২২॥

শ্রীবলদেব—নম্ব মা ভূদাত্মনাং বিনাশো ভীষ্মাদিসংজ্ঞানাং তচ্ছরীরানাং তৎসুখসাধনানাং যুদ্ধেন বিনাশে তৎসুখবিচ্ছেদহেতুকো দোষঃ স্যাদেব, **অন্যথা**

প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রানি নির্ব্বিষয়াণি স্যুরিতি চেত্তত্রাহ,—বাসাংসীতি। স্থূলজীর্ণ-বাসস্ত্যাগেন নবীনবাসোধারণমিব বৃদ্ধনৃদেহত্যাগেন যুবদেবদেহধারণং তেষামাত্মনামতিসুখকরমেব। তদুভয়ঞ্চ যুদ্ধেনৈব ক্ষিপ্রং ভবেদিত্যুপকারকাত্তস্মান্মা বিরংসীরিতি ভাবঃ। সংযাতীতি সম্যক্‌গর্ভবাসাদিযাতনাং বিনৈব শীঘ্রমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তবাক্যানি তু যজ্ঞযুদ্ধবধাদন্যস্মিন বধে নেয়ানি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—আত্মার বিনাশ না হউক, ভীষ্মাদি নামে বিখ্যাত দেহ-ধারিগণের সুখসাধনোপযোগী দেহগুলি যুদ্ধে নষ্ট হইলে দেহের সুখবিচ্ছেদমূলক দোষ হইবেই। দেহের বিনাশে যদি কোন দোষ বা পাপ না হয়, তাহা হইলে (অপরের) দেহ বিনাশে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থামূলক যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহা নিরর্থক হইবে, এইরকম যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'বাসাংসীতি'। স্থূল ও জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণের মত বৃদ্ধ মানুষের দেহত্যাগের পর যুবাদেহ ও দেবদেহ ধারণ করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় সুখকরই হইবে। এই উভয় বিষয় যুদ্ধের দ্বারাই শীঘ্র হইবেই এই উপকারহেতু তাহা হইতে বিরত হইও না; ইহাই ভাবার্থ। 'সংযাতি' শব্দের অর্থ—সর্ব্বপ্রকার গর্ভবাসাদি-কষ্ট ভিন্নও অতি শীঘ্রই লাভ করিবে, ইহাই অর্থ। (অপরের দেহ-বধের জন্য) প্রায়শ্চিত্তমূলক বাক্যগুলি যজ্ঞ (পূজা) ও যুদ্ধে বধ ভিন্ন অন্যভাবে বধ করিলে সেখানে প্রযুক্ত হইবে ॥২২॥

অনুভূষণ—জীবাত্মা অবিনাশী, জড়দেহ বিনাশশীল সুতরাং মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। এইরূপ প্রতিপাদিত হইলে, অর্জ্জুন পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে, জীবাত্মার বিনাশ না হইলেও, সুখ-সাধক দেহের বিনাশ হইলেই, তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক হওয়ায়, দোষ স্পর্শ করিবেই, নতুবা দেহবধরূপ পাপের জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিরর্থক হয়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বস্ত্রের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কেহ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে, তাহার কোন কষ্টের কারণ হয় না, পরন্তু সুখকরই হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ গর্ভবাসজনিত কষ্ট ব্যতিরেকে স্ব স্ব বৃদ্ধ মানব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন দেব দেহ লাভ করতঃ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবেন ; তাহাতে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্ত্তে, সুখপ্রদান হইবে বলিয়া উপকারই করা হইবে। আর তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের নিরর্থকতার কথা ভাবিতেছ, তাহাও নহে, কারণ যজ্ঞে এবং যুদ্ধে বধ

ব্যতীত অন্যত্র অন্য কারণে হত্যা করিলে, পাপ হয়, এবং তাদৃশ স্থলেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পাপক্ষয়মাত্র সাধনকর্ম্মের নামই প্রায়শ্চিত্ত। হারীত বলেন,—পাপকর্ত্তার শুদ্ধির নিমিত্ত সঞ্চিত পাপসমূহ নাশ করে বলিয়াই প্রায়শ্চিত্ত। মহর্ষি অঙ্গিরাও বলেন যে পাপক্ষয়ের অমোঘ সাধনের নামই প্রায়শ্চিত্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও পাপের কারণ-বিষয় বলেন যে, বিহিত ব্যবস্থার অননুষ্ঠান, নিন্দিত বিষয়ের আচরণ এবং ইন্দ্রিয় দমন না করিলেই পাপ হয়, ও তার ফলে নরকপাত ঘটে। যমরাজও বলেন,—সুরাপানকারী, ব্রাহ্মণ ও গো-হত্যাকারী, স্বর্ণচোর, পতিতের সংসর্গী, কৃতঘ্ন এবং গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিসকল নরকগামী হয়। এই সকল পাপনাশের জন্য মহর্ষি অঙ্গিরা বলেন,—সূর্য্য উদয় হইলে, যেমন অন্ধকার বিনাশ হয়, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নক্রমে নানাবিধ যাতনাময় নরক হইতে ত্রাণের উপায় বলিতে গিয়া, প্রথমে কর্ম্মমার্গীয় চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলেন, তখন পরীক্ষিৎ উহাকে হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক বিচার করিলে, পুনরায় অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের কথা বলিলেন, তখনও মহারাজ পরীক্ষিৎ উহাকে অগ্নিদ্বারা বাঁশের ঝাড়ের বিনাশের ন্যায় বলিলেন, তখন শ্রীল শুকদেব প্রভু তাঁহার অন্তরের কথা বলিলেন যে, কেবলাভক্তির দ্বারা বাসুদেব-পরায়ণ হইতে পারিলে, সূর্য্য যেমন হিমরাশি সমূলে নাশ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বপাপ, ও পাপ-প্রবৃত্তি ও তন্মূল অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়। 'কেচিৎ' শব্দে এইরূপ ভক্তিপ্রধানের বিরলত্ব। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক শরণাগত ব্যক্তির কোন পাপ হয় না ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই জীবাত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইহাকে) ন দহতি (দহন করিতে পারে না) আপঃ (জল) এনং (ইহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মাকে অস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। জল ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু-দ্বারাও শুষ্ক হন না ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ শস্ত্রপাতৈঃ শরীরবিনাশে তদন্তঃস্থস্যাত্মনো বিনাশঃ স্যাৎ গৃহদাহে তন্মধ্যস্থস্যেব জন্তোরিতি চেত্তত্রাহ,—নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রম্; আপঃ পর্জ্জন্যাস্ত্রম্; মারুতো বায়ব্যাস্ত্রম্; তথা চ ত্বৎপ্রযুক্তৈঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্নাত্মনঃ কাচিদ্ব্যথেতি ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—অস্ত্রাঘাতের দ্বারা শরীর নষ্ট হইলে শরীরের অভ্যন্তরে-স্থিত আত্মারও বিনাশ হইবে—গৃহদাহ হইলে যেমন গৃহের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বিনাশ হয়—ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলিতেছেন—'নৈনমিতি', শস্ত্রসকল—খড়্গপ্রভৃতি, পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র; আপ—পর্জ্জন্যাস্ত্র (মেঘসম্পর্কীয় অস্ত্র); মারুত—বায়ুসম্পর্কীয় অস্ত্র। তাহাই বলা হইতেছে (পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রগুলি) তোমার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইলেও তাতে কাহারও আত্মার কোনরূপ ব্যথা (কষ্ট) হইবে না ॥২৩॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে, অস্ত্রাদি-দ্বারা যুদ্ধে দেহ নাশ যখন হইবে, তখন দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা কেন নাশ হইবে না? কারণ গৃহ অগ্নিদগ্ধ হইলে, তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তিও যেমন দগ্ধ হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, কোন প্রকার খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি, আগ্নেয়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রও জীবাত্মাকে বিনাশ করিতে তো পারিবেই না, কোনরূপ ব্যথা বা কষ্টও বিন্দুমাত্র দিতে পারিবে না ॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৪-২৫ ॥

অন্বয়—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদনের অযোগ্য) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অদাহ্যঃ (অদহনীয়) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অক্লেদ্যঃ (অসিক্ত)

অশোষ্যঃ এব চ (এবং অশোষণীয়) অয়ম্ (জীবাত্মা) নিত্যঃ (নিত্য) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্র গমন করিয়াও) স্থাণুঃ (স্থির ভাবাপন্ন) অচলঃ (পরিবর্ত্তন রহিত) সনাতনঃ (অনাদি) অয়ম্ (জীবাত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অচিন্ত্যঃ (মনেরও অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অবিকার্য্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (কথিত হয়) তস্মাৎ (তজ্জন্য) এনং (ইহাকে) এবং বিদিত্বা (এইরূপ অবগত হইয়া) অনুশোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য হয় না) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকার-রহিত বলিয়া কথিত হন। সুতরাং ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া শোক করা উচিত নহে ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বযোনিভ্রমী, স্থাণু ও অচল ; ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—ছেদাদ্যভাবাদেব তত্তন্নামভিরয়মাখ্যায়ত ইত্যাহ,—অচ্ছেদ্যো-হয়মিতি। এব-কারঃ সর্ব্বৈঃ সংবধ্যতে। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মহেতুকেষু দেবমানবা-দিষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সর্ব্বেষু শরীরেষু পর্য্যায়েণ গতঃ প্রাপ্তোহপীত্যর্থঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বরূপঃ ; অচলঃ স্থিরগুণকঃ,—"অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মো যস্যেতি ব্যাখ্যেয়ম্—তস্যার্থস্যা-বিনাশীত্যনেনৈব লাভাৎ ; তস্মাদনুচ্ছিত্তিতয়া নিত্যা ধর্ম্মা যস্য স তথেত্যেবার্থঃ। সনাতনঃ শাশ্বতঃ ; পৌনরুক্তদোষস্ত্বগ্রে পরিহরিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—অব্যক্তঃ প্রত্যঙ্, চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যঃ ; অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরঃ শ্রুতি-মাত্রগম্যঃ ; জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেত্যাদিকং শ্রুত্যৈব প্রতীয়তে ; অবিকার্য্যঃ ষড়্-ভাববিকারানর্হঃ। অত্র—"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদিভিরাত্মতত্ত্বমুপদিশন্ হরিঃ শব্দতোহর্থতশ্চ যৎ পুনঃপুনরবোচত্তস্য দুর্ব্বোধস্য সৌবোধ্যার্থমেবেত্য-

দোষঃ, নির্দ্ধারণার্থং বা ; অয়ং ধর্ম্মং বেত্তীত্যুক্তৌ তদ্বেদনং নিশ্চিতং যথা স্যাত্তদ্বৎ। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ—ছেদাদি নাই বলিয়াই আত্মাকে সেই সেই নামের দ্বারা বিশেষভাবে অভিহিত করা হইতেছে—ইহাই বলিতেছেন—'অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি'। (শ্লোকের) "এব" শব্দটী (অর্থাৎ ই শব্দটী) আত্মার সকল বিশেষণের সহিত সংশ্লিষ্ট। সর্ব্বগত (শব্দের অর্থ) স্বীয়কর্ম্মবশতঃ দেবতা, মানুষাদি ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত শরীরে পর্য্যায়ক্রমে গমন অর্থাৎ গত বা প্রাপ্ত হইলেও এই অর্থ। স্থাণু (শব্দের অর্থ) স্থিরস্বরূপ ; অচল—স্থিরগুণসম্পন্ন বা অবিনাশী—"ওহে এই আত্মা অবিনাশী ও অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মবিশিষ্ট" ইহাই শ্রুতির অর্থ। অনুচ্ছিত্তিই ধর্ম্ম যাহার এই রকম অর্থ করা ঠিক নহে—সেই অর্থের অবিনাশী এই কথার দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায়। সেই হেতু আত্মার অনুচ্ছিত্তি-বশতঃ নিত্য ধর্ম্ম যাহার সে সেইরকম ইহাই অর্থ। সনাতন শাশ্বত (নিত্য, সদা সকল সময়ে তন অর্থাৎ ভব আছে যাহা, তাহা) ; পুনরুক্তিদোষ কিন্তু পরে পরিহার করা হইবে ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ—অব্যক্ত—প্রাকৃত চক্ষুরাদির অগোচর ; অচিন্ত্য—তর্কবিতর্কের অগোচর ; কেবল শ্রুতিরই গোচর। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা এই সকল অর্থ শ্রুতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। অবিকার্য্য—ছয় প্রকার বিকারের অযোগ্য। এখানে "অবিনাশী কিন্তু ইহাকে জানিও" ইত্যাদি (শ্লোকের দ্বারা) আত্মার তত্ত্ব উপদেশ করিতে করিতে হরি শব্দ ও অর্থ হইতে যাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সেই দুর্ব্বোধ্যের সুবোধ্যত্বের জন্যই বলা হইয়াছে, অতএব পুনরুল্লেখে কোন দোষ নাই। অথবা তাহা (আত্মার) তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্যই। ইনি ধর্ম্মকে জানেন এই কথা বলিলে যেমন তাহার বেদন অর্থাৎ জ্ঞান নিশ্চিত যেরূপ হইবে, সেইরূপ। এই প্রকারই পরে বলা হইবে—আশ্চর্য্যের ন্যায় (কেহ) দেখেন কেহ বা ইত্যাদি দ্বারা ॥২৫॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত জীবাত্মার গুণসমূহ বর্ত্তমান শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই 'অচ্ছেদ্যাদি' শব্দে বিশেষভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছেন। জীবাত্মা স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ বিভিন্ন দেহে গমন করিলেও অর্থাৎ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হইলেও, সনাতন। জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, 'অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা' অর্থাৎ 'এই আত্মা উচ্ছেদ ধর্ম্মাত্মক নহেন' সুতরাং জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন ॥২৪॥

অনুভূষণ—জীবাত্মা নিত্য, অচ্ছেদ্য, অচিন্ত্য ও অবিকারী প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্ট সুতরাং অর্জ্জুনের পক্ষে শ্রীভগবানের শ্রীমুখে এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ সত্ত্বেও সেই নিত্য আত্মার বিয়োগ-আশঙ্কায় আর শোক করা উচিত নহে ; ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকে উপসংহার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—মহাবাহো ! (হে বীরবর !) অথ চ (আরও) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (দেহের সহিত সতত উৎপন্ন) বা নিত্যং মৃতং (বা নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) ত্বং (তুমি) এনং (ইহার নিমিত্ত) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! আরও যদি তুমি জীবাত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্য মৃত বলিয়াই মনে কর তাহা হইলেও তুমি এই আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো ! লোকায়তিক ও বৈভাষিকদিগের ন্যায় জীবকে যদি নিত্য-জাত ও নিত্য-মৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেও ত' তোমার আর শোক করিবার কারণ নাই ; শোক করিলে হীনমতবাদী অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—এবং স্বোক্তস্য জীবাত্মনোঽশোচ্যত্বমুক্ত্বা পরোক্তস্যাপি তস্য তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায়। তদভিজ্ঞঃ খলু শিষ্যস্তদবকরৈস্তন্নিরস্য বিজয়ী সন্ স্বমতে স্থৈর্য্যামাসীৎ। তথা হি মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টে ভূম্যাদিভূতচতুষ্টয়ে তাম্বূলরাগবৎ মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপদ্যতে ; তাদৃশস্তচ্চতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা ; স চ স্থিরোঽপি প্রতিক্ষণপরিণামাদুৎপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিতি 'লোকায়তিকা' মন্যন্তে। দেহাদ্ভিন্নো বিজ্ঞানস্বরূপোঽপ্যাত্মা প্রতিক্ষণ-বিনাশীতি 'বৈভাষিকাদয়ো' বৌদ্ধা বদন্তি। তদেতদুভয়মতেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং প্রতিষেধতি। অথেতি পক্ষান্তরে, চোঽপ্যর্থে। ত্বং চেন্মদুক্ত-জীবাত্মযাথাত্ম্যাবগাহনাসমর্থো লোকায়তিকাদিপক্ষমালম্বসে, তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহলক্ষণমাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে। ক্ষণিকবিজ্ঞান-

পক্ষে চ নিত্যং প্রতিক্ষণং ত্বং তথা তথা মন্যসে। বাশব্দশ্চার্থে। তথাপি ত্বমেনং—"অহো বত মহৎপাপম্" ইত্যাদিবচনৈঃ শোচিতুং নার্হসি। পরিণামস্বভাবস্য তস্য তস্য চাত্মনো জন্মবিনাশয়োরনিবার্য্যত্বাজ্জন্মান্তরাভাবেন পাপভয়াসম্ভবাচ্চ। হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য বৈদিকস্য চ তে নেদৃশং কুমতং ধার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজ উক্তির দ্বারা জীবাত্মার অশোচ্যত্ব বলিয়া, অপরের উক্তিরও আত্মসম্পর্কে যে তাহাই, পরমতের জ্ঞানের জন্য, ইহাই বলা হইতেছে। নিশ্চয়ই আত্মাসম্পর্কে অভিজ্ঞ (জ্ঞানী) শিষ্য (পূর্ব্বোক্ত) আত্মস্বরূপও যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্যমত নিরস্ত করিয়া (বিচারক্ষেত্রে) বিজয়ী হইবার অভিপ্রায়বশতঃ নিজের মতে স্থিতিশীল হইয়াছিল। তথাহি মনুষ্যত্বাদি বিশিষ্টে ভূম্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারা অর্থাৎ ভূমি, জল, তেজ, মরুৎ দ্বারা তাম্বূল রাগের ন্যায় এবং মদ শক্তির ন্যায় চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, সেইরকম সেই চতুষ্টয় যুক্ত দেহই আত্মা। সেই আত্মা স্থির হইলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম হয় বলিয়া উৎপত্তি ও বিনাশশালী, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই সিদ্ধান্ত 'লোকায়তিকা' নাস্তিকেরা মনে করে। দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপও এই আত্মা প্রতিক্ষণে বিনাশশীল এই কথা বৈভাসিক যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। এই পূর্ব্বোক্ত লোকায়তিক ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেও যে আত্মার শোচ্যত্ব নাই, তাহাই বলিতেছেন। 'অথেতি' পক্ষান্তরে এবং 'চ' শব্দের অর্থও এই অর্থে, তুমি যদি আমা কর্ত্তৃক প্রোক্ত জীবাত্মার যথাযথ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম হইয়া লোকায়তিক ও বৌদ্ধমতের পক্ষ অবলম্বন কর, সেস্থলে তাহাদের মতে দেহাত্মবাদ পক্ষে এই দেহ লক্ষণ আত্মাকে নিত্য জাত ও নিত্য মৃত মনে কর, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ পক্ষে নিত্যই ক্ষণে ক্ষণে (পরিবর্ত্তনশীল) এই আত্মাকে তুমিও তাহা মনে করিতে পার, বা শব্দের অর্থ এবং অর্থে, তথাপি তুমিও এই আত্মার প্রতি "অহো বত মহৎ পাপং" ইত্যাদি বচনের দ্বারা শোক প্রকাশ করিতেছ, ইহা কিন্তু তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল সেই সেই আত্মার জন্ম ও বিনাশের অনিবার্য্যতাবশতঃ জন্মান্তরের অভাবে পাপ ও শোক-দুঃখাদি কখনও সম্ভব হয় না। হে মহাবাহো! ইহা অতিশয় উপহাসমূলক সম্বোধন ; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও বেদাদি-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিশালী তোমার পক্ষে এই জাতীয় কুমত পোষণ করা কখনও উচিত নহে ॥২৬॥

অনুভূষণ—জীবাত্মার সম্বন্ধে অশোচ্যাদি বিষয় নিজ বাক্যে পূর্ব্বে প্রতিপাদন পূর্ব্বক বর্ত্তমানে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মত উল্লেখ করতঃ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—লোকায়তিক নাস্তিকগণ বলেন, ভূতচতুষ্টয়ের সমাবেশে দেহে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চারে চৈতন্য উৎপত্তি লাভ করে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন যেমন তাম্বূল, খদির ও চূর্ণ সংযুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব রক্তিমা উৎপাদন করে, যেমন সুরা বা মদ মানুষের উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে মত্ত করে, সেইরূপ ভূতচতুষ্টয় সম্মিলিত হইয়া, এই দেহ চৈতন্যময় করিয়া তোলে, সেই দেহই আত্মা। সুতরাং এই আত্মা ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বৈভাষিক অর্থাৎ বৌদ্ধমতেও আত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ এবং দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও, প্রতিক্ষণে বিনাশশীল। অতএব এই উভয় মত স্বীকার করিলেও আত্মা কখনও শোকের বিষয়ভূত হইতে পারেন না। এস্থলে 'মহাবাহো' শব্দের সম্বোধনে উপহাস পূর্ব্বক ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য এইরূপ কুমত পোষণ করা কখনও উচিত নহে। এই কথা দ্বারা শ্রীভগবান্ শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে ঐ উভয় মত, কুমত বলিয়া পরিত্যাগেরও উপদেশ দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়, শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

> "মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
> লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ।
> স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ॥" ১।১৩।৪১

এই প্রসঙ্গেই পুনরায় নারদ বলিলেন,—

> "যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন বোভয়ম্।
> সর্ব্বথা ন হি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ॥" ১।১৩।৪৪

অর্থাৎ "যদি মনুষ্যকে জীবরূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য অথবা অনির্ব্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপেই মনে কর, যে কোন অবস্থা লইয়া বিচার করিলে, তাহারা তোমার শোকের পাত্র নহেন, মোহ জনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নাই।" ॥২৬॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) জাতস্য (প্রাপ্তজন্ম ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃতস্য চ (বিগতপ্রাণ ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) অপরিহার্য্যে অর্থে (অপরিহার্য্য বিষয়ে) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥২৭॥

অনুবাদ—যে-হেতু জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলেও জন্ম নিশ্চিত, সেই হেতু এইরূপ অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করা উচিত নহে ॥২৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এখন তার্কিকদিগের মতও বিচার কর। যদি জন্ম হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে ; শোক দ্বারা চালিত হইলে তার্কিক অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ শরীরাতিরিক্তো নিত্য আত্মা ; তস্যাপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়-যোগো জন্ম, পূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়বিয়োগস্তু মরণং, তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুকত্বাত্তদা-শ্রয়স্য নিত্যস্যাত্মনো মুখ্যং ; তদতিরিক্তস্য শরীরস্য তু গৌণম্ ; তস্যানিত্যস্য কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরিতি তার্কিকা মন্যন্তে। তৎপক্ষেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং পরিহরতি,—জাতস্যেতি। হির্হেতৌ ; জাতস্য স্বকর্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিযোগস্য নিত্যস্যাপ্যাত্মনস্তদারম্ভক-কর্ম্মক্ষয়হেতুকো মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ ; মৃতস্য তচ্ছরীরকৃতকর্ম্মহেতুকং জন্ম চ ধ্রুবং স্যাৎ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যো পরিহর্ত্তুমশক্যে জন্মমরণাত্মকেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি। ত্বয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেঽপ্যেতে স্বারম্ভকে কর্ম্মণি ক্ষীণে সতি মরিষ্যন্ত্যেব ; তব তু স্বধর্ম্মাদ্বিচ্যুতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর শরীরাতিরিক্ত আত্মা নিত্য। তাহার অপূর্ব্ব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে জন্ম ও পূর্ব্ব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিয়োগই মৃত্যু। এই দুইটিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবশতঃ হয় বলিয়া তাহার আশ্রয় স্বরূপ নিত্য আত্মার পক্ষে মুখ্য কিন্তু তদতিরিক্ত দেহের পক্ষে গৌণ। সেই অনিত্য আত্মার কৃতকার্য্যের হানি ও অকৃতকার্য্যের অভ্যাগম প্রসঙ্গের দ্বারা তদাশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি হয়, ইহা তার্কিকেরা অর্থাৎ নৈয়ায়িকেরা মনে করে। সেরূপ-স্থলেও আত্মার শোচ্যত্ব যে নাই তাহাই বলিতেছেন—'জাতস্যেতি'—হি শব্দ হেতু অর্থে। স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ জন্মশীল আত্মার শরীরাদিযোগও নিত্য

আত্মার তদারম্ভক কর্ম্মক্ষয় হেতু মরণও নিশ্চিত এবং এইভাবে মৃত আত্মার তৎ-শরীরকৃত কর্ম্মবশতঃ জন্মও নিশ্চিত; অতএব এইরূপ অপরিহার্য্য ও পরিহার করিবার অক্ষমপক্ষেও জন্মমরণাত্মক অর্থে তোমার মত বিদ্বান ব্যক্তির শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। তুমি যদি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও তথাপি স্বকীয় কর্ম্মের ক্ষয় হইলে বা ক্ষীণ হইলে ইহারা মরিবেই। শুধু কিন্তু তোমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হইবে মাত্র ইহাই ভাব ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, যদি তার্কিক নৈয়ায়িকগণের মতও গ্রহণ কর, তাহা হইলেও কাহারও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। কারণ জন্মিলেই মরণ অবশ্যম্ভাবী।

আত্মার সহিত অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগকে জন্ম বলা যায়। আর প্রাপ্ত-দেহ ত্যাগের নামই মৃত্যু। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিমিত্তই জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়।

এস্থলে তার্কিক নৈয়ায়িকগণ কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক আত্মার আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করেন। যদি কেহ সে মত গ্রহণও করে, তাহার পক্ষেও আত্মার নিমিত্ত শোক করিবার কারণ থাকে না।

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন যে, যদি তুমি শোক ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তার্কিকগণের বিচার অপেক্ষা ন্যূন হইয়া, যুদ্ধে বিরত হও, তাহা হইলেও তোমার প্রতি-যোদ্ধাগণের মৃত্যু অবশ্য স্ব স্ব প্রারব্ধ-অনুসারে হইবেই কিন্তু তোমার স্বধর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে মাত্র।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অদ্য বাব্দশতান্তে মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥" (১০।১।৩৮)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার মোহমুদ্গরে লিখিয়াছেন,—'যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্' ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮ ॥

অন্বয়—ভারত! (হে অর্জ্জুন!) ভূতানি (প্রাণিবর্গের) অব্যক্তাদীনি

(আদিকাল অজ্ঞাত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকাল জ্ঞাত) অব্যক্তনিধনানি এব (মৃত্যুর পরও অজ্ঞাত) তত্র কা পরিদেবনা (তাহাতে আর শোক কিসের ?) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত, জন্মের পর মধ্যকাল জ্ঞাত আর মরণের পরও অজ্ঞাত সুতরাং তদ্বিষয়ে শোকের কি কারণ আছে ? ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ভারত ! অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্ত হইলে অব্যক্ত হইয়া যায় ; তবে তজ্জন্য পরিদেবনা কেন ? যদিও উক্ত মত সাধুসম্মত নয়, তথাপি বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ দেহাত্মপক্ষে আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে চ দেহবিনাশহেতুক-শোকো ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং নামরূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানমাদি আদিরূপং যেষাং তানি ভূতানি পৃথিব্যাদি-ভূতময়ানি শরীরাণি। ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ স্থূলং মধ্যং জন্মবিনাশান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে তাদৃশি প্রধানে নিধনং নামরূপবিমর্দ্দনলক্ষণো নাশো যেষাং তানি। মৃদাদিকে সদ্রূপে দ্রব্যে কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশঃ কথ্যতে। সদ্দ্রব্যং সর্ব্বদা স্থায়ীতি। এবমেবাহ ভগবান্ পরাশরঃ,—"মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ" ইতি। এবং শরীরাণ্যাদ্যন্তয়োর্নামরূপাযোগাদব্যক্তিমন্তি ; মধ্যে তু তদ্‌যোগাদ্ব্যক্তিমন্তি। তদারম্ভকানি ভূতানি তু সর্ব্বদা সন্তীতি তেষু বস্তুতঃ সৎস্থ কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তবিলাপ ইত্যর্থঃ। দেহান্যনিত্যাত্মপক্ষে তু "বাসাংসি" ইত্যাদিকং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। যত্ত্বাদ্যন্তয়োরসত্ত্বান্মধ্যেঽপি ভূতান্যসন্ত্যেবাতঃ স্বাপ্নিকর-থাশ্বাদিপ্রখ্যানি মৃষাভূতান্যেব তেন তদ্বিয়োগহেতুকঃ শোকঃ প্রতিবুদ্ধস্য ন দৃষ্ট ইতি দৃষ্টিসৃষ্টিমভ্যুপেত্যাহুস্তন্মন্দং,—তদভ্যুপগমে বৈদিকাসৎকার্য্যবাদা-পত্তেঃ। তদেবং মতদ্বয়েঽপি দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর দেহাত্মপক্ষে এবং আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে দেহবিনাশ-হেতু শোক অনুচিত। কারণ তদারম্ভক ভূতসমূহের বিনাশের অভাববশতঃ ; এইজন্য বলিতেছেন—'অব্যক্তাদীনি ভূতানীতি'। অব্যক্ত শব্দের অর্থ নাম ও রূপহীন সূক্ষ্ম প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি), আদি—আদিরূপ যাহাদের সেই ভূতসকলই পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতময় দেহগুলি, 'ব্যক্তমধ্যানি' শব্দের অর্থ ব্যক্ত—নাম ও রূপের সংযোগবশতঃ স্থূল,—মধ্য জন্ম ও বিনাশের অন্তরালে স্থিতিলক্ষণ যাহাদের সেইসকল। 'অব্যক্তনিধনানি' শব্দের অর্থ—অব্যক্তে পূর্ব্বোক্ত প্রধানে নিধন অর্থাৎ নাম ও রূপ-শূন্যযুক্ত বিনাশ যাহাদের সেইসকল। মৃত্তিকা প্রভৃতি সৎস্বভাবশীল দ্রব্যে কম্বুগ্রীবাদি অবস্থার সংযোগ হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়। পুনরায় তদ্‌বিরোধি-কপালাদি অবস্থার যোগ হওয়াই কিন্তু তাহার বিনাশ বলা হয়। সদ্ দ্রব্য সর্ব্বদা স্থায়ী। এই রকমই বলিয়াছেন ভগবান্ পরাশর—'মৃত্তিকা ঘটরূপে, ঘট হইতে কপালিকা, কপালিকা হইতে চূর্ণ ধূলি এবং তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম অণু' ইতি। এইরকম শরীরাদি আদি অন্ত ও নামরূপ সম্বন্ধ না থাকাবশতঃ অব্যক্তযুক্ত অর্থাৎ অব্যক্তশীল। মধ্যভাগে নামরূপাদি সম্বন্ধশীল হইলে ব্যক্তশীল, শরীরারম্ভক পঞ্চভূত সকল কিন্তু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অতএব সেই সব সৎ বস্তু বিষয়ে কেন শোকজন্ত পরিতাপ। দেহগুলি আত্মার অনিত্য পক্ষে কিন্তু "বস্ত্রগুলি জীর্ণ" ইত্যাদির ন্যায় কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু যাহার আদিতে ও অন্তে অস্তিত্ব নাই, মধ্যেও অস্তিত্ব নাইই, সেই হেতু শুধু স্বপ্নকালীন রথ-অশ্বাদি-বিশিষ্ট মিথ্যা পঞ্চভূতগুলিই, সেইহেতু স্বপ্নকালীন রথ-অশ্বাদির জাগ্রত অবস্থায় অভাবহেতু জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে কখনও তজ্জন্য শোক করিতে দেখা যায় না ; এইজন্য দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া বলা হইতেছে—তাহা নিন্দনীয়—কারণ তাহা হইলে বৈদিক অসৎ কার্য্যবাদের আপত্তি আসে। অতএব এই উভয় মতেই দেহ-বিনাশ-হেতু শোক নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রকারে আত্মার অশোচ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া বর্ত্তমানে ভৌতিক শরীরের জন্যও যে শোক করা অনুচিত, তাহা বলিতেছেন।

জন্মের পূর্ব্বে এই ভূতময় শরীর অনুপলব্ধ থাকে। জন্মের পর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরীরের উপলব্ধি হয়, কিন্তু মরণান্তে পুনরায় এই শরীরের অনুপলব্ধি

হইয়া থাকে। এইরূপ অনিত্য শরীরের বিনাশে শোক করার কারণ মোহ ও অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সদ্‌বাদিগণের মতে মৃদাদি সদ্রূপ দ্রব্যে কম্বুগ্রীবা যোগ হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহা ভঙ্গে কপালাদি অবস্থাকে ঘটের বিনাশ বলা হয়। কিন্তু সদ্ দ্রব্য মৃত্তিকা কিন্তু সর্ব্বদা স্থায়ী।

শ্রীভগবান্ পরাশরও বলেন, মহী ঘটত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহা ভঙ্গে কপাল, তাহা চূর্ণে পরিণত হইলে অণু। সেইরূপ শরীরের নামরূপ প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যক্ত হয়, কিন্তু শরীর-আরম্ভক ভূতসমূহ সর্ব্বদা থাকে, সুতরাং ভূতসমূহ স্থায়ী বলিয়া শরীর নিমিত্ত শোক অকারণ।

কেহ বলেন—যাহার আদিতে সত্তা ছিল না, অন্তেও সত্তা থাকিবে না, তাহার মাধ্যিক সত্তাও নাই, বিচার করা হউক, যেমন স্বপ্নে রথাশ্বাদি দেখা গেলেও তাহা মিথ্যাভূত, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট-বিষয় দেখা যায় না বলিয়া কেহ তজ্জন্য শোক করে না। অবশ্য এইমত সাধুসম্মত নহে। ইহা নিন্দনীয় কারণ ইহা স্বীকার করিলে বৈদিক অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি ঘটে, যাহা হউক, উভয় মতেই দেহ-বিনাশহেতু শোক করা উচিত নহে, ইহা স্বীকৃত।

শ্রীভাগবতে শ্রীযমও বলিয়াছেন,—

"যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যম্" (৭।২।৩৭) অর্থাৎ যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মনুষ্যের উদ্ভব, পুনরায় সেই স্থানেই যাইতেছে।

ভারতেও পাওয়া যায়,—

'অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ' অর্থাৎ অদর্শন হইতে এখানে আসিয়াছে, পুনরায় অদর্শনে চলিয়া গিয়াছে। অতএব সে তোমার নয়, তুমিও তাহার নহ, বৃথা কেন পরিতাপ করিতেছ ?

মূল কথা ; জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত বলিয়া, তাহার অধীন। 'দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং'।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি' অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ বহির্গত হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃতপুত্রমুখে বলাইয়াছেন,—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ ?"
শিশু বলে "প্রভু, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার ?" ইত্যাদি—

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য শোকের কারণ মায়ামোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাই শ্রীভগবান্ নানা উপদেশচ্ছলে জানাইলেন ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—কশ্চিৎ (কেহ) এনং (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (আশ্চর্য্যজনক-ভাবে) পশ্যতি (দেখেন) তথা এব চ (সেইপ্রকার) অন্যঃ (অন্যে) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক-ভাবে) বদতি (বলেন) অন্যঃ চ (অন্যেও) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক-ভাবে) শৃণোতি (শুনেন) কশ্চিৎ চ (কেহ আবার) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (ইহাকে) ন বেদ এব (জানেনও না) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখেন, সেইরূপ অন্য কেহ বিস্ময়ের সহিত বলেন, এবং অন্য কেহ আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, কেহ আবার শুনিয়াও ইহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে তত্তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আর অনেকেই শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না ; জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে এইপ্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্যচৈতন্যবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বু সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া বহূপদিশ্যমানোঽপ্যহং শোকনিবারকমাত্ম-যাথাত্ম্যং ন বুধ্যে কিমেতদিতি চেত্তত্রাহ,—আশ্চর্য্যবদিতি। বিজ্ঞানানন্দোভয়-স্বরূপত্বেঽপি তদ্ভেদাপ্রতিযোগিনং বিজ্ঞানস্বরূপত্বেঽপি বিজ্ঞাতৃতয়া সন্তং পরমাণুত্বেঽপি ব্যাপ্তবৃহৎকায়ং নানাকায়সম্বন্ধেঽপি তত্তদ্বিকারৈরস্পৃষ্টমেবমাদি-বহুবিরুদ্ধধর্ম্মতয়াশ্চর্য্যবদদ্ভুতসাদৃশ্যেন স্থিতমেনং মদুপদিষ্টং জীবং কশ্চিদেব

স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেন সত্যতপোজপাদিনা চ বিমৃষ্টহৃদ্গুরুপ্রসাদলব্ধতাদৃশজ্ঞানঃ পশ্যতি যাথাত্ম্যেনানুভবতি। আশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা, কর্ত্তৃবিশেষণং বেতি ব্যাখ্যাতারঃ ; কশ্চিদেনং যৎ পশ্যতি তদাশ্চর্য্যবৎ, যঃ কশ্চিৎ পশ্যতি সোঽপ্যাশ্চর্য্যবদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। শ্রুত্বাপ্যেনমিতি,—কশ্চিৎ সম্যগমৃষ্ট-হৃদিত্যর্থঃ। তথা চ দুরধিগমং জীবাত্মযাথাত্ম্যম্। শ্রুতিরপ্যেবমাহ,— "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" ইতি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুনের প্রশ্ন, হে কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ তুমি আত্মার স্বরূপ-সম্পর্কীয় বহু উপদেশ আমাকে দিলেও, শোকনাশক আত্মার যথার্থ তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার কারণ কি ? সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—'আশ্চর্য্য-বদিতি'। বিজ্ঞান ও আনন্দ এই উভয় স্বরূপ আত্মার হইলেও তাহার ভেদের অপ্রতিযোগী অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞানস্বরূপত্ব স্বীকার করিলেও, বিজ্ঞাতৃত্ব হেতু, সৎস্বরূপ আত্মার পরমাণুত্ব হইলেও, পুনঃ ব্যাপ্ত বৃহৎ-শরীর ও নানাবিধ দেহ সম্পর্ক হইলেও, সেই সেই দেহবিকারের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট এবং আদি বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মহেতু আশ্চর্য্যবৎ অদ্ভুত সাদৃশ্যের দ্বারা অবস্থিত এই, আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট-জীবকে কেহ স্বধর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানের দ্বারা ও সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতির দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয় এবং সদ্গুরুপ্রসাদে তাদৃশ আত্মজ্ঞানী হইয়া আত্মতত্ত্ব যথার্থরূপে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অনুভব করেন। আশ্চর্য্যবৎ ইহা ক্রিয়া বিশেষণ অথবা কর্ত্তার বিশেষণ ইহা ব্যাখ্যাতাগণ বলিয়া থাকেন। কেহ ইহাকে যেই ভাবে দেখেন, তাহা আশ্চর্য্যের মত। যদিও কেহ দেখেন, তাহাও আশ্চর্য্যের মত ; —এই অর্থ। এইরূপ পরেও। 'শ্রুত্বাপ্যেনমিতি'—শুনিয়াও ইহাকে সম্যকরূপে শোধিত হৃদয়ে কাহারও দ্বারা দৃষ্ট,—এই অর্থ। অতএব প্রকৃত জীবাত্মতত্ত্ব দুর্বোধ্য। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বহুব্যক্তি কর্ত্তৃক যেই আত্মা লভ্য হয় না অর্থাৎ শ্রবণগোচর হয় না, শুনিয়াও যাঁহাকে বহু জন জানে না। ইহার কুশল বক্তা আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্ল্লভ। ইহার বক্তা লাভ হইলেও, জ্ঞাতানিপুণ, শিষ্য অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের শ্রীমুখে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ শ্রবণ করিয়াও অর্জ্জুন যখন শোকনিবারক যথার্থ আত্ম-জ্ঞান লাভের অক্ষমতা জানাইলেন, তখন শ্রীভগবান তাহাকে বলিলেন যে, হে অর্জ্জুন, এই আত্মতত্ত্ব

জ্ঞান অতিশয় দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য্যজনক, ইহা সকলে অধিগত করিতে পারে না। জীবাত্মা বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ; কিন্তু পরমাণুস্বরূপে বিভিন্ন দেহ-সম্বন্ধ-লাভ করিয়াও দৈহিক বিকারযুক্ত হন না। বহু প্রকার বিরুদ্ধ আশ্চর্য্যবদ্ অদ্ভুদ্ সাদৃশ্য-সহকারে অবস্থিত মদুপদিষ্ট-জীবকে কেহ কেহ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিকরতঃ সদ্গুরুর অনুগ্রহে (এই জ্ঞান) লাভ করেন এবং আত্মতত্ত্ব-দর্শন বা অনুভব করেন।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"শ্রবণয়াপি বহুভির্য্যো ন লভ্যঃ

শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।" ১।২।৭

অর্থাৎ সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণ গোচর হয় না, আবার শ্রবণ করিয়াও বহু লোক তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। কারণ কুশল বক্তা অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ববিৎ উপদেষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ। যদি সেরূপ উপদেষ্টাও লাভ করা যায়, তাহা হইলেও নিপুণ শিষ্য ইহার জ্ঞাতা অতিশয় দুর্ল্লভ।

জীবাত্মার তত্ত্বজ্ঞান এইরূপ আশ্চর্য্য বলিয়াই নানাপ্রকার ভ্রমযুক্ত-মতবাদ প্রচারিত হইয়া, মানব-মেধাকে বিপন্ন করিয়াছে এবং বহু অনর্থ ও উৎপথধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—ভারত ! (হে অর্জ্জুন !) অয়ং দেহী (আত্মা) সর্ব্বস্য দেহে (সকলের দেহে) নিত্যম্ (সকল সময়) অবধ্যঃ (অবধ্য) তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের জন্য) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দেহধারী এই জীবাত্মা সকল দেহেই নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত, সুতরাং ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বস্তুতঃ, দেহ বিগত হইলেও দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবং দুরধিগমং জীবযাথাত্ম্যং সমাসেনোপদিশন্নশোচ্যত্ব-মুপসংহরতি,—দেহীতি। সর্ব্বস্য জীবগণস্য দেহে হন্যমানেঽপ্যয়ং দেহী জীবো

নিত্যমবধ্যো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদিভাবাপন্নানি শোচিতুং নার্হসি। আত্মনাং নিত্যত্বাদশোচ্যত্বং তদ্দেহানাং ত্ববশ্যবিনাশত্বাত্তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জীবের যথাযথ-তত্ত্ব দুরধিগম্য বলিয়া, সংক্ষেপে উপদেশ দিয়াও পুনঃ উহার অশোচ্যত্বের বিষয় উপসংহার করিতেছেন,—'দেহীতি'। সমুদয় জীবগণের দেহ বিনাশ হইলেও এই দেহী জীব নিত্য অবধ্য,—যেইহেতু, সেইজন্য তুমি ভীষ্মাদিভাবাপন্ন সমস্ত দেহের যদিও বিনাশ হয়, তথাপি তজ্জন্য শোক করিতে পার না। আত্মার নিত্যত্ব-নিবন্ধন অশোচ্য এবং তদ্দেহের অবশ্য বিনাশশীলতা আছেই, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব ॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পুনরায় সংক্ষেপে অর্জ্জুনকে শোক-নিবারক উপদেশ দিয়া, উপসংহার করিতেছেন যে, জীবাত্মা যখন নিত্য অবধ্য অর্থাৎ দেহের বিনাশ হইলেও, আত্মার বিনাশ হইতে পারে না, তখন আত্ম-জন্য শোক অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ দেহের বিনাশ ঘটিলে, তুমি শোক করিতে পার না, কারণ দেহের বিনাশ অপরিহার্য্য। তৃতীয়তঃ—স্থূল-দেহের বিনাশ হইলেও, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহের বিনাশ হয় না, সূক্ষ্ম-দেহ বিনষ্ট হইলে—কিন্তু জীবের মুক্তি লাভই হয়, সে কারণ শোক হইতে পারে না। সুতরাং তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—স্বধর্ম্মমপি চ (আর স্বধর্ম্মও) অবেক্ষ্য (আলোচনা করিয়া) ত্বং (তুমি) বিকম্পিতুম্ (বিচলিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) হি (যেহেতু) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ন্যায়-যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (অন্য মঙ্গলকর কার্য্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আর স্বধর্ম্মও আলোচনা করিলে তুমি এইপ্রকার বিচলিত হইতে পার না। কেন না, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ন্যায়-যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য মঙ্গলকর-কার্য্য নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—স্বধর্ম্ম আলোচনা করিলেও তুমি এ-প্রকার ভীত হইতে পার না; কেন না, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর

নাই ; যেহেতু, তদ্দ্বারা প্রজারক্ষণ, দুষ্টদমন ও ধর্ম্মের সহিত ক্ষিতিপালন হয়। মুক্ত ও বদ্ধ-দশাদ্বয়-ভেদে জীবের স্বধর্ম্ম—দ্বিবিধ। মুক্তাবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম—উপাধিরহিত ; পরন্তু জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে উপাধিযুক্ত হয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের নানাবিধ অবান্তর অবস্থা আছে ; সেই সেই অবান্তর অবস্থায় স্বধর্ম্মেরও আকারভেদ অপরিহার্য্য। জীব জড়-বদ্ধাবস্থায় মানবশরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্ম্মটি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রূপী হইলেই সুষ্ঠু হয় ; অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেরই অন্য নাম 'স্বধর্ম্ম'। ক্ষত্রিয়-স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিত্বাদাদৌ জীবাত্মজ্ঞানং সর্ব্বান্ প্রতি তৌল্যোনোপদিশ্য সনিষ্ঠান্ প্রতি নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি হৃদ্বিশুদ্ধি-সহকৃতামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়ন্তীতি বদিষ্যন্ তস্যাং প্রতীতিমুৎপাদয়িতুং সকামতয়ানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং কাম্যফলপ্রদত্বমাহ দ্বাভ্যাম্,—স্বধর্ম্মমপীতি। ন কেবলং দেহাত্মস্বভাবং নিভাল্যং কিন্তু স্বধর্ম্মমপীতি। যুদ্ধং খলু ক্ষত্রিয়স্য নিয়তমগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতম্ ; তচ্চ শত্রুপ্রাণবিহিংসনরূপমগ্নিষ্টোমাদিপশুহিংস-নবন্ন প্রত্যবায়নিমিত্তম্। উভয়ত্র হিংসেয়মুপকৃতিরূপৈব,—হীনয়োর্দেহ-লোকয়োস্ত্যাগেন দিব্যয়োস্তয়োর্লাভাৎ। আহ চৈবং স্মৃতিঃ,—"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্য-পরাঙ্মুখাঃ॥ যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ। সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্॥" ইত্যাদ্যা। এবং নিজধর্ম্মমবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ধর্ম্মাৎ প্রচলিতুং নার্হসি। যুক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যাদিনা "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি" ইত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্বয়োক্তম্ ; তচ্চাজ্ঞানা-দেবেত্যাহ,—ধর্ম্যাদিতি। যুদ্ধমেব ভূমিজয়দ্বারা প্রজাপালনগুরুবিপ্রসং-সেবনাদিক্ষাত্রধর্ম্মনির্ব্বাহীতি। এবমাহ ভগবান্ পরাশরঃ,—"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্। নির্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥" ইতি॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে পরমাত্মার জ্ঞানোপযোগিত্ব-হেতু সর্ব্বপ্রথম জীবাত্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞান সকলের প্রতি সমানভাবে উপদেশ দিয়া, সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত-কর্ম্মগুলি হৃদয়ের বিশুদ্ধিতার সহিত আত্মসম্পর্কীয় নিষ্ঠা ও জ্ঞানের সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাই বলিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাহাতে প্রতীতি

(জ্ঞান) উৎপাদনের জন্য কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত-কর্ম্মসমূহের কাম্য-ফলই লাভ হয়, ইহাই দুইটী শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন—'স্বধর্ম্মমপীতি'। কেবলমাত্র দেহাত্মভাব ত্যাগ করিলে হইবে না কিন্তু স্বধর্ম্মমপীতি। নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ নিয়মিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের মত করা উচিত। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ শত্রুর প্রাণনাশরূপ হইলেও, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশু-হিংসার মত প্রত্যবায় (পাপ) নিমিত্ত হয় না। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে হিংসা ও অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞে হিংসা অতিশয় উপকারস্বরূপই—কারণ এই উভয়-ক্ষেত্রে হীন ও নিকৃষ্ট দেহ ও লোক (স্থান) ত্যাগের দ্বারা দিব্যদেহ ও দিব্য লোকের লাভ হয়। স্মৃতিও এইরকম বলিয়াছেন—"যুদ্ধে অপরাঙ্মুখী হইয়া যেই সমস্ত নৃপতিগণ পরস্পর পরস্পরকে স্বকীয়-শক্তির দ্বারা হত্যা করেন, তাহারা সকলেই স্বর্গে অর্থাৎ পরমসুখকর স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মণ! যজ্ঞেতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত পশুকে সদাসর্ব্বদাই হত্যা করেন—কালে এইসব পশুরাও স্বর্গলোকে গমন করে। ইত্যাদি এই প্রকারে যুদ্ধকে নিজ-ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিপক্ষে অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে। যুক্তিযুক্ত—"মঙ্গল দেখিতেছি না" ইত্যাদির দ্বারা "নরকে সদা সর্ব্বদা বাস হয়" ইত্যন্ত-বাক্যের দ্বারা যুদ্ধের পাপহেতুতা আছে বলিয়া—তুমি বলিয়াছ। তাহা কিন্তু তোমার অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বলা হইয়াছে—তাহাই বলা হইতেছে—'ধর্ম্ম্যাদিতি'। যুদ্ধেই ভূমি-জয়ের দ্বারা প্রজাপালন, গুরু, বিপ্র-সেবাদি-রূপ-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। ভগবান্ পরাশরও এইরকম বলিয়াছেন—"ক্ষত্রিয় নিশ্চয়ই প্রজাগণের রক্ষার্থে অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া শত্রু-সৈন্যাদি নির্ম্মূলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীকে পালন করিবে" ॥৩১॥

অনুভূষণ——আত্মতত্ত্বের বিচার-দ্বারা অর্জ্জুনের শোক এবং মোহের অযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়া, শ্রীভগবান্ এক্ষণে স্বধর্ম্ম-পালনে পরাঙ্মুখতা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বধর্ম্ম। যুদ্ধে প্রাণ বধ হইলে পাপ হইবে, ইত্যাদি বাক্য যাহা তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, তাহা সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, গুরু, বিপ্রগণের সেবা-শুশ্রূষা-সাধন ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম।

পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন,—ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্রপাণি ও দণ্ডধারী হইয়া প্রজার

রক্ষা করিবেন, ইত্যাদি এবং মনুও বলেন,—সম, উত্তম, হীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া রাজা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণকরতঃ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, ইত্যাদি।

অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে ধর্ম্মার্থ পশু-হনন যেমন পাপজনক হয় না, সেইরূপ ধর্ম্ম-যুদ্ধে শত্রু হননেও পাপ হয় না। পরন্তু যজ্ঞে নিহত পশুগণ স্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্যাণ-দেহ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে হত-বীরগণ কল্যাণতর দেহই লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের প্রতি উপকারই বরং করা হয়। যেমন চিকিৎসক রোগীর উপকারার্থে তাহার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া, তাহাকে আপাততঃ যন্ত্রণা দিলেও, পরিণামে সেই রোগী রোগমুক্ত হইয়া সুখই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্বধর্ম্ম-বিচারেও তোমার যুদ্ধ করাই উচিত ॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন!) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (সুখশালী ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া উপপন্নং (যদৃচ্ছাক্রমে আগত) অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ চ (এবং অপাবৃত স্বর্গদ্বার-স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এইরূপ যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥৩২॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত এবং অপাবৃতস্বর্গদ্বার-স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ সুখশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকে ॥৩২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বার-রূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে-সকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবন্ত ॥৩২॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চাযত্নাদাগতেঽস্মিন্ মহতি শ্রেয়সি ন যুক্তস্তে কম্প ইত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি। চোঽবধারণে। যত্নং বিনৈব চোপপন্নমীদৃশং ভীষ্মাদি-ভির্মহাবীরৈঃ সহ যুদ্ধং, সুখিনঃ সভাগ্যাঃ ক্ষত্রিয়া লভন্তে,—বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাজ্যয়োর্ম্মৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গস্য চ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। এতদ্ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি,—স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি—অপ্রতিরুদ্ধস্বর্গসাধনমিত্যর্থঃ। জ্যোতিষ্টো-মাদিকং চিরতরেণ স্বর্গোপলম্ভকমিতি ততোঽস্যাতিশয়ঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ—আরও দেখ—অযত্নে ও অনায়াসে উপস্থিত এই মহান্ মঙ্গলকর (যুদ্ধে) তোমার কম্প উচিত নহে, ইহাই বলিতেছেন—'যদৃচ্ছয়েতি'। অবধারণ (বিশেষ জ্ঞানার্থে) অর্থে চ শব্দ। যত্ন ভিন্নই উপস্থিত এই প্রকার

ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণের সহিত যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ও সুখী-ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়া থাকেন। কারণ—যুদ্ধে জয়ী হইলে বিনাশ্রমেই কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ এবং মৃত্যু যদি হয়, তবে শীঘ্রই স্বর্গপ্রাপ্তি ; ইহাই অর্থ। ইহাই ব্যক্ত করিতে করিতে বিশেষভাবে বলিতেছেন—'স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি'—স্বর্গের সাধন (লাভ) অপ্রতিরুদ্ধ, ইহাই অর্থ। জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ বহুকাল পরে হয় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞ হইতেও এই ধর্ম্মযুদ্ধের অতিশয়ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা আছে ॥৩২॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, যদি তুমি মনে কর যে, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম হইলেও, আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ হইবে? বা ভীষ্ম-দ্রোণাদি-গুরুজনের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, এ যুদ্ধ তোমার বিনা চেষ্টায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইহাতে মৃত ব্যক্তিগণও স্বর্গলাভ করিবে। তারপর ভীষ্মাদি-মহাবীরগণের সহিত এরূপ অপ্রার্থিত যুদ্ধ ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়ই লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এ যুদ্ধে জয় হইলে বিপুল যশ ও রাজ্যলাভ হইবে, আর মৃত্যু হইলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়, 'আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥'

শ্যেনাদি আভিচারিক যজ্ঞ হিংসাত্মক, সেজন্য উহা নিষিদ্ধ এবং প্রত্যবায়-জনক, কিন্তু যুদ্ধের ফল স্বর্গ লাভ, তজ্জন্য ইহাতে প্রাণ-হনন নিষিদ্ধও হয় নাই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। দ্বিতীয়তঃ ভাগ্যফলেই সুখ ও স্বর্গপ্রদ এইরূপ যুদ্ধ অনায়াসেই সমুপস্থিত হইয়াছে। এমনকি, এস্থলে উপস্থিত গুরুজনকে বধ করিলেও, পাপ হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা আততায়ী। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥৩২॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

অন্বয়—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (ধর্ম্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং (পাপকে) অবাপ্স্যসি (পাইবে) ॥৩৩॥

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপ লাভ করিবে ॥৩৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে স্বীয় ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ-লক্ষণ-পাপের ভাগী হইবে ॥৩৩॥

শ্রীবলদেব—বিপক্ষে দোষান্ দর্শয়তি,—অথেত্যাদিভিঃ। স্বস্য তব ধর্ম্মাং যুদ্ধলক্ষণং কীর্ত্তিঞ্চ রুদ্রসন্তোষণনিবাতকবচাদিবধলব্ধাং হিত্বা পাপং ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাদিত্যাদিস্মৃতিপ্রতিষিদ্ধং স্বধর্ম্মত্যাগলক্ষণং প্রাপ্স্যসি ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে (অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে) দোষ দেখাইতেছেন—'অথেত্যাদিভিঃ'। তোমার পক্ষে এই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ-ধর্ম্ম এবং রুদ্রের সন্তোষণ ও নিবাতকবচাদি-বীরগণের বধ-জন্য লব্ধকীর্ত্তিকে ত্যাগ করিয়া পাপ নিবর্ত্তিত হইবে না। সংগ্রাম অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে ইত্যাদি স্মৃতি-প্রতিষিদ্ধ স্বধর্ম্ম-ত্যাগরূপ অধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥৩৩॥

অনুভূষণ—এই ধর্ম্মানুমোদিত সংগ্রাম হইতে বিরত হইলে অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও চিরোপার্জ্জিত কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইতে হইবে। ইহাও শ্রীভগবান্ জানাইলেন ॥৩৩॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অন্বয়—ভূতানি চ (সকল লোকই) তে (তোমার) অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং অপি (শাশ্বতী অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে) চ (আর) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত) জনস্য (জনের) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ (মরণাপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥৩৪॥

অনুবাদ—সকল লোকই তোমার অক্ষয়-অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিকতর ॥৩৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে; অতি-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি—মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ॥৩৪॥

শ্রীবলদেব—ন কেবলং স্বধর্ম্মস্য কীর্ত্তেশ্চ ক্ষতিমাত্রম্, যুদ্ধে সমারব্ধেঽর্জ্জুনঃ পলায়ত ইত্যব্যয়াং শাশ্বতীমকীর্ত্তিঞ্চ তব ভূতানি সর্ব্বে লোকাঃ কথয়িষ্যন্তি। ননু মরণাদ্ভীতেন ময়া অকীর্ত্তিঃ সোঢ়ব্যেতি চেত্তত্রাহ,—সম্ভাবিতস্যাতিপ্রতিষ্ঠিতস্য। অতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি। তথা চ তাদৃশাকীর্ত্তের্মরণেব বরমিতি ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ—শুধু যে (যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে) স্বধর্ম্মের ও কীর্ত্তির ক্ষতি হইবে তাহা নহে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে "অর্জ্জুন (যুদ্ধ হইতে) পলাইয়া গিয়াছে",

এই চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সমস্তপ্রাণী ও জনমণ্ডলী বলিবে। যদি বল যুদ্ধে মরণের ভয় হইতে আত্মরক্ষা হইবে বলিয়া, এই অকীর্ত্তিও সহ্য করা আমার উচিত, তবে বলিতেছি—সম্ভাবিত অর্থাৎ অতিশয় প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন তোমার (মরণ হইতেও) অধিক মনে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এতাদৃশ অকীর্ত্তি মরণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দুঃখজনক ॥৩৪॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই ন্যায়-যুদ্ধে বিরত হইলে, শুধু তোমার স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যক্ত হইয়া পাপ হইবে, তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বলোকে সকলে তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। যুদ্ধে পলায়ন—তোমার ন্যায় বিখ্যাত-বীরের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। তবে যদি বল, যুদ্ধে মরণাপেক্ষা আত্মরক্ষার জন্য অকীর্ত্তি স্বীকার করাও ভাল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, ভবানীপতি শিব, দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমাদৃত তুমি ভূলোক-বিজয়ী মহাযশস্বী বীর পুরুষ, তোমার পক্ষে এরূপ অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও বিগর্হিত। অতএব এরূপ দুর্যশভাগী কখনও হইও না ॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

অন্বয়—মহারথাঃ (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (রণ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবে) চ (অধিকন্তু) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের নিকট) বহুমতঃ (বহুপ্রকারে সম্মানিত) ভূত্বা (হইয়া) তেষাং (তাহাদিগের নিকট) স ত্বং (সেই তুমি) লাঘবম্ যাস্যসি (লঘুতা প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৫॥

অনুবাদ—দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ তোমাকে ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে বিরত বলিয়া মনে করিবেন। যাঁহাদের নিকট তুমি এতকাল বহুমানিত, তাঁহারাই তোমাকে লঘু জ্ঞান করিবেন ॥৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লঘুজ্ঞান করিবেন; তাঁহারা মনে করিবেন,—তুমি ভয়-প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ ॥৩৫॥

শ্রীবলদেব—নন্থ কুলক্ষয়দোষাৎ কারুণ্যাচ্চ বিনিবৃত্তস্য মম কথমকীর্ত্তিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ভয়াদিতি। মহারথা দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং কর্ণাদিভয়ান্নতু বন্ধু-কারুণ্যাদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে,—ন হি শূরস্য শত্রুভয়ং বিনা বন্ধুস্নেহেন যুদ্ধাদুপরতি-

রিত্যর্থঃ। ইতঃপূর্ব্বং যেষাং ত্বং বহুমতঃ শূরো বৈরীতি বহুগুণবত্তয়া সংমতোঽভূরিদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে কাতরোঽয়ং বিনিবৃত্ত ইত্যেবং তৎকৃতং লাঘবং দুঃসহং যাস্যসি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কুলনাশজন্য পাপ ও আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি করুণাবশতঃ যদি আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই, তাতে আমার কেন অকীর্ত্তি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভয়াদিতি'। মহারথী দুর্য্যোধনাদি তোমাকে কর্ণাদির ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে কিন্তু বন্ধুদের প্রতি করুণাবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবে না,—বীরগণের পক্ষে যুদ্ধে শত্রুভয়-ভিন্ন বন্ধু-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরতি সম্ভব নহে। ইহার পূর্ব্বে তুমি বহু সম্মানের ভাজন হইয়া বীররূপে ও বীরগণের প্রধান শত্রুরূপে বহু গুণাবলীর পাত্র হইয়াছ, এখন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কাতরতাবশতঃ যদি যুদ্ধ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার এই লঘুতা অতিশয় দুঃসহ হইবে ॥৩৫॥

অনুভূষণ—যদি বল আমি কুলক্ষয়কৃত দোষ পরিহার এবং স্বজনগণের প্রতি করুণাবশতঃই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতেছি, ইহাতে আমার অকীর্ত্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! ভীষ্ম, দ্রোণ ও দুর্য্যোধনাদি মহারথিগণ কিন্তু নিশ্চয় মনে করিবে যে, তুমি কর্ণাদির ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষগণকে দেখিয়া, ভয়ে পলায়ন করিতেছ। ভাবিয়া দেখ, যে তুমি এতদিন যাঁহাদের নিকট বীরত্বের জন্য ও বহুবিধ গুণের নিমিত্ত সমাদৃত হইয়াছ, তাঁহারা আজ তোমাকে ভীরু, কাপুরুষ মনে করিয়া লঘুজ্ঞান করিবে, তাহা কি মরণাপেক্ষা দুঃসহ হইবে না? ৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্?॥৩৬॥

অন্বয়—তব (তোমার) অহিতাঃ (অরিসমূহ) তব সামর্থ্যং (তোমার সামর্থ্য সম্বন্ধে) নিন্দন্তঃ (গর্হণকরতঃ) বহূন্ (বিবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ (বলিবার অযোগ্য কথাসকলও) বদিষ্যন্তি (বলিবে) নু (ওহে!) ততঃ (তদপেক্ষা) দুঃখতরম্ (অধিকতর দুঃখের বিষয়) কিম্? (কি আছে?) ॥৩৬॥

অনুবাদ—তোমার অরিগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করতঃঅকথ্য অনেক

কথা বলিবে। ওহে! তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ॥৩৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবক্তব্য কটু কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে; তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চ, অবাচ্যেতি। অহিতাঃ শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তব সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধং পরাক্রমং নিন্দন্তঃ বহূনবাচ্যবাদান্ শণ্ঢতিলাদিশব্দান্ বদিষ্যন্তি। তত এবম্বিধাবাচ্যবাদশ্রবণাদতিশয়িতং কিং দুঃখমস্তি? ইত্থঞ্চৈতৈঃ ষড়্ভির্যুদ্ধ-বৈরাগ্যস্যাস্বর্গত্বমকীর্ত্তিকরত্বং চোক্তং দর্শিতম্ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—আরও, 'অবাচ্যেতি', তোমার অহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তোমার পূর্ব্বে উপার্জ্জিত সামর্থ্য ও পরাক্রমকে নিন্দা করিবে এবং বহু অবাচ্য ষণ্ড তিল প্রভৃতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে। অতএব এই প্রকার অকথ্য-বাক্য শ্রবণের চেয়ে অধিকতর দুঃখ কি আছে? এইপ্রকার এই ছয়টি শ্লোকের দ্বারা যুদ্ধে উপরতব্যক্তির অস্বর্গত্ব ও অকীর্ত্তিকরত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে ॥৩৬॥

অনুভূষণ—শুধু যে, তোমাকে মহারথিগণ লঘু জ্ঞান করিবে, তাহা নহে, দুর্য্যোধনাদি তোমার চিরশত্রুগণ অকথ্য ও কুৎসিত ভাষায় নানাপ্রকারে তোমার কুৎসা রটনা করিবে। তাহা কি তোমার পক্ষে অতিশয় দুঃখের কারণ হইবে না? শ্রীভগবান্ 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য' শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'অবাচ্যবাদাংশ্চ' পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোকে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে বিরত না হওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং ইহাও বুঝাইলেন যে, ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিরত হইলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একদিকে যেমন অস্বর্গকর তেমনি অকীর্ত্তিকরও হইয়া থাকে ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গলাভ হইবে) জিত্বা বা (কিম্বা জয়লাভ করিয়া) মহীম্ ভোক্ষ্যসে (পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে) কৌন্তেয়! (হে কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেইহেতু) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চিত হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ॥৩৭॥

অনুবাদ—হে কুন্তী-নন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে কিংবা

জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব সংকল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হও ॥৩৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর ॥৩৭॥

শ্রীবলদেব—নন্থ যুদ্ধে বিজয় এব মে স্যাদিতি নিশ্চয়াভাবাত্ততোঽহং নিবৃত্তোঽস্মীতি চেত্তত্রাহ,—হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তে লাভ এবেতি ভাবঃ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যুদ্ধে আমারই জয় হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার অভাব-বশতঃই আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি, ইহা যদি বল, তাহা হইলে, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'হতো বেতি', পক্ষ দুইটিতেই অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত হইলে অথবা জয়ী হইলে তোমার লাভই হইবে ॥৩৭॥

অনুভূষণ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি যদি মনে কর যে, এই যুদ্ধে তোমার জয়ের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া, তুমি নিবৃত্ত হইতেছ, তদুত্তরে আমি বলিতেছি যে, এই যুদ্ধে তোমার জয় বা পরাজয় যাহাই হউক না কেন, উভয়পক্ষেই তোমার লাভ; ইহা সুনিশ্চিত। কারণ তুমি পরাজিত হইয়া শত্রুর হস্তে নিহত হইলে, তোমার স্বর্গলাভ হইবে। আর যদি তুমি জয় লাভ কর, তাহা হইলে রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক পৃথিবীতে সুখভোগ করিতে পারিবে। অতএব এই ধর্ম্মযুদ্ধে হয় প্রাণত্যাগ করিব নতুবা শত্রুনিধন-পূর্ব্বক জয়ী হইব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

অন্বয়—ততঃ (তাহা হইলে) সুখ-দুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (সমান মনে করিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এই প্রকারে) পাপম্ ন অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে না) ॥৩৮॥

অনুবাদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় ও পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও, তাহা হইলে পাপ হইবে না ॥৩৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করত মুমুক্ষু বা মোক্ষমার্গস্থ হইয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥৩৮॥

শ্রীবলদেব—নন্থ "অথ চেত্ত্বম্" ইত্যাদিপদ্যার্থো ব্যাহতঃ, রাজ্যাদ্যুদ্দেশেন কৃতস্য যুদ্ধস্য গুরুবিপ্রাদিবিনাশহেতুত্বেন পাপোৎপাদকত্বাদিতি চেন্মুমুক্ষুবর্ত্মনা যুদ্ধমানস্য তব তদ্বিনাশহেতুকং পাপং ন স্যাদিত্যাহ,—সুখেতি। সাম্যকরণমিহ তত্র তত্র নির্ব্বিকারত্বং বোধ্যম্ ; সুখে তদ্ধেতৌ লাভে তদ্ধেতৌ জয়ে চ রাগমকৃত্বা দুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্ধেতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা তত্র তত্র নির্ব্বিকারচিত্তঃ সন্ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ;—কেবলস্বধর্ম্মধিয়া যোদ্ধুমুদ্‌যুক্তো ভবেত্যর্থঃ। এবং মুমুক্ষুরীত্যা যোদ্ধা ত্বং পাপং তদ্বিনাশহেতুকং নাবাপ্স্যসি। ফলেচ্ছুঃ সন্ যো যুধ্যতে স তৎপাপং বিন্দতি ; বিজ্ঞানার্থী তু পুরাতনমনন্তপাপমপনুদতীত্যর্থঃ। নন্থ ফলরাগং বিনা দুষ্করে যুদ্ধদানাদৌ কথং প্রবৃত্তিরিতি চেদনন্তাত্মানন্দরাগং তত্র প্রবর্ত্তকং গৃহাণ রাজ্যাদ্যনুরাগমিব ভৃগুপাতে ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—"অনন্তর যদি তুমি" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ ব্যাহত অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, রাজ্যাদি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিলে, গুরু-ব্রাহ্মণাদির বিনাশের দ্বারা পাপের উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বলা হয়, তবে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধে সেই জাতীয় বিনাশের হেতু থাকায় পাপ হইবে না—এইজন্য বলিতেছেন—'সুখেতি', এখানে সাম্য-বিচার হইলে সেখানে নির্ব্বিকারত্ব জানিবে। সুখসময়ে অর্থাৎ লাভে বা জয়ে, রাগ না করিয়া, দুঃখসময়ে অলাভে বা পরাজয়ে দ্বেষ না করিয়া, সেখানে নির্ব্বিকারচিত্ত হইয়া, যুদ্ধের জন্য চেষ্টা কর। কেবলমাত্র স্বধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হও। এই প্রকারে মুক্তিলাভের রীতিতে তুমি যুদ্ধ করিলে গুরু প্রভৃতি বধজন্য পাপ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না। কারণ ফলের বাসনা করিয়া যিনি যুদ্ধ করেন, তিনিই সেই পাপ ভোগ করিয়া থাকেন কিন্তু বিজ্ঞানার্থী (যোগার্থী) পুরাতন অনন্ত-পাপও অপনোদন করিয়া থাকেন। প্রশ্ন—ফল-প্রত্যাশা-ভিন্ন দুষ্কর যুদ্ধ ও দানাদিতে কিরূপে প্রবৃত্তি আসিবে ? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—অসীম আত্মানন্দের প্রতি অনুরাগই তাহাতে প্রবর্ত্তিত হওয়ার কারণ। গ্রহণ-কর 'রাজ্যাদির অনুরাগের ন্যায়' ভৃগুপাতে ॥৩৮॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে, রাজ্য-লাভের আশায় যুদ্ধ করিলে, গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধ-নিমিত্ত পাপ তো অবশ্যই হইবে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্

বলিতেছেন যে, তুমি যদি মুমুক্ষুর পথ অনুসরণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর, তাহা হইলে কোন পাপই হইবে না। তোমার হৃদয়কে রাগ ও দ্বেষ রহিত করিয়া সমভাবাপন্ন কর অর্থাৎ জয়ের ফলে যে লাভ এবং তজ্জনিত যে সুখ, তাহাতে অনুরাগী না হইয়া এবং পরাজয়ের ফলে যে অলাভ এবং তজ্জনিত যে দুঃখ, তাহার প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে অবশ্য করণীয় স্বধর্ম্মবোধে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পাপ স্পর্শ করিবে না। ফলকামী হইয়া গুরু-বধাদি করিলে, তাহাকে পাপফল ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম মোক্ষার্থী পুরাতন অনন্ত পাপকেও দূরীভূত করেন। আমি যে তোমাকে পূর্ব্ব শ্লোকে 'হত হইলে স্বর্গ পাইবে এবং জয়ী হইলে মহী ভোগ করিবে', বলিয়াছি তাহা কিন্তু আনুষঙ্গিক ফল মাত্র জানিবে। উহাতে নির্ব্বিকার ও সমচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না।

যদি বল, ফলের কোন প্রত্যাশা না থাকিলে, যুদ্ধাদি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্তি কেন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছি, শোন,—রাজ্যাদি-অনুরাগী ব্যক্তির ন্যায় মোক্ষার্থীরও আত্মানুরাগের জন্য স্বধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) সাংখ্যে (সম্যক্ জ্ঞান-বিষয়ে) তে (তোমাকে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) অভিহিতা (কথিত হইল) তু (কিন্তু) যোগে (ভক্তিযোগে) ইমাং শৃণু (এই করণীয় বুদ্ধিযোগের কথা শ্রবণ কর) যয়া বুদ্ধ্যা (যে বুদ্ধি দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (সংসার) প্রহাস্যসি (মুক্ত হইবে) ॥৩৯॥

অনুবাদ—হে পার্থ! সাংখ্যজ্ঞানের কথা তোমাকে কথিত হইল। কিন্তু এক্ষণে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধিযোগ লাভ করিলে সংসার সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ॥৩৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও স্বধর্ম্মরূপ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল; এক্ষণে তদুভয়ের যোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি যোগবুদ্ধিযুক্ত হইলে সংসার-ক্ষয়-করণে সমর্থ হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসংযোজক যোগ একটি মাত্র। যখন কর্ম্মের অবধিকে সীমা করিয়া সেই যোগ লক্ষিত হয়, তখন

তাহাকে 'কর্ম্মযোগ' বলে। যখন কর্ম্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানসীমার অবধি পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'জ্ঞানযোগ' বা 'সাংখ্যযোগ' বলে। যখন তদুভয়-সীমা অতিক্রম করত ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তিযোগ', 'বুদ্ধিযোগ' বা 'সম্পূর্ণ-যোগ' বলে। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসকল পৃথগ্-রূপে সম্যক্ বর্ণিত হয়। ১২ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব, এবং ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অনাত্মতত্ত্ব স্বধর্ম্মাকারে নিরূপিত হইয়াছে। অগ্রে তদুভয়ের যোগ কথিত হইবে এবং তদুভয়-যোগ দ্বারা আত্ম-যাথাত্ম্য-সিদ্ধি চরমে কথিত হইবে ॥৩৯॥

শ্রীবলদেব—উক্তং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তদুপায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগং বক্তু-মারভতে,—এষেতি। সংখ্যোপনিষৎ "সম্যক্ খ্যায়তে নিরূপ্যতে তত্ত্বমনয়া" ইতি নিরুক্তেঃ তয়া প্রতিপাদ্যমাত্মযাথাত্ম্যং সাংখ্যম্। শৈষিকান্ তস্মিন্ কর্ত্তব্যৈষা বুদ্ধিস্তবাভিহিতা। "ন ত্বেবাহম্"ইত্যাদিনা "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যন্তেন। সা চেত্তব চিত্তদোষান্নাভ্যুদেতি তর্হি যোগে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তান্তর্গতজ্ঞানে নিষ্কামকর্ম্মযোগে কর্ত্তব্যামিমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং শৃণু। ফলোক্ত্যা তাং স্তৌতি,—যয়েতি। কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মকৃতং বন্ধং প্রহাস্যসি। আত্মানন্দলিপ্সয়া ভগবদাজ্ঞয়া মহাপ্রয়াসানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বংস্তত্তদুদ্দেশমহিম্না হৃদন্তরভ্যুদিতয়াত্মজ্ঞাননিষ্ঠয়া সংসারং তরিষ্যসীতি। পশুপুত্ররাজ্যাদিফলকং কর্ম্ম সকামং জ্ঞানফলকন্তু তন্নিষ্কামমিতি শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার উপায়-স্বরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছেন—'এষেতি' সাংখ্যোপনিষৎ ॥ সম্যক্‌রূপে খ্যায়তে অর্থাৎ নিরূপণ করা যায় তত্ত্বগুলি ইহার দ্বারা, এই নিরুক্তি হইতে, তাহার দ্বারা আত্মার যথার্থ-স্বরূপ প্রতিপাদিত হয়, ইতি সাংখ্য। (অবশিষ্টগুলি) তাহাতেই করা উচিত। এই উপদেশ তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। "নত্বেবাহং" ইত্যাদির দ্বারা এবং "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি"—এই শেষের দ্বারা। সেইবুদ্ধি যদি তোমার মনের মালিন্যবশতঃ অভ্যুদয় না হয়, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রে "সে এই (আত্মাকে) বেদান্তবাক্যের

দ্বারা (বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবিৎ) ব্রাহ্মণেরা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা (তমঃ) নাশক কার্য্যের দ্বারা" ইত্যাদি বেদোক্তজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিব। তাহা শ্রবণ কর। ফলের উক্তির দ্বারা সেই কর্ত্তব্যকে প্রশংসা করিতেছেন—'যয়েতি' কর্ম্মগুলি করিতে করিতে তুমি যেই জ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম্মজন্য বন্ধনকে ত্যাগ করিতে পারিবে। আত্মানন্দলাভের ইচ্ছা ও ভগবানের আদেশের দ্বারা অতিকষ্টে সাধনীয় কর্ম্মগুলি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার উদ্দেশ্যের মহিমায় তোমার হৃদয়ে অভ্যুদিত আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারা সংসারের বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারিবে। পশু, পুত্র ও রাজ্যাদি লাভজনক কর্ম্মগুলি সকাম এবং জ্ঞানফল প্রাপ্তি যাহার দ্বারা হয়, তাহা নিষ্কাম-কর্ম্ম। ইহাই এই শাস্ত্রে বিশেষরূপে বলা হইতেছে ॥৩৯॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ জ্ঞানযোগের উপসংহার করতঃ তাহার উপায়ভূত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছেন। পূর্ব্বে আত্মতত্ত্ব ও অনাত্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন এবং স্বধর্ম্মাধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে, কি প্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন লাভ হয় না, তাহার উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে, তদাজ্ঞায় কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে, সংসার হইতে ত্রাণ হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনম্ ॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরঃ ॥" (১-২)

অর্থাৎ চরাচর সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের ব্যাপ্য বা ভোগ্য। বিষয়সমূহ সেই পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া, তদীয় উচ্ছিষ্ট-দ্বারা জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ভগবানের সম্পত্তিতে ভোগবুদ্ধি না করিয়া, অনাসক্তির সহিত ভগবৎসেবার্থ বিষয় স্বীকার করাই উচিত। শাস্ত্রবিহিত ভগবদুপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সংসাররূপ অশুভের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায় ॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—ইহ (এই ভক্তিযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ-মাত্রের নাশ) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (প্রত্যবায় নাই) অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) স্বল্পম্ অপি (অত্যল্পও) মহতঃ ভয়াৎ (সংসাররূপ মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—এই ভক্তিযোগে অনুষ্ঠান আরম্ভ-মাত্রের নিষ্ফলতা নাই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। ইহার অল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠানকারীকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই যোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয় না এবং তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই ; তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—বক্ষ্যমাণয়া বুদ্ধ্যা যুক্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি,—নেহেতি। ইহ 'তমেতম'—ইত্যাদি বাক্যোক্তেঃ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্যারম্ভস্য ফলোৎপাদকত্বনাশো নাস্তি। আরব্ধস্যাসমাপ্তস্য বৈফল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈকল্যে চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। আত্মোদ্দেশমহিম্না "ওঁ তৎ সৎ" ইতি ভগবন্নাম্না চ তস্য বিনাশাৎ। ইহ ভগবদর্পিতস্য নিষ্কামকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্ মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। বক্ষ্যতি চ এবং পার্থ 'নৈবেহ নামুত্র' ইত্যাদিনা। কাম্যকর্ম্মাণি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠিতান্যুক্তফলায় কল্পন্তে। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈকল্যে তু প্রত্যবায়ং জনয়ন্তীতি। নিষ্কামকর্ম্মাণি তু যথাশক্ত্যনুষ্ঠিতানি জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ফলং জনয়ন্ত্যেবোক্তহেতুতঃ প্রত্যবায়ং নোৎপাদয়ন্তীতি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—বক্ষ্যমাণ (ক্রমশঃ যাহা বলা হইবে) বুদ্ধির (জ্ঞান, বা যুক্তির) দ্বারা কর্ম্মযোগের যুক্তিযুক্ততাকে প্রশংসা করিতেছেন—'নেহেতি'। এখানে 'তমেতম্' ইত্যাদি বাক্য বলেই নিষ্কামকর্ম্মযোগে স্বল্পমাত্র আরম্ভ কর্ম্মের ফলোৎপত্তির বিনাশ নাই। আরব্ধ-কর্ম্মের সমাপ্তি না হইলেও উহার বৈফল্য হয় না এবং মন্ত্রাদি-অঙ্গবৈকল্যেও কোন রকম প্রত্যবায় অর্থাৎ ভয় বা পাপ নাই, আত্মার উদ্দেশ-মহিমায় "ওঁ তৎ সৎ" ইতি (তাহাই সৎ) এই ভগবানের

নামের দ্বারা তাহার (প্রত্যবায়ের) বিনাশ হয়। এই সংসারে ভগবানের প্রতি অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মাদি-লক্ষণ-ধর্ম্মের একটুমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও অতিশয় ভীষণ সংসার-ভয় হইতে অনুষ্ঠাতাকে রক্ষা করে। পার্থও এইপ্রকার বলিবেন—"নৈবেহ নামুত্র" ইত্যাদির দ্বারা। কাম্যকর্ম্মগুলি সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠিত হইয়া সমাপ্তি হইলে উক্ত ফল-লাভের যোগ্য হয়। কাম্যকর্ম্মগুলিতে মন্ত্রাদি অঙ্গ-হানি হইলে কিন্তু প্রত্যবায় (পাপাদি) জন্মায়। নিষ্কাম-কর্ম্মগুলি কিন্তু যথাশক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত ফল উৎপাদন করিবেই, এইজন্য ইহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগের মহিমায় বলিতেছেন যে, ইহার অনুষ্ঠান আরম্ভমাত্রেই ফলপ্রদ। এমন কি, কোন বিঘ্নাদির দ্বারা ক্রমনাশ বা প্রত্যবায়-লাভের সম্ভাবনাও নাই। অধিকন্তু স্বল্প-মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠানকারীকে সংসার হইতে উদ্ধার করে। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ইহাই মহিমা। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ না হইলে কর্ম্মের দ্বারা ফল-লাভ তো অসম্ভবই পরন্তু প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনাও থাকে।

শ্রীভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যে পাই—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপি অচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্," অর্থাৎ ভক্তিরহিত নৈষ্কর্ম্ম্য-ভাবও শোভা পায় না।

শ্রীভাগবত আরও বলেন,—"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে, ন তীর্থপাদসেবায়ৈঃ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥"

অল্পমাত্র ভগবদ্-ভজনে যে সংসাররূপ মহাভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত কিন্তু শ্রীভাগবতে অজামিলাদির চরিত্রে দেখা যায় ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) ইহ (এই ভক্তিমার্গে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (একনিষ্ঠা) হি (কিন্তু) অব্যবসায়িনাম্ (ভক্তিবহির্ম্মুখগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসমূহ) অনন্তাঃ বহুশাখাঃ চ (অনন্ত এবং বহুশাখা যুক্ত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! ভক্তিমার্গে নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি একবিষয়িণী

হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিবহির্মুখগণের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখা যুক্ত ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মযাথাত্ম্য-সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ-সাধক কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি, তাহা এক ; তাহার নাম 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' ; আর অব্যবসায়ী লোকের বুদ্ধি কাম্যকর্ম্ম-বিষয়িণী ; তাহা অনেক-বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা-লক্ষিণী ; তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—কাম্যকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধিতো নিষ্কামকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধের্বৈশিষ্ট্যমাহ,—ব্যবসায়েতি। হে কুরুনন্দন, ইহ বৈদিকেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ব্যবসায়াত্মিকা ভগবদর্চ্চনরূপৈর্নিষ্কামকর্ম্মভির্বিশুদ্ধচিত্তো বিষোর্ণাদিবৎ তদন্তর্গতেন জ্ঞানেনাত্ম-যাথাত্ম্যমহমনুভবিষ্যামীতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিরেকা একবিষয়ত্বাৎ। একস্মৈ তদনুভবায় তেষাং বিহিতত্বাদিতি যাবৎ। অব্যবসায়িনাং কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতৄণাং তু বুদ্ধয়োহনন্তাঃ, পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদ্যনন্তকামবিষয়ত্বাৎ। তত্রাপি বহুশাখাঃ, এক-ফলকেহপি দর্শপৌর্ণমাসাদাবায়ুঃসুপ্রজস্ত্বাদ্যবান্তরানেকফলাশংসাশ্রবণাৎ। অত্র হি দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রমপেক্ষতে, ন তুক্তাত্মযাথাত্ম্যং তন্নিশ্চয়ে কাম্যকর্ম্মসু প্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ—কাম্যকর্ম্মসম্পর্কীয় বুদ্ধি অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্ম-সম্পর্কীয় বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন—'ব্যবসায়েতি'। হে কুরুনন্দন ! এখানে বেদোক্ত সকল-কর্ম্মেতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবানের অর্চ্চনরূপ-নিষ্কাম-কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া বিষ ও উর্ণাদির ন্যায় তদন্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা আত্মার যথাযথ-স্বরূপ আমি অনুভব করিব, এই জাতীয় নিশ্চয়রূপা-বুদ্ধি একা ; কারণ একবিষয় (উদ্দেশ্য) হেতু। একেতেই অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরেই, তাঁহার অনুভবের জন্য তাহাদের (সেই সমস্ত কর্ম্মের) বিধান করা হইয়াছে এই হেতু। কিন্তু অব্যবসায়িগণের অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের বুদ্ধি অসংখ্য, কারণ—পশু, অন্ন, পুত্র, স্বর্গাদি অসংখ্য কাম্যবস্তু (ভোগ্যবস্তু) কামনার বিষয় হেতু। সেখানে বহু শাখা। একরকম ফললাভ হইলেও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে আয়ু, সুপ্রজত্বাদি (সুসন্তান) অবান্তর অনেক ফললাভের আকাজ্ক্ষা শ্রবণ হেতু। এখানে দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানমাত্রই-ফল লাভ হয় (উক্ত আত্মস্বরূপ যথাযথভাবে কিন্তু হয় না) তাহার নিশ্চয় হইলে, কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি কখনও সম্ভব নহে ॥৪১॥

অনুভূষণ—কাম্যকর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি হইতে নিষ্কাম-কর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, ইহাতে ভগবদর্চ্চনরূপ-নিষ্কাম-কর্ম্ম থাকে বলিয়া, চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন বিষ ও উর্ণা যেমন অভ্যন্তরস্থ থাকিয়া কার্য্য করে, সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই আমি 'আত্মযাথাত্ম্য' লাভ করিতে পারিব। এই জাতীয় একটি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। ভক্তিরহিত, ঈশ্বরারাধনা-বিমুখ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কাম্য-কর্ম্মে আসক্ত থাকে বলিয়া, পশু, পুত্রাদি নানা-বিষয়ের কামনা-নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি বহুশাখা-বিশিষ্ট হয়। উহারা তদ্দ্বারা 'আত্মযাথাত্ম্য' লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি জন্মিলে, তাহার কখনও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রীভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥" (১১।২০।২৭-২৮)

অর্থাৎ আমার কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং কর্ম্মসমূহ দুঃখপ্রদ বিবেচনা করতঃ তাহাতে উদ্বিগ্ন-ব্যক্তি বিষয়সমূহ কেবল দুঃখাত্মক জ্ঞাত হইয়াও, পরিত্যাগে অসমর্থ হইলে 'ভগবদ্ভক্তি-দ্বারাই আমার সকল সিদ্ধ হইবে'—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে পরিণামে দুঃখদায়ক বিষয়সমূহ নিন্দার সহিত স্বীকার করিতে করিতে প্রীতির সহিত আমার ভজনে রত হইবেন।

'দৃঢ়নিশ্চয়' এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"গৃহাদিতে আমার আসক্তি নাশ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় হউক, ভজনেও আমার কোটীবিঘ্ন হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয় হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞান-কর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন—এই প্রকার যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ গীতার এই শ্লোকের টীকায়ও লিখিয়াছেন যে, "সমস্ত বুদ্ধি অপেক্ষা ভক্তিযোগ-বিষয়িনী বুদ্ধি উৎকৃষ্টা। এই ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—আমার শ্রীগুরুর উপদিষ্ট—ভগবৎ-কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণ-পরিচর্য্যা

ইত্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু। সাধন-সাধ্য-দশাদ্বয় ত্যাগ করিতে অসমর্থ, আমার এই কামনা, ইহাই আমার কার্য্য, ইহা বিনা আমার কার্য্য নাই, অভিলষনীয় স্বপ্নেও নহে। ইহাতে সুখই হউক বা দুঃখই হউক, সংসার নাশপ্রাপ্ত হউক, বা না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—এ প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তিতেই সম্ভবপর।" আরও লিখিয়াছেন—"কর্ম্মযোগে কাম অনন্ত বলিয়া বুদ্ধিও অনন্ত, তাহার সাধন-কর্ম্মগুলি অনন্ত বলিয়া তাহাদের শাখাও অনন্ত।"

শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করে বলিয়া, সে একা অর্থাৎ এক-বিষয়িনী, বহু-বিষয়িনী নহে। ভক্তি-পথেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ভগবদাজ্ঞা-পালনই ভক্তি। যাঁহার এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা ॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) (যে) অবিপশ্চিতঃ (যে মূর্খগণ) যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং (যে সকল আপাত মনোরম পরিণাম বিষময় মধুপুষ্পিত বাক্য) প্রবদন্তি (ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট বেদবাক্য এইরূপ বলে) তে (তাহারা) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত) অন্যৎ ন অস্তি (অন্য ঈশ্বর-তত্ত্ব নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ প্রজল্পকারী) ॥৪২॥

অনুবাদ—যাহারা মূর্খ বেদের অর্থবাদে রত, স্বর্গাদি ফল ব্যতীত অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই, এইরূপ প্রজল্পকারী তাহারা আপাততঃ মনোরম, পরিণামে বিষময় পুষ্পিত বাক্যকে প্রকৃষ্ট বেদবাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে ॥৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥

অন্বয়—(অতএব) কামাত্মানঃ (কামের দ্বারা কলুষিত চিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপ্রার্থী) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াবিশেষ-প্রচুর) বাচং প্রবদন্তি (বাক্য বলিয়া থাকে) ॥৪৩॥

অনুবাদ—অতএব তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপ্রার্থী, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষ-প্রচুর বাক্যসকল বলিয়া থাকে ॥৪৩॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্ব্বদা বেদবাদে রত (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), কাম্য-কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ-ক্রিয়া-বাহুল্য-দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখলাভের সাধনীভূত আপাত-মনোরম শ্রবণ-রমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল বাক্য বলিয়া থাকে ॥ ৪২-৪৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ভবেৎ শ্রুতেস্তৌল্যাদিতি চেচ্চিত্তদোষান্ন ভবেদিত্যাহ,—যামিতি ত্রিভিঃ। অবিপশ্চিতোঽল্পজ্ঞাঃ যামিমাং "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি,—ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়ন্তি। তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে নাভ্যুদেতি ইত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশং বাচমিত্যাহ,—পুষ্পিতামিতি। কুসুমিতবিষলতাবদাপাতমনোজ্ঞাং নিষ্ফলা-মিত্যর্থঃ। এবং কুতস্তে বদন্তি তত্রাহ,—বেদেতি। বেদেষু যে বাদাঃ "অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাস্তেষ্বেব রতাঃ। বেদস্য সত্যভাষিত্বাদেবমেবৈতদিতি প্রতীতি-মন্তঃ। অতএব নান্যদিতি কর্ম্মফলাৎ স্বর্গাদন্যৎ জীবাংশিপরমার্থজ্ঞানং লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং নিত্যসুখং নাস্তি। তৎপ্রতিপাদিকানাং বেদান্তবাচাং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদেবতাবেদকতয়া তচ্ছেষত্বাদিতি বদনশীলা ইত্যর্থঃ। চিত্তদোষমাহ,—কামাত্মানঃ বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ। এবং চেৎ তাদৃশং মোক্ষং কুতো নেচ্ছন্তি তত্রাহ,—স্বর্গেতি। স্বর্গ এব সুধাদেবাঙ্গনাদ্যুপেতত্বেন পরঃ শ্রেষ্ঠো যেষাং তে। তাদৃগ্বাসনাগ্রস্তত্বাত্তেষাং নান্যদ্ভাষত ইত্যর্থঃ। জন্মকর্ম্মেতি—জন্ম চ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধলক্ষণং, তত্র কর্ম্ম চ তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতং, ফলঞ্চ বিনাশি পশ্বন্নস্বর্গাদি। তানি প্রকর্ষেণাবিচ্ছেদেন দদাতি তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষা জ্যোতিষ্টোমাদয়স্তে বহুলাঃ প্রচুরা যত্র তাং বাচং বদন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ভোগঃ সুধাপান-দেবাঙ্গনাদিঃ, ঐশ্বর্য্যঞ্চ দেবাদিস্বামিত্বং তয়োর্গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ইহাদের (কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাগণের) ব্যবসায়াত্মিকা

বুদ্ধি হইবে, কারণ, শ্রুতির সমানতা আছে, ইহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন—চিত্তের দোষ (মলিনতা) থাকায় উহা হইবে না। ইহাই বলিতেছেন—'যামিতি ত্রিভিঃ'। অপণ্ডিত অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ইহা "জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাই যথার্থ বেদবাক্য বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। এই জাতীয় বাক্যের দ্বারা কলুষিত-চিত্ত-ব্যক্তিগণের সমাধিতে বা মনেতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখনও হইবে না এবং হয়ও নাই, ইহাই প্রসঙ্গক্রমে বলা হইল। কিরূপ বাক্য? তাহাই বলা হইতেছে, 'পুষ্পিতামিতি'। 'পুষ্পশোভিত' বিষলতার ন্যায় আপাত মনোরম নিষ্ফল-বাক্য। ইহাই অর্থ। এইরকম কেন তাহারা বলেন—এই সম্পর্কে বলা হইতেছে, 'বেদেতি'। 'বেদেতে' যেই সকল বাক্য "সোমরস পান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব এবং চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞকর্ত্তার অক্ষয় সুকৃতি লাভ হয়" ইত্যাদি অর্থবাদগুলি (প্ররোচক বাক্যগুলি) অতএব তাহাতেই রত হয়। বেদের কথা অভ্রান্তসত্য বলিয়া এই রকমই ইহা, প্রতীতি-সম্পন্ন। অতএব অন্য কোন ফল নহে, ইহা কর্ম্মফল স্বর্গ হইতে ভিন্ন জীবের অংশীভূত পরমার্থ-জ্ঞানলভ্য মুক্তিলক্ষণ নিরতিশয় নিত্যসুখ নাই। তাহার প্রতিপাদক বেদোক্ত বাক্যগুলির কর্ম্ম, অঙ্গ, অঙ্গীভূতকর্ত্তা ও দেবতার বেদমূলত্বনিবন্ধন তাহারই শেষত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) ইতি বাক্যে নির্ভরশীল। ইহাই অর্থ। চিত্তদোষ কি? তাহা বলা হইতেছে—কাম্যফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বৈষয়িক সুখ ও বাসনাতে আসক্ত চিত্ত হন। এই রকমই যখন, তখন এই জাতীয় মুক্তি তাহারা কেন ইচ্ছা করে না—সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'স্বর্গেতি' (তাহাদের পক্ষে) স্বর্গই অমৃত, দেবাঙ্গনাদিযুক্তহেতু উত্তম—শ্রেষ্ঠ যাহাদের তাহারা। তাদৃশ বাসনাগ্রস্ত বলিয়া তাহাদের অন্যকিছু শোভা পায় না, ইহাই প্রকৃষ্টার্থ। 'জন্মকর্ম্মেতি'—জন্ম—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক-লক্ষণযুক্ত এবং তাহাতে কর্ম্ম—সেই সেই বর্ণাশ্রম-বিহিত, এবং ফল—বিনাশশীল পশু, অন্ন, স্বর্গাদি। সেই সকল প্রকৃষ্টরূপে অবিচ্ছেদে দান করে, সেই ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তির প্রতি যে সকল ক্রিয়াবিশেষ জ্যোতিষ্টোমাদি—তাহারাই বহু ও প্রচুর যেখানে, তাদৃশ বাক্য বলেন ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়; ভোগ—সুধাপান, দেবাঙ্গনাদির (উপভোগ) এবং ঐশ্বর্য্য—দেবাদি-প্রভুত্ব তাহাদের গতি (সাধনীভূত) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি মনে করেন, সকাম কর্ম্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদ্ভব কেন সম্ভব হইবে না? সকলেই তো শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে অনুসরণ করিতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, চিত্ত-মালিন্যবশতঃ উহা হইবে না, কারণ সংসারে মানবগণ প্রায়শঃ আপাত মনোরম বিষয়েই আকৃষ্ট-চিত্ত। সুতরাং বেদে কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহা সৌরভশূন্য পুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্য শোভায় আকৃষ্ট হইয়া, যেমন ঐ পুষ্পকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ বেদে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার দ্বারা মরণান্তে স্বর্গে গমন, তথায় স্বর্গীয় সুধা-পান, উর্ব্বশী প্রভৃতি সুরসুন্দরিগণের সঙ্গ-সুখ, নন্দনকানন-জাত পারিজাত-আঘ্রাণ প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যের উপভোগরূপ ফল বিহিত হইয়াছে। বিচার-বিমূঢ় ও তাৎপর্য্য-জ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তিরা আপাততঃ প্রিয়, পূর্ব্বোক্ত ফল-প্রদ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অনিত্য সুখ-লালসায় বেদোক্ত চাতুর্ম্মাস্য, সোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে অনুরক্ত হয়। এবং কর্ম্মকাণ্ডকেই সারভূত মনে করিয়া পরমার্থ-বিচারকে অসার ও তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মতে স্বর্গপ্রাপ্তিই পুরুষার্থের শেষ কথা। এমন কি, অনেক মোহান্ধ জড় বুদ্ধি-বিশিষ্টগণ স্বর্গকেও বহুমানন না করিয়া, এই পৃথিবীতে যতদিন থাকিব, ততদিন কি প্রকারে নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ লাভ হয়, তজ্জন্য বেদ-বহির্ভূত জড়ীয় কার্য্যকলাপকেই সার বলিয়া গ্রহণ করে, ইহারা আরও দুর্ভাগা।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত ব্যক্তিগণ এমন ভ্রমান্ধ যে, সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও, এমন কি, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পতন অনিবার্য্য জানিয়াও, তাহাদের অন্তঃকরণ এতই বিবেক ও বৈরাগ্যহীন যে, মোক্ষবিষয়ক-বিচার-গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া-কলাপেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। তাদৃশ বৈদিক যজ্ঞাদি সকাম বলিয়া উহার দ্বারা যে কখনও চিত্তশুদ্ধি হইবে না, ইহাও বুঝিতে পারে না। সেইজন্য ভক্তিমূলক পরমাত্ম-চিন্তা তাহাদের মলিন-হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। এইজন্যই বলা হইয়াছে, ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অবলম্বন না হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয় না, আবার চিত্তশুদ্ধ না হইলে, শুদ্ধ-জ্ঞানোদয় এবং চরমে ভক্তির উদয় হয় না, অবশ্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রথমেই

ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিতে পারিলে, ভগবদ্-ভজনের ফলেই আনুষঙ্গিকরূপে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করে। কিন্তু সকাম কর্ম্মীদিগের চিত্ত মলিন হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে ॥৪২-৪৩॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

অন্বয়—তয়া (সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (অপহৃত-চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) ন বিধীয়তে (সমাহিত হয় না) ॥৪৪॥

অনুবাদ—সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত, সেই ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের সমাধিতে অর্থাৎ ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত হয় না ॥৪৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখে একান্ত আসক্ত, সমাধি-অভাবে সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না, যেহেতু তাহাদের চিত্ত ঐ সকল পুষ্পিত বাক্য-দ্বারা অপহৃত ॥৪৪॥

শ্রীবলদেব—ভোগেতি। তেষাং পূর্ব্বোক্তয়োর্ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িত্বদোষাস্ফূর্ত্ত্যা তয়োরভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতং বিলুপ্তং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তাদৃশানাং সমাধাবিতি যোজ্যম্,—সম্যগাধীয়তেঽস্মিন্নাত্মতত্ত্বযাথাত্ম্যমিতি নিরুক্তেঃ সমাধির্মনস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ—'ভোগেতি', সেই পূর্ব্বোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষয়িত্বদোষের ঈষদ্রূপেও পরিস্ফূরণ হয় না বলিয়া, তাহাতে অতিশয় আসক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের, সেই (আপাতরম্য) পুষ্পিত-বাক্যের দ্বারা অপহৃত—বিলুপ্ত-চিত্ত-বিবেকজ্ঞান যাহাদের, তাহাদের সমাধিতে, ইহা যোজনা করিবে।—(সমাধি শব্দের অর্থ) সম্যকরূপে নিবিষ্ট হয় এই আত্মার যথাযথতত্ত্ব, এই নিরুক্তি (ব্যুৎপত্তি)-হেতু সমাধি—মন তাহাতে এই অর্থ ॥৪৪॥

অনুভূষণ—ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি একান্ত আসক্ত-ব্যক্তিগণের চিত্ত ও বিবেক তদ্দ্বারা লুপ্ত হওয়ায়, তাহারা স্বর্গাদি ভোগের অনিত্যতা বিন্দুমাত্রও মনে করিতে চায় না। সুতরাং এতাদৃশ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানরত মূঢ় ব্যক্তিগণের

বুদ্ধি কখনও সমাধি লাভে সমর্থ হয় না বলিয়া, শ্রীভগবানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহাদের উদিত হয় না ॥৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) (ত্বং তু—তুমি কিন্তু) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত) নির্দ্বন্দ্বঃ (গুণময় মানাপমান রহিত) নিত্য সত্ত্বস্থঃ (শুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেম রহিত) আত্মবান্ (মদ্দত্ত বুদ্ধি-যুক্ত) ভব (হও) ॥৪৫॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! তুমি বেদোক্ত ত্রৈগুণ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ তত্ত্বে প্রবেশ কর, গুণময় মানাপমানাদি রহিত হও। নিত্যসত্ত্ব আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর। মদ্দত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান রহিত হও ॥৪৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়; আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে-স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে-স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারকা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন, নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম-দৃষ্টিক্রমে বেদসকলের 'বিষয়' বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমো-গুণাত্মক কর্ম্ম, কোন-স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ-বিশেষ-স্থলে নির্গুণা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময়-মানাপমানাদি-দ্বন্দ্ব-ভাবরহিত হইয়া নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর ॥৪৫॥

শ্রীবলদেব—নন্থ ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণানপি তানি স্বফলৈর্যোজ-য়েয়ুস্তৎস্বাভাব্যাত্তৎ কথং তদ্বিমুক্তেঃ সম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ,—ত্রৈগুণ্যেতি।

ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যম্—"গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" ইতি সূত্রাৎ ষ্যঞ্—সকামত্বমিত্যর্থঃ ; তদ্বিষয়া বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি ; ত্বং তু তচ্ছিরোভূত-বেদান্তনিষ্ঠো নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। অয়মর্থঃ,—পিতৃকোটিবৎসলো হি বেদোঽনাদিভগবদ্বিমুখান্মায়াগুণৈর্নিবদ্ধাংস্তদ্‌গুণসৃষ্টসাত্ত্বিকাদিসুখসক্তান্ প্রতি তৎকামানমুরুধ্য ফলানি প্রকাশয়ন্ স্বস্মিংস্তান্‌বিশ্রম্ভয়তি। তদ্বিশ্রম্ভেণ তৎ-পরিশীলিনস্তে তন্মূর্দ্ধভূতোপনিষৎপ্রতীতাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়েন তাং বুদ্ধিং যান্তীতি ন চাকামিতান্যপি তান্যাপতেয়ুঃ, কামিতানামেব তেষাং ফলত্বশ্রবণাৎ। ন চ সর্ব্বেষাং বেদানাং ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বম্,—নিস্ত্রৈগুণ্যতায়া অপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ। নমু শীতোষ্ণাদিনিবারণায় বস্ত্রাদেঃ কাম্যত্বাৎ কথং নিষ্কামত্বম্? তত্রাহ,—নির্দ্বন্দ্ব ইতি। "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ইত্যাদিবিমর্শেন দ্বন্দ্বসহো ভব। তত্র হেতুর্নিত্যেতি,—নিত্যং যৎ সত্ত্বমপরিণামিত্বং জীবনিষ্ঠং তৎস্থস্তদ্বিভাব্যেত্যর্থঃ। তত এব নির্যোগক্ষেমঃ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমং তদ্রহিতো ভবেত্যর্থঃ। নমু ক্ষুৎপিপাসে তথাপি বাধিকে ইতি চেত্তত্রাহ,—আত্মবানিতি। আত্মা বিশ্বম্ভরঃ পরমাত্মা স যস্য ধ্যেয়তয়াস্তি তাদৃশো ভবেত্যর্থঃ,—স তে দেহযাত্রাং সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—ফলের কামনা না করিয়া কর্ম্মগুলি যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকেও সেইসব কর্ম্মসকল স্বকীয় স্বাভাবিক ফলের দ্বারা অভিভূত (যুক্ত) করিবেই। কারণ উহা কর্ম্মের স্বভাব। অতএব কিরূপে (পূর্ব্বোক্ত) সেইরকম বুদ্ধি সম্ভব, এইরকম প্রশ্ন যদি হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'ত্রৈগুণ্যেতি'। তিনটী গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তমঃ) কর্ম্ম ত্রৈগুণ্য—"গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি" এই সূত্রানুসারে ষ্যঞ্ (য্) সকামত্ব এই অর্থ। সেইরূপ বিষয়পূর্ণ বেদ (প্রাপ্ত) কর্ম্মকাণ্ডগুলি। (অতএব) তুমি কিন্তু তাহার (বেদের) শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠ ত্রিগুণাতীত নিষ্কামী হও। ইহার অর্থ—বেদ পিতৃকোটি-বৎসল অর্থাৎ কোটি কোটি পিতামাতার মত হিতোপদেশপূর্ণ, অনাদি কাল হইতে ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ (তাঁহার) মায়াগুণের দ্বারা আবদ্ধ ও তৎগুণসৃষ্ট সাত্ত্বিকাদি সুখাদির প্রতি আসক্ত ব্যক্তিসমূহের প্রতি সেই কামনানুসারে ফলগুলি প্রকাশ করিতে করিতে নিজের প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করে। সেই বিশ্বাসের প্রতি অতিশয় আসক্তি থাকায়, তন্মার্গাবলম্বিগণ তৎ-মার্গের শ্রেষ্ঠ, উপনিষদ্-প্রতীত আত্মার

যথার্থ-তত্ত্ব নিশ্চয়ের দ্বারা সেই বুদ্ধির প্রতিই আসক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কামনার বিষয়ীভূত না হইলেও সেগুলি আসিয়া পড়িবে, ইহা নহে ; কাম্যবস্তুরই ফলত্ব শ্রবণহেতু। কিন্তু সকল বেদের ত্রিগুণ-বিষয়ত্ব বলা যায় না—নিস্ত্রৈ-গুণ্যতার অপ্রামাণিকত্ব হইতে পারে। প্রশ্ন—শীত ও উষ্ণাদি নিবারণের জন্য যখন বস্ত্রাদির প্রতি কামনা আছে, তখন উহা কিরূপে নিষ্কামত্ব হইতে পারে ? এই সম্পর্কে বলিতেছেন—'নির্দ্বন্দ্ব' ইতি "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ইত্যাদি বিচার করিয়া তুমি সুখ ও দুঃখ উভয়টী সহ্য কর। এই সম্পর্কে হেতু—'নিত্যেতি'—নিত্য যে সত্ত্ব অপরিণামী জীবনিষ্ঠ, তাহা তাহা চিন্তা করিয়া, ইহাই অর্থ। তাহাতেই নির্যোগক্ষেম হওয়া যায়। অলব্ধ-লাভের নাম যোগ এবং লব্ধ-বস্তুকে সম্যক্‌রূপে রক্ষার নাম ক্ষেম, তদুভয় রহিত হও অর্থাৎ তুমি তাহাতে আসক্ত হইও না। প্রশ্ন,—ক্ষুধা ও পিপাসা বাধা দিবে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'আত্মবানিতি'—'আত্মা'—বিশ্বম্ভর পরমাত্মা তিনি যাহার ধ্যেয় রূপে আছেন—তুমি সেইরূপ হও, তিনি তোমার দেহ-যাত্রা সম্পন্ন করাইবেন ॥৪৫॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন যদি বলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি বলিলে যে, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে চিত্ত-শুদ্ধি হইলে আত্মযাথাত্ম্য লাভ হয়, আর সকাম-কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত মলিন হয় বলিয়া, সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে হয়। কিন্তু কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও তো কর্ম্মসকল স্বাভাবিক ফলের দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি লাভ হইতে পারে ? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিন গুণের কর্ম্মই ত্রৈগুণ্য। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন যে, বেদ পিতৃকোটী বৎসল সুতরাং গুণপ্রধান মানবের সাধারণ হিতের জন্য প্রথমে সকাম-কর্ম্মের কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদন করিলেও, চরম ও পরম হিতের উদ্দেশপূর্ব্বক গুণাতীত বিষয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্ ॥
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥" ১১।৩।৪৪॥

পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটী স্বভাব। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"পিতা যেরূপ পুত্রের রোগনিবারণের জন্য কুসুমিতবাক্যে মধুরদ্রব্যের আশা প্রদান করিয়া পরে তাহা হইতে বঞ্চনাপূর্ব্বক পুত্রের মঙ্গল-কামনায় মঙ্গলকর ঔষধাদি দান করেন, কুপথ্যের প্রলোভন দিয়া পুত্রকে ঔষধগ্রহণে কৌতুহলাক্রান্ত করান, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডপর ফলভোগের আশাভরসায় উৎসাহিত করিয়া বেদসমূহ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অদূরদর্শী কর্ম্মীকে কর্ম্মকাণ্ডের লোভ দেখাইয়া কর্ম্মফল ভোগ হইতে অবসর দেন। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এবং "আশু নিবৃত্তিরিষ্টা" প্রভৃতি শ্লোকে অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী আধ্যক্ষিক বালকগণের অনুশাসনের জন্যই কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ। কর্ম্মকাণ্ড-লক্ষণ যে বেদপুরুষের আধ্যক্ষিক দর্শন, তাহা অনুমিতিপর হইলে, উহাই 'পরোক্ষ'। আধ্যক্ষিক পরোক্ষও স্থূলপ্রত্যক্ষ বা সূক্ষ্ম-অনুমিতিপর অদৃষ্ট—ভোক্তার ফলভোগ কামনোত্থ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-জন্য মাত্র। অপরোক্ষ-বিচারে কেবল নির্ব্বৈশিষ্ট্য-স্থাপন—বিচারবিপ্লবমাত্র। উহা সুষ্ঠু বেদবিচার-সঙ্গত নহে।"

এজন্য অনেকেই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হরিভজন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে আবদ্ধ হয়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

সুতরাং শাস্ত্রে হরিভজন-পর নিস্ত্রৈগুণ্যের উপদেশ। যদি কেহ মনে করেন যে, মনুষ্যের শীত, উষ্ণাদি নিবারণের জন্য যখন বস্ত্র ও শীতল দ্রব্যের প্রয়োজন, তখন নিষ্কাম হওয়া যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিলেন যে, তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" শ্লোকানুসারে শীত ও উষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও। যদি বলেন যে, শীতোষ্ণাদিজনিত অসহ্য-দুঃখাদি কি প্রকারে সহ্য করা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, তুমি 'নিত্য-সত্ত্বস্থ' হও; অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হও। যদি বলেন যে, শীতোষ্ণাদি সহ্য করিলেও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের জন্য অলব্ধ-বস্তুর লাভ, লব্ধ-বস্তুর রক্ষণে যত্ন তো করিতেই হইবে; তাহা হইলে কিরূপে নিত্যসত্ত্বাবলম্বী হওয়া

যাইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তুমি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ কর। যদি বলেন যে, সব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তুমি আত্মবান্ হও অর্থাৎ সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের চিন্তায় অনন্যভাবে রত হও। যেমন নবমে বলিবেন,—"অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাং…যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া ॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥"

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে" ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

অন্বয়—উদপানে (কূপে) যাবান্ (যে পর্য্যন্ত) অর্থঃ (প্রয়োজন) তাবান্ (সেই পর্য্যন্ত প্রয়োজন) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবে) সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে বা সরোবরে) (ভবতি—সিদ্ধ হয়) (তথা—সেই প্রকার) সর্ব্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) (যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্তঃ—যাবৎ প্রয়োজন সেই সমস্তই) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (বেদজ্ঞ ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের) (ভবতি—হয়) ॥৪৬॥

অনুবাদ—কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাজলাশয়ে সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা যে যে ফল সিদ্ধ হয়, ভগবদু-পাসনাদ্বারা বেদতাৎপর্য্যবিদ্ ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের সেই সকল-ফলই লাভ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' এবং অতি বৃহৎ জলাশয়কে 'সংপ্লুতোদক' বলে ; সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নান-পানাদি কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। সেইরূপ বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদাশ্রয়েও সেই আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ কার্য্য হয় ॥৪৬॥

শ্রীবলদেব—নন্থ সর্ব্বান্ বেদানধীয়ানস্য বহুকালব্যয়াদ্বহুবিক্ষেপসম্ভবাচ্চ কথং তদ্বুদ্ধেরভ্যুদয়স্তত্রাহ,—যাবানিতি। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি। বিস্তীর্ণে উদপানে জলাশয়ে স্নানাদ্যর্থিনো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব স তেন তস্মাৎ সংপদ্যতে। এবং সর্ব্বেষু সোপনিষৎসু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বেদাধ্যায়িনো বিজানত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানং লব্ধুকামস্য যাবান্ তজ্জ্ঞানসিদ্ধিলক্ষণোঽর্থঃ স্যাত্তাবানেব তেন তেভ্যঃ সংপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথা চ স্বশাখয়ৈব সোপ-নিষদাচিরেণৈব তৎসিদ্ধৌ তদ্বুদ্ধিরভ্যুদিয়াদেবেতি। ইহ দার্ষ্টান্তিকেঽপি যাবাংস্তাবানিতি পদদ্বয়মনুষঞ্জনীয়ম্ ॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে বহুকাল গত হওয়ার ফলে বহুপ্রকার চিত্তের বিক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেই, অতএব কি প্রকারে তাহার (হৃদয়ে) সেই বুদ্ধির অভ্যুদয় হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে—'যাবানিতি'। 'সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি'। বিস্তৃত উদপানে অর্থাৎ মহাজলাশয়ে স্নানার্থি-ব্যক্তিগণের যেই পরিমাণ স্নান-পানাদি প্রয়োজন, ততটাই তাহা হইতে সম্পন্ন হয়। এইরকম উপনিষদ্‌সহ সমস্ত বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদাধ্যায়ি-ব্যক্তির আত্মাসম্পর্কে যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যতটা সম্ভব, ততটাই আত্মজ্ঞান-সিদ্ধিরূপ-প্রয়োজন তাহা হইতেই তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন্। অতএব বেদের শাখার সহিত সমগ্র উপনিষদ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদীয় উপদেশাদি পালনের দ্বারা অচিরেই তাহার (সেই সদ্‌বুদ্ধির) উদয় হইবেই। এখানে দৃষ্টান্তের অন্তর্ভূত গুঢ় অর্থেও যতটা ও ততটা এইপদদ্বয়কে আলোচনার জন্য সংযোজিত করিতে হইবে ॥৪৬॥

অনুভূষণ—পুষ্করিণী, কূপাদি ক্ষুদ্র-জলাশয়-সমূহে যেমন পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য কৃত হইতে পারে, তেমন বৃহৎ-জলাশয়-সমুদ্রে, বা মহাহ্রদে তাহা সকলই একত্রে সম্পন্ন হয়, সেইরূপ বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনার্ দ্বারা যে সকল ফল লাভ হয়, তাহা সমুদয় এক শ্রীভগবানের উপাসনার দ্বারা লাভ হইতে পারে। পরমার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভগবদর্পিতহৃদয় ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদৈকবেদ্য সর্ব্বসার শ্রীভগবানের সেবার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ জানেন যে, ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্য বা সার। আর সেই ভক্তিযোগে ঐকান্তিক নিষ্ঠাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ॥৪৬॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—তে (তোমার) কর্ম্মণি (কর্ম্মমাত্রে) অধিকারঃ (অধিকার) ফলেষু (কর্ম্মফলে) কদাচন মা (কখনও না হউক) কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলের হেতু বা উৎপাদক) মা ভূঃ (হইও না) তে (তোমার) অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু (না হউক) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তোমার স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে। কিন্তু কর্ম্মফলে অধিকার নাই। তুমি কাম্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম অকরণে তোমার নিষ্ঠা যেন না হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম,—এই তিন প্রকার কর্ম্ম-সম্বন্ধী বিচার; তন্মধ্যে বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা, এই দুইটি নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তোমার যেন অকর্ম্মে সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি না হয়; অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি কর্ম্মকে সাবধানে আচরণ করিবে। কর্ম্ম—তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক-কর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম অমঙ্গলজনক; যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, তুমি কর্ম্মাশ্রয় করত কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা যোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীকৃত হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ কর্ম্মভির্জ্ঞানসিদ্ধিরিষ্যতে চেত্তর্হি তস্য শমাদীন্যেবান্তরঙ্গত্বাদনুষ্ঠেয়ানি সন্তু কিং বহুপ্রয়াসৈস্তৈরিতি চেত্তত্রাহ,—কর্ম্মণ্যেবেতি; জাত্যৈকবচনম্। তে তব স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধেঽধর্ম্মবুদ্ধেরশুদ্ধচিত্তস্য তাবৎ কর্ম্মস্বেব যুদ্ধাদিষ্বধিকারোঽস্তু ময়ৈতানি কর্ত্তব্যানীতি তৎফলেষু বন্ধকেষু তবাধিকারো মাস্তু ময়ৈতানি ভোক্তব্যানীতি। নন্থ ফলেচ্ছাবিরহেঽপি তানি স্বফলৈর্যোজয়েয়ুরিতি চেত্তত্রাহ,—মা কর্ম্মেতি। কর্ম্মফলানাং হেতুরুৎপাদকস্ত্বং মা ভূঃ কামনয়া কৃতানি তানি স্বফলৈর্যোজয়ন্তি,—কামিতানামেব ফলানাং নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাম্নাতাৎ। অতএব বন্ধকানি ফলানি আপতিষ্যন্তীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে তব সঙ্গঃ প্রীতির্মাস্তু কিন্তু বিদ্বেষ এবাস্ত্বিত্যর্থঃ।

নিষ্কাম-তয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি যষ্টিধান্যবদন্তরেব জ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়িষ্যন্তি ;—শমাদীনি তু তৎপৃষ্ঠলগ্নান্যেব স্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—যদি কর্ম্মের দ্বারাই অভীষ্টজ্ঞান লাভ হয়, ধারণা করা হয়, তাহা হইলে তাহার (কর্ম্মের) শমপ্রভৃতি গুণ অন্তরঙ্গত্বহেতু তাহাদেরই অনুষ্ঠান করা হউক্, বহুপ্রয়াসসাধ্য ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে—'কর্ম্মণেবেতি', জাতিতে একবচন। তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধেও যখন অধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হইয়া চিত্তের মলিনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন কর্ম্মস্বরূপ যুদ্ধাদিতে তোমার অধিকার (আসক্তি) হউক। আমার পক্ষে এইগুলি কর্ত্তব্য, এইভাবে তাহার ফলের প্রতি চিন্তা করিলে, যখন বাধা আসে, তখন তাহাতে তোমার অধিকার না হউক, আমার পক্ষে এইসকল ভোগকরা উচিত। প্রশ্ন—ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম (যুদ্ধ) করিলেও কর্ম্মই স্বীয়ফলের দ্বারা আমাকে অভিভূত করিবেই। ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'মা কর্ম্মেতি'। কর্ম্মফল সমূহের হেতু—উৎপাদক তুমি হইও না ; কামনাবশতঃ কৃতকর্ম্মগুলি স্বকীয় ফলের দ্বারা সংযোজিত হইবেই। কারণ—কাম্যফলের স্বাভাবিক নিযোজ্য-বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ফললাভ হইবে। অতএব প্রতিবন্ধক (যুদ্ধের) ফলগুলি ভোগ করিতে হইবে ; এই ভয়ে অকর্ম্মেতে অর্থাৎ কর্ম্ম করার অপ্রবৃত্তিতে তোমার আসক্তি ও আনন্দ না হউক কিন্তু বিদ্বেষই হউক্—ইহাই অর্থ। নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যষ্টিধান্যের ন্যায় ভিতরে ভিতরেই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা (আসক্তি) সম্পাদন করিবেই। কিন্তু শমগুণ প্রভৃতি তাহার পৃষ্ঠলগ্নই হইবে ॥ ৪৭ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারীর বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক বর্ত্তমানে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তদনধিকারীর জন্য নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন। চিত্তের মলিনতা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানাধিকার হয় না, অতএব অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম কিরূপে আচরণ করিতে হইবে, তাহাই এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥" (১১।৩।৪৪) ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সম ভূত্বা (সমভাবাপন্ন হইয়া) যোগস্থঃ (ভক্তিযোগে স্থিত হইয়া) কর্ম্মাণি কুরু (স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম কর) (যতঃ—যেহেতু) সমত্বং (সমত্বই) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া কথিত হয়) ॥৪৮॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয় ! ফলকামনাত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত হয় ॥৪৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম আচরণ কর ; কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও তাহার অসিদ্ধি, এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান, তাহাকে 'যোগ' বলে ॥৪৮॥

শ্রীবলদেব—পূর্ব্বোক্তং বিশদয়তি,—যোগস্থ ইতি। ত্বং সঙ্গং ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু যুদ্ধাদীনি। আদ্যেন মায়ানিমজ্জনমেব ; দ্বিতীয়েন তু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণপরেশধর্ম্মচৌর্য্যং, তেন তন্মায়া-ব্যাকোপঃ ;—অত স্তয়োঃ পরিত্যাগ ইতি ভাবঃ। যোগস্থপদং বিবৃণোতি,—সিদ্ধসিদ্ধ্যোরিতি। তদনুষঙ্গফলানাং জয়াদীনাং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো ভূত্বা রাগদ্বেষরহিতঃ সন্ কুরু। ইদমেব সমত্বং ময়া যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোক্তং, চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থের বিশদ বর্ণনা করিতেছেন—'যোগস্থ' ইতি। তুমি কর্ম্মের ফলাভিলাষরূপ সঙ্গ ও কর্ত্তৃত্বাভিমানকে ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া যুদ্ধরূপ কর্ম্মগুলি কর। আদ্যের দ্বারা (প্রথমপক্ষে) মায়াতে নিমজ্জিত হইবেই। দ্বিতীয়পক্ষে কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-স্বরূপ পরেশ-ধর্ম্ম আহরণ করিবে। তাহাতে সেই মায়ার প্রকোপ নষ্ট হইবে। অতএব উভয়টী তোমার পক্ষে ত্যাগ করা উচিত। যোগস্থ পদের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি'। কর্ম্মের (যুদ্ধের) আনুষঙ্গিক-ফল জয় ও পরাজয়াদি-বিষয়ে অর্থাৎ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি-বিষয়ে তুমি সমদর্শী হইয়া আসক্তি ও বিদ্বেষ শূন্য হইয়া কর্ম্ম কর।

ইহাই 'সমতা', আমা কর্ত্তৃক 'যোগস্থ' এখানে যোগশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। কারণ—ইহার দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপের সমাধান হয় ॥৪৮॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে; ফলাসক্তি এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা উচিত। তাহাই যোগ। একমাত্র শ্রীভগবদাশ্রিত বুদ্ধিতে, তাঁহাতেই সকল সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করণীয়। তাহার আনুষঙ্গিকরূপে জয় ও পরাজয়াদিতে সমবুদ্ধি থাকিবে। আর এই প্রকার চিত্তের সমাধানরূপ সমত্বকেই যোগ বলে ॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) হি (যেহেতু) বুদ্ধিযোগাৎ (পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দূরেণ অবরং (অতিনিকৃষ্ট) (অতএব) বুদ্ধৌ (নিষ্কাম কর্ম্মে) শরণং (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (গ্রহণ কর) ফলহেতবঃ (ফলকামিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ) ॥৪৯॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যেহেতু ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃপণ ॥৪৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে অতি-নিকৃষ্ট যে কাম্যকর্ম্ম, তাহা দূর করিয়া আত্মযাথাত্ম্যসাধক কর্ম্মযোগলক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর; যেহেতু, ফলকামনায় যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মকর্ম্মপ্রবাহপরবশ ও দীন ॥৪৯॥

শ্রীবলদেব—অথ কাম্যকর্ম্মণো নিকৃষ্টত্বমাহ,—দূরেণেতি। বুদ্ধিযোগাদবরং কর্ম্ম দূরেণ, হে ধনঞ্জয়, আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিসাধনভূতান্নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণাবরমত্যপকৃষ্টং জন্মমরণাদ্যনর্থনিমিত্তং কাম্যং কর্ম্মেত্যর্থঃ। হি যস্মাদেবমতস্ত্বং বুদ্ধৌ তদ্যাথাত্ম্যজ্ঞানে নিমিত্তে শরণমাশ্রয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ কুরু। যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা অবরকর্ম্মকারিণস্তে কৃপণাস্তৎফলজন্মকর্ম্মাদিপ্রবাহপরবশা দীনা ইত্যর্থঃ তথা চ ত্বং কৃপণো মাভূরিতি ইহ কৃপণাঃ খলু কষ্টোপার্জ্জিতবিত্তাদৃষ্টস্থলবলুব্ধা বিত্তানি দাতুমসমর্থা মহতা দানসুখেন বঞ্চিতাস্তথা কষ্টানুষ্ঠিতকর্ম্মাণস্তচ্ছতৎফললুব্ধা মহতাত্মসুখেন বঞ্চিতা ভবন্তীতি ব্যজ্যতে ॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কাম্যকর্ম্মের নিকৃষ্টতা বলা হইতেছে—'দূরেণেতি,' বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম ক্ষুদ্র অর্থাৎ অতিশয় নিকৃষ্ট; হে ধনঞ্জয়! আত্মার যথাযথ জ্ঞানলাভ হয়—এই জাতীয় সাধনভূত নিষ্কামকর্ম্মযোগ অপেক্ষা জন্মমরণাদি-প্রচুর অনর্থমূলক কাম্যকর্ম্ম ক্ষুদ্র—অতিশয় অপকৃষ্ট (নিকৃষ্ট)—ইহা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। যেই হেতু ইহা এই রকম অতএব তুমি বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মার যথাযথ জ্ঞানবিষয়ে শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কিন্তু ফলের প্রত্যাশায় কাম্যকর্ম্মগুলি সম্পন্নকারি-নিকৃষ্টকর্ম্মিগণ কৃপণ—তাহার ফল, জন্মান্তরলাভরূপ কর্ম্মাদি-বশে অবসন্ন হইয়া অতিশয় দীন অর্থাৎ নিকৃষ্টভাজন হয়। অতএব তুমি (ঐ জাতীয়) কৃপণ হইও না। এই জগতে এই জাতীয় কৃপণ ব্যক্তিগণ অতিশয় কষ্টার্জিত ধন, অদৃষ্ট-তুচ্ছ সুখের প্রতি লোভবশতঃ দানে অক্ষম হইয়া, সুমহৎ দানসুখে বঞ্চিত হয়। তাদৃশ কষ্টে অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি করিতে করিতে তাহার তুচ্ছ ফলের প্রতি লোভবশতঃ অতি মহৎ আত্ম-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাই, ব্যক্ত করা হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

অনুভূষণ—এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ফলকামনা-যুক্ত কর্ম্মসমূহকে অতিশয় নিকৃষ্ট-জ্ঞানে পরিত্যাগের উপদেশ দিতেছেন। কারণ ঐ সকল কর্ম্ম—জন্মমরণাদি অনর্থমূলক, সংসার-বন্ধনের হেতুভূত। যাঁহারা ঐরূপ কাম্যকর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারা সংসার-ক্লেশে-ক্লিষ্ট নিতান্ত দীন। তাঁহাদিগকেই কৃপণ বলা হয়।

কৃপণ ব্যক্তি যেমন বহু কষ্টে উপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর সুখের লোভে, দানাদি-সৎকর্ম্মে ধনাদি-ব্যয় না করিয়া, দানাদি-জনিত মহৎসুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞব্যক্তি অতিশয় ক্লেশ-সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা তুচ্ছ কামনা করিতে গিয়া ভগবদ্-সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—(বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০) হে গার্গি! এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া, যে ব্যক্তি ইহ-লোক হইতে প্রস্থান করে, সে ব্যক্তি কৃপণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

'কৃপণঃ গুণবস্তুদৃক্' (৬।৯।৪৮) অর্থাৎ গুণজাত বস্তুকেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানে, তাহারা কৃপণ।

অন্যত্র শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—'কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ' অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ।

এখানে আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃপণ বলিতে কিন্তু ধনহীনকে বুঝায় না। ধন আছে কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ-স্বভাব। সেইরূপ মানব মাত্রেরই হরিভজন করিবার অধিকার আছে, ('নৃমাত্রস্যাদাধিকারীতা') কিন্তু করে না ; ইহারাই কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-যুক্ত ব্যক্তি) ইহ (ইহজন্মে) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই) জহাতি (ত্যাগ করে) তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যুক্ত হও) কর্ম্মসু (সকাম ও নিষ্কাম-কর্ম্মমধ্যে) যোগঃ (উদাসীনত্বের সহিত কর্ম্মকরণ—বুদ্ধিযোগই) কৌশলম্ (নৈপুণ্য) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেইহেতু নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। উদাসীনত্বের সহিত বুদ্ধিযোগাশ্রয়ে কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের কৌশল ॥ ৫০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল ; অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত-দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য-পাপকে এই সংসার-অবস্থায় দূর কর ॥ ৫০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তস্য বুদ্ধিযোগস্য প্রভাবমাহ,—বুদ্ধীতি। ইহ কর্ম্মসু যো বুদ্ধিযুক্তঃ প্রধানফলত্যাগবিষয়ানুষঙ্গফলসিদ্ধ্যসিদ্ধিসমত্ববিষয়য়া চ বুদ্ধ্যা যুক্তস্তানি করোতি, স উভে অনাদিকালসঞ্চিতে জ্ঞানপ্রতিবন্ধকে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তায় বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ত্বং ঘটস্ব। যস্মাৎ কর্ম্মযোগস্তাদৃশবুদ্ধিসম্বন্ধঃ। কৌশলং চাতুর্য্যম্,—বন্ধকানামেব বুদ্ধিসম্পর্কাদ্বিশোধিত-বিষপারদন্যায়েন মোচকত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্ত বুদ্ধিযোগের প্রভাব বলা হইতেছে—'বুদ্ধীতি'। এই সংসারে কর্ম্মেতে যিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ প্রধান ফলত্যাগের অনুকূল ফল সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়েই সমত্ব-বিষয়ক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক সুকৃত ও দুষ্কৃত এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ নষ্ট করিয়া থাকেন।

অতএব তুমি পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযোগের জন্য চেষ্টিত হও। যেইহেতু এবম্বিধ কর্ম্ম-যোগই তাদৃশ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ। কৌশলই চাতুর্য্য অর্থাৎ চতুরতা। বন্ধকদেরই বুদ্ধি-সম্পর্কবশতঃ বিশোধিত-বিষপারদ-ন্যায়েতেই মোচনরূপ পরিণাম হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযোগের প্রভাব বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি সমত্বরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনি অনাদি-কাল সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বর্গপ্রাপক সুকৃতি এবং নিরয়াদি-প্রাপক দুষ্কৃতি, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে দূর করিতে সমর্থ। তাদৃশ বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল। বুদ্ধির দোষে কর্ম্মফলস্বরূপে বন্ধন এবং বুদ্ধির গুণে কর্ম্মময়-সংসার হইতে মোচন হয়। যেমন পারদ-বিষ ভক্ষণে প্রাণনাশ হয়, আবার সেই বিষ শোধিত হইয়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় মৃত্যুর নাশক হয়।

যাঁহারা কর্ম্মযোগের এই কৌশল জানেন, তাঁহারা পরমেশ্বরার্পিত হৃদয়ে, সমত্ববুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত-কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবদ্-আরাধনা করিয়া এই ভীষণ সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা ভগবদ্বিমুখ-কর্ম্মের দ্বারা সংসার-গতিই প্রাপ্ত হয় ॥৫০॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত মনীষিগণ) কর্ম্মজং ফলং (কর্ম্মজনিত ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধননির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ম্ (ক্লেশশূন্য) পদং (বৈকুণ্ঠ) গচ্ছন্তি (গমন করিয়া থাকে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজনিত-ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং ক্লেশরহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥ ৫১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্ম্মজাত ফলসমূহকে ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং অনাময় অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য অবস্থা লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীবলদেব—কর্ম্মজমিতি। বুদ্ধিযুক্তাস্তাদৃশবুদ্ধিমন্তঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তো মনীষিণঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মযাথাত্ম্যপ্রজ্ঞাবন্তো ভূত্বা জন্মবন্ধনেন

বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং ক্লেশশূন্যং পদং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তীতি। তস্মাত্ত্বমপি শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুরেবং বিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি ভাবঃ। স্বাত্মজ্ঞানস্য পরমাত্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ তস্যাপি তৎপদগতিহেতুত্বং যুক্তম্‌ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মজমিতি'। বুদ্ধিযুক্তা অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধিমান্‌ ও মনীষিব্যক্তিগণ কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মান্তর্গত আত্মতত্ত্ব যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া, জন্মান্তরাদি-বন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া, অনাময়—জরামৃত্যু ও ক্লেশশূন্য বৈকুণ্ঠপদে অর্থাৎ বিষ্ণুপদে গমন করিয়া থাকেন। অতএব তুমিও যখন শ্রেয়ঃ-জিজ্ঞাসু তখন এবম্বিধ কর্ম্মগুলি কর। কারণ—স্বকীয় আত্মজ্ঞানের পরমাত্মজ্ঞানহেতুতা থাকায়, তাহারও তৎপদগতির হেতুতা যুক্তিযুক্তই ॥ ৫১ ॥

অনুভূষণ—তাদৃশ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মাচরণের ফলে, জন্মমরণাদি-ক্লেশপূর্ণ-সংসার হইতে মুক্ত হইয়া এই জন্মেই শ্রীভগবদ্‌কৃপায় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। পরমাত্মভক্তির দ্বারাই আত্মজ্ঞান ও বৈকুণ্ঠপদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—যদা (যে সময়ে) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং (মোহরূপগহন) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে) তদা (সেই সময়ে) শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্য-বিষয়ের) শ্রুতস্য চ (এবং শ্রুত-বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (লাভ করিবে) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ মোহরূপ-গহনকে বিশেষরূপে অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত-ফলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ নিষ্কামাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো মে কদাত্মবিষয়া মনীষাভ্যুদিয়াদিতি চেৎ তত্রাহ,—যদেতি। যদা তে বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং তুচ্ছফলাভিলাষহেতুমজ্ঞানগহনং ব্যতিতরিষ্যতি পরিত্যক্ষতীত্যর্থঃ, তদা পূর্ব্বং শ্রুত-

শ্যানন্তরং শ্রোতব্যস্য চ তস্য তুচ্ছফলস্য সম্বন্ধিনং নির্ব্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি শ্রবণাৎ। নির্ব্বেদেন ফলেন তদ্বিষয়াং তাং পরিচেষ্যতি ইতি নাস্তাত্র কালনিয়ম ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—নিষ্কাম কর্ম্মগুলি করিতে করিতে কখন আমার আত্ম-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির অভ্যুদয় হইবে? ইহা যদি বলা হয়, উত্তরে বলা হইতেছে যে—'যদেতি'। যখন তোমার বুদ্ধি—অন্তঃকরণ মোহপরিপূর্ণ অতিনগণ্য ফলাভিলাষ-পূর্ণ অজ্ঞানান্ধকার ব্যতিতরণ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবে, ইহাই অর্থ। তখন পূর্ব্বে শ্রুতের অনন্তর শ্রোতব্যের সেই তুচ্ছফলসম্বন্ধীয় নির্ব্বেদ তুমি লাভ করিবে; "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলভাগী লোকগুলিকে পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইবে" এইরূপ শ্রুতি আছে। নির্ব্বেদ-ফলের দ্বারা তদ্বিষয়ক সেই বুদ্ধিকে জানিবে ইতি। এখানে কোন কালনিয়ম নাই ॥ ৫২ ॥

অনুভূষণ—ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ যখন মানবের হৃদয়স্থ তুচ্ছ ফলাভিলাষ-রূপ মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান দূরীভূত হয়, তখনই ঐ তুচ্ছ ফলপ্রদ বিষয়ের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। কারণ শ্রুতিও বলেন,—(মুণ্ডক ১।২।১২) কর্ম্মোপার্জ্জিত লোকসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বিচারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নির্ব্বেদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—শ্রীভাগবত (৭।৯।৪৯)

হে উরুগায়, বিবেকীব্যক্তিগণ সকল আদ্যন্তবিশিষ্ট জানিয়া বেদ-অধ্যয়নাদি-বিষয় হইতে বিরত হইয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে বিরক্ত) নিশ্চলা (অনাসক্তি রহিত হইয়া) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) অচলা (স্থির ভাবে) স্থাস্যতি (থাকিবে) তদা (তখন) যোগং (যোগফল) অবাপ্স্যসি (পাইবে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে বিরক্ত এবং অন্যাসক্তি-বিরহিত হইয়া পরমেশ্বরে স্থিরভাবে থাকিবে তখন যোগফল লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানাপ্রকার অর্থবাদ-

দ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন বেদার্থ-বিনিশ্চিত সমাধিতে অচলা হইয়া বিশুদ্ধ যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্ম, শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি,—এই তত্ত্বত্রয়ের সংযোজকরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবলদেব—নম্ন কর্ম্মফলনির্ব্বিণ্ণতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানেন লব্ধহৃদ্বিশুদ্ধেরভ্যুদিতাত্ম-জ্ঞানস্য মে কদাত্মসাক্ষাৎকৃতিরিতি চেত্তত্রাহ,—শ্রুতীতি। শ্রুত্যা কর্ম্মণাং জ্ঞানগর্ভতাং প্রবোধয়ন্ত্যা "তমেতম্"ইত্যাদিকয়া বিপ্রতিপন্না বিশেষণ সংসিদ্ধা তে বুদ্ধিরচলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা যদা সমাধৌ মনসি নির্ব্বাতদীপশিখেব নিশ্চলা স্থাস্যতি, তদা যোগমাত্মানুভবলক্ষণমবাপ্স্যসি। অয়মর্থঃ,—ফলাভিলাষশূন্যতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি স্থিতপ্রজ্ঞতারূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং সাধয়ন্তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতা আত্মানুভবমিতি ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা হইতে আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে কখন আমার আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'শ্রুতীতি'। বেদোক্ত বাক্যের দ্বারা কর্ম্মসমূহের প্রকৃত জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ হইলে "সেই ইহাকে" ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানরূপ বৈশিষ্ট্যের-দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, তোমার বুদ্ধি অচলা হইয়া অসম্ভাবনা (অসম্ভব) ও বিপরীত ভাবনার দ্বারা সংযুক্ত হইবে না, যখন সমাধিতে—মনে বায়ুশূন্য প্রদীপের শিখার ন্যায় বুদ্ধি নিশ্চলা (স্থির) হইবে তখন আত্মানুভবস্বরূপ যোগ (প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিবে। ইহার অর্থ—ফলের অভিলাষশূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি স্থিতপ্রজ্ঞতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা সাধন করে (আনিয়া দেয়)। জ্ঞাননিষ্ঠারূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা কিন্তু আত্মানুভব, ইহা ॥ ৫৩ ॥

অনুভূষণ—নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক বাদানুবাদ শ্রবণে ও আলোচনায় লোকের বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও নানাবিধ সংশয়াকুলিত হইয়া কলুষিত হয়, কিন্তু ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানফলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যখন তাহা শ্রীভগবানে নিশ্চলা হয় অর্থাৎ নির্বাত-প্রদীপের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করে, তখন আত্মানুভব লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতাই প্রকৃত আত্মানুভব ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ? ॥৫৪ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) কেশব! (হে কেশব!) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (ভাষা-লক্ষণ কি ?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ বলেন ?) কিম্ আসীত (কিরূপ ভাবে অবস্থান করেন ?) কিম্ ব্রজেত (কিরূপ ভাবে চলেন ?) ॥৫৪॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—কেশব! সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি ? এবং তিনি কিরূপ কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিভাবে বিচরণ করেন ? ৫৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় কহিলেন,—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ মানাপমান, স্তুতি-নিন্দা, স্নেহদ্বেষ উপস্থিত হইলে কি ভাবনা করেন বা প্রকাশ করিয়া বলেন ? এবং বাহ্যবিষয়সম্বন্ধে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-কালে কিরূপ আচরণ করেন, সে সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি ॥৫৪॥

শ্রীবলদেব—এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ পূর্ব্বপদ্যোক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি,—স্থিতেতি। স্থিতপ্রজ্ঞেঽত্র চত্বারঃ প্রশ্নাঃ ;—সমাধিস্থে একঃ, ব্যুত্থিতে তু ত্রয়ঃ। তথা হি স্থিতা স্থিরা প্রজ্ঞা ধীর্যস্য তস্য সমাধিস্থস্য কা ভাষা কিং লক্ষণম্ ? ভাষ্যতেঽনয়েতিব্যুৎপত্তেঃ, কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞোঽভিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথা ব্যুত্থিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং ভাষণাদীনি কুর্য্যাৎ ?—তদীয়ানি তানি পৃথগ্‌জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ। তত্র কিং প্রভাষেত ? স্বয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োশ্চ প্রাপ্তয়োর্মুখতঃ স্বগতং বা কিং ব্রূয়াৎ ? কিমাসীত বাহ্যবিষয়েষু কথমিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্য্যাৎ ? ব্রজেত কিম্ ?—তন্নিগ্রহাভাবে চ কথং বিষয়ানবাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। ত্রিযুসম্ভাবনায়াং লিঙ্ ॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকোক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'স্থিতেতি'। এখানে স্থিত-প্রজ্ঞ-সম্বন্ধে চারিটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।—সমাধি অবস্থায় এক, কিন্তু ব্যুত্থান-অবস্থায় তিন। 'তথাহি স্থিতা' স্থির প্রজ্ঞা বুদ্ধি যাঁহার, সমাধিস্থ তাঁহার, ভাষা কি ও লক্ষণ কি ? ভাষিত (অভিহিত) হয়, ইহার দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি, কোন্ লক্ষণের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ অভিহিত হয়, ইহাই অর্থ। সেই ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে ভাষণাদি করিবেন ? তৎসম্বন্ধীয় সেই সকল

পৃথগ্‌জন-বিলক্ষণগুলি কিরূপ, ইহাই অর্থ। তখন কিরূপ ভাষণ করেন? স্বকীয় স্তুতি ও নিন্দার, স্নেহ এবং বিদ্বেষের প্রাপ্তিতে মুখ হইতে স্বয়ং বা কি বলিয়া থাকেন? 'কিমাসীত' বাহ্যবিষয়গুলিতে কিরূপে ইন্দ্রিয়গুলির নিগ্রহ করিবেন? কোথায় গমন করেন?—এবং তাহার নিগ্রহের অভাবে কিরূপে বিষয়গুলি লাভ করিবেন—ইহাই অর্থ, তিনটীতেই সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্‌ প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে ॥৫৪॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত সমাধিতে অচলা বুদ্ধি-বিশিষ্ট যোগীর বিষয় শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য চারিটী প্রশ্ন করিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধিস্থ ও ব্যুথিতচিত্ত-ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। তন্মধ্যে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা বা লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের দ্বারা কি লক্ষণে উক্ত মহাপুরুষ অন্যের নিকট জ্ঞাত হন? আর ব্যুথিতচিত্ত ব্যক্তি স্বকীয় স্তুতি নিন্দা, স্নেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতি ব্যবহার প্রাপ্তিতে কিরূপ ভাষার ব্যবহার করেন? বা স্বগত মনে মনে কিরূপ বিচার করেন? আর তিনি স্বকীয় মনোনিগ্রহের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে কিরূপে নিগ্রহ করেন? বা ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ যখন না করেন, তখনই বা কি প্রকারে বিষয়সমূহ স্বীকার করেন? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণ অজ্ঞজনের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা স্থিতপ্রজ্ঞের তত্তদ্বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বা বিলক্ষণতা কি? ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) পার্থ! (হে পার্থ!) যদা (যখন) সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ (সমস্ত মনোগত কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) আত্মনি এব (প্রত্যাহৃত মনেই) আত্মনা (আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা) তুষ্টঃ (তুষ্ট) তদা (তখন) (সঃ—তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিত-প্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! যখন জীব মনোগত সমস্ত কাম পরিত্যাগ করেন এবং প্রত্যাহৃত মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা তুষ্ট হন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত

মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত-মনে আনন্দ-স্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি ॥৫৫॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ চতুর্ণামুত্তরমাহ যাবদধ্যায়পূর্ত্তিঃ। তত্র প্রথমস্যাহ,—প্রজহাতীত্যেকেন। হে পার্থ, যদা মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রজহাতি সংত্যজতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। কামানাং মনোধর্ম্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ; আত্মধর্ম্মত্বে দুঃশক্যঃ স স্যাদ্বহ্ন্যুষ্ণতাদীনামিবেতি ভাবঃ। নন্বু শুষ্ককাষ্ঠবৎ কথং তিষ্ঠতীতি চেত্তত্রাহ,—আত্মন্যেবেতি। আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি ভাসমানেন স্বপ্রকাশানন্দরূপেণাত্মনা স্বরূপেণ তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ সংত্যজ্যাত্মানন্দারামঃ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। "আত্মা পুংসি স্বভাবেহপি প্রযত্নমনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীর-ব্রহ্মণোরপি॥" ইতি মেদিনীকারঃ। ব্রহ্ম চাত্র জীবেশ্বরান্যতরদ্গ্রাহ্যম্ ॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে অর্জ্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি না হয়। সেই চারিটী প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—'প্রজহাতীত্যেকেন'। হে পার্থ! যখন মনোগত (মনে অবস্থিত) কামসমূহকে ত্যাগ করিতে পারা যায়; তখনই স্থিতপ্রজ্ঞরূপে অভিহিত হয়। কামসমূহ মনোধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। (কামসমূহ যদি) আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে তাহা ত্যাগ করা বড়ই দুষ্কর। তাহা বহ্নির উষ্ণতাদির ন্যায়, ইহাই ভাবার্থ। যদি বল—শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় কি প্রকারে অবস্থান করে? তদুত্তরে—'আত্মন্যেবেতি' আত্মাতে অর্থাৎ মনেতে উহা প্রত্যাহার করিয়া, উদ্ভাষিত স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপের দ্বারা আত্মস্বরূপে সন্তুষ্ট হইয়া, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষসমূহ ত্যাগ করিয়া, আত্মানন্দরূপসুখে সমাধিস্থ হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়,—ইহাই অর্থ। "আত্মন্ শব্দে পুরুষ (জীবাত্মা) স্বভাব, প্রযত্ন, মন, ধৃতি, মনীষা (বুদ্ধি) শরীর ও ব্রহ্মকে বুঝায়।"—ইহা মেদিনীকার বলেন। ব্রহ্ম শব্দ এখানে জীব ও ঈশ্বরের ভিন্ন অন্যরূপ গ্রহণ করিবে ॥ ৫৫ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর শ্রীভগবান্ ক্রমে ক্রমে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত দিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি এই মনোগত কামসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। কাম—সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তিবিশেষ। উহা

কখনও আত্মার ধর্ম্ম নহে, উহা মনেরই ধর্ম্ম। সুতরাং তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। যদি কাম আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, উহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইত। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক বলিয়া, তাহা যেমন পরিত্যাগ করা যায় না, তেমনি কাম আত্মধর্ম্ম হইলে, উহা অবশ্যই অপরিহার্য্য। যদি কেহ বলেন যে, তাহা হইলে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কি প্রকারে অবস্থান করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিতে পারিলে, তখন স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ আত্মা স্বয়ং স্ব-স্বরূপেই পরিতুষ্ট হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হয়, এবং সেই পরিতোষের ফলে ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষসমূহকে সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আত্মারামত্ব লাভ করে, তাঁহাকেই সমাধিস্থ—স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ॥ (কঠ ৩।১৪) অর্থাৎ যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হওয়া যায়, তখন পুরুষ মর্ত্ত অমৃত হয়, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥" (৭।১০।৯)

অর্থাৎ মানব যখন নিজের মনস্থিত কামনাসমূহ পরিত্যাগ করে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তখন তিনি আপনার তুল্য ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে গীতার ৩।১৭ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৫৫ ॥

**দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥**

অন্বয়—দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে) **অনুদ্বিগ্নমনাঃ** (অনুদ্বিগ্নচিত্ত) সুখেষু (সুখ উপস্থিত হইলে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহারহিত) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত) মুনিঃ (মুনি) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখ-সাধক বস্তু পাইলেও তৃষ্ণারহিত, রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃত-কার্য্যে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই 'স্থিতধী' মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবলদেব—অথ ব্যুত্থিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ,—দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। ত্রিবিধেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু দুঃখেষু সমুত্থিতেষু সৎসু অনুদ্বিগ্ন-মনাঃ প্রারব্ধফলান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তেভ্যো নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ। সুখেষু চোত্তমাহারসৎকারাদিনা সমুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহস্তৃষ্ণাশূন্যঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তৈরুপস্থিতৈঃ প্রহৃষ্টমুখো ন ভবতীত্যর্থঃ। বীতেতি,—বীতরাগঃ কমনীয়েষু প্রীতিশূন্যঃ, বীতভয়ঃ বিষয়াপহর্ত্তৃষু প্রাপ্তেষু দুর্ব্বলস্য মমৈতানি ধর্ম্মৈর্ভবদ্ভির্হ্রিয়ন্ত ইতি দৈন্যশূন্যঃ, বীতক্রোধঃ তেষ্বেব প্রবলস্য মমৈতানি তুচ্ছৈর্ভবদ্ভিঃ কথমপহর্ত্তব্যানীতিক্রোধশূন্যশ্চ। এবংবিধো মুনিরাত্মমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ইত্থং স্বানুভবং পরান্ প্রতি স্বগতং বা বদন্নুদ্বেগো নিঃস্পৃহতাদিবচঃ প্রভাষতে ইত্যুত্তরম্ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্'। ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্ন মনে ঐ সকল প্রারব্ধফলগুলি আমারদ্বারা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; ইহা কোন লোককর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অথবা স্বয়ং বলিতে বলিতে তাহা হইতে (প্রারব্ধ ফল) উদ্বেজিত হন না, ইহাই অর্থ। উত্তম আহার, পরিচর্য্যাদি সুখ উপস্থিত হইলে, তৃষ্ণা ও স্পৃহা শূন্য হইয়া ঐ সকল প্রারব্ধফল অবশ্যই আমার ভোগ করিতে হইবে, ইহা কোন লোককর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অথবা স্বয়ং বলিতে বলিতে উপস্থিত সেই সকল ফলের দ্বারা প্রহৃষ্ট-মুখ হন না। ইহাই অর্থ। 'বীতেতি'। বীতরাগ—কমনীয়বস্তুতে প্রীতিশূন্য, বীতভয়—বিষয়াপহরণকারিগণকে পাওয়া গেলে পর (যদি বলা হয় যে) আমার দুর্ব্বলতাহেতু ধার্ম্মিক আপনারা ইহা অপহরণ করিয়াছেন, এই জাতীয় দীনতাশূন্য। বীত-ক্রোধ—(পূর্ব্বোক্ত) সেই অবস্থায় প্রবল আমার এইসকল দ্রব্যাদি অতিশয় তুচ্ছ ও নগণ্য আপনারা কেন ঐ সকল অপহরণ করিয়াছেন, এই জাতীয় ক্রোধ-

শূন্য। এইপ্রকার মুনি—আত্মমননশীল, স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত। ইহাই অর্থ। এইপ্রকার নিজে অনুভব করিয়া পরের প্রতি বলা বা স্বয়ং বলিতে বলিতে উদ্বেগশূন্য হইয়া নিস্পৃহতাদি বাক্য বলেন, ইহাই উত্তর ॥ ৫৬ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় মুনির ভাষণ, গমনাগমন সম্ভব নহে, কেবল বুত্থিত-অবস্থাতেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাই কি বলেন? ইহার উত্তরেই বলিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইলে, তাহা নিজের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল জানিয়া, অবশ্যই ভোক্তব্য-বিচারে গ্রহণ করেন, কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করেন না বা মনেও চিন্তা করেন না। উত্তম আহারাদি বা অপরের পরিচর্য্যাদি প্রাপ্ত হইলেও তাহা প্রারব্ধ ফল জানিয়া তদ্বিষয়ে তৃষ্ণা বা স্পৃহাশূন্য হইয়া ভোগ করেন কিন্তু প্রহৃষ্ট হন না, অর্থাৎ সেই সুখ ও পরিচর্য্যা লাভের জন্য নিজে গর্ব্বিত বা ধন্যবোধে আনন্দিত হন না।

তিনি, কাম্য-বিষয়ে রাগ শূন্য হইয়া, বা কোন প্রাপ্ত বিষয়ে অপহরণ হইবার নিমিত্ত ভয় না করিয়া বা অপহরণকারীকে পাওয়া গেলেও তাহার প্রতি ক্রোধ শূন্য হইয়া, কোন বিষয়ে রাগ, ভয় বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, সকলই নিজ কর্ম্মফল-জ্ঞানে স্বীকার পূর্ব্বক আত্মমননশীল থাকেন। তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। তিনি আবার স্বয়ং এইরূপ হইয়া অপরকে উপদেশ-প্রদান কালে, সকলকে নিরুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইতে বলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার ৫।১৯ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়, আদি ভরত যখন সেই বৃষলরাজ কর্ত্তৃক দেবীর সম্মুখে বধ্যরূপে আনীত হইয়াছিলেন, তখন কিন্তু তিনি ভীত বা ক্রুদ্ধ হন নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—"ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেঽপি ভাগবত পরমহংসানাম্"। (৫।৯।২০) ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (পুত্রমিত্রাদিতে) অনভিস্নেহ (স্নেহরহিত) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভম্ (অনুকূল ও প্রতিকূল) প্রাপ্য (পাইয়া) ন

অভিনন্দতি (অভিনন্দন করেন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য এবং শুভ অর্থাৎ অনুকূল-বিষয় লাভ করিয়া আনন্দ এবং অশুভ অর্থাৎ প্রতিকূল-বিষয় লাভ করিয়া নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি সমস্ত জড়-বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যেকাল-পর্য্যন্ত থাকিবে, সেকাল-পর্য্যন্ত জড় ও জড়-সম্বন্ধী লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেইসকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিতা ॥ ৫৭ ॥

শ্রীবলদেব—য ইতি। সর্ব্বেষু প্রাণিষু অনভিস্নেহ ঔপাধিকস্নেহশূন্যঃ। কারুণিকত্বান্নিরুপাধিরীষৎস্নেহস্বস্ত্যেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং শুভমুত্তমভোজনস্রক্-চন্দনার্পণরূপং প্রাপ্য নাভিনন্দতি—তদর্পকং প্রতি—'ধর্ম্মিষ্ঠস্ত্বং চিরঞ্জীব' ইতি ন বদতি। অশুভমপমানং যষ্টিপ্রহারাদিকং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি,—'পাপিষ্ঠস্ত্বং ম্রিয়স্ব' ইতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞেতি—স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত্র স্তুতিনিন্দা-রূপং বচো ন ভাষত ইতি ব্যতিরেকেণ তল্লক্ষণম্ ॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ—'য ইতি'। সমস্ত প্রাণিতে অনভিস্নেহ (স্নেহ না থাকা) উপাধিক স্নেহশূন্যতা। করুণাবশতঃ নিরুপাধিক ঈষৎ স্নেহ আছেই। সেই সেই প্রসিদ্ধ ও শুভ উত্তম ভোজন, মালা-চন্দনাদি-অর্পণরূপ (ভোগ্যবস্তু) পাইয়া যিনি আনন্দিত হন না বা আনন্দ প্রকাশ করেন না—সেই সব বস্তু অর্পণকারীর প্রতি—"তুমি ধার্ম্মিক, চিরকাল বাঁচিয়া থাক" ইহা বলেন না। অশুভ—অপমান লাঠীপ্রহারাদি পাইয়াও যিনি দ্বেষ করেন না "পাপিষ্ঠ তুমি মৃত্যুবরণ কর" এই প্রকার অভিশাপ দেন না। 'তস্য প্রজ্ঞেতি',—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ইহাই অর্থ। এখানে স্তুতি-নিন্দারূপ বাক্যও বলেন না, এই জাতীয় ব্যতিরেক অর্থের দ্বারা সেই লক্ষণ ॥৫৭॥

অনুভূষণ—কিরূপ বলেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, স্ত্রীপুত্রাদি সর্ব্ব-প্রাণীতে সোপাধিক স্নেহশূন্য হইয়া, কেবল করুণাবশতঃ ঈষৎ নিরুপাধিক স্নেহ-যুক্ত থাকিলেও, উত্তম ভোজনাদি-প্রাপ্তিকালে উহার প্রদাতাকে প্রশংসা এবং যষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা অপমানকারীকে দ্বেষ করেন না অর্থাৎ তাহাকে অভিশাপ দেন না, এইরূপ স্তুতি-নিন্দারহিত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত ॥৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

অন্বয়—যদা চ (যখন) অয়ং (এই মুনি) কূর্ম্মোঽঙ্গানীব (কূর্ম্ম যেমন অঙ্গসমূহকে সেইরূপ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) (তদা —তখন) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৫৮॥

অনুবাদ—যখন এই মুনি কূর্ম্মের অঙ্গসমূহকে ইচ্ছানুসারে স্বান্তরে গ্রহণের ন্যায় শব্দাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করিতে পারেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥৫৮॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি-ইন্দ্রিয়াগে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখনও স্থির হইয়া থাকে, কখনও বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ॥৫৮॥

শ্রীবলদেব—অথ কিমাসীতেত্যস্যোত্তরং যদেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিরাহ। অয়ং যোগী যদা চেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ স্বাধীনানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীন্যনায়াসেন সংহরতি সমাকর্ষতি, তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যন্বয়ঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্ম্মো-ঽঙ্গানীবেতি। মুখকরচরণানি যথানায়াসেন কমঠঃ সংহরতি তদ্বৎ বিষয়েভ্যঃ সমাকৃষ্টেন্দ্রিয়ানামন্তঃস্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনম্ ॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কিরূপ থাকেন ? ইহার উত্তর 'যদা' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকের দ্বারা বলা হইতেছে। এই যোগী যখন (সর্ব্ব) ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি-ভোগ্য-বিষয় হইতে স্বাধীন-ইন্দ্রিয় শ্রোত্রাদিকে অনায়াসেই সংহরণ করিতে বা আকর্ষণ করিতে পারেন, তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই অন্বয়। এখানে দৃষ্টান্ত—'কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেতি'। কচ্ছপ যেমন মুখ, হাত ও পা অনায়াসেই (অভ্যন্তরে) সংহরণ করে (লুকাইয়া রাখে) সেইরূপ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে স্থাপন করাই স্থিতপ্রজ্ঞের আসন ॥৫৮॥

অনুভূষণ—কিরূপ থাকেন? ইহার উত্তর ছয়টি শ্লোকের দ্বারা দিতেছেন? যোগী-পুরুষ বিষয়াসক্ত-ইন্দ্রিয়সমূহকে অনায়াসেই আকর্ষণ করিতে পারেন; তাহাই এস্থলে কূর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কূর্ম্ম যেমন ইচ্ছামাত্র তাহার মুখ, কর, চরণাদি-অঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে পারে, তদ্রূপ যোগী-পুরুষও বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পারেন। তদবস্থাপন্ন-যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের আসন ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

অন্বয়—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) (কিন্তু) রসবর্জ্জং (রস অর্থাৎ রাগ বর্জ্জন করিয়া) (ন নিবর্ত্ততে—বিষয়-অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রসঃ অপি (বিষয়ানুরাগও) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥৫৯॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়গ্রহণে অসমর্থ দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়সকল নিবৃত্ত হয়; কিন্তু তাহাতে রস বা রাগ বর্জ্জন হয় না অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। অথচ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া বিষয়ানুরাগও স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৫৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, সে অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গ-যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার-দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার লোক-সম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ-সম্বন্ধে সে বিধি স্বীকৃত হয় না; স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্মরাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট-বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট-বিষয়কে পরিত্যাগ করে ॥৫৯॥

শ্রীবলদেব—নন্থ মূঢ়স্থাময়গ্রস্তস্থ বিষয়েম্বিন্দ্রিয়াপ্রবৃত্তির্দৃষ্টা তৎকথমেতৎ স্থিতপ্রজ্ঞস্থ লক্ষণং তত্রাহ ;—বিষয়া ইতি। নিরাহারস্থ রোগভয়াদ্ভোজনাদীন্য-কুর্ব্বতো মূঢ়স্থাপি দেহিনো জনস্থ বিষয়াস্তদনুভবা বিনিবর্ত্তন্তে। কিন্তু রসো রাগস্তৃষ্ণা তদ্বর্জং বিষয়তৃষ্ণা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্থ স্থিতপ্রজ্ঞস্থ তু রসোঽপি বিষয়রাগোঽপি বিষয়েভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং দৃষ্ট্বানুভূয় নিবর্ত্ততে বিনশ্যতীতি সরাগবিষয়নিবৃত্তিস্তস্থ লক্ষণমিতি ন ব্যভিচারঃ ॥৫৯॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—মূর্খ, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদির অপ্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব কিরূপে ইহাকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা যায়—এইজন্য বলা হইতেছে—'বিষয়া ইতি'। নিরাহারী—রোগভয়ে ভোজনাদি করে না, এ-জাতীয় মূর্খ দেহী ব্যক্তির বিষয়ানুভব থাকে না কিন্তু রস অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ (আসক্তি) কখনও যায় না। স্থিতপ্রজ্ঞের কিন্তু রস অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণাও, (অনুরাগ) বিষয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া (আপনা আপনিই) চলিয়া যায় অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ নাশ হয়। অতএব তাহার রাগের সহিত বিষয়-নিবৃত্তি হয় বলিয়া, কোন ব্যভিচার নাই ॥৫৯॥

অনুভূষণ—উপবাসী ব্যক্তি কিংবা রোগী বিষয় গ্রহণ করে না বলিয়া উহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা চলে না; কারণ উহারা অপ্রাপ্ততাহেতু বা অসমর্থতাহেতু বাহ্যে বিষয়ভোগ ত্যাগ করিলেও, তাহাদের দেহাভিমান বা বিষয়-ভোগাভিলাষ কখনই নিবৃত্ত হয় না।

রোগী রোগ বিমুক্ত হইলে, কিংবা উপবাসী উপবাসান্তে পুনরায় ভোগের স্পৃহা অধিকতররূপে লাভ করিয়া থাকে, ইহাই দেখা যায়। সেজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, বিষয়ানুরাগ পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত আসক্ত না হইলে, দূরীভূত হয় না। উৎকৃষ্ট-বিষয়ে অনুরাগ জন্মিলেই, নিকৃষ্ট-বিষয়ের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতঃ ছাড়িয়া যায়, ইহাতে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে অর্জ্জুন!) হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষার্থ যত্নকারী) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি (বিবেকী পুরুষেরও) প্রমাথীনি (প্রমথন-

কারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) মনঃ (মনকে) হরন্তি (হরণ করে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! (যেহেতু) আরোহপথে যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও ক্ষোভকারী-ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে ॥ ৬০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শুষ্কজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গ-দ্বারা চিত্তকে রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, তথাপি তাঁহাদের অভ্যস্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে-সময়ে নিক্ষিপ্ত করে ; কিন্তু পরমাত্ম-রাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীবলদেব—অথাস্যা জ্ঞাননিষ্ঠায়া দৌলভ্যমাহ,—যততো হীতি। বিপশ্চিতো বিষয়াত্মস্বরূপবিবেকজ্ঞস্য তত ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্যাপি পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ত্তৃণি মনঃ প্রসভং বলাদিব হরন্তি, হৃত্বা বিষয়প্রবণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। নন্থ বিরোধিনি বিবেকজ্ঞানে স্থিতে কথং হরন্তি ? তত্রাহ,—প্রমাথীনীতি। অতি বলিষ্ঠত্বাত্তজ্জ্ঞানোপমর্দ্দনক্ষমাণীত্যর্থঃ। তস্মাৎ চৌরেভ্যো মহানিধেরিবেন্দ্রিয়েভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংরক্ষণং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিতি ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর এই জাতীয় জ্ঞাননিষ্ঠার দুর্লভত্ব বলা হইতেছে—'যততো হীতি,' বিষয় ও আত্মস্বরূপ-বিবেকসম্পন্ন বিদ্বানের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়জয়ের প্রতি যত্নশীল-পুরুষের শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলি স্বতঃই মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে, হরণ করিয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে, ইহাই অর্থ। প্রশ্ন—(বিষয়ের) বিরোধি বিবেকজ্ঞান থাকিতে কিরূপে হরণ করে ? এই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'প্রমাথীনীতি'। অতিশয় বলিষ্ঠত্বনিবন্ধন বিবেকজ্ঞানের উপমর্দ্দনক্ষম, ইহাই অর্থ। অতএব মহানিধির মত চৌর-ইন্দ্রিয়গুলি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার সংরক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের আসন (লক্ষণ) ॥ ৬০ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব নহে, সে কারণ জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য অতৎ-নিরসন পূর্ব্বক জড়রতি নাশ করিবার নিমিত্ত বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া যত্নশীল হইলেও, অত্যন্ত ক্ষোভ-কারী ইন্দ্রিয়সমূহ সময়ে বলপূর্ব্বক মনকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। মহাচোর ইন্দ্রিয়গুলির হাত হইতে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ মহানিধিকে রক্ষা করিতে হইলে, শ্রীভগবানে শরণাগতিরূপা ভক্তিকেই আশ্রয় করা

কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব শ্লোকেই বলা হইয়াছে, "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"। শ্রীভগবানের ভক্তির দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয় সহজসাধ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় ;—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বদ্ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ (১।৬।৩৬)

অর্থাৎ যমাদি যোগপথের দ্বারা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত মন সেরূপ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না, যেরূপ মুকুন্দসেবার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিগৃহীত বা শান্ত হয়।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' (ভাঃ ৯।১৯।১৫, ও মনুসংহিতা)
অর্থাৎ বলবান্ ইয়িন্দ্রসমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন হরণ করিতে পারে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৮)॥ ৬০॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

অন্বয়—মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) (সন্—হইয়া) তানি সর্ব্বাণি (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) আসীত (অবস্থান করিবেন) হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা)॥ ৬১॥

অনুবাদ—(সেইহেতু) মৎপরায়ণ ভক্তিযোগী যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূর্ব্বক মদাশ্রিত হইয়া অবস্থান করিবেন। যেহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৬১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধভক্তির উদ্দেশে কর্ম্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

শ্রীবলদেব—নন্থ নির্জ্জিতেন্দ্রিয়াণামপ্যাত্মানুভবো ন প্রতীতস্তত্র কোঽভ্যুপায় ইতি চেৎ, তত্রাহ,—তানি সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরো

মন্নিষ্ঠঃ সন্ যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিরাসীত তিষ্ঠেত। মদ্ভক্তিপ্রভাবেন সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজয়পূর্ব্বিকা স্বাত্মদৃষ্টিঃ সুলভেতি ভাবঃ। এবং স্মরন্তি,—"যথাৰ্চ্চিষ্মানূর্দ্ধশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্" ইত্যাদি। বশে হীতি স্পষ্টম্। ইত্থঞ্চ বশীকৃতেন্দ্রিয়তয়াবস্থিতিঃ 'কিমাসীত' ইত্যস্যোত্তর-মুক্তম্॥ ৬১॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নির্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আত্মানুভব প্রতীত হয় না, সেখানে কি উপায় ? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে ;—'তানীতি' সেই সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া যুক্ত—যথাযথ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। আমার ভক্তি-প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক আত্মদৃষ্টি সুলভ, ইহাই ভাবার্থ। এই রকম স্মরণ করা যায়—"যেমন অগ্নি ঊর্দ্ধশিখাগ্রস্ত হইয়া বায়ুর সাহায্যে কক্ষকে (কুটীরকে) দগ্ধ করে, তেমন চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট করে" ইত্যাদি। বশে হি নিশ্চয় ইহা সুস্পষ্ট। এই প্রকারে বশীকৃত-ইন্দ্রিয়-সহ অবস্থান 'কিমাসীত' ইহার উত্তর বলা হইতেছে॥ ৬১॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রিয় সমূহ যখন এইরূপ বলবান্, তখন তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যদি যোগী মৎপর হয় অর্থাৎ আমাতে একনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহার আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিগৃহীত হইবার ভয় থাকে না। শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তকে ইন্দ্রিয় গ্রাম তো দূরের কথা, সংসারের কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্রও বলেন, "বাসুদেব-ভক্তের কুত্রাপি অশুভ নাই"। যেরূপ লোকে প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যুগণকে নিগৃহীত করে, দস্যুগণও সেই লোককে পরাক্রমশালী রাজার আশ্রিত জানিয়া আপনারাই তাহার বশীভূত হয়, সেইরূপ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই প্রভাবে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গণও তাহা হইলে পুরুষকে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের আশ্রিত জানিয়া, সহজেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করে।

অতএব ভক্তির দ্বারাই সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় জয় হইয়া

থাকে। তাই শাস্ত্রও বলেন—"হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যং গতানিহ, স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব চঞ্চলে।" সুতরাং যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া শুদ্ধা ভক্তিবলে যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) ধ্যায়তঃ পুংসঃ (ধ্যানকারী পুরুষের) তেষু (সেই সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কাম) সংজায়তে (জন্মে) কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উদ্ভূত হয়) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—শব্দাদি-বিষয়সমূহ নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারী পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পক্ষান্তরে, ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য-চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীবলদেব—বিজিতেন্দ্রিয়স্যাপি মষ্যনিবেশিতমনসঃ পুনরনর্থো দুর্ব্বার ইত্যাহ,—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ববুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি; সঙ্গাদ্ধেতোস্তেষু কাম-তৃষ্ণা জায়তে; কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ চিত্তজ্বালস্তৎপ্রতিঘাতকো ভবতি ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমাতে চিত্তনিবেশ করিতে পারে নাই, সেরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেও অনর্থ (পরিত্যাগ করা) দুঃসাধ্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ধ্যায়ত' ইতি দুইটী শ্লোকের দ্বারা। শব্দাদি বিষয়গুলিকে সুখের হেতুস্বরূপ বুঝিয়া অনবরত—তাহার প্রতি পুনঃপুনঃ ধ্যান ও চিন্তাশীল যোগীর তাহাতে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি আসে। সঙ্গহেতু তাহাতে কামতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, কাম

(ভোগ) হইতে, কোন লোক বাধা দিলে, ক্রোধ হয়, চিত্তের জ্বালা হয় তাহার প্রতিঘাতক হয় ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়—ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (সম্মোহন হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিনাশ) স্মৃতি-ভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত হয়) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থের স্মৃতি-নাশ। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত হয় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ক্রোধ হইতে মোহ ; মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ; স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ফল্গুবৈরাগ্য-যোগের অনেকস্থলেই এইরূপ গতি ; অতএব ঐ যোগ সর্ব্ববিঘ্নযুক্ত ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবলদেব—ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিজ্ঞানবিলোপঃ ; সং-মোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়বিজয়াদিপ্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশ ; স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধে-রাত্মজ্ঞানার্থকস্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ—মদনাশ্রয়ণাদ্দুর্ব্বলং মনস্তানি স্ববিষয়ৈর্যোজয়ন্তীতি ভাবঃ। তথা চ মনোবিজিগীষুণা মদুপাসনং বিধেয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ক্রোধ হইতে সংমোহ—কোনটী কার্য্য কোনটী অকার্য্য এই বিবেক জ্ঞান লোপ হয় ; সংমোহ হইতে স্মৃতির নাশ হয়—ইন্দ্রিয়-বিজয়াদি প্রযত্নের অনুসন্ধান হইতে বিভ্রম—বিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধির আত্ম-জ্ঞানমূলক অধ্যবসায়ের নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ পুনরায় বিষয়-ভোগে নিমগ্ন হয় অর্থাৎ সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয় ;—ইহাই অর্থ। আমাকে আশ্রয় না করার জন্য দুর্ব্বল মন সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরিত করে,—ইহা ভাবার্থ। অতএব মনকে যিনি জয় করিতে চান তাহার পক্ষে আমার উপাসনা বা আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট না হইলে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থবান্ ব্যক্তির পক্ষেও অনর্থ-ত্যাগ দুঃসাধ্য। কারণ কৃত্রিম বৈরাগ্য-

অভ্যাস-কালে যদি তাহার অন্তঃকরণে পুনঃপুনঃ বিষয়ের ধ্যান উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে অর্থাৎ সেই বিষয় নিরতিশয় সুখের হেতুভূত জানিয়া, তাহাতে প্রীতি লাভ করে। তখন সেই প্রীতিজনক বিষয়-লাভের নিমিত্ত বলবতী তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। আবার কোন কারণে তাহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলে, ক্রোধও সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ক্রোধ হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত-সম্মোহ হইয়া পড়ে, এবং সেই সম্মোহ হইতে ইন্দ্রিয়-জয়াদি-প্রযত্নের অনুসন্ধান শূন্য হইয়া স্মৃতি-বিভ্রম হয়। এই অবস্থায় শাস্ত্রালোচনা ও গুরুমুখ-প্রাপ্ত জ্ঞানের বিভ্রম হয়। সেই স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে আত্মজ্ঞান-লাভের উপযোগী অধ্যবসায় নষ্ট হয়, এবং তাহা হইতে পুনরায় সংসারে বিষয়-ভোগে নিমগ্ন হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ভগবদাশ্রয়-ব্যতিরেকে মন দুর্ব্বল থাকে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ অভ্যাসের দ্বারা নিগ্রহ করিতে সমর্থ কথঞ্চিৎ হইলেও মনো-নিগ্রহের অভাবে মহানর্থ উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ পুনরায় ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তন করে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মনোজয় অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন, "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" (২।৩।১০)

অর্থাৎ যখন জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি-পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, এবং বুদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্তিরহিত হয়, তখন ঐ প্রত্যাহারকেই পণ্ডিতগণ পরমা গতি বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্ন্‌ণাম্॥
কলের্দ্দুর্ব্বিষহ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্॥
তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥ (১১।২১।১৯-২১)

এমতাবস্থায় মনের নিগ্রহাভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারীরও যখন পরম অনর্থ-প্রাপ্তি হয়, তখন প্রযত্নাতিশয্য-সহকারে ভগবদুপাসনার দ্বারা মনকে নিগ্রহ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগ ও দ্বেষরহিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মাধীন) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) বিষয়ান্‌ (বিষয়সমূহ) চরন্‌ (উপভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (নিগৃহীতমনা পুরুষ কিন্তু) প্রসাদম্‌ (প্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে রাগদ্বেষরহিত আত্মাধীন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিধেয়াত্মাপুরুষ কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথাযোগ্য সমস্ত জড়বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম-পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥৬৪॥

শ্রীবলদেব—মনসি নির্জ্জিতে শ্রোত্রাদিনির্জয়াভাবোঽপি ন দোষ ইতি ব্রুবন্‌ 'ব্রজেত কিম্‌' ইত্যস্যোত্তরমাহ,—রাগেত্যাদিভিরষ্টভিঃ। বিজিতবহিরি ন্দ্রিয়োঽপি মদনর্পিতমনাঃ পরমার্থাদ্বিচ্যুত ইত্যুক্তম্‌। যো বিধেয়াত্মা স্বাধীন-মনা মদর্পিতমনাস্তত এব নির্দগ্ধরাগাদিমনোমলঃ স ত্বাত্মবশ্যৈর্মনোঽধীনৈরতএব রাগদ্বেষাভ্যাং বিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদ্যৈর্বিষয়ান্‌ নিষিদ্ধান্‌ শব্দাদীংশ্চরন্‌ ভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং বিষয়াসক্ত্যাদিমলানাগমাদ্বিমলমনস্তমধিগচ্ছতি প্রাপ্নো-তীত্যর্থঃ ॥৬৪॥

বঙ্গানুবাদ—মনকে জয় করিতে পারিলে, শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়ের জয় না করিতে পারিলেও কোন দোষ নাই—এই কথা বলিতে বলিতে "যায় কোথায় ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—'রাগ' ইত্যাদি আটটী শ্লোকের দ্বারা। বাহ্য ইন্দ্রিয়কে জয় করিলেও আমার প্রতি মনপ্রাণ-অনর্পিত ব্যক্তির পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি হয় ; ইহাই বলা হইল। যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আত্মনিষ্ঠ, মন যার স্বাধীন, আমার প্রতি অর্পিত করা হইয়াছে, তাহারই সংসারের অনুরাগাদি ও মনের মল দগ্ধ হয়, সে আত্মার বশীভূত মনের অধীন রাগ

ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করিতে থাকিলেও প্রসাদ, (আমার কৃপালব্ধ প্রসন্নতা) বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি দোষের উদয় হয় না বলিয়া, শুদ্ধ ও বিমল-মনা হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥৬৪॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত ভক্তির আশ্রয়ে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিধেয়াত্মা পুরুষ রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিলেও প্রসাদ অর্থাৎ ভগবদ্-কৃপালব্ধ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহার বিষয়ের প্রতি ভোগ-বুদ্ধিজনিত আসক্তি না থাকায়, চিত্তের মালিন্য উপস্থিত হয় না। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তির ফলেই যেমন মনের নিগ্রহ হয়, সেইরূপ চিত্তের প্রসন্নতাও লাভ হয় ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—প্রসাদে (প্রসন্নতা লাভ হইলে) অস্য (ইহার—বিধেয়াত্মা পুরুষের) সর্ব্বদুঃখানাম্ (সকল দুঃখের) হানিঃ উপজায়তে (বিনাশ হয়) হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (সর্ব্বতোভাবে অভীষ্টের প্রতি স্থির হয়) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে বিধেয়াত্মা পুরুষের সকল দুঃখের নাশ হয়। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ ভক্তের বুদ্ধি শীঘ্রই স্বীয় অভীষ্টের প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয় এবং প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে শীঘ্রই অভীষ্টের প্রতি স্থিরা হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীবলদেব—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ,—অস্য যোগিনো মনঃপ্রসাদে সতি সর্ব্বেষাং প্রকৃতি-সংসর্গকৃতানাং দুঃখানাং হানিরুপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ স্বাত্মযাথাত্ম্যবিষয়া বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রসন্ন হইলে কি ফল লাভ হইবে, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই যোগীর মন প্রসন্ন হইলে প্রকৃতিসংসর্গ-জন্য সকল দুঃখের অবসান হয়। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির আত্মার যথার্থ-বিষয়কবুদ্ধি হয় ও স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

অনুভূষণ—ভক্তির আশ্রয়ে চিত্ত প্রসন্ন হইলে, তাহার জাগতিক

আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সমূলে ধ্বংস হয়। কারণ এবম্বিধ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বদা অভীষ্টদেবের সেবায় তৎপর হয় ও স্থিরতা লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্র রচনা করিয়াও যখন চিত্তের শান্তি পাইলেন না, তখন শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া প্রদর্শন করাইলেন যে, ভক্তির দ্বারাই একমাত্র চিত্তের প্রসন্নতা লাভ ঘটে।

যেমন পাওয়া যায়, "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ···যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

ভাঃ ১।২।৬

"মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।" ভাঃ ১।৬।৩৬ ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—অযুক্তস্য (অবশীকৃতমনা ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) অযুক্তস্য চ (ও তাদৃশবুদ্ধিরহিতের) ভাবনা (পরমেশ্বর-ধ্যান) ন (নাই) অভাবয়তঃ চ (ও ধ্যানরহিত ব্যক্তির) শান্তিঃ ন (বিষয়োপরম নাই) অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়)? ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির মন বশীভূত হয় নাই, তাহার আত্মবিষয়িণীপ্রজ্ঞা নাই। তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতের পরমেশ্বর-ধ্যান হয় না। এবং ধ্যানহীনের শান্তি নাই। শান্তিহীন ব্যক্তির আত্মানন্দ কোথায়? ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি যোগযুক্ত ন'ন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয়; পরম-রস-ভাবনা ব্যতীত জড়রস হইতে শান্তি হইতে পারে না; শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ পরম সুখ কিরূপে হয়? ॥ ৬৬ ॥

শ্রীবলদেব—পূর্ব্বোক্তমর্থঃ ব্যতিরেকমুখেনাহ,—অযুক্তস্যাযোগিনো মদ-নিবেশিতমনসো বুদ্ধিরুক্তলক্ষণা নাস্তি ন ভবতি; অতএব তস্য ভাবনা তাদৃগাত্মচিন্তাপি নাস্তি। তাদৃশমাত্মানমভাবয়তঃ শান্তির্বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তির্নাস্তি। অশান্তস্য তৎতৃষ্ণাকুলস্য সুখং স্বপ্রকাশানন্দাত্মানুভবলক্ষণং কুতঃ স্যাৎ? ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অর্থ বিপরীত ভাবেও বলা হইতেছে—অযুক্ত—আমাতে অনর্পিতচিত্ত-যোগীর আমাতে মন নিবেশ করিতে না পারায়, পূর্ব্বোক্তলক্ষণসম্পন্ন (আত্মনিষ্ঠা) বুদ্ধি হয় না। অতএব তাহার ভাবনা—

সেইরূপ আত্মচিন্তাও নাই। সেইরূপ (নির্গুণ) আত্মাকে ভাবনা যিনি করেন না, তাহার পক্ষে শান্তি—বিষয়তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় না। অতএব অশান্ত—তৃষ্ণাকুল ব্যক্তির সুখ—স্বপ্রকাশ-আত্মানন্দ-অনুভবরূপলক্ষণ কি করিয়া হইবে? ॥ ৬৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত-বিষয় ব্যতিরেকভাবে বুঝাইতেছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই এবং তাহার ফলে বুদ্ধিও স্থির হয় নাই তাহার পক্ষে রসভাবনা সম্ভব নহে, সুতরাং চিদ্রসে রতি না জন্মিলে, জড়বিষয়-রসেও বিতৃষ্ণা বা বিরাগ জন্মে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (গীঃ) চিদ্রসের আশ্রয়ে জড়ভোগতৃষ্ণা বিগত হইলে স্বপ্রকাশ-আত্মানন্দরূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) চরতাং ইন্দ্রিয়ানাং (বিষয়-বিচরণশীল-ইন্দ্রিয়গণ-মধ্যে) যৎ (যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেই মন) বায়ুঃ (বায়ু) অম্ভসি (জলে) নাবম্ ইব (নৌকার ন্যায়) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—বিষয়বিচরণশীল স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোন একটী ইন্দ্রিয়ের প্রতি মন অনুগমন করিয়া থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ই কর্ণধারহীন সমুদ্রে নিমজ্জিত নৌকা, বায়ুর দ্বারা বিচলিত হইবার ন্যায়, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবলদেব—মন্নিবেশিতমনস্কতয়েন্দ্রিয়নিয়মনাভাবে দোষমাহ,—ইন্দ্রিয়াণা-মিতি। বিষয়েষু চরতামবিজিতানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদেকং শ্রোত্রং বা চক্ষুর্বানুলক্ষ্যীকৃত্য মনো বিধীয়তে প্রবর্ত্ত্যতে, তদেকমেবেন্দ্রিয়ং মনসানুগতমস্য প্রবর্ত্তকস্য প্রজ্ঞাং বিবিক্তাত্মবিষয়াং হরত্যপনয়তি, মনসস্তদ্বিষয়াকৃষ্টত্বাৎ। কিং পুনঃ সর্ব্বাণি তানীতি, প্রতিকূলো বায়ুর্যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ততার দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না থাকিলে, দোষের কথা বলা হইতেছে—'ইন্দ্রিয়াণামিতি'। বিষয়ভোগেতে অত্যাসক্ত—অবশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যদি এক শ্রবণেন্দ্রিয় অথবা চক্ষুকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া মন প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সেই এক ইন্দ্রিয়ই মনের অনুগত এই প্রবর্ত্তকের প্রজ্ঞা শুদ্ধ আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকে হরণ করে। মন সেই বিষয়ের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট থাকে এইজন্যই ; একটীকে যখন হরণ করে তখন অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের কথা আর কি বলিব। প্রতিকূল বায়ু যেমন জলে নীয়মান নৌকাকে চালিত করে, সেইরূপ ॥ ৬৭।

অনুভূষণ—শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট না করিয়া, যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা বিফল হয়। বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া মন প্রবর্ত্তিত হইলে, সেই ব্যক্তির আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানকে হরণ করে, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন হইয়া যখন চলিতে থাকে, তখন তাহার যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা আর কি বলিব ?

জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেরূপ অস্থির করে, সেইপ্রকার যাহার মন চঞ্চল ও তরল, তাহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য স্বভাবতঃই প্রকাশ পায়। উপযুক্ত কর্ণধার না হইলে, বায়ুবেগে যেমন তরণী আন্দোলিত হইয়া নানাদিকে গমন করে, সেরূপ ভগবানে অনর্পিত-চিত্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডারী-চালিত নৌকার ন্যায় বিষয়-সাগরে নিমজ্জিত হয় ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) তস্মাৎ (অতএব) যস্য (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত) তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য- বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত-ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীবলদেব—তস্মাদিতি। যস্য মন্নিষ্ঠমনসঃ প্রতিষ্ঠিতাত্মনিষ্ঠা ভবতি। হে মহাবাহো ইতি। যথা রিপূন্নিগৃহ্ণাসি, তথেন্দ্রিয়াণি নিগৃহাণেত্যর্থঃ। এভিঃ শ্লোকৈর্ভগবন্নিবিষ্টতয়েন্দ্রিয়বিজয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সিদ্ধস্য স্বাভাবিকঃ। সাধকস্য তু সাধনভূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'তস্মাদিতি'। আমার প্রতি যাঁহার অতিশয় আসক্তিবশতঃ আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিতা হয়। হে মহাবাহো! যেইরূপে শত্রুকে নিগৃহীত করিতেছ, সেইরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকেও নিগৃহীত কর, ইহাই অর্থ। এই সকল শ্লোকের দ্বারা ভগবানের প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্তব্যক্তির ইন্দ্রিয় জয় হয়; স্থিতপ্রজ্ঞে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁ'র পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। সাধকের পক্ষে কিন্তু ইহা সাধনস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৬৮ ॥

অনুভূষণ—যে ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়-ভোগ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন অর্থাৎ কোন ভোগলালসাতে ইন্দ্রিয়গণ বিচলিত হয় না, তাঁহার বুদ্ধিই যথার্থ স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে।

এস্থলে 'মহাবাহো!' সম্বোধনে ইহাই সূচিত হয় যে, তুমি সর্ব্বশত্রু নিগ্রহে সমর্থ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকেও নিগৃহীত করিয়া নিজ সামর্থ্য প্রদর্শন কর।

শ্রীভগবানে চিত্তনিবিষ্ট সিদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়জয় স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু সাধকগণের পক্ষে প্রজ্ঞা স্থিরীকরণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের চেষ্টা প্রয়োজনীয়। এস্থলে সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয়-সংযম অপরিহার্য্য ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়—যা (যে আত্মপ্রবণা বুদ্ধি) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতগণের) নিশা (নিশাস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে) সংযমী (স্থিতপ্রজ্ঞ) জাগর্ত্তি (জাগ্রত থাকেন) যস্যাং (যে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে) ভূতানি (ভূতসকল) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে) সা (সেই বিষয়প্রবণা বুদ্ধিই) পশ্যতঃ মুনেঃ (তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট) নিশা (নিশা-স্বরূপ) ॥৬৯॥

অনুবাদ—যে আত্মপ্রবণা-বুদ্ধি জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের নিকট রাত্রিবিশেষ,

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন। এবং যে বিষয়প্রবণাবুদ্ধিতে সাধারণ জীবগণ জাগরিত থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তাহাই রাত্রি-স্বরূপ অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করেন ॥৬৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! বুদ্ধি—দুই প্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ-জীবের পক্ষে রাত্রি-বিশেষ; জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সংযমী সেই রাত্রিতে জাগরূক থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয়-শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারি-লোকের সুখ-দুঃখ-প্রদ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল ঔদাসীন্যভাবে ও যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন ॥৬৯॥

শ্রীবলদেব—সাধকাবস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়সংযমঃ প্রযত্নসাধ্য ইত্যুক্তম্। সিদ্ধাবস্থস্য তু তস্য তন্নিয়মঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ,—যা নিশেতি। বিবিক্তাত্মনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধির্দ্বিবিধা। যাত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশারূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে রাত্রিতুল্যা তত্ত্বদপ্রকাশিকা,—রাত্রাবিবাত্মনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তো জনাস্তল্লভ্যমাত্মানং সর্ব্বে নানুভবন্তীত্যর্থঃ। সংযমী জিতেন্দ্রিয়স্তু তস্যাং জাগর্ত্তি, ন তু স্বপিতি,—তয়া লভ্যমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগানন্থভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা,—তস্য বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ। কীদৃশস্যেত্যাহ,—পশ্যত ইতি। আত্মানং সাক্ষাদনুভবতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপ্যৌদাসীন্যেন ভুঞ্জানস্য চেত্যর্থঃ। নর্ত্তকীমূর্দ্ধঘটাবধান-ন্যায়েনাত্মদৃষ্টের্ন তদন্যরসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥৬৯॥

বঙ্গানুবাদ—সাধকাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়কে সংযত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য বলিয়া বলা হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় অবস্থিত তাহার পক্ষে কিন্তু সেইরূপ নিয়ম খুবই স্বাভাবিক, ইহাই বলা হইতেছে—'যা নিশেতি'। শুদ্ধ আত্মানুসন্ধান-তৎপরা ও বিষয়ানুসন্ধান-তৎপরা-ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। যেই বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠা তাহাকে সমস্ত প্রাণীর রাত্রিস্বরূপরূপে উপমা দেওয়া হইতেছে, রাত্রিতুল্যা সেইবুদ্ধি রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিকা। রাত্রির ন্যায় আত্মনিষ্ঠাসম্পন্ন বুদ্ধিতে শায়িত ব্যক্তিরা তল্লভ্য আত্মাকে সকলে অনুভব

করিতে পারে না—ইহাই অর্থ। সংযমী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কিন্তু তাহাতে জাগ্রত থাকেন। কখনও নিদ্রিত হন না। তাহার ফলে লভ্য আত্মাকে অনুভব করেন, ইহাই অর্থ। যেই বিষয়-ভোগানুকুলা বুদ্ধিতে প্রাণিসকল জাগ্রত থাকে এবং বিষয়ভোগ অনুভব করে, কখনও নিদ্রিত হয় না ; সেই বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে রাত্রিস্বরূপা তাহার সেই (বুদ্ধির) বিষয়ভোগবাসনা অপ্রকাশিকা —ইহাই অর্থ। কি রকম মুনির, এইজন্য বলিতেছেন—'পশ্যত ইতি'। আত্মাকে সাক্ষাৎরূপে অনুভবকারী ব্যক্তির প্রারব্ধ-আকৃষ্ট-বিষয়ের প্রতিও উদাসীনভাবে ভোগকারীর—ইহাই অর্থ। নর্ত্তকীমূর্দ্ধঘটাবধান ন্যায়ে অর্থাৎ নর্ত্তকীর মস্তকে ঘট থাকিলে নাচিবার সময়ে ঐ ঘটেই একমাত্র তাহার দৃষ্টি থাকে, অন্যদিকে দৃষ্টি যায় না ; তেমনি আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অন্য বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি যায় না ॥ ৬৯ ॥

অনুভূষণ—বুদ্ধি দুইপ্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। যাঁহাদের আত্মপ্রবণা-বুদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ বা প্রকৃত জ্ঞানী আর যাহারা বিষয়প্রবণাবুদ্ধিযুক্ত, তাহারা সংসারী বা অজ্ঞ। আত্মপ্রবণাবুদ্ধি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে রাত্রিস্বরূপা ; রাত্রিতে কি কি ঘটে, তাহা যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তি জানিতে পারে না, সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে প্রাপ্যমাণ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, জড়মুগ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির লাভ হইতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি তাদৃশ বুদ্ধিপ্রভাবে জাগ্রত থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদৃশ বিষয়-বুদ্ধি-প্রভাবে শোকমোহাদিজনিত বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাই আবার স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। সুতরাং তিনি তাহার কিছুই অনুভব করেন না। সুখ-দুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয়-ব্যাপারসমূহ উদাসীনভাবে ও নির্লিপ্তভাবেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

নর্ত্তকীর মস্তকে ঘটাবধানন্যায়ানুসারে দেখা যায় যে, নর্ত্তকী যেমন জলপূর্ণ কলস মস্তকে লইয়া, নৃত্যাদিকালে স্বীয় অঙ্গাদি চালনার দ্বারা নানাবিধ হাব-ভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেও সর্ব্বদা তাহার চিত্ত সেই ঘটের দিকেই থাকে, সেইরূপ আত্মানুভবী-স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বাহিরে প্রারব্ধাকৃষ্টা-বিষয় স্বীকার করিলেও, সর্ব্বদা শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, এবং অন্যত্র বিষয়ে উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকার দরুণ, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় না।

স্কন্ধ পুরাণে পাওয়া যায়,—

"অজ্ঞানং তু নিশা প্রোক্তা দিবা জ্ঞানমুদীর্য্যতে"

সুতরাং অজ্ঞানই নিশাস্বরূপ এবং জ্ঞানই দিবাস্বরূপ। আবার একের পক্ষে যাহা দিবা, তাহা অন্যের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ হইয়া থাকে। যেরূপ দিবান্ধ পেচকের পক্ষে রাত্রিই দিবা, আবার রাত্র্যন্ধ কাকের নিকট তাহাই রাত্রি। সেরূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে যাহা রাত্রি, বিষয়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই দিবা ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়—আপূর্য্যমাণম্ (বর্ষাকালে নদীর জলদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমর্য্যাদ) সমুদ্রম্ (সমুদ্রে) যদ্বৎ (যে প্রকার) আপঃ (অন্যান্য জল) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) তদ্বৎ (সেই প্রকার) সর্ব্বে কামাঃ (সকল কাম) যং (যে মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন), কামকামী (কামকামী ব্যক্তি) ন (শান্তি পান না) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—সম্যক্ পরিপূর্ণ ও অনতিক্রান্তমর্য্যাদ সমুদ্রে যেরূপ অন্যান্য জল প্রবেশ করিয়া থাকে (কিন্তু ক্ষোভিত করিতে পারে না); তদ্রূপ কামসমূহ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিতে প্রবেশ করিলেও (ক্ষুব্ধ করিতে পারে না) তিনি শান্তি বা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু কামকামী ব্যক্তি শান্তি বা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ॥ ৭০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কামকামী কখনই শান্তি লাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রেতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না ; অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তং ভাবং স্ফুটয়ন্নাহ,—আপূর্য্যেতি। স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং তথাপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনুল্লঙ্ঘিতবেলং সমুদ্রং যথাপোঽন্যা বর্ষোদ্ভবাঃ নদ্যঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং শক্নুবন্তি কর্ত্তুম্, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ

প্রারব্ধাকৃষ্টা বিষয়া যং প্রবিশন্তি, ন তু বিকর্ত্তুং প্রভবন্তি, স শান্তিমাপ্নোতি। শব্দাদিষু তদিন্দ্রিয়গোচরেষ্বপি সৎস্বাত্মানন্দানুভবতৃপ্তত্বৈর্বিকারলেশমপ্যবিন্দন্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ স তূক্তলক্ষণাং শান্তিং নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত ভাবার্থকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইতেছে —'আপূর্য্যেতি' স্বরূপেই আপূর্য্যমাণ (স্বভাবত পূর্ণ) তথাপি অচলপ্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন, বেলাকে যে অতিক্রম করে না এমন সমুদ্রে যেমন বর্ষাকালীন উদ্ভূত নদীগুলি প্রবেশ করে, তাহাতে বিশেষ কিছু করিবার শক্তি থাকে না, সেইরূপ সমস্ত কাম্যবস্তু প্রারব্ধফলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে প্রবেশ করে, কিন্তু ইঁহার বিকার করিতে পারে না, তিনি শান্তিলাভ করেন। শব্দাদি-ভোগ্য বস্তুগুলি তত্তৎ ইন্দ্রিয়-গোচর হইলেও, আত্মার আনন্দানুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিকারের লেশ মাত্রই ভোগ না করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহাই অর্থ। যে বিষয়-ভোগী ব্যক্তি বিষয়-লিপ্সার বশীভূত হয়, সে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শান্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ৭০ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত ভাবকেই পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গিয়া একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, বর্ষাকালে পর্ব্বত প্রদেশ হইতে অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, বর্ষাকালীন বারিধারাও সমুদ্রে নিপতিত হয় কিন্তু সমুদ্রের গুরু-গাম্ভীর্য্য বা স্থির-ভাবের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না। অচল, অটল সমুদ্র অবিকৃতভাবে অবস্থিত থাকিয়া, যেমন কখনও স্ফীত বা উদ্বেলিত হয় না; সেইরূপ নির্ব্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির হৃদয়ে কামনার বিষয়ীভূত শব্দাদি-বিষয় সমূহ প্রবেশ পূর্ব্বক কোনরূপে তাঁহাকে বিচলিত অর্থাৎ আসক্ত করিতে সক্ষম হয় না। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ আত্মনিষ্ঠজ্ঞান-বলে বলীয়ান্ থাকিয়া, সর্ব্বদা শান্তিরূপ পরম ধন লাভ করেন। কিন্তু কামকামী অর্থাৎ ভোগ্য-বিষয় সমূহের কামনাই যাহাদের হৃদয়ের পরিচালক, সেই ভোগ-পরায়ণ পুরুষ কদাপি মোক্ষরূপ ধন লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু নিরন্তর ফলকামনাপূর্ণ কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া, শান্তির পরিবর্ত্তে ক্লেশ-সাগরে নিমগ্ন হয় ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার রহিত) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) (সন্—হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ সমস্ত কাম পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার এবং মমতাশূন্যভাবে বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিচরণ করেন তিনি (স্থিতপ্রজ্ঞ) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কামসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সমস্ত-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীবলদেব—বিহায়েতি। প্রাপ্তামপি কামান্ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ বিহায় শরীরোপজীবনমাত্রেঽপি নির্ম্মমো মমতাশূন্য নিরহঙ্কারোঽনাত্মনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যশ্চরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি, যত্র ক্বাপি গচ্ছতি বা, স শান্তিং লভত ইতি 'ব্রজেত কিম্'ইত্যস্যোত্তরম্ ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ—'বিহায়েতি'। উপস্থিত সমস্ত কাম্যবিষয়গুলিকে ত্যাগ করিয়া শরীরের উপজীবিকার জন্যও নির্ম্মম অর্থাৎ মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া—অনাত্মা—শরীরে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া দেহের উপজীবন (রক্ষামাত্র) ভক্ষণ করেন, যেখানে—কোনস্থানে বা যান, তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা "ব্রজেত কিম্ ?" কোথায় যান ? এই প্রশ্নের উত্তর ॥ ৭১ ॥

অনুভূষণ—কাম্য-বিষয়ভোগসমূহ প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি উহাতে উদাসীন হইয়া, পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বকীয় দেহের জীবনযাত্রা-বিষয়েও স্পৃহাশূন্য হন, এবং যাবতীয় অহঙ্কার পরিবর্জ্জন করতঃ, দেহাত্মাভি-মানশূন্য হইয়া, প্রাণ-ধারণ-নিমিত্তমাত্র সামান্য বিষয় স্বীকার করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভের অধিকারী। এমতাবস্থায় তিনি যথায় বিচরণ করুন না কেন, তাহার শান্তির বা মুক্তির ব্যাঘাত কিছুতেই ঘটে না ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্য-যোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) এষা (বর্ণিত ইহা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপ্রাপিকা) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) এনাং (এই স্থিতিকে) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন বিমুহ্যতি (কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুসময়েও) অস্যাম্ (ইহাতে) স্থিত্বা (ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি (ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। এই স্থিতি লাভ করিলে কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না। মৃত্যুকালেও ক্ষণ-কালের জন্য ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ ঘটে ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতাখ্যা শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবৎ-গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলে। হে পার্থ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। খট্বাঙ্গ রাজার ন্যায় অন্তকালে ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে; জড়ের বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম 'ব্রহ্ম'; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে 'অপ্রাকৃত রস' লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই অধ্যায়কে 'গীতাসূত্র' বলা যায়; যেহেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তদুদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে। ১০ম শ্লোক-পর্য্যন্ত প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাবপরিচয়, ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক-পর্য্যন্ত আত্মানাত্মবিবেক, ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক-পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মান্তর্গত পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায়সমাপ্তি-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের সংযোজকরূপ আত্মযাথাত্ম্যসাধক নিষ্কামকর্ম্মযোগ এবং সেই যোগস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রীবলদেব—স্থিতপ্রজ্ঞতাং স্তৌতি,—এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে চরমে বয়সি কিং পুনরাকৌমারম্? ব্রহ্ম ঋচ্ছতি লভতে; নির্ব্বাণমমৃতরূপং তৎপদমিত্যর্থঃ। ননু তস্যাং স্থিতঃ কথং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তৎপ্রাপ্তেস্তদ্ভক্তিহেতুকত্বাৎ ইতি চেদুচ্যতে? তস্যাস্তদ্ভক্তিহেতুকত্বাত্তদ্ভক্তি-হেতুত্বাচ্চ তৎপ্রাপকতেতি ॥ ৭২ ॥

নিষ্কামকর্ম্মভির্জ্ঞানী হরিমেব স্মরন্ ভবেৎ।
অন্যথা বিঘ্ন এবেতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—স্থিতপ্রজ্ঞতাকে প্রশংসা করিতেছেন 'এষেতি'। ব্রাহ্মী—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিস্বরূপা। অন্তকালে শেষবয়সে, কৌমার অবস্থার কথা পুনঃ কি বলিব? ব্রহ্ম লাভ করা হয়। নির্ব্বাণ অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ তাঁহার পাদপদ্ম, ইহাই অর্থ। প্রশ্ন—সেই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি কি প্রকারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করে বা লাভ করে। তাঁহার প্রাপ্তির প্রতি তাঁহার ভক্তিই একমাত্র কারণ, ইহা বলা হইলে—বলা হইতেছে, সেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকায়, তাহাই তাহার হেতু ও তাহার প্রাপক ॥ ৭২ ॥

নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহের দ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে করিতে জ্ঞানী হইবে। অন্যথা বিঘ্ন হইবেই, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ পুনরায় স্থিতপ্রজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন যে, এই ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহা যিনি জীবনের শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেও লাভ করিতে পারেন, তিনিও ধন্য। আর যদি আকুমার কাল হইতে সাধনা পূর্ব্বক এই ব্রহ্ম-বিষয়িনী বুদ্ধি লাভ করেন, তাহা হইলে ত' কথাই নাই।

খট্বাঙ্গ রাজা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ভগবদ্ ভজন করিয়াই শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও সকলকে আকুমার কাল হইতেই ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের,—

"যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্" (৩।২৫।২৮)

শ্লোকের টীকায় 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ নিবৃতি স্বরূপ দিয়াছেন। এখানে ও শ্রীল বলদেব প্রভু 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ অমৃতরূপ তাঁহার পাদপদ্ম লিখিয়াছেন। এবং তৎপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপে একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ভক্তি-লাভের হেতু কিন্তু ভক্তিই, যাহা দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্ম লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'অনুভূষণনাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:○:○:—

অর্জ্জুন উবাচ,—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) জনার্দ্দন! কেশব! (হে জনার্দ্দন! হে কেশব!) চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মাপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (গুণাতীতা ভক্তি-বিষয়িণী-বুদ্ধি) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠা) তে (তোমার) মতা (অনুমোদিতা) তৎ (তাহা হইলে) কিম্ (কি জন্য) মাং (আমাকে) ঘোরে কর্ম্মণি (যুদ্ধরূপ কর্ম্মে) নিযোজয়সি (প্রবর্ত্তিত করিতেছ)॥ ১॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্মাপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তি-বিষয়িণী-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলে কি জন্য আমাকে ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?॥ ১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সেই বুদ্ধি-প্রাপ্তির জন্য আমাকে ঘোরযুদ্ধরূপ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ? ১॥

শ্রীবলদেব—তৃতীয়ে কর্ম্ম নিষ্কামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্।
কামাদের্বিজয়োপায়ো দুর্জয়স্যাপি দর্শিতঃ॥

পূর্ব্বত্র কৃপালুঃ পার্থসারথিরজ্ঞানকর্দ্দমনিমগ্নং জগৎ স্বাত্মজ্ঞানোপাসনোপদেশেন সমুদ্দিধীর্ষুস্তদঙ্গভূতাং জীবাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিমুপদিশ্য তদুপায়তয়া নিষ্কাম-কর্ম্মবুদ্ধিমুপদিষ্টবান্। অয়মেবার্থো বিনিশ্চয়ায় চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্বিধান্তরৈর্বর্ণ্যতে। তত্র কর্ম্মবুদ্ধিনিষ্পাদ্যত্বাজ্জীবাত্মবুদ্ধেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং স্থিতম্। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—জ্যায়সীতি। কর্ম্মণো নিষ্কামাদপি চেত্তব তৎসাধ্যত্বাৎ জীবাত্মবুদ্ধির্জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা মতা, তর্হি তৎসিদ্ধয়ে মাং ঘোরে হিংসাত্মনেকায়াসে কর্ম্মণি কিং নিযোজয়সি তস্মাদ্যুদ্ধস্বেত্যাদিনা কথং প্রেরয়সি? আত্মানুভবহেতুভূতা খলু সা

বুদ্ধির্নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিসাধ্যা তদর্থং তৎস্বজাতীয়াঃ শমাদয় এব যুজ্যেরন্ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপাণি তদ্বিজাতীয়ানি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ। হে জনার্দ্দন! শ্রেয়োহর্থিজনযাচনীয়, হে কেশব বিধিরুদ্রবশকারিন্!—"ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোহহং সর্ব্বদেহিনাম্। আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামভাক্" ইতি হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতি রুদ্রোক্তেঃ;—দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞস্ত্বং শ্রেয়োহর্থিনা ময়াভ্যর্থিতো মম শ্রেয়ো নিশ্চিত্য ব্রূহীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তৃতীয়াধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতিশয় দুর্জয় (অবাধ্য) কামাদিকেও কিরূপে জয় করা যায়, তাহাও দেখান হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে দয়ালু পার্থসারথি অজ্ঞানের পঙ্কিলে নিমগ্ন জগৎকে স্বীয় আত্মজ্ঞানমূলক উপাসনার উপদেশের দ্বারা সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার অঙ্গভূত জীবাত্ম-সম্পর্কে যথাযথ বুদ্ধির উপদেশ দিয়া, তাহার উপায়ের স্বরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। এই অর্থের সম্যক্‌রূপে বিনিশ্চয়ের জন্য চারিটী অধ্যায়ের দ্বারা বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করা হইতেছে। তাহা কর্ম্ম বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, জীবাত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই দেখান হইয়াছে। এই সম্পর্কে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'জ্যায়সীতি'। যদি নিষ্কামকর্ম্ম অপেক্ষাও তোমার মতে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য জীবাত্মবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তবে তাহার সিদ্ধির জন্য আমাকে ঘোর জীবহিংসাদিমূলক বহু আয়াসসাধ্য কর্ম্মেতে কেন নিয়োজিত করিতেছ? অতএব যুদ্ধ কর ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কেন প্রেরণ করিতেছ? আত্মজ্ঞানের অনুভবের হেতুভূত সেই বুদ্ধি নিশ্চয় সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের বিরতিমূলক, তাহার জন্য তাহার স্বজাতীয় শমাদিতেই নিয়োজিত কর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনারূপ তাহার বিজাতীয় (বিরুদ্ধ) কর্ম্মে নিয়োগ করিও না। হে জনার্দ্দন! শ্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থী লোকেরই প্রার্থনীয়। হে কেশব! বিধি ও রুদ্রবশকারিন্! "ক" শব্দ ব্রহ্মার নাম, ঈশ—ঈশ্বর আমি সমস্তদেহীর, আমরা দুইজন তোমার দেহসম্ভূত, সেইজন্য কেশবনাম ভাজন। ইহা হরিবংশে কৃষ্ণের প্রতি রুদ্রের উক্তি হইতে জানা যায়;—দুর্ল্লঙ্ঘনীয় আজ্ঞা তোমার, অতএব তুমি শ্রেয়ঃ-প্রার্থী আমাকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা নিশ্চয় করিয়া বল—ইহাই ভাবার্থ ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারার্থ সূত্ররূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বর্ণন করিয়াছেন। অর্জ্জুন তাহা শ্রবণ করিয়া, জগৎজীবের হিতার্থ একটী পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! তুমি একবার, স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত হিংসাজনক ঘোর যুদ্ধাদি-কর্ম্ম ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য করণীয় বলিয়া, আবার যিনি রাগ ও দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিয়া, সুখ ও দুঃখাদিতে সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মুক্তির অধিকারী, ইত্যাদি বাক্যে কখনও কর্ম্মের প্রাধান্য কখনও জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতেছ। হে জনার্দ্দন! যদি নিষ্কামকর্ম্ম-সাধ্য জীবাত্মনিষ্ঠ-বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলে আমাকে ঘোর হিংসাদিরূপ যুদ্ধকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তিমূলক শমাদি-বিষয়ের সাধনে কেন নিয়োজিত করিতেছ না?

এস্থলে 'জনার্দ্দন' ও 'কেশব' এই দুইটী সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হওয়ায়, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, যাঁহার নিকট সর্ব্বজন স্বাভিলষিত সিদ্ধির প্রার্থনা করে। এবং কেশব শব্দে ব্রহ্মা ও রুদ্রের বশকারী সর্ব্বেশ্বর। আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃপ্রার্থী। তোমার আজ্ঞা দুর্ল্লঙ্ঘনীয় সুতরাং আমার যাহাতে একান্ত শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সেইরূপ আজ্ঞাই কর ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ ইব (যেন নানাবিধার্থবোধক) বাক্যেন (বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ) যেন (যদ্দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটী) নিশ্চিত্য বদ (নিশ্চয় করিয়া বল) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যেন ব্যামিশ্রবাক্যদ্বারা তুমি আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ। অতএব যদ্দ্বারা আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারি এইরূপ একটী নিশ্চয় করিয়া বল ॥২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তুমি যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র পরস্পর অমিলিতার্থ-বোধক বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থলে তুমি আত্মযাথাত্ম্যসাধক জ্ঞানের উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্ম্মাধিকার প্রকাশ করত আমাকে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা করিলে। এই দুইটীর মধ্যে কোনটী আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥২॥

শ্রীবলদেব—ব্যামিশ্রেণেতি। সাংখ্যবুদ্ধিযোগবুদ্ধ্যোরিন্দ্রিয়নিবৃত্তিরূপয়োঃ সাধ্য-সাধকত্বাবরোধি যদ্বাক্যং তদ্ব্যামিশ্রমুচ্যতে। তেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব। বস্তুতস্তু সর্ব্বেশ্বরস্য মৎসখস্য চ তে মন্মোহকতা নাস্ত্যেব। মদ্বুদ্ধিদোষাদেবং প্রত্যেম্যহমিতীবশব্দার্থঃ। তত্তস্মাদেকমব্যামিশ্রং বাক্যং বদ,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুর্নান্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি—শ্রুতিবৎ। যেনাহমনুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্যাত্মানঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—'ব্যামিশ্রেণেতি'। সাংখ্যশাস্ত্রীয় জ্ঞান (বুদ্ধি) ও যোগ-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান (বুদ্ধি) উভয় হইতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, এই জাতীয় সাধ্যসাধকত্বের অবরোধি যেই বাক্য, তাহাকে ব্যামিশ্র বলা হয়। তাহা দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত করিতেছ। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বেশ্বর ও আমার সখা তোমার কিন্তু আমার মোহকতা নাই-ই। আমার বুদ্ধির দোষেই আমি এই রকম ধারণা করিতেছি, ইহা 'ইব' শব্দের অর্থ। অতএব তুমি একটী মাত্র অব্যামিশ্র (অমিশ্রিত) বাক্য বল। "কর্ম্মের দ্বারা নহে, সন্তান উৎপাদনের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারা নহে, একটীর দ্বারা অমৃত লাভ করিতে পারা যায়, অকার্য্য করায় কোন ফল নাই।"—এই শ্রুতির ন্যায়। যাহা আমি অনুষ্ঠান করিব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আত্মার শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, সাংখ্য-জ্ঞান ও যোগ-জ্ঞান হইতে যে ইন্দ্রিয়ের ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহাকে অবরোধ পূর্ব্বক যে কর্ম্মের উপদেশ দিতেছ, তাহাই আমার কাছে 'ব্যামিশ্র' বলিয়া মনে হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, কৃপালু সর্ব্বেশ্বর তুমি আমার সখা সুতরাং তোমার পক্ষে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিবার কোন ইচ্ছা তোমার নাই সত্য কিন্তু আমার বুদ্ধির দোষে মনে হইতেছে যে, বোধ হয় তুমিই নানার্থ মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমাকে মোহিত করিতেছ। শ্রুতিতে যেমন পাওয়া যায় যে, "কর্ম্মের দ্বারা নহে, প্রজার উৎপত্তির দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারা নহে ইত্যাদি বিচার পূর্ব্বক একটীর দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব।" সেই উপায়টী কি ? তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, যাহা আচরণ পূর্ব্বক আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার প্রারম্ভে পাই,—

"ভো বয়স্য অর্জ্জুন গুণাতীতা ভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা, ইহা সত্য কিন্তু সে ভক্তি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে মদৈকান্তিক একমাত্র মহাভক্তের কৃপা দ্বারাই লভ্যা, পুরুষের উদ্যম দ্বারা লভ্যা নহে। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ গুণাতীতা মদ্ভক্তি দ্বারা তুমি যেন নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে পার, এই আশীর্ব্বাদই দেওয়া হইয়াছে। সেই আশীর্ব্বাদ যখন ফলিবে, তখন সেইরূপ যাদৃচ্ছিক ঐকান্তিক ভক্ত-কৃপায় প্রাপ্ত হইলে, উহা অর্থাৎ গুণাতীতা ভক্তি লাভ করিবে। বর্ত্তমানে কিন্তু যদি বল, 'তোমার কর্ম্মেই অধিকার' ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা সত্য। তাহা হইলে কর্ম্মই নিশ্চিত করিয়া কেন বলিতেছ না? আমাকে কেন সন্দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেছ?" ইহাই বলিতেছেন 'ব্যামিশ্র' এই শ্লোকে ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন)—অনঘ! (হে পাপ-রহিত অর্জ্জুন!) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (নিত্য স্থিতি বা মর্য্যাদা) ময়া পুরা প্রোক্তা (আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্ট-রূপে উক্ত হইয়াছে) সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (যোগীদের) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগের দ্বারা) (নিষ্ঠা হয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—ইহলোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছি। সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়; আত্মযাথাত্ম্য যোগ ব্যতীত মোক্ষসাধনোপায় আর কিছুই নয়। আত্মযাথাত্ম্যযোগ-সাধনবিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যে-সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়; তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান-যোগাশ্রয়ী নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম্মযোগনিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্যযোগনিষ্ঠা-দ্বারাই আত্মযাথাত্ম্য-যোগে

অধিরূঢ় হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক অবশেষে আত্মযাথাত্ম্যরূপ মোক্ষ লাভ করে। বস্তুতঃ সেই ভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র; আরোহীদিগের অবস্থাক্রমে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার হয়॥ ৩॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—লোকেঽস্মিন্নিতি। হে অনঘ, নির্ম্মলবুদ্ধে পার্থ, জ্যায়সী চেদিতি কর্ম্মবুদ্ধিসাংখ্যবুদ্ধ্যোর্গুণপ্রধানভাবং জানন্নপি তমস্তেজসোরিব বিরুদ্ধয়োস্তয়োঃ কথমেকাধিকারিকত্বমিতি শঙ্কয়া প্রেরিতঃ পৃচ্ছসীতি ভাবঃ। অস্মিন্ মুমুক্ষুতয়াভিমতে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততয়া দ্বিবিধে লোকে জনে দ্বিবিধা নিষ্ঠা স্থিতির্ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রোক্তা। নিষ্ঠেত্যেক-বচনেন একাত্মোদ্দেশ্যত্বাদেকৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনদশাদ্বয়ভেদেন দ্বিপ্রকারা, ন তু দ্বে নিষ্ঠে ইতি সূচ্যতে। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি,—'একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ' ইত্যাদি। তাং নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি,—জ্ঞানেতি। সাংখ্যজ্ঞানং "অর্শ আদ্যচ্"। তদ্বতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদিনা; জ্ঞানমেব যোগো,—যুজ্যতে আত্মনানেতি ব্যুৎপত্তেঃ। যোগিনাং নিষ্কামকর্ম্মবতাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদিনা; কর্ম্মৈব যোগো,—যুজ্যতে জ্ঞানগর্ভয়া চিত্তশুদ্ধ্যাঽনেনেতিব্যুৎপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি,—ন খলু মুমুক্ষুর্জনস্তদৈব শমাদ্যঙ্গিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। কিন্তু সাচারেণ কর্ম্মযোগেন চিত্তমালিন্যং নির্ধূয়ৈবেত্যেতদেব ময়া প্রাগভাণি "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্য" ইত্যাদিনা। ততো ন কিঞ্চিদ্ব্যামিশ্রণমস্তি॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'লোকেঽস্মিন্নিতি'। হে নিষ্পাপ! নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ! 'জায়সী চেৎ' ইহা, কর্ম্মবুদ্ধি ও সাংখ্যবুদ্ধির দ্বারা গুণপ্রধানভাব জানিতে জানিতে অন্ধকার ও আলোর ন্যায় বিরুদ্ধ সেই দুইটীর কিরূপে একাধিকারিত্ব এই আশঙ্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ—ইহাই ভাবার্থ। এখানে মুমুক্ষুরূপে অভিমত শুদ্ধ ও অশুদ্ধচিত্তসম্পন্ন দুইপ্রকার লোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠা আছে, ইহা সর্ব্বেশ্বর আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। 'নিষ্ঠা' এই একবচনের দ্বারা একআত্মার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে বলিয়া, এক-নিষ্ঠাই সাধ্যসাধন-দশাদ্বয়ভেদে দুইপ্রকার; দুইপ্রকার নিষ্ঠা নহে, ইহা সূচনা করা হইতেছে। এইরকমই ভবিষ্যতে বলিবেন। 'একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ'—ইত্যাদি। সেই

নিষ্ঠা দুইপ্রকারে দেখাইতেছেন—'জ্ঞানেতি'। সাংখ্যজ্ঞান "অর্শ আদ্যচ্"। সাংখ্যজ্ঞানে জ্ঞানিব্যক্তির জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা—স্থিতিশীলতা আমার দ্বারা বলা হইয়াছে "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদির দ্বারা। জ্ঞানই যোগ,—যুক্ত করা হয় এই আত্মারদ্বারা এই ব্যুৎপত্তিহেতু। নিষ্কামকর্ম্মকর্ত্তা যোগিদের কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা—স্থিতিশীলতা বলা হইয়াছে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি-দ্বারা, কর্ম্মই যোগ—"সংযোজিত হয় জ্ঞানগর্ভ এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারা" এই ব্যুৎপত্তিহেতু। ইহার দ্বারা এই কথাই বলা হইল—নিশ্চয়ই মুমুক্ষুব্যক্তি তখন শমাদির অঙ্গ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করেন না, কিন্তু সদাচারসহ কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূরীভূত করিয়াই, ইহাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদির দ্বারা। অতএব ইহাতে কোন ব্যামিশ্র (মিশ্রিত) ভাব নাই ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! অর্থাৎ নির্ম্মলবুদ্ধি বিশিষ্ট অর্জ্জুন! তুমি যে আমার পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়কে 'ব্যামিশ্র' বলিয়া বলিতেছ, তাহা ঠিক নহে। কারণ তুমি মনে করিতেছ যে, আমি কর্ম্মযোগ এবং সাংখ্যযোগকে আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ বিষয়ের একাধিকারত্ব নির্ণয় করিয়াছি; কিন্তু তাহা নহে। এই জগতে দুই প্রকার লোকের দুই প্রকার নিষ্ঠা দেখা যায়। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃ-করণ ব্যক্তি তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞানযোগে অধিকার ও তাহাতেই নিষ্ঠা। আর যাহারা অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাহাদের নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে অধিকার এবং তাহাতেই নিষ্ঠা। ইহা দ্বারা দুইটীকে পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষ-সাধনোপায় বলিয়া নির্ণয় করা হয় নাই। সাধ্য ও সাধন-দশা-ভেদে নিষ্ঠার দ্বিবিধত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ অশুদ্ধান্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে মদর্পিত-নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অবলম্বিত হইয়া, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ-যোগ্যতা লাভ হয়। তারপর জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ করিয়া, ভক্তির আশ্রয়ে আত্ম-যাথাত্ম্যরূপ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। মূলতঃ কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কেহই স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলদানে সমর্থ নহে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥" মধ্য ২২।১৭-১৮॥
"কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তিবিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥" (মধ্য ১৭-১৮,২১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তিঃ"—এই শাস্ত্র বচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে,—ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞান-চেষ্টা না করিলেও, সেই মুক্তি আপনি উপস্থিত হয়"॥ ৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

অন্বয়—পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ (শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমূহের) অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠান হেতু) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞান) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না) চ (এবং) সন্ন্যসনাৎ এব (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগের দ্বারাও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (পাইতে পারে না)॥ ৪॥

অনুবাদ—পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। আবার অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না॥ ৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা হয় না; বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না॥ ৪॥

শ্রীবলদেব—অতোঽশুদ্ধচিত্তেন চিত্তশুদ্ধেঃ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণ্যেবানুষ্ঠেয়ানীত্যাহ,—কর্ম্মণামিত্যাদিভিস্ত্রয়োদশভিঃ। কর্ম্মণাং "তমেতম্" ইতিবাক্যেন জ্ঞানাঙ্গতয়া বিহিতানামনারম্ভাদননুষ্ঠানাদবিশুদ্ধচিত্তঃ পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপকর্ম্মবিরতিং জ্ঞাননিষ্ঠামিতি যাবৎ নাশ্নুতে ন লভতে; ন চ স তেষাং কর্ম্মণাং সন্ন্যসনাৎ পরিত্যাগাৎ সিদ্ধিং মুক্তিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই হেতু চিত্তশুদ্ধিহীন ব্যক্তির পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন—'ন কর্ম্মণা-মিত্যাদি' ত্রয়োদশটী শ্লোকের দ্বারা। কর্ম্মসমূহের "তমেতম্‌" এই বাক্যে (কর্ম্মসমূহের) জ্ঞানের অঙ্গত্বহেতু বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে অবিশুদ্ধ-চিত্ত পুরুষ (মানব) নৈষ্কর্ম্ম্য—নিখিল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপকর্ম্মের বিরতিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করে না। অতএব সেইসব লোক সেইসব কর্ম্মত্যাগের ফলে সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিও লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মহৎকৃপাক্রমে কাহারও প্রথমেই কৃষ্ণোন্মুখী-ভক্তির উদয় হইলে, তাহার আর কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাগ্যবানের পক্ষে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ ও কৃপাক্রমে ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্রমিক উন্নতির সোপান-বিচারে চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না বলিয়া এবং জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের অঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিরতি-রূপ সন্ন্যাস হয় না, সেজন্য চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মবিহিত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত। তাহা না হইলে, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম-ত্যাগের দ্বারা কোন শুভ ফলই লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্‌ অপি (ক্ষণকালের জন্যও) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মরহিত) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না) সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (রাগ-দ্বেষাদি গুণ-দ্বারা) অবশঃ সন্‌ (অস্বতন্ত্র হইয়া) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কখনও কেহ কোন অবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতেই পারে না। সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি-দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—অবিশুদ্ধচিত্তঃ কৃতবৈদিক-কর্ম্মসন্ন্যাসো লৌকিকেঽপি কর্ম্মণি নিমজ্জতীত্যাহ,—ন হীতি। নন্থ সন্ন্যাস এব তস্য সর্ব্বকর্ম্মবিরোধীতি চেত্তত্রাহ,—কার্য্যত ইতি। প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবোত্তবৈগু'ণৈ রাগদ্বেষাদিভিঃ। কার্য্যতে প্রবর্ত্যতে অবশঃ পরাধীনঃ সন্॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অবিশুদ্ধচিত্তব্যক্তি বৈদিক কর্ম্মগুলি হইতে সন্ন্যাস অর্থাৎ সংযত হইলেও তাহাকে লৌকিক কর্ম্মে নিমজ্জিত হইতে হইবেই ইহাই বলা হইতেছে—'নহীতি'। প্রশ্ন, কর্ম্মসন্ন্যাসই (কর্ম্মত্যাগই) তাহার পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মবিরোধি—ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'কার্য্যত' ইতি, প্রকৃতিজাত স্বভাবত উদ্ভূত গুণ রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা কারিত হয় অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করে, অবশ—পরাধীন্ হইয়া॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি মনে করেন যে, জ্ঞানযোগ ব্যতীত কেবল সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস-দ্বারা নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণ-মুক্তি লাভ কেন হয় না? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি কখনও কিঞ্চিৎকালের জন্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক থাকিতে পারে না। কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো প্রভৃতি প্রকৃতির গুণজাত স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাদি প্রাণীমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি স্বভাব-বিহিত শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে আসক্তিশূন্য হওয়া সম্ভব। 'সন্ন্যাস'—শব্দে কর্ম্মে অনাসক্তিই বুঝায়। স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ নহে। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত-কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ' ৬।১।৪৪ অর্থাৎ দেহধারি-ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।

আরও পাওয়া যায়,—

" ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মগুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ ॥ ভাঃ ৬।১।৫৩

অর্থাৎ কোন জীবই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রাক্তন-সংস্কার-জনিত রাগাদি তাহাকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে॥ ৫ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (নিগ্রহ করিয়া) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মনসা স্মরন্ (মনে মনে স্মরণ করিয়া) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সেই) বিমূঢ়াত্মা (বিমুগ্ধ ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে অবস্থিত থাকে, সেই মূঢ়কে মিথ্যাচার অর্থাৎ কপটাচার বা দাম্ভিক বলা হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে ; অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায় ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ রাগাদিব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতশ্রোত্রাদিঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্ যতি দৃশ্যতে তত্রাহ,—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। যো যতিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি সংযম্য মনসা ধ্যানছদ্মনা ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্ স্মরন্নাস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মূর্খো মিথ্যাচারঃ কথ্যতে। স চ নিরুদ্ধবাগাদেরজ্ঞস্য নিষ্কামকর্ম্মানন্থষ্ঠানেন মনঃ-শুদ্ধেরনুদয়াৎ শ্রোত্রাদ্যপ্রসারেঽপ্যশুদ্ধত্বান্মনসা তদ্বিষয়াণাং স্মরণাজ্ জ্ঞানায়োগ্যতস্যাপি তস্য জ্ঞানালাভাৎ মিথ্যাচারো ব্যর্থবাগাদিনিয়মনক্রিয়ো দাম্ভিক ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—(সংসারের প্রতি) অনুরাগাদিব্যাপারশূন্য মুদ্রিত-শ্রোত্রাদিযুক্ত কোন কোন যতি দেখা যায়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি'। যেই যতি কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্য প্রভৃতিকে সংযত করিয়া মনে মনে ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়বস্তু শব্দস্পর্শাদিকে স্মরণ করিতে করিতে অবস্থান করে, তাহাকে বিমূঢ়াত্মা, মূর্খ ও মিথ্যাচারী বলা হইয়া থাকে। সেই নিরুদ্ধবাগ্ সম্পন্ন অজ্ঞব্যক্তির নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করার জন্য মনের বিশুদ্ধতা হয় না বলিয়া শ্রোত্রাদির প্রসার না হইলেও, মনের

অশুদ্ধতাবশতঃ মনে মনে তত্তৎবিষয়গুলি স্মরণ করায়, জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করিলেও, তাহার জ্ঞানলাভ হয় না, এইজন্য তাহাকে মিথ্যাচারী, ব্যর্থ-বাগাদি-ইন্দ্রিয়নিয়মনকারী দাম্ভিক বলা হয় ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন যে, কোন কোন লোক যতিধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়ভোগ-শূন্যাবস্থায় মুদ্রিতলোচন হইয়া, অবস্থান করে; সুতরাং অনর্থক নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার চিত্তের রাগাদি-মল দূরীভূত হয় নাই, অথচ বাহ্যে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া, একান্তে সন্ন্যাসীর ন্যায় ধ্যানোপবিষ্ট থাকিয়া, অন্তরে অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ বল্‌গা-বিহীন অশ্বের ন্যায়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়-সমূহের চিন্তা পূর্ব্বক বিচরণ করে, তাহা হইলে, তাদৃশ ছদ্মবেশধারী, অসংযতচিত্ত পুরুষ সন্ন্যাসীর করণীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বাহ্যতঃ করিলেও তাহা নিষ্ফল। কারণ চিত্তশুদ্ধির অভাবে কখনও শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইবে না। ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-আশ্রয় ব্যতীত সাধারণতঃ কাহারও চিত্তশুদ্ধি হইবার উপায়ান্তর নাই।

লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবার আশায়, 'আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি,' এইরূপ অহঙ্কারে স্ফীত হইলে, সে মিথ্যাচারী অর্থাৎ কপটাচারী বা দাম্ভিক বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত ও ধীক্কৃত হইবার যোগ্য। এইরূপ অন্তরে ভোগবাসনাসক্ত অথচ বাহ্যে ইন্দ্রিয়াদি-নিয়মনকারী স্বীয় কপট ব্যবহারের দ্বারা অজ্ঞ জনসমাজে কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ ও গুরুতুল্য সম্মান পাইলেও, যথাকালে তাহার ভণ্ড-ব্যবহার প্রকাশ পাইয়া যায়, ফলস্বরূপে ইহাতে কোন পারলৌকিক উন্নতি তো নাই-ই পরন্তু লোক-সমাজে সন্ন্যাসী নামের কলঙ্ক প্রকাশিত হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায়, "ত্বম্পদার্থ বিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥" অর্থাৎ শ্রুতি বিধান করিয়াছেন,—যেহেতু ত্বম্পদার্থ-বিবেক বা আত্মজ্ঞানের জন্য সর্ব্ব কর্ম্মের সন্ন্যাস বিহিত, সেই হেতু যিনি তাহা না করেন তিনি পতিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থে উপদেশে লিখিয়াছেন,—

"মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেনে চাও?
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও॥

আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান"॥ ৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ তু (কিন্তু যিনি) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (নিয়মিত করিয়া) অসক্তঃ সন্ (অফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম) আরভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন)॥ ৭॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন॥ ৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহস্থধর্ম্মে অনাসক্তরূপে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত 'মিথ্যাচারী' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট॥ ৭॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বৈপরীত্যেন স্ববিহিতকর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ,—যস্ত্বিতি। আত্মানুভবপ্রবৃত্তেন মনসেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্যাসক্তঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে;—সম্ভাব্যমানজ্ঞানত্বাৎ পূর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ—ইহার বিপরীত কর্ম্মাধিকারী স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থও শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইতেছে—'যস্ত্বিতি'॥ আত্মস্বরূপের অনুভবে প্রবৃত্তি-সম্পন্ন-ব্যক্তি মনের দ্বারা শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া আসক্তি ও ফলাভিলাষশূন্য হইয়া, যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম্মস্বরূপ যোগের উপায়কে অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিশিষ্টতা লাভ করেন। সম্ভাব্যমান জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন॥ ৭॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে বাহ্যে বিষয়ভোগে উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়

ভোগ-লোলুপ, তচ্চিন্তাপরায়ণ সন্ন্যাসীকে গর্হণ করিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহার বিপরীত গৃহস্থ ব্যক্তি যদি আত্মানুভবের প্রবৃত্তি লইয়া, মনের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, অনাসক্তভাবে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে আত্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইবেন, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তরে মনের দ্বারা বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি মিথ্যাচারী ও পুরুষার্থভ্রষ্ট হইতেছে, আর যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থ হইয়া শাস্ত্রবিধানে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক, আত্মানুভবের প্রয়াসী হইতেছেন, তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামে চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ আত্মানুভবের অধিকারী হইতেছেন ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম অকরণ হইতে) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম্ম অধিকতর শ্রেষ্ঠ) চ (আরও) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মরহিত) তে (তব) শরীরযাত্রা অপি (শরীর নির্ব্বাহও) ন প্রসিধ্যেৎ (সিদ্ধ হইবে না) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম কর। যেহেতু সর্ব্ব কর্ম্ম না করা হইতে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। আরও সর্ব্ব কর্ম্ম রহিত হইলে তোমার দেহযাত্রা নির্ব্বাহও সিদ্ধ হইবে না ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্ম্মত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ, প্রজাপালন, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া আত্মযাথাত্ম্য লাভ কর ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—নিয়তমিতি। তস্মাত্ত্বমবিশুদ্ধচিত্তো নিয়তমাবশ্যকং কর্ম্ম কুরু—চিত্তবিশুদ্ধয়ে নিষ্কামতয়া স্ববিহিতং কর্ম্মাচরেত্যর্থঃ। অকর্ম্মণ ঔৎসুক্য-মাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-সকাশাৎ কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং,—ক্রমসোপানন্যায়েন

জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ ; ঔৎসুক্যমাত্রেণ কর্ম্ম ত্যজতো মলিনে হৃদি জ্ঞানাপ্রকাশাৎ। কিঞ্চাকর্ম্মণসংন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীরযাত্রা দেহনির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ। যাবৎসাধনপূর্ত্তি দেহধারণস্যাবশ্যকত্বাত্তদর্থং জ্ঞানী ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মানুতিষ্ঠতি। তচ্চ ক্ষত্রিয়স্য তবানুচিতম্। তস্মাৎ স্ববিহিতেন যুদ্ধপ্রজাপালনাদিকর্ম্মণা শুক্লানি বিত্তান্যুপার্জ্য তৈর্নির্ব্যূঢ়দেহযাত্রঃ স্বাত্মানমনুসন্ধেহীতি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'নিয়তমিতি', অতএব অবিশুদ্ধচিত্ত তুমি সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে আবশ্যক কর্ম্ম কর—চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অকর্ম্ম অপেক্ষা অর্থাৎ ঔৎসুক্যমাত্র দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশস্ততর—ক্রম-সোপান-ন্যায়-অনুসারে, জ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ কর্ম্মত্যাগী-ব্যক্তির মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। আরও অকর্ম্মী অর্থাৎ সংন্যস্ত সর্ব্বকর্ম্মশীল তোমার শরীর-যাত্রা অর্থাৎ দেহনির্ব্বাহও হইবে না। যতদিন যাবৎ সাধনার পরিপূর্ণতা না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহ ধারণের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, তাহার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাটনাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তাহা ক্ষত্রিয়বংশজাত তোমার পক্ষে অনুচিত। অতএব স্বধর্ম্মবিহিত যুদ্ধ, প্রজাপালনাদিকর্ম্মের দ্বারা শুক্ল-বিত্ত (সদ্ভাবে উপার্জিত ধন) উপার্জন করিয়া, তাহার দ্বারা নির্ব্যূঢ়ভাবে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, স্বীয় আত্মাকে অনুসন্ধান কর ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মবিহিত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম সমূহের আচরণ করাই কর্ত্তব্য বলিতেছেন। কেবল ঔৎসুক্য-বশে সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অকর্ম্মী হওয়া অপেক্ষা কর্ম্মই প্রশস্ততর ব্যবস্থা, কারণ ক্রমপন্থায় ইহাতেই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, নতুবা ঔৎসুক্য-সহকারে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেই, মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ পায় না, এমন কি, স্বদেহ-যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না।

এইজন্য শ্রীভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরুর উপদেশে ও সেবাফলে চিত্তশুদ্ধি-ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে, ক্রমপন্থায় স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শুক্লবিত্ত-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকরতঃ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম আচরণের সঙ্গে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইবে এবং জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আত্মানুভবের অধিকারী হওয়া যাইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলব্ধে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” (৭।২৬।২) অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চলা হয়, স্মৃতিলাভ হইলে, সমুদয় গ্রন্থির বিমোচন হয়। ইহাই শ্রুতি-সম্মত ব্যবস্থা।

তাই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—স্বধর্ম্ম বিহিত যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ-বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণ্বর্পিত নিষ্কাম) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্মভিন্ন) অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মাবদ্ধ) (ভবতি—হয়) তদর্থং (সেই নিমিত্ত) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আচরণ কর) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণ্বর্পিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিষ্ণুদ্দেশেই ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হরিতোষণার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মকে ‘যজ্ঞ’ বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্‌ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়ই ‘কর্ম্মবন্ধন’ বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম কর ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—ননু কর্ম্মণি কৃতে বন্ধো ভবেৎ,—“কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ” ইত্যাদিস্মরণাচ্চেতি চেত্তত্রাহ,—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ,—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতিশ্রুতেঃ। তদর্থাত্তত্তোষফলাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র স্বসুখফলককর্ম্মণি ক্রিয়-মাণেঽয়ং লোকঃ প্রাণী কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে; তস্মাত্তদর্থং বিষ্ণুতোষার্থং কর্ম্ম সমাচর। হে কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তসুখাভিলাষঃ সন্ ন্যায়োপার্জ্জিত-দ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুমারাধ্য তচ্ছেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বন্ন বধ্যস ইত্যর্থঃ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—কর্ম্ম করিলেই সংসারে আবদ্ধ হইতে হইবেই। "কর্ম্মের দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য স্মরণ আছে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'যজ্ঞার্থাদিতি'। যজ্ঞ—পরমেশ্বর "যজ্ঞই নিশ্চিতরূপে বিষ্ণু"—এই রকম শ্রুতি আছে। তদর্থমূলক ও তাহার তোষণফলস্বরূপ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র স্বীয়-সুখমূলক-ফলসূচক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, এই জীব—প্রাণী কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। অতএব তাহার জন্য বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। হে কৌন্তেয়! সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাভিলাষ-শূন্য হইয়া, সদ্ভাবে উপার্জিত দ্রব্যাদির দ্বারা যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি সম্পাদন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, তাহার শেষ অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট পুত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, আর তুমি সংসারে আবদ্ধ হইবে না॥ ৯॥

অনুভূষণ—অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নিষ্কামভাবে যে কোন কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম-মুক্তি হইতে পারে। আবার কেহ এরূপও মনে করেন যে, "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" এই স্মার্ত্তবচনানুসারে সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। এই দুইটী ধারণারই সুষ্ঠু-মীমাংসা এস্থলে শ্রীভগবানের বাক্যে পাওয়া যায়।

যজ্ঞই পরমেশ্বর, শ্রুতিও বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।"১১।১৯।৩৯। শ্রীধর স্বামী অর্থ করিয়াছেন—'ভগবত্তম পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ'। শ্রীল বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'আমি বসুদেবনন্দনই যজ্ঞ'।

সুতরাং যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় সকাম ও নিষ্কাম-কর্ম্ম লোকের সংসার-বন্ধনের কারণ স্বরূপ হয়। কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অর্থাৎ নিজের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, কেবল বিষ্ণুরই তৃপ্তি বা তোষণ-উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন দূর হয়। সকাম তো দূরের কথা, নিষ্কাম কর্ম্মও ভক্তি-রহিত হইলে নিষ্ফল অর্থাৎ বৃথা। যেমন শ্রীভাগবতে নারদের বাক্যে পাই, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং" (১।৫।১২)

অতএব ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিমূলক কর্ম্মাচরণেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নির্গুণভক্তি লাভ করাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদের বাক্যে আরও পাই,—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
য়দীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥" (১।৫।৩২-৩৫)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মজ্ঞ! সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাহাই তাপত্রয়-নিবর্ত্তক বলিয়া কথিত। হে সুব্রত ব্যাসদেব! যে যে দ্রব্যে রোগ জন্মে, তাহা যদি রসায়নযোগে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাই আবার ঔষধরূপে রোগনিরাময় করে। এই প্রকারে মানবের ক্রিয়াযোগ সংসার-বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু তাহা যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে **কর্ম্ম**-নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত-কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিযোগ-সমন্বিত তদধীন জ্ঞানও লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—

"গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥" ৪।৩০।১৯

অর্থাৎ যাঁহারা কুশল-কর্ম্মা অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কর্ম্মের একমাত্র ফল-ভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করেন এবং যাঁহারা আমার কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেই সকল পুরুষ গৃহাস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না।

এখানে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাহার টীকায় ইহাও জানাইয়াছেন যে, নিজের সুখাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক শুক্ল-বিত্ত-দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদের দ্বারাই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আর সংসার বন্ধন হইবে না।

গীতার ৩।১৯ শ্লোকও বর্ত্তমান শ্লোকের অনুরূপ॥ ৯॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—পুরা (আদিকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি) প্রজাঃ (প্রজাসকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও), এষঃ (যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ফলপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আদি-সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত ইষ্টকাম অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা-দ্বারা মোক্ষপ্রদ হউন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—অযজ্ঞশেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বতো দোষমাহ,—সহেতি। প্রজাপতিঃ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ,—"পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ 'ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ' ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। পুরা আদিসর্গে সহযজ্ঞা যজ্ঞৈঃ সহিতা দেবমানবাদিরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা নামরূপবিভাগশূন্যাঃ প্রকৃতিশক্তিকে স্বস্মিন্ বিলীনাঃ পুরুষার্থাযোগ্যাস্তাস্তৎসম্পাদকনামরূপভাজো বিধায় যজ্ঞং তন্নিরূপকং বেদঞ্চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। তাঃ প্রতীদমুবাচ কারুণিকঃ,—অনেন বেদোক্তেন মদর্পিতেন যজ্ঞেন যূয়ং প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসবো বৃদ্ধিঃ স্ববৃদ্ধিং ভজধ্বমিত্যর্থঃ। এষ মদর্পিতো যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানদেহযাত্রা-সম্পাদনদ্বারা বাঞ্ছিতমোক্ষপ্রদোঽস্তু ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—অযজ্ঞশেষভূত বস্তুর দ্বারা অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত-পূজাদি-প্রসাদভিন্ন বস্তুর দ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহকারীর দোষের কথা বলা হইতেছে—'সহেতি'। প্রজাপতি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু—"জগৎপতি বিশ্বের আত্মা ঈশ্বরকে" ইত্যাদি শ্রুতি আছে, "ব্রহ্ম প্রজাদিগের পতি, উনি অচ্যুত" ইত্যাদি স্মৃতিও আছে। অতিপূর্ব্বকালে সর্গের আদিতে যজ্ঞের সহিত দেবতা-

মানুষাদি প্রজাগণকে সৃজন করিয়া নামরূপ-বিভাগশূন্যা নিজেতে বিলীনা প্রকৃতি শক্তি, পুরুষার্থের অযোগ্য সেই প্রজা ও তৎ-সম্পাদকের নাম রূপাদি-ভেদ বিধান পূর্ব্বক, যজ্ঞ অর্থাৎ তন্নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়া, তাহাদের প্রতি কারুণিক ব্রহ্মা ইহা বলিলেন—এই আমাপ্রতি প্রদত্ত বেদোক্ত যজ্ঞের দ্বারা তোমরা স্বীয় বৃদ্ধিকে ভজনা কর, ইহাই অর্থ। এই আমাপ্রতি অর্পিত যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টলাভের হেতু বলিয়া হৃদয়ের শুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রা-সম্পাদনপূর্ব্বক বাঞ্ছিত মোক্ষপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—কেহ যদি নিষ্কাম-কর্ম্মাচরণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রথমে সকামভাবে কৃত কর্ম্মও শ্রীভগবানে অর্পণ করা উচিত। তথাপি অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কদাচ কর্ম্ম-ত্যাগ করিবে না। এই ভাবে ভগবদর্পিত সকাম-কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বলিতেছেন। এস্থলে 'প্রজাপতি' শব্দে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণে সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, অখিল বিশ্বের পরমাশ্রয় শ্রীনারায়ণই প্রজাপতি। সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত দেব-মানবাদি প্রজাসমূহ স্বীয় প্রকৃতি শক্তিতে বিলীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নামরূপাদি বিভাগশূন্য হওয়ায় তাহারা পুরুষার্থ সাধনে অক্ষম। অনন্তর তাহাদিগকে পুনরায় পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম করিবার জন্য পুরুষার্থ-সম্পাদক নাম-রূপাদি প্রদান করিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই প্রজাপতি পুরুষার্থ-সাধক আরাধনারূপ যজ্ঞ এবং তৎ-নিরূপক বেদও প্রকাশ করিলেন এবং প্রজাবর্গকে বলিলেন যে, মদর্পিত এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক অর্থাৎ তোমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ করিয়া, আত্মজ্ঞান ও দেহ-যাত্রা সম্পাদন-দ্বারা, বাঞ্ছিত মোক্ষ-ফল প্রদান করুক।

এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, সকাম-কর্ম্ম-বিধানেও যজ্ঞরূপ ভগবদারাধনাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং ঐ যজ্ঞের নিরূপক শাস্ত্রই বেদ, তাহাও ভগবৎ-কর্ত্তৃক সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকাশিত। সুতরাং বেদোক্ত বিধানেই কর্ম্ম করিয়া, সেই কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবদর্পণরূপা ভক্তির ফলে, অন্তর বিশুদ্ধ হইবে এবং আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক মোক্ষপদ-প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু বেদ-বিধি-বহির্ভূত নিজ ইচ্ছা-মূলক জড়ীয় কর্ম্মের দ্বারা

বন্ধনই লাভ হইবে। এস্থলেও যজ্ঞাবশেষের দ্বারাই অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারাই দেহযাত্রা নির্ব্বাহের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতিরেকে অনিবেদিত দ্রব্যের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কিন্তু সংসার বন্ধনই লাভ হইবে ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—অনেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) দেবান্ (দেবতাদিগকে) ভাবয়ত (প্রসন্ন কর) তে দেবা (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (প্রসন্ন করুন) পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (প্রীণন্ পূর্ব্বক) পরম্ শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রসন্ন কর। দেবতাগণ তোমাদিগকে প্রসন্ন করুন। পরস্পরে প্রসন্নতার ফলে পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই যজ্ঞ-দ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি-দেবতা-সকলকে প্রীত কর ; দেবতা-সকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল-দানদ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম-শ্রেয়োরূপ আত্মযাথাত্ম্য লাভ কর ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রত্যুক্তং,— অনেন যজ্ঞেন মদঙ্গভূতানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়তা তত্তদ্ধবির্দানেন প্রীতান্ যূয়ং কুরুত। তে দেবা বো যুষ্মাংস্তত্তদ্বর-দানেন ভাবয়ন্তু প্রীতান্ কুর্ব্বন্তু। ইত্থং শুদ্ধাহারেণ মিথো ভাবিতাস্তে চ যূয়ং পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথ। তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গং,—তত্র "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্র-মোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহা প্রজাদের প্রতি বলা হইয়াছে—এই যজ্ঞের দ্বারা আমার অঙ্গসম্ভূত ইন্দ্রাদি-দেবগণকে ভাবনা-প্রসন্ন করিতে করিতে তত্তৎ যজ্ঞের হবিঃ প্রদান পূর্ব্বক তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সন্তুষ্ট কর। সেই সকল দেবতাগণ তোমাদিগকে সেই সেই বরপ্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পন্ন করুক। এই প্রকারে বিশুদ্ধ আহারের দ্বারা পরস্পর (দেবতা ও তোমরা) পরিপুষ্ট হইলে, তোমরা ও

তাঁহারা মোক্ষ-লক্ষণরূপ অতিশয় শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। সেখানে আহার শুদ্ধি জ্ঞাননিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ, ইহা নিশ্চয় রূপে জানিবে। সেখানে "আহার শুদ্ধি হইলে সত্ত্ব-শুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি), চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিশ্চলস্মৃতি লাভ হয়, স্মৃতি লাভ হইলে, সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধনের বিশেষরূপে মুক্তি হয়; এই রকম শ্রুতি আছে ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—এই শ্লোকে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ মানুষকে দেবতাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে, শ্রীল বলদেব প্রভু তাঁহার টীকায় সর্ব্ব প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, শ্রীভগবানের অঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিবার বিধান আছে।

শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—"দেবাঃ নারায়ণাঙ্গজাঃ"।
শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—'বাহবো লোকপালানাং' (১।১১।২৬) এবং "ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ" (২।১।২৯)

এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য যে, দেবগণকে পরমেশ্বর নারায়ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে আরাধনা, শ্রীভগবানের নির্দ্দেশমত করিলে, উহা শ্রীভগবানের সন্তোষজনক হয় বলিয়া ভক্তির অনুকূলরূপে গণ্য হইবে। দেবগণকে নারায়ণের সহিত সমজ্ঞানে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজাই বেদবিধি-বহির্ভূত এবং ভক্তিবিরুদ্ধ বা অপরাধজনক। আর শ্রীভগবানের নির্দ্দেশমত বৈদিকবিধি-অনুযায়ী দেবতা ও মানবগণ শুদ্ধআহারের দ্বারা পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করিলে মঙ্গল বা শ্রীবৃদ্ধি হয়। যদিও আপাততঃ দর্শনে দেবগণের আরাধনার ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির দ্বারা পার্থিব শস্যাদি-ফললাভের সূচনা করে কিন্তু তাহাও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইয়া পরিণামে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ ফল প্রদান করে।

এখানেও শ্রীল বলদেব প্রভু বলিয়াছেন যে,—আহার শুদ্ধিই জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ, শ্রুতিতেও "আহার শুদ্ধৌ" শ্লোক পাওয়া যায়।

বৈদিক বিধানানুসারে বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারাই দেবতার আরাধনার বিধান দৃষ্ট হয়, তাহাতে একদিকে যেমন মানবের কল্যাণ, তেমনি দেবতারাও বিষ্ণুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করেন ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে প্রীত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভিলষিত ভোগসমূহ) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন) হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদিগের দত্ত দ্রব্যসকল) এভ্যঃ (দেবগণকে) অপ্রদায় (না দিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে চোরই) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন। অতএব তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয় চোর ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পঞ্চমহাযজ্ঞাদি-দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এতদেব বিশদয়ন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষমাহ,—ইষ্টানিতি। পূর্ব্বভাবিত মদঙ্গভূতা দেবা বো যুষ্মভ্যমিষ্টান্মুমুক্ষুকাম্যান্যুত্তরোত্তর যজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাস্যন্তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদীনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। স্বার্চ্চনার্থং তৈর্দে-বৈর্দত্তাংস্তান্ ভোগানেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরপ্রদায় কেবলাত্মতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্‌ক্তে, স স্তেনশ্চৌর এব, —দেবস্বান্যপহৃত্য তৈরাত্মনঃ পোষাৎ ; চৌরো ভূপাদিব স যমাদ্দণ্ডমর্হতি—পুমর্থানর্হঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিস্তারিতভাবে বলিবার ইচ্ছায়, কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে দোষের কথা বলা হইতেছে—'ইষ্টানিতি' ইতিপূর্ব্বে উক্ত আমার অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত দেবতাগণ মুক্তি লাভে ইচ্ছুক তোমাদিগকে উত্তরোত্তর যজ্ঞাদিলব্ধ ভোগ দিবে অর্থাৎ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা ব্রীহিধান্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া, ইহাই অর্থ। স্বীয় অর্চ্চনার জন্য, সেই সমস্ত দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই ভোগ পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা, প্রদান না করিয়া, কেবলমাত্র আত্ম-তৃপ্তির জন্য যে ভোগ করে তাহাকে 'স্তেন' অর্থাৎ চোর বলা হইবেই। দেবতাগণকে তাঁহাদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি না দিয়া, অপহরণ পূর্ব্বক সেই দ্রব্যের দ্বারা নিজকে পোষণ করার জন্য ; চোর যেমন রাজার নিকট হইতে শাস্তি পায়, তেমন সে ব্যক্তিও যমের নিকট হইতে দণ্ড ভোগ করে, সে প্রকৃত পুরুষ পদ-বাচ্য নহে ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—দেবতারা শ্রীভগবানের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, তাঁহার নির্দ্দেশ-অনুসারে তাঁহারই শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া, মানবগণের দ্বারা যজ্ঞে পূজিত হইয়া, বৃষ্ট্যাদিদ্বারা যে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, তাহা কিন্তু আবার মানবগণের পঞ্চ মহাযজ্ঞে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই কর্ম্ম-ব্যবস্থা, যদি মানব দেবতার প্রসাদে লব্ধ-বস্তু যজ্ঞাদিকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, কেবল আত্মতৃপ্তি-সাধনে ব্যয় করে, তাহা হইলে, তাহাকে 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এবং ইহ জগতে চোর যেমন রাজার নিকট দণ্ডনীয় হয়, তেমনি সে ব্যক্তিও যমের নিকট দণ্ডার্হ হইবে।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিতে গরুড় পুরাণে পাওয়া যায়,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌত নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—"স স্তেনো দণ্ডমর্হতি"। (৭।১৪।৮) ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ (যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজনকারী সাধুগণ) সর্ব্ব-কিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (কিন্তু যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজদিগের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে) তে পাপাঃ (সেই দুরাচারেরা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা নিজেদের জন্য অন্নাদি পাক করে, সেই দুরাচার-গণ কেবল পাপই ভক্ষণ করে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উদ্যমজন্য অপরিহার্য্য সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপিসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য তচ্ছেষ-মশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈরনাদি-কাল-বিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈর্বিমু-চ্যন্তে। তে তু পাপাঃ পাপগ্রস্তাঃ অঘমেব ভুঞ্জতে। যে তত্তদ্দেবতাঙ্গতয়া-

বস্থিতেন যজ্ঞপুরুষেণ স্বার্চ্চনায় দত্তং ব্রীহ্যাদ্যাত্মকারণাৎ পচন্তি তদ্বিপচ্যাত্মপোষণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। পক্কস্য ব্রীহ্যাদেরঘরূপেণ পরিণামাদঘত্বমুক্তম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই সকল ব্যক্তি ইন্দ্রাদিরূপে অবস্থিত যজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া সেই বিষ্ণুর শেষ অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তাহার দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা সম্পাদন করেন, সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞপুরুষের সেই সমস্ত পরম ভক্তগণ অনাদিকাল হইতে প্রবৃদ্ধ, আত্মানুভবের প্রতিবন্ধক নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করেন। (ইহা ভিন্ন) কিন্তু অন্যান্য পাপিরা পাপের দ্বারা অভিভূত হইয়া কেবল পাপই ভোগ করে। যাহারা সেই সেই দেবতা অঙ্গরূপে অবস্থিত, সেই যজ্ঞপুরুষ কর্ত্তৃক অর্চ্চনাদির জন্য প্রদত্ত ব্রীহিধান্যাদি নিজের জন্য পাক করে ও তাহা পাক করিয়া আত্মপোষণ করে; ইহাই অর্থ। পক্কব্রীহ্যাদি পাপরূপে পরিণত হয় বলিয়া, উহার অঘত্ব বলা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রাদি দেবগণকে যজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণুর অঙ্গাদিরূপে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুতরাং সেই দেবতার দ্বারা প্রাপ্ত অন্নাদি ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া, তাহার অবশেষ অর্থাৎ প্রসাদের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, তাঁহারা সাধুপুরুষ ও সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞ-পুরুষের ভক্ত বলিয়া বিচারিত হন, কারণ তাঁহারা বেদোক্ত বিধানের অনুগামী হইয়াছেন। ইহার ফলে অনাদিকাল-সঞ্চিত, আত্মানুভবের প্রতিবন্ধক নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। এতৎ প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইহা না করিয়া, কেবল নিজ উদর-পুরণার্থ ভক্ষ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপী এবং সেই ভক্ষ্য-গ্রহণে পাপই ভোজন করিয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকলস ও মার্জ্জনী বা ঝাটা এই পঞ্চসূনা অর্থাৎ পাঁচটী প্রাণিহিংসার স্থান গৃহস্থের গৃহে বর্ত্তমান থাকে। যাহারা কেবল নিজেদের ভোজনের জন্য রন্ধন করে, তাহারা উক্ত পঞ্চবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া, স্বর্গলাভ করিতে পারে না।

স্মৃতিশাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়,—

"পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্ব্যপোহতি"

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, অন্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার, কিন্তু

যে মানব ভগবানকে না দিয়া নিজে ভোগ করে, সে পাপ-ভাগী হয়। ইহার সমর্থন মন্ত্রবর্ণেও পাওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ভূতানি (ভূতগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবন্তি (জন্মে), পর্জন্যাৎ (মেঘ বা বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্ন জন্মে), পর্জন্যঃ (মেঘ বা বৃষ্টি) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) ভবতি (হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি। বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞদ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদুপজীবনায় তদৈব যজ্ঞঃ সৃষ্টস্ততঃ পরেশানুবর্ত্তিনাবশ্যং স কার্য্য ইত্যাহ,—অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। ভূতানি প্রাণিনোঽন্নাদ্-ব্রীহ্যাদের্ভবন্তি, — শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাত্তস্মাত্তদ্দেহানাং সিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্‌বৃষ্টের্ভবতি; পর্জ্জন্যশ্চ যজ্ঞাদ্ভবতি; যজ্ঞশ্চ ঋত্বিগ্-যজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ সমুদ্ভবতি সিধ্যতীত্যর্থঃ;— "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি মনুস্মৃতেঃ। ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রজাপতি পরমেশ্বর প্রজা সৃজন করিয়া তাহাদের জীবন-রক্ষার জন্য সেই জাতীয় যজ্ঞেরই সৃজন করিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া সকলের সেই কার্য্য করা উচিত, ইহা বলা হইতেছে—'অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্'। পাঞ্চভৌতিক প্রাণিগণ অন্নাদি ব্রীহিপ্রভৃতি হইতে পরিণত হয় (তাহাদের ভক্ষণের দ্বারা) শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হইয়া, সেই সেই (নানাজাতীয়) দেহ প্রাপ্তি হয়। সেই অন্নের জন্ম বৃষ্টি হইতে, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। মেঘ কিন্তু যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, যজ্ঞও ঋত্বিক্ এবং যজমানাদি-ব্যাপাররূপকর্ম্ম হইতে সমুদ্ভুত হয় অর্থাৎ জন্মায়। "অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক

আহুতি প্রদান করা হইলে, উহা সম্যগ্‌রূপে সূর্য্যের নিকটে গমন করে, আদিত্য হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন ও তাহা হইতে প্রজাবর্গের সৃষ্টি হয়" ইহা মনুস্মৃতিতে আছে ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—প্রজাপতি পরমেশ্বর প্রজা সৃষ্টির পর তাহাদের উপজীবিকার জন্য যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তি-লোকদিগের তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই দুইটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য শুক্রশোণিতে পরিণত হইয়া প্রাণিগণের শরীর উদ্ভূত হয়। সেই ভোজ্য অন্ন বৃষ্টির সাহায্যে জন্মে। সেই বৃষ্টি আবার যজ্ঞ-ক্রিয়ার ফল-স্বরূপে হইয়া থাকে।

এতৎ বিষয়ে মনুও বলিয়াছেন,—

অগ্নিতে আহুতি দিলে, উহা আদিত্যের নিকট গমন করে, এবং আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীর সৃষ্ট হয়।

ঋত্বিক ও যজমানের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যজ্ঞ। সুতরাং বিহিত কর্ম্মই যজ্ঞের কারণ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (কর্ম্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত) বিদ্ধি (জান), ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবম্ (বেদ অচ্যুত হইতে উৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপক) ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে অবস্থিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কর্ম্ম বেদ হইতে সমুদ্ভূত। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অক্ষর বা অচ্যুত হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে বিরাজমান আছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্ম্ম—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত এবং অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্রপ্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদ-অধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য ; তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—তচ্চ ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,—ব্রহ্ম বেদ-

স্তস্মাত্তৎপ্রবৃত্তিং জানীহীত্যর্থঃ। তচ্চ বেদরূপং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরেশাৎ সমুদ্ভবং প্রকটং বিদ্ধি ; — "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। যস্মাৎ স্বস্থষ্টপ্রজোপজীবনাতিপ্রিয়ো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতং নিখিলব্যাপকমপি ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তেনৈব তৎ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপ কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভব হইয়াছে জানিবে—ব্রহ্মই বেদ, অতএব তাহা হইতেই তাহার প্রবৃত্তিকে জানিবে, ইহাই অর্থ। সেই বেদরূপ ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভব অর্থাৎ প্রকটিত হয় জানিও। "এই মহৎভূত অর্থাৎ মহাপুরুষের নিশ্বসিত এই ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস" ইত্যাদি শ্রুতি আছে ; যেই হেতু স্বয়ং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্থষ্টপ্রজাগণের জীবিকা-রক্ষার অতিশয় প্রিয় যজ্ঞ, অতএব সর্ব্বগতনিখিলবিশ্বব্যাপক ব্রহ্মও নিত্য—সর্ব্বদা, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাহার দ্বারাই তৎ (সেই ব্রহ্ম) পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—ঋত্বিক ও যজমানাদি-সাধ্য কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ বেদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত। সেই বেদ আবার অক্ষর পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত। সেই জন্যই বেদ অপৌরুষেয় ও সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষশূন্য।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—(৪।৫।১১)

"অস্য মহতো ভূতস্য" অর্থাৎ এই মহাপুরুষের নিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব ইত্যাদি বেদসমূহ। নিখিল বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মও এই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। অতএব সেই যজ্ঞাদি-কর্ম্মাচরণের ফল কেবল পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গাদি ফল-লাভ দৃষ্ট হইলেও বেদ-প্রতিপাদিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আচরণে, ব্রহ্মকেও পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপে) প্রবর্ত্তিতং (প্রবর্ত্তিত) চক্রং (কর্ম্মচক্র) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই সংসারে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন না করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) অঘায়ুঃ (পাপজীবন) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ভোগাসক্ত) মোঘং (বৃথা) জীবতি (বাঁচিয়া থাকে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যে-ব্যক্তি এই সংসারে জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞের অনুবর্ত্তন না করে, সে-ব্যক্তি পাপাত্মা ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ! কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ-জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মযাথাত্ম্যরূপ ভগবদ্ভক্তি-যোগে পাপ-পুণ্যের অধিকার নাই; কেন না, সেই পন্থা নির্গুণ-ভক্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায়-নাশ-রূপ চিত্তশুদ্ধি অনায়াসলভ্য। যে-সকল ব্যক্তি সেই ভক্তিযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপরত। তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মই একমাত্র উপায়; পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞব্যবস্থাই 'ধর্ম্ম'অথবা 'পুণ্য-কর্ম্ম'; যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়, তাহাই 'পুণ্য'। পুণ্যাবস্থা-দ্বারা পঞ্চসূনা-প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপসকল নষ্ট হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাবশেষ হইয়া পুণ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। যে-সকল অলক্ষিত বিধি-দ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভগ-বচ্ছক্তি-জাত দেবতাবিশেষ। সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না; ইহাকেই 'কর্ম্মচক্র' বলে; এইরূপ দেবতা পূজার দ্বারা যে কর্ম্ম-স্বীকার, তাহাকেই 'ভগবদর্পিত কর্ম্ম' বলে। সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা—কেবল নৈতিক; বিষ্ণ্বর্পিত-কর্ম্মাচারী নয়। অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত-কর্ম্মাচরণই তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—যজ্ঞাকরণে দোষমাহ, — এবমিতি। পরস্মাদ্ব্রহ্মণো বেদা-বির্ভাবস্তস্মাৎ ব্রহ্মপ্রতিবোধকাদ্যজ্ঞস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং, ততো ভূতানি, পুনস্ত-থৈব ভূতানাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং নিখিলজগন্নির্ব্বাহকং পরেশেন প্রজা-পতিনা প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি, স জনঃ পরেশবিমুখোঽঘায়ুঃ

পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব জীবতি। হে পার্থ, যদসাবিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেব রমতে ন তু পরব্রহ্মাভিমতে যজ্ঞে তচ্ছেষাশনে চ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞ কার্য্য না করিলে দোষের কথা বলা হইতেছে-—'এবমিতি'। পরব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব হয়, তৎপ্রতিবোধক ব্রহ্ম হইতে যজ্ঞ আবির্ভূত হয়, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পাঞ্চভৌতিক প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, পুনরায় সেই রকমই প্রাণিগণের অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে, এই প্রকারে নিখিল জগৎকে নির্ব্বাহ অর্থাৎ পরিচালিত করেন প্রজাপতি পরমেশ্বর। অতএব এই পরমেশ্বর প্রবর্ত্তিত চক্রকে যে অনুবর্ত্তন না করে, সে পরমেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া অঘায়ু অর্থাৎ পাপ কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া জীবনটীকে ব্যর্থ করিয়াই ধারণ করিয়া থাকে। হে পার্থ! যেই হেতু এই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবিষয়াদিতেই আসক্ত হয় কিন্তু পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ও কথিত যজ্ঞে এবং যজ্ঞের শেষ অর্থাৎ প্রসাদাদি ভোজনে আসক্ত হয় না ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত নিখিল জগৎ-নির্ব্বাহক এই যজ্ঞ-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা বিধেয় অন্যথা পাপময় জীবন যাপন হইবে। এ বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যই আমাদের আলোচ্য ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মারাম) আত্মতৃপ্তঃ এব চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত) আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ (আত্মাতেই সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন) তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এবম্ভূত কর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান জীবসকল 'কর্ত্তব্য' বলিয়াই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরত অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম তত্ত্বকে পৃথগ্‌রূপে অবলোকন করিয়াছেন, তিনি আত্মাতেই রত, আত্মতৃপ্ত এবং

আত্ম-বস্তুতে সন্তুষ্ট। তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না; কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপা শান্তিকে অনুসন্ধান করেন; অতএব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। এই জন্য তাঁহার কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায় না; তাঁহার কর্ম্মসকলকে অবস্থা-ভেদে— হয় 'জ্ঞানযোগ', নয় 'ভক্তিযোগ' বলা যায় ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—যস্তু মদুক্তেন নিষ্কামকর্ম্মণা মদুপাসনেন চ বিমৃষ্টে চিত্তদর্পণে সংজাতেন ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনাত্মানমদর্শত্তস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ,—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে স্বস্বরূপেঽবলোকিতে রতি-র্যস্য সঃ। আত্মনা স্বপ্রকাশানন্দেনাবলোকিতেন তৃপ্তো ন ত্বন্নপানাদিনা; আত্মন্যেব চ তাদৃশে সন্তুষ্টো, ন তু নৃত্যগীতাদৌ। তস্যৈবংভূতস্য তদবলোকনায় কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন বিদ্যতে, সর্ব্বদাবলোকিতাত্মস্বরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি আমাকর্ত্তৃক প্রোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্ম ও আমার উপাসনার দ্বারা চিত্তকে স্বচ্ছদর্পণের ন্যায় পরিমার্জ্জিত করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বানুসন্ধান-দ্বারা সমুদ্‌ভূত জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে আর কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকে না, ইহাই বলিতেছেন —'যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্'। আত্মাতে পাপাদি রহিত অষ্টগুণ-বিশিষ্ট স্বকীয় স্বরূপ অবলোকন করিলে পর, রতি—আনন্দ যাঁহার সে। আত্মাকে স্বপ্রকাশরূপ আনন্দের দ্বারা অবলোকন করিতে পারিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন কিন্তু অন্নপানাদির দ্বারা নহে। তাদৃশ আত্মাতেই সন্তুষ্ট, নৃত্যগীতাদিতে কিন্তু নহে। এবম্ভূত আত্মাকে অবলোকনের জন্য আর কোন কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না। কারণ—সর্ব্বদা আত্মস্বরূপ অবলোকন করা কর্ত্তব্য হয়, এই জন্য ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—অশুদ্ধচিত্ত ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করিয়া এক্ষণে শুদ্ধান্তঃকরণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উহার অনাবশ্যকতা জানাইতেছেন। যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া আত্মাতেই রত; তাঁহার সকল আসক্তি, তৃপ্তি ও সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি দেহারামী হইয়া স্রক-চন্দন-বনিতাদিভোগে রতি, অন্নপানাদিতে তৃপ্তি, পশু, পুত্রাদি লাভে সন্তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকে। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের ঐ সকল বিষয়ের

অভাব হইলে অতিশয় অতৃপ্ত; অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু আত্মারাম পুরুষগণ অষ্টগুণযুক্ত আত্মতত্ত্বের আস্বাদ পাইয়া, বিমলানন্দের অধিকারী হন, তখন তাঁহাদের নিকট বিষয়সুখ অতিশয় তুচ্ছ বোধ হয়। এবম্বিধ অবস্থায় তাঁহাদের আর কর্ম্মকাণ্ডীয় কর্ত্তব্য-বিচারে কিছু করণীয় থাকে না। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোন কর্ম্ম স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকে না।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—(৩।১।৪)
"আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"। অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্মাতেই ক্রিয়াবান্, তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ।

এই অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কেবল স্বীয় আত্মাতেই রত বা আসক্ত থাকেন, তাঁহারা জ্ঞানী আর যাঁহারা কিন্তু পরমাত্মা শ্রীভগবানে রতি বা আসক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ভক্ত ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—ইহ (এই জগতে) কৃতেন (অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ (পুণ্যফল) ন এব (নাই) অকৃতেন চ (কর্ম্মের অননুষ্ঠান দ্বারাও) কশ্চন ন (কোন প্রত্যবায় নাই) অস্য (ইহার) সর্ব্বভূতেষু চ (ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্বভূতমধ্যেও) কশ্চিদর্থ (স্বপ্রয়োজনের নিমিত্ত) ব্যপাশ্রয়ঃ ন (কোন আশ্রয়ণীয় নাই) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ইহ জগতে তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পুণ্যফল বা অননুষ্ঠান-দ্বারা কোন প্রত্যবায় বা পাপ হয় না। ইহার ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবরাদিভূত-মধ্যে স্বপ্রয়োজনার্থ কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কোন অর্থ এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অননুষ্ঠান-জন্য কোন অনর্থ সম্ভব হয় না। আত্মানন্দতৃপ্ত পুরুষের দেব-মানবাদির মধ্যে কেহই অর্থব্যপাশ্রয় হয় না, অর্থাৎ অর্থসাধনের জন্য কেহই আশ্রয়ণীয় ন'ন ; যেহেতু, তাঁহার আত্মানুভবরূপ পরমার্থ-লাভ হইয়াছে। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা যাহা না করেন, সমস্তই মঙ্গলময় ; এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার কিছু কর্ম্মাচরণ ও তদকরণ লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—কৃতেন তদবলোকনায়ানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণার্থঃ ফলং নৈবাস্তি। অকৃতেন তদবলোকনাসাধনেন কর্ম্মণা কশ্চনানর্থশ্চ তদবলোকনক্ষতি-লক্ষণ ইহ ন ভবতি, স্বাভাবিকাত্মাবলোকনত্বাৎ। ন ত্বীদৃশোঽপি দেবকৃতাদ্বিঘ্নাদ্বিভ্যস্ত ত্তোষায় তৎপূজাত্মকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শ্রুতিশ্চ দেবান্ জ্ঞানদ্বিষঃ প্রাহ,— "তস্মাত্তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি। তত্রাহ,—ন চেতি। অস্য লব্ধাত্মাবলোকস্য বিদুষঃ সর্ব্বভূতেষু দেবেষু মানবেষু চ মধ্যে কশ্চিদ-প্যর্থায়াত্মরতির্নৈর্বিঘ্নায় ব্যপাশ্রয়ঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যো ন ভবতি। জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বমেব দেবকৃতা বিঘ্নাঃ তেনাত্মরতৌ সত্যাস্তু ন তৎকৃতাস্তে তৎপ্রভাবেণ সংভবন্তি; —"তস্য হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেষাং সম্ভবতি" ইতি শ্রবণাৎ। হনেত্যপ্যর্থে নিপাতঃ। দেবা অপি তস্যাত্মানুভবিনোঽভূত্যৈ আত্মরতিক্ষতয়ে নেশতে; হি যস্মাদেষাং স আত্মা তদ্বৎ প্রেষ্ঠো ভব-তীত্যর্থ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মস্বরূপ ও আত্মানন্দ-অনুভবকারিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত-কর্ম্মের কোন ফল নাই এবং তদানন্দানুভবকারী যদি কোন কর্ম্ম নাও করেন, তাহাতে তাহার কোন অনর্থও নাই এবং ইহাতে আত্মস্বরূপ-অবলোকনের কোন ক্ষতিও নাই; আত্মার স্বরূপাবলোকন স্বাভাবিকভাবে হওয়ার জন্য। ঈদৃশ ব্যক্তিও কিন্তু দৈবকৃত বিঘ্নে ভীত হইয়া, দেবতাগণের তোষণের জন্য তাহাদের পূজাদি-কর্ম্ম করিবে না। শ্রুতিতেও আছে—জ্ঞানদ্বেষিদেবতাগণকে বলা হইতেছে,—"অতএব তাহা ইহাদের প্রিয় নহে, যে, এই মানুষেরা ব্রহ্মকে জানুক" ইতি। সেই সম্পর্কেই বলা হইতেছে—'ন চেতি'। এই আত্মস্বরূপ-অবলোকনকারী জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্তপ্রাণী, দেবতা ও মানুষদের মধ্যে কোনও প্রয়োজন-সাধনের জন্য, আত্মরতির-নির্বিঘ্নতার জন্য, কোন কিছুর আশ্রয় করিতে হয় না অর্থাৎ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা কাহাকে কোন সেবাও করিতে হয় না। কারণ আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই দেবকৃত বিঘ্নসমূহ থাকে, অতএব আত্মরতি লাভ হইলে, কিন্তু দেবকৃত সেই বিঘ্ন তাঁহার প্রভাবের দ্বারা থাকে না। "তাঁহার উপর নিশ্চয়ই দেবতারাও কোনরকম অমঙ্গল বিস্তার করিতে পারে না যেইহেতু ইঁহাদের আত্মাই স্বকীয় স্বরূপকে রক্ষা করে"—এই জাতীয় শ্রুতি আছে, "হ ন" ইহা অপি (ও) অর্থেই নিপাত অর্থাৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবতারাও আত্মানুভবকারির প্রতি অশুভ কিছু করিতে পারে না

অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মরতির ক্ষতির প্রতি কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না ; যেইহেতু ইঁহাদের সেই আত্মা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই অর্থ ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে আত্মরতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, বর্ত্তমান্ শ্লোকে তাহার কারণ বলিতেছেন। আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পুণ্য ফল বা অননুষ্ঠানের জন্য প্রত্যবায় বা পাপ নাই, বা ইহাতে তাঁহার আত্মাবলোকন-বিষয়ে কোনরূপ ক্ষতিও হয় না। কারণ তাঁহার অন্য কোন ফলের প্রতি দৃষ্টি না থাকায়, একমাত্র ভগবদ্ভজনেই রতি-বিশিষ্ট-থাকায়, আত্মানন্দ বা ভগবৎ-সেবানন্দ স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। যেমন শ্রীভাগবতে পাই, "ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ বিরক্তিরন্যত্র" (১১।২।৪২) সুতরাং ভক্তের পক্ষে কর্ম্মের কথা তো দূরে থাকুক, এমন কি, স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যেরও অন্বেষণ করিতে হয় না। কারণ বাসুদেবে ভক্তি জন্মিলে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহার আপনা হইতে লাভ হয়। শ্রীভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং। জ্ঞান-বৈরাগ্য-বীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ"॥

যদি কেহ বলেন যে, ভক্তিপথে দেবগণের বাধা প্রদানের বিষয় শুনা যায়, তাহা হইলে সেই বিঘ্ন দূরীকরণের জন্য, দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ তাঁহাদের পূজাদি-কর্ম্ম কিছু করা আবশ্যক হইতে পারে। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"এই দেবগণের ইহা প্রিয় নহে, যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মকে জানুক"। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—দেবতারা দারাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিঘ্ন আচরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই বিঘ্ন নিবারণের নিমিত্ত দেবগণের কিছু সেবা করা উচিত ; তদুত্তরে শ্রুতিই বলেন যে, "তাঁহার উপর দেবতারাও কোনরূপ অমঙ্গল বিস্তার করিতে পারে না। তাঁহাদের আত্মরতির ক্ষতি করিতে পারে না"। সুতরাং এবম্বিধ আত্মানুভবী ভগবদ্ভক্তের পক্ষে একমাত্র ভগবদাশ্রয়-ব্যতিরেকে কোন দেব, মানবের আশ্রয় করার প্রয়োজন হয় না।

বাসুদেবই সকল আত্মার আত্মা। তিনিই তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে গর্ভস্তোত্রে দেবগণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" (১০।২।৩২-৩৩)

অর্থাৎ হে মাধব ! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বদা অভয়ং তস্মৈ দদাম্যহম্ ব্রতম্ মম"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

"হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর
ভক্তে সবে করেন আদর।" ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সমাচর (সম্যক্‌রূপে আচরণ কর), হি (যেহেতু) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্ম আচরন্ (কর্ম্ম করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের আত্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ পরতত্ত্ব লাভ হয়॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাল্লব্ধাত্মাবলোকনস্যৈব কর্ম্মানুপযোগস্তস্মাদতাদৃক্ত্বং কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তঃ ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্। পরং দেহাদি-ভিন্নমাত্মানমাপ্নোত্যবলোকতে যাথাত্ম্যেন ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেইহেতু আত্মানন্দলব্ধব্যক্তির পক্ষে কোন কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বধর্ম্ম-প্রসিদ্ধ কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর। অসক্ত—ফললাভের ইচ্ছা শূন্য হইয়া, পর অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন আত্মাকে যথার্থরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন, যাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত অধিকারী নহে, তাহাদের পক্ষে ক্রমপন্থায় চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত-কর্ম্ম, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া, কেবল ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান-লাভানন্তর বিমল-ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরতত্ত্বের আশ্রয় লাভ ঘটিবে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্তের কৃপা হইলে, ভক্তের মুখে ভগবৎ-কথাদি-শ্রবণ-ফলেই চিত্তশুদ্ধ হইয়া প্রেমভক্তির উদয় হইতে পারে। যেমন শাস্ত্রে পাই,—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"। যদি সেরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ক্রমিক-পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়—জনকাদয়ঃ (জনকাদি রাজর্ষিবর্গ) কর্ম্মণা এব হি (কর্ম্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (সংসিদ্ধি) আস্থিতাঃ (প্রাপ্ত হইযাছিলেন) লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ (লোকশিক্ষার দিকেও দৃষ্টি করিয়া) (কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ এব অর্হসি (কর্ম্ম করাই উচিত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—জনকাদিরাজর্ষিগণ কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকশিক্ষার নিমিত্তও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা আত্মযাথাত্ম্যসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও বলি, লোকশিক্ষার্থও তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—সদাচারমত্র প্রমাণয়তি,—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈবোপায়েন **বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ** সংসিদ্ধিং স্বাত্মাবলোকনলক্ষণামাস্থিতাঃ প্রাপুঃ। কর্ম্মণৈবেতি বিশেষণসম্বদ্ধ এবকারস্তস্যাযোগং ব্যবচ্ছিনত্তি শঙ্খপাণ্ডুর এবেতিবৎ।

তেন শ্রবণাদের্ব্যুদাসঃ। কর্ম্মণা যজ্ঞাদিনা সহৈব শ্রবণাদিনেতি কেচিৎ। নমু সনিষ্ঠস্যাত্মাবলোকনে সতি কর্ম্মানুষ্ঠানং নাস্তীত্যুক্তম্। মম পরিনিষ্ঠিতস্যাবলোকিত স্বপরাত্মনঃ কর্ম্মোপদেশঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ,—লোকেতি। সত্যং ত্বমীদৃশ এব,—তথাপি লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বিতি। অর্জ্জুনে ময়ি কর্ম্ম কুর্ব্বাণে সর্ব্বলোকঃ কর্ম্ম করিষ্যতি ; ইতরথা মদ্দৃষ্টান্তেনাজ্ঞোঽপি লোকঃ কর্ম্ম ত্যজন্ পতিষ্যতীতি লোকসংরক্ষণং তৎফলম্॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ—সদাচারকে এখানে প্রমাণ করিতেছেন—'কর্ম্মণৈবেতি'। কর্ম্মরূপ উপায়ের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মাবলোকনরূপ সংসিদ্ধি আত্মানন্দানুভবকারী ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন। কর্ম্মের দ্বারা এখানে "এব" এই অক্ষরের বিশেষণ সম্বন্ধ 'এব' শব্দ, তাহার অযোগকে ব্যবচ্ছেদ করা হইতেছে—শঙ্খ-পাণ্ডুর ন্যায়ের মতই। তদ্দ্বারা শ্রবণাদির নিরাকরণ নহে, কর্ম্মের দ্বারা—যজ্ঞাদির সহিতই শ্রবণাদির দ্বারা ইহা কেহ কেহ বলেন। প্রশ্ন—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মানুভবসিদ্ধ লোকের পক্ষে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, বলা হইয়াছে কিন্তু পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ স্বীয় এবং পরমাত্মার সম্যক্ অনুভবযুক্ত আমাকে কেন কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে,—'লোকেতি'। সত্যই তুমি এই রকমই—তথাপি লোকরক্ষার জন্য—লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম কর। কারণ অর্জ্জুন আমি যদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তবে জগতের সমস্ত লোকই স্ব স্ব কর্ম্ম করিবে, অন্যথা আমার দেখাদেখি অর্থাৎ আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অন্য লোকও কর্ম্মত্যাগ করিয়া পতিত হইবে। অতএব লোকরক্ষা ও লোক-শিক্ষাই কর্ম্ম করার ফল॥ ২০॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিফলে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীভগবানে রতি বা আসক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রমিক-পন্থায় কর্ম্মাশ্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি জনকাদির ন্যায় অনেক মহাত্মা নিষ্কাম-ভগবদর্পিত-কর্ম্মযোগের দ্বারা কিরূপে আত্মযাথাত্ম্যরূপ-সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

যদিও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পরমভক্ত, তথাপি লোকরক্ষা বা লোক-শিক্ষার নিমিত্ত স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মাচরণ করিবার কথা বলিতেছেন,

অর্জ্জুনের মত লোক এইরূপ করিয়াছে জানিলে, অন্যান্য লোকেরাও তদ্রূপ আচরণ করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা অজ্ঞলোকসমূহ তাঁহার অধিকার ও আচরণের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইবে। অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্য অনেক সময় উচ্চাধিকারী ব্যক্তিও কর্ম্মাচরণ করেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অধিকারী মনে করা কর্ত্তব্য নহে। আবার অনধিকারী ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই, তাহাকে উন্নতাধিকারী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে॥ ২০॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১॥

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করিয়া থাকেন) ইতরঃ জনঃ (ইতর ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (আচরতি) (সেই সেই আচরণ করিয়া থাকে); সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুবর্ত্তন করে)॥ ২১॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করেন, সাধারণ লোক সেইরূপই করিয়া থাকেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়॥ ২১॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয়॥ ২১॥

শ্রীবলদেব—লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ,—যদ্‌যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম্ম যথাচরতি তৎ কর্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোঽপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কর্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ত্ততেঽনুসরতি। শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ যৎ ক্বচিৎ স্বৈরাচরণং তদ্ব্যাবৃত্তম্;—তস্য শ্রেষ্ঠকৃতত্বেঽপি শাস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ—লোকসংগ্রহের প্রণালী (ধারা) বলা হইতেছে—"যদ্‌যদিতি"। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহত্তম ব্যক্তি যে কর্ম্ম যেইভাবে আচরণ করেন, সেই কর্ম্ম তদ্ভিন্ন কনিষ্ঠ ব্যক্তিও সেইরূপই আচরণ করে। সেই শ্রেষ্ঠব্যক্তি সেই কর্ম্মে যেই

শাস্ত্রকে প্রমাণ করে অর্থাৎ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, অপর লোক—তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিও তদনুযায়ী অর্থাৎ মহতের অনুরূপ সেই সবই অনুসরণ করে। শাস্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ আচরণমূলক কর্ম্মই কল্যাণকামী কনিষ্ঠ সকল লোকের পক্ষে অনুষ্ঠান করা উচিত। এইজন্য অতিশয় তেজস্বী ও শ্রেষ্ঠব্যক্তি যদি কখনও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন কার্য্য করেন, তাহার ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে—তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, তাঁহার কার্য্য শাস্ত্র-বিহিত নহে, এই হইল কারণ ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ লোক-সংগ্রহের প্রকার বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন, গুরু, রাজা বা নেতা, তাঁহারা শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্ম করেন, তদনুগত লোকেরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। তাঁহারা লৌকিক বা বৈদিক ব্যাপারে যে শাস্ত্রকে বা উপদেশ-বাণীকে প্রামাণ্য-রূপে স্বীকার বা অবলম্বন করেন, সাধারণ লোকেরা তাহাই প্রমাণ-স্বরূপ বিচার করে।

এস্থলে অর্জ্জুন একজন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সম্মানিত ব্যক্তি সুতরাং যথাবিহিত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক লোক-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র-সম্মত শ্রেষ্ঠ আচরণই কল্যাণকামী কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, অতিশয় তেজস্বী পুরুষ কদাচিৎ শাস্ত্র-বহির্ভূত স্বৈরাচর করিয়া থাকেন, যদিও শ্রীভাগবত বলেন, "তেজীয়সাং ন দোষায়" তাহা হইলেও উহার অনুকরণ কনিষ্ঠ ব্যক্তির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ শ্রেষ্ঠের কার্য্যগুলিও শাস্ত্র-সম্মত না হইলে, উহা নিকৃষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করিলে, তাহার অমঙ্গল প্রসব করে। এতদর্থে শাস্ত্রসঙ্গত মহদ্-আচরণগুলি সর্ব্বদা কনিষ্ঠের পক্ষে অনুসরণীয় ও মঙ্গলজনক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুদূতগণও বলিয়াছেন,—

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ (৬।২।৪)

আরও শ্রীশুকদেবের বাক্যেও পাই,—

"যদ্যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ত্ততে লোকঃ।" ভাঃ ৫।৪।১৪

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্।" (ভাঃ ২।৮।২৫) ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) কর্ত্তব্যং (করণীয়) ন অস্তি (নাই) (যতঃ—যেহেতু) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) কিঞ্চন (কিছুমাত্র) ন অস্তি (নাই) তথাপি অহং (তথাপি আমি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্তে এব চ (প্রবৃত্ত আছি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! আমার কোন করণীয় কর্ম্ম নাই, যেহেতু ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছুই নাই তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ। আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক-মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই এবং যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আছে, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নয়; তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মফলনিরপেক্ষোঽপি লোকসংগ্রহায় শাস্ত্রোদিতানি কর্ম্মাণ্যাচরেদিত্যর্থে স্বং দৃষ্টান্তমাহ,—ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেশস্য সত্যসঙ্কল্পস্য সত্যকামস্য মে কর্ত্তব্যং নাস্তি। ফলার্থিনা খলু কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্; ন চ নিখিলফলাশ্রয়স্য স্বয়ং পরমফলাত্মনো মে কর্ম্মাপেক্ষ্যমিত্যর্থঃ। এতদ্দর্শয়তি,—ত্রিম্বিতি। যতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কর্ম্মণা যৎ ফলমবাপ্তব্যং তদনবাপ্তমলব্ধং মম নাস্তি সর্ব্বং তন্মদীয়মেবেত্যর্থঃ। তথাপি শাস্ত্রোক্তং কর্ম্মাহং করোম্যেবেত্যাহ,—বর্ত্ত ইতি ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রোক্ত কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করিবেন; এই সম্পর্কে স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—'ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ'। আমি সর্ব্বেশ্বর, সত্যসংকল্প ও সত্যকাম, আমার পক্ষে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। কারণ—ফলার্থিব্যক্তিরই বিশেষভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। নিখিল-কর্ম্মের ফলদাতা আমি, স্বয়ং পরমফল-স্বরূপ আমার পক্ষে কোন কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। ইহাই দেখাইতেছেন—'ত্রিম্বিতি'। যেইহেতু সমস্ত লোকে অর্থাৎ ত্রিলোকে কর্ম্মের দ্বারা যেইফল প্রাপ্তব্য, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নহে, কারণ—

সেই সমস্ত আমারই। তথাপি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই আমি করি; ইহাই বলা হইতেছে—'বর্ত্ম' ইতি ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—কেবল যে কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মাচরণ করেন, তাহা নহে, সংসারের উদ্ধার-কর্ত্তা সর্ব্ব-ফলদাতা, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বেশ্বর, সত্যসঙ্কল্প ও সত্যকাম আমি; আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বিষয় কিছুই নাই। যেহেতু সকলই আমার সুতরাং ত্রিলোকে কোন কর্ত্তব্যও আমার নাই। তথাপি আমি লোক-মঙ্গলার্থ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমূহ আচরণ করিয়াই থাকি। তুমিও আমার অনুসরণে কর্ম্ম কর ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (সন্) (অনলস হইয়া) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ন বর্ত্তেয়ং (প্রবৃত্ত না থাকি) (তর্হি—তাহা হইলে) হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যসকল) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) মম বর্ত্ম (আমার পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুবর্ত্তন করিবে) ॥২৩॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যদি আমি কখন অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে মানবগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথ অনুকরন করিবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতন্দ্রিত হইয়া যদি আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্ত্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—যদীতি। অহং সর্ব্বেশ্বরঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽপি যদুকুলাবতীর্ণো জাতু কদাচিৎ তৎকুলোচিতে শাস্ত্রোক্তে কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় তন্ন কুর্য্যামতন্দ্রিতঃ সাবধানঃ সন্ তর্হি মাং দৃষ্টান্তং কৃত্বা মনুষ্যাঃ শ্রেষ্ঠস্য মম বর্ত্ম কুলবিহিতাচার-ত্যাগরূপমনুবর্ত্তেরন্ ততো ভ্রংশেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—'যদীতি' আমি সর্ব্বেশ্বর, আমার সকল-অভীষ্ট সর্ব্বদা সিদ্ধ থাকিলেও, যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া, কখনও তৎকুলোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মতে যদি আমি নিরত না থাকি অর্থাৎ তাহা অতন্দ্রিত—আলস্য শূন্য হইয়া সাবধান সহকারে না করি, তাহা হইলে, যাবতীয় মনুষ্যগণ আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া পরমশ্রেষ্ঠ আমার কুল-বিহিত-আচার-ত্যাগরূপ-পথকে অনুকরণ করিবে, তাহার ফলে তাহারা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—হে অৰ্জ্জুন! আমি সর্ব্বেশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মালিক, সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়াও, লোক-হিতার্থ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছি, আমি যদি কুলোচিত-ধৰ্ম্ম আচরণ না করি, তাহা হইলে, জন-সমাজ আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণে কৰ্ম্ম-ত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হইবে ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অন্বয়—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কৰ্ম্ম ন কুর্য্যাং (কৰ্ম্ম না করি) (তদা—তবে) ইমে লোকাঃ (এই লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইবে) চ (এবং) (অহং—আমি) সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (প্রবর্ত্তক হইব) (এবং অহমেব—এইরূপে আমিই) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রজাগণকে) উপহন্যাম্ (বিনাশ করিব)॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যদি আমি কৰ্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব। এইরূপে আমিই এই প্রজাগণকে বিনাশ করিব ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমি কৰ্ম্ম না করিলে কৰ্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার দ্বারা বিধিসাঙ্কর্য্য উৎপত্তি হইলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—ততঃ কিং স্যাদিত্যাহ,—উৎসীদেয়ুরিতি। অহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কৰ্ম্ম ন কুর্য্যাং, তর্হীমে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমর্য্যাদাঃ স্যুঃ। তদ্বি-ভ্রংশে সতি যঃ সঙ্করঃ স্যাত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবঞ্চ প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজাঃ সাঙ্কর্য্যদোষেণোপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। তথা চ "এষসেতুর্বিধারণ এষাং লোকানাং অসংভেদায়" ইতি শ্রুত্যা লোকমর্যাদাবিধারকত্বেন পরিগীতস্য মে তন্মর্য্যাদাভেদকত্বং স্যাদিতি। এবং উপদিশতোঽপি হরের্যৎ কিঞ্চিৎ স্বভক্ত-সুখেচ্ছোঃ স্বৈরাচরিতং দৃষ্টং, তৎ খলু বিধায়কেন তদ্বচসানুপেতত্বাদীশ্বরীয়ত্বা চ্চাবরৈর্নৈবাচরণীয়ম্; যদুক্তং শ্রীমতা শুকেন—"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্" ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—'ততঃ কিংস্যাদিত্যাহ'—'উৎসীদেয়ুরিতি'। আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া যদি শাস্ত্রোক্ত কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার সৃষ্ট ত্রিলোক উৎসন্ন (বিপর্য্যস্ত) হইবে অর্থাৎ মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইবে। এইভাবে বিভ্রংশ হইলে, যে সঙ্কর অর্থাৎ জারজ (বর্ণসঙ্কর) দোষ হইবে, তাহারও আমিই কর্ত্তা হইব। এইপ্রকার হইলে প্রজাপতি আমি এই সকল প্রজাকে সাঙ্কর্য্যদোষে অভিভূত করিয়া মলিন (পাপ মলিন) করিব। আরও "এই সেতু-ধারণশীল (আমি) এই সমস্ত লোকের অমঙ্গল বিনাশের জন্য"—এই শ্রুতির দ্বারা লোক-মর্য্যাদার রক্ষক ও ধারকরূপে পরিচিত, আমার পক্ষে সেই মর্য্যাদার হানিকারকত্ব উপস্থিত হইবে। এইভাবে উপদেশদাতা ভগবান্ শ্রীহরির যদি কোন স্বকীয় ভক্তের সুখেচ্ছায় কিছু স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে, ভগবানের বিধানানুসারে তাঁহার বাক্যের সঙ্গতি না থাকিলেও, ঈশ্বরের মহিমায়ই হইতেছে, কিন্তু ইহা নিকৃষ্ট লোকের পক্ষে আচরণ করা উচিত নহে। যাহা শ্রীমান্ শুকদেব বলিয়াছেন—"ঈশ্বরদিগের অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ তাহাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেরই আচরণ করা উচিত। কিন্তু ঈশ্বরত্ব যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে মনেমনেও কখনও ইহা আচরণ করা উচিত নহে। মূর্খতাবশতঃ ইহা আচরণ করিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যেমন (শিব সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়া জীবিত আছেন) যিনি অরুদ্র অর্থাৎ শিব নহেন, তাহার পক্ষে সমুদ্রজাত বিষ-ভক্ষণ অনুচিত।" ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,—আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম। লোক-মঙ্গলের জন্য আমি অবতীর্ণ। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম আমি আচরণ না করিলে, লোক-সকল তদনুকরণে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রহিত হইয়া উৎসন্ন হইবে। এমন কি, শাস্ত্র-বিগর্হিত-আচরণের ফলে সাঙ্কর্য্যদোষে দুষ্ট হইবে। তখন মানবকুল উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, উৎসন্ন-দশায় উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্ম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা-শূন্য হওয়ার ফলে, ব্যভিচার-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, সমাজে বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি করিবে। আমার কর্ম্মত্যাগের জন্য যদি এইরূপ অশুভ পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমিই আমার সৃষ্ট-প্রজাপুঞ্জের উচ্ছেদক হইব। শ্রুতিও বলেন,—"সমস্ত লোকের অমঙ্গল

বিনাশের জন্যই আমি বেদরূপ সেতু ধারণ করি"। লোক-মর্য্যাদা-বিধায়ক আমার পক্ষে সেই বিধান নষ্ট করা উচিত নহে।

শ্রীভগবানের এইরূপ বাক্য বা আচরণ থাকা সত্ত্বেও যদি কখনও কদাচিৎ স্বভক্তের সুখ-বিধান করিবার মানসে স্বৈরাচারিতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার বাক্যের সহিত যুক্ত না হইলেও ঈশ্বর মহিমায়ই হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া, অন্যের আচরণীয় নহে, জানিতে হইবে। তাঁহাদের উপদেশানুরূপ আচরণের অনুসরণ বুদ্ধিমানগণ বিচার পূর্ব্বক করিয়া থাকেন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতোক্ত শ্রীশুকদেবের বাক্য আলোচনীয়। "ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং"—ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোক॥ এই শ্লোকের মর্ম্মার্থে পাওয়া যায়, যেমন শ্রীরামাবতারে সীতার বনবাসকার্য্যে প্রজাপালনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র পতিপরায়ণা সাধ্বী প্রাণপ্রিয়া নিজ-শক্তি ভার্য্যা সীতাকেও বনবাসিনী ও অগ্নি-পরীক্ষিতা করিবার লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, সতীত্ব-ধর্ম্মের জ্বলন্ত-দৃষ্টান্ত চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এইটী ঈশ্বরের আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যত্র তাঁহাদের কার্য্যাপেক্ষা উপদেশই শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয়। তাঁহারা মানবের উপযোগিতানুসারে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মানবের প্রামাণ্যরূপে অনুসরণীয়।

এক সময়ে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রকে বধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "হে মহাবাহো! এই স্বজন-নিধনকারী আততায়ীকে এখনই বধ কর"। তাহাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উপর কেবল নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন নাই। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার মৃত গুরুপুত্র আনয়ন পূর্ব্বক গুরু-দেবকে প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া গুরুপুত্রের বধে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে,—বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও আচরণ এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অশ্বত্থামার বধতুল্য অপমান হয়, অথচ জীবনে বিনষ্ট না হন, এই নিমিত্ত তিনি কেবল অশ্বত্থামার মস্তকের কিরীট ছেদন করিলেন। অতএব মহাপুরুষগণের উপদেশ

ও আচরণ উভয়ের লক্ষ্য করিয়া, নিজের অধিকার ও যোগ্যতানুযায়ী বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাদের উপদেশানুরূপ কার্য্য করাই বুদ্ধিমান-গণের কর্ত্তব্য।

এস্থলে আরও একটী বিষয় বিচার্য্য যে, রুদ্র-বিষপানে সমর্থ ছিলেন বলিয়া বিষপান পূর্ব্বক নিজে জীবিত ছিলেন ও অপরের উপকার করিয়া ছিলেন, অন্য অসমর্থ-ব্যক্তি তাহা পান করিলে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইত ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সক্তাঃ (আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞলোকেরা) যথা (যে প্রকার) কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকে) লোকসংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ (লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক) বিদ্বান্ (জ্ঞানীব্যক্তিও) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) তথা কুর্য্যাৎ (সেইরূপ কর্ম্ম করিবে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণ যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, লোকহিতকামী আত্মজ্ঞব্যক্তিও অনাসক্ত হইয়া সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব লোকসংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত-ভাবে (বাহ্যতঃ) সেইরূপ কর্ম্ম করুন,—যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তি (ফলতঃ) আসক্ত হইয়া করেন। অতএব বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মের প্রকার পৃথক্ নয়, কেবল তাঁহাদের আসক্তি ও অনাসক্তিসম্বন্ধীনি নিষ্ঠা—পৃথক্, ইহাই জানিবে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতোঽপি ত্বং লোকহিতায় বেদোক্তং স্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বিত্যাশয়েনাহ,—সক্তা ইতি। অজ্ঞা যথা কর্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সয়াভি-নিবিষ্টাস্তৎ কুর্ব্বন্ত্যেবং বিদ্বানপি কুর্য্যাৎ, কিন্ত্বসক্তঃ ফললিপ্সাশূন্যঃ সন্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা-সম্পন্ন তোমার পক্ষেও জগতের লোকের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্র-প্রোক্ত স্বকর্ম্ম ভালভাবেই করা উচিত—এই

কথারই উপদেশচ্ছলে বলা হইতেছে—'সক্তা ইতি'। মূর্খব্যক্তিগণ যেমন কর্ম্মেতে আসক্তি-সম্পন্ন হইয়া, ফললাভের প্রত্যাশায় অতিশয় অভিনিবেশসহকারে তাহা করে, তেমন বিদ্বান্ ব্যক্তিও করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা অসক্ত অর্থাৎ ফললাভেচ্ছা বিহীন হইয়া করেন। অন্যসমস্ত সহজ ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষে লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু বদ্ধজীবের পক্ষে লোক-হিতের জন্য কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানবশতঃ বন্ধন অবশ্যই হইবে। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া ফলাভিসন্ধিমূলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সুতরাং কর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিলেও উহার মধ্যে প্রকার-ভেদ আছে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম-ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, বিজ্ঞব্যক্তি তাহা অনাসক্ত হইয়াই করিয়া থাকেন। এই আসক্তি ও অনাসক্তিরূপ মহান্ ভেদ উভয়ের কর্ম্মের মধ্যে থাকে। কর্ম্ম অবশ্য বেদোক্ত হইবে কারণ বেদ-বিহিত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। কর্ম্মে এই অনাসক্তি ও ভগবদাসক্তি ভক্তি-ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে পরিনিষ্ঠিত সুতরাং তোমার পক্ষে বেদ-বিহিত লোকমঙ্গলার্থ-কর্ম্ম লোক-সংগ্রহের জন্য করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং (অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিদিগের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না) (অপিতু—বরং) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ ব্যক্তি) যুক্তঃ (সন্) (অবহিত হইয়া) সর্ব্ব কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যক্ আচরণ করিয়া) যোষয়েৎ (অজ্ঞদিগকে নিয়োজিত করিবেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না। বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম্ম সম্যক্ আচরণ পূর্ব্বক অজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা

যিনি না জানেন, তিনি 'অজ্ঞ'; সেই অজ্ঞতা-বশতঃ কর্ম্মে যাহার আসক্তি, তিনি 'কর্ম্মসঙ্গী'। কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ পুরুষকে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞানের তাৎপর্য্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত তিনি উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অতএব তাহাকে কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সহকারে স্বয়ং কর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাঁহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না;—জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তির উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়; যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচারিত হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চ, লোকহিতেচ্ছুর্জ্ঞানী সাবহিতঃ স্যাদিত্যাহ,— ন বুদ্ধীতি। বিদ্বান্ পরিনিষ্ঠিতোঽপি কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মশ্রদ্ধা-জাড্যভাজামজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ;—কিং কর্ম্মভিরহমিব জ্ঞানেনৈব কৃতার্থো ভবেতি কর্ম্মনি-ষ্ঠাতস্তদ্বুদ্ধিং নাপনয়েদিত্যর্থঃ। কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মসু যুক্তঃ সাবধানস্তানি সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরন্ সর্ব্বাণি বিহিতানি কর্ম্মাণি যোষয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভেদে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তে জ্ঞানস্য চানুদয়াদুভয়বিভ্রষ্টাস্তে স্যুরিতি ভাবঃ। "স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" ইত্যজি-তোক্তিস্তঃ কর্ম্মসঙ্গীতরপরতয়া নেয়া ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—আরও লোকহিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধানতাই সর্ব্বদা অবলম্বন করিবেন, ইহাই বলা হইতেছে—'ন বুদ্ধীতি'। বিদ্বান্—পরিনিষ্ঠিত হইয়াও কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ কর্ম্মিদের বুদ্ধির বিপর্য্যয় কখনও উৎপাদন করিবে না। কর্ম্মসমূহের দ্বারা কি হইবে? আমার মত জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হও, এই জাতীয় কর্ম্ম-নিষ্ঠা হইতে তাহার বুদ্ধিকে অপনোদন করিবে না। কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইয়া, অতিশয় সাবধানতা-সহকারে সেইগুলি সম্যক্‌রূপে সর্ব্বাঙ্গীন উপসংহারের সহিত আচরণ করিতে করিতে সমস্ত বিধিবিহিত কর্ম্মগুলিকে যোজনা করিবে। প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিবে, অজ্ঞদিগকে কর্ম্মগুলি করাইবে। বুদ্ধির ভেদ হইলে, কর্ম্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের উদয় হইবে না। ইহার ফলে উভয় দিক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই

তাহারা অবস্থান করিবে, স্বয়ং নিত্যমঙ্গলের বিষয় জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মে উপদেশ দিবেন না। চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত হইলেও, কখনও রোগীকে অপথ্য দেন না; এই অজিতের উক্তি কিন্তু কর্ম্মসঙ্গীর ভিন্নপক্ষে গ্রহণ করিবে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন যে, লোক-সংগ্রহের জন্য সকলকে জ্ঞানের উপদেশ দিলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, লোক-মঙ্গলকামীকে এ-বিষয়ে সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞান, সুতরাং ফলভোগ-মূলক কর্ম্মেই তাহার শ্রদ্ধা; তাহাকে যদি সহসা কর্ম্মত্যাগের উপদেশ পূর্ব্বক, জ্ঞানী হইবার প্রেরণা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মেও শ্রদ্ধার হ্রাস পাইবে এবং জ্ঞানও উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং উভয়তঃই সে বিভ্রষ্ট হইবে। এই জাতীয় বুদ্ধিভেদ না হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানী স্বয়ং বিহিত কর্ম্মের যথারীতি আচরণপূর্ব্বক অজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্রমপন্থায় অনাসক্তি শিক্ষা দিয়া ধীরে ধীরে নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির উপায় বিধান করিবেন। শ্রীভগবানের এই উপদেশ কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মসঙ্গীর ক্রমশঃ মঙ্গললাভের জন্য উপায় মাত্র জানিতে হইবে। কারণ বিহিত কর্ম্মের আচরণ করিতে করিতে নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা উহা ক্রমশঃ ভগবদর্পিত হইলে, চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি-পথে চিত্ত-শুদ্ধিরও অপেক্ষা নাই। শুদ্ধভক্ত মহতের যাদৃচ্ছিক সঙ্গ-প্রভাবে, যে কোন ব্যক্তির যে কোন মুহূর্ত্তে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের ফলে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তি-মার্গের উপদেষ্টাগণের প্রতি কিন্তু সকলকে সর্ব্বাবস্থায় কেবল ভক্তির উপদেশ প্রদানের দ্বারাই, সকলের নিত্য মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা আছে।

যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(৬।৯।৫০)

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং...বাঞ্ছতোঽপি ভিষকৃতমঃ॥" অর্থাৎ স্বয়ং নিঃশ্রেয়স বা নিত্য ও চরম কল্যাণ জানিয়া সুধী ব্যক্তি অজ্ঞকে কর্ম্ম উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য চাহিলেও যেমন সদ্বৈদ্য তাহা দেন না। সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা সকলকে ভক্তির উপদেশই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কদাচ কর্ম্মের উপদেশ দেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুঃ পিতা মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ।
ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্ন যোজয়েৎ কর্ম্মসু কর্ম্মমূঢ়ান্।
কং যোজয়ন্ মনুজোঽর্থং লভেত নিপাতয়ন্ নষ্টদৃশংহি গর্ত্তে॥" (৫।৫।১৫)

অর্থাৎ আমার লোক এবং আমার অনুগ্রহ একমাত্র প্রয়োজন হইলে, পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যদিগকে এবং রাজা প্রজাদিগকে এইপ্রকার শিক্ষাই দিবেন। উপদিষ্ট-ব্যক্তি উপদেশ-অনুসারে কার্য্য না করিলেও ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। কর্ম্ম-বিমূঢ় অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। মোহান্ধ-ব্যক্তিগণকে কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসার কূপে নিক্ষেপকরতঃ মানব কি পুরুষার্থ লাভ করিবেন?

ভক্তিমার্গে "অন্যথা উপদেশে প্রত্যবায়" বলিয়াছেন—যেমন শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং" (ভাঃ ১।৫।১৭) এবং শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—
"ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" (ভাঃ ১১।১১।৩২) শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশে বলিবেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

সুতরাং জ্ঞান-উপদেষ্টার প্রতি এরূপ বাক্য শ্রীভগবান্ এখানে বলিলেও, ভক্তি-উপদেষ্টার প্রতি কিন্তু কেবল ভক্তি-উপদেশেরই বিধান দৃষ্ট হয়।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা"॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩। ৮-১০) ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে)

ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি (ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ) (তানি—সেইসকল) অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কার-দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) অহম্ কর্ত্তা (আমি কর্ত্তা) ইতি (এই প্রকার) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কর্ম্মকে, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি এই প্রকার অভিমান করে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্ম্মাচরণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যা-দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়-রূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা-দ্বারা ক্রিয়মাণ 'সমস্ত কার্য্য আমিই একা করি', এই জ্ঞানে 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করেন। (ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ) ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—কর্ম্মিত্বসাম্যেঽপি বিজ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষমাহ,—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জনোঽহং কর্ম্মাণি কর্ত্তেতি মন্যতে—'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা' ইতি স্মৃত্রাৎ ষষ্ঠীনিষেধঃ। কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ। তানি কীদৃশানীত্যাহ,—প্রকৃতেরীশমায়ায়া গুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণৈরীশ্বরপ্রবর্ত্তিতৈঃ ক্রিয়মাণানীতি। ইদমত্র বেদিতব্যম্,—উপক্রমবিনির্ণয়াৎ সম্বিদ্বপুর্জীবাত্মাস্মদর্থঃ কর্ত্তা চানাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্তস্তদ্ভোগার্থিকাং স্বসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্লিষ্টস্তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ বিমূঢ়াত্মা তাদৃশস্ববিজ্ঞানশূন্যঃ শরীরাদ্যহংভাববান্ প্রাকৃতৈঃ শরীরাদিভিরীশেন চ সিদ্ধানি কর্ম্মাণি ময়ৈবৈকেন কৃতানীতি মন্যতে। কর্ত্তুরাত্মনো যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল দেহাদিভিস্ত্রিভিঃ পরমাত্মনা চ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকেন চ সিধ্যতি, ন ত্বেকেন জীবেনৈব। তচ্চ ময়ৈব সিদ্ধ্যতীতি জীবো যন্মন্যতে তদহঙ্কার বিমৌঢ্যাদেব,—"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা" ইত্যাদিকাচ্চরমাধ্যায়বাক্যত্রয়াৎ। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" ইত্যত্র শরীরেন্দ্রিয়াদিকর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেরিতি যদ্বর্ণয়িষ্যতে, তত্রাপি কেবলায়াস্তস্যাস্তন্ন শক্য মন্তুং,—পুরুষসংসর্গেণৈব তৎপ্রবৃত্তেরঙ্গীকারাৎ। ততশ্চ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বমবর্জনীয়মিতি ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মিত্ববিচারে উভয়ের সমানতা থাকিলেও, বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের মধ্যে বিশেষের কথা বলা হইতেছে। 'প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্'। অহঙ্কারের দ্বারা যাহার আত্মা সর্ব্বদা মুগ্ধ, তাদৃশ ব্যক্তি মনে করে আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা—"ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা" এই পাণিনি সূত্রের দ্বারা 'অহং' এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি

'মম' হইল না। কর্ম্মগুলি দুইপ্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। সেইগুলি কিরূপ, তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃতির অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের দ্বারা ও তাহার কার্য্যের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। এখানে ইহা অবশ্যই জানিবে—উপক্রমের নির্ণয়ানুসারে সম্বিদ্‌-বপু জীবাত্মা অস্মদর্থ কর্ত্তা এবং অনাদিকাল হইতে বিষয়-ভোগ-বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, তাহার ভোগসাধিকা স্বসন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া স্বীয় স্বরূপ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া, শরীরাদি-বিশিষ্ট অহং ভাববান্‌রূপে প্রাকৃত শরীরাদি দ্বারা ও ঈশ্বরের দ্বারা সিদ্ধ কর্ম্মগুলি আমি একাই সম্পন্ন করিয়াছি বলিয়া মনে করে। কর্ত্তা আত্মার যেই কর্ত্তৃত্ব তাহা নিশ্চয়ই দেহ প্রভৃতি তিনটী দ্বারা এবং সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক পরমাত্মার দ্বারা সিদ্ধ হয় কিন্তু একমাত্র জীবের দ্বারা উহা সম্পন্ন হয় না। তাহা আমার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে ইহা জীব যে মনে করে, তাহা অহঙ্কার-বিমুগ্ধতাবশতঃই—"অধিষ্ঠান ও কর্ত্তা" ইত্যাদি চরম অধ্যায়মূলক বাক্যত্রয়ের দ্বারা, "কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বের হেতু একমাত্র প্রকৃতিকেই বলা হইয়াছে"। এখানে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির কর্ত্তৃত্ব যে প্রকৃতি হইতে, ইহা যে বলা হইবে, সেখানেও কেবল তাহার তাহা, ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। পুরুষের সংসর্গেই সেইরকম প্রবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অবর্জনীয় ইহা ব্যাখ্যা করা হইবে॥ ২৭॥

অনুভূষণ—অজ্ঞ ও বিজ্ঞগণের কর্ম্মানুষ্ঠানে সাম্যতা দৃষ্ট হইলেও উহার মধ্যে ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলিতেছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে বিজ্ঞের কথা বলিবেন।

প্রকৃতির ক্রিয়া ও গুণের দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে অনুষ্ঠিত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াসমূহে অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় জীব আত্মকর্ত্তৃত্ব আরোপ করে। মূলতঃ অনাদি কাল হইতে ভোগবাসনাক্রান্ত ঈশ-বিমুখ জীব মায়াকে আলিঙ্গন-করতঃ প্রাকৃত অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হওয়ার ফলে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আমি বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া, যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃতিকে কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্বের হেতু বলিয়া গীতায় নির্ণীত হইলেও, তাহাও কিন্তু পুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বরের সংসর্গ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে" ॥ (১১।১১।১০)

অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাক্তন কর্ম্মাধীন দেহে অবস্থান করিয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কারবশতঃ গুণজাত-কর্ম্মের দ্বারা দেহাদিতে বদ্ধ হয়।

আরও পাওয়া যায়,—

"স এষ যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

(ভাঃ ৩।২৭।২)

মোক্ষধর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"পরমেশ্বরং বিনাহং ত্বং কর্ত্তেতি ভ্রান্তিঃ।
নাহং কর্ত্তা ন কর্ত্তা ত্বং কর্ত্তা যস্তু সদা প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো অর্জ্জুন!) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ (যিনি গুণকর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব জানেন) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) গুণেষু (রূপাদি বিষয়েতে) বর্ত্তন্তে (রত আছে) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) (সঃ) তু (তিনি কিন্তু) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য যিনি অবগত আছেন, সেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকল বিষয়েতে রত, আমি তাহা হইতে পৃথক্—এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ের কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে মহাবাহো! যে পুরুষ গুণকর্ম্ম-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃত কার্য্যে, "আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্ব-স্বরূপভ্রমে প্রাকৃত-অহঙ্কার-বদ্ধ হইয়া জড়কার্য্য স্বীকার করিতেছি। বস্তুত শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করি না, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহঙ্কার ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় কার্য্য করে, তাহাতে আমি একা কর্ত্তা নই"—এই বলিয়া আসক্ত হন না। সমস্ত প্রাকৃত-কার্য্যে জীবের দেহাত্মাভিমান, প্রকৃতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা,—তিনেরই কর্ত্তৃত্ব ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—বিজ্ঞস্তু ন তথেত্যাহ,—তত্ত্ববিত্তিতি। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিৎ। গুণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ কর্ম্মভ্যশ্চ তৎকৃতেভ্যো যঃ স্বস্য বিভাগো ভেদস্তস্য তত্ত্বং স্বরূপং তত্তদ্বৈধর্ম্ম্যপর্য্যালোচনয়া যো "নাহং গুণকর্ম্মবপুঃ" ইতি বেত্তীত্যর্থঃ। স হি গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু শব্দাদিষু বিষয়েষু তত্তদ্দেবতাপ্রেরিতানি প্রবর্ত্তন্তে তান্ প্রকাশয়ন্তি। অহং ত্বসঙ্গবিজ্ঞানানন্দত্বাত্তদ্ভিন্নো, ন তেষু তাদ্রূপ্যেণ বর্ত্তে, ন চ তান্ প্রকাশয়ামীতি মত্বা তেষু ন সজ্জতে; কিন্ত্বাত্মন্যেব সজ্জতে। অত্রাপি মত্বেত্যনেন কর্তৃত্বং জীবস্যোক্তং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু সেইরূপ নহে। 'তত্ত্ববিত্তিতি', গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন। গুণগুলি হইতে ইন্দ্রিয়গুলি হইতে, কর্ম্মগুলি হইতে ও তৎকৃত্য হইতে যে নিজের ভিন্নতা—ভেদ তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপকে তাহার বৈধর্ম্ম্য-পর্য্যালোচনার দ্বারা যিনি "আমি গুণ কর্ম্ম শরীর নহি" ইহা জানেন। নিশ্চিতরূপে সেই গুণেতে—শব্দাদি বিষয়েতে সেই সেই দেবতাপ্রেরিত ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রবর্ত্তিত করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে, আমি কিন্তু সঙ্গরহিত ও বিজ্ঞানানন্দসম্পন্ন বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন; এইজন্য তাহাতে তদ্‌রূপেতে বর্ত্তিত নহি এবং তাহাদিগকে প্রকাশও করি না, ইহা মনে করিয়া, তাহাতে অনুরক্ত হয় না কিন্তু আত্মাতেই অনুরক্ত হয়। এখানেও 'মনে করিয়া' ইহার দ্বারা কর্ত্তৃত্ব জীবেরই বলা হইয়াছে জানিবে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে অজ্ঞের কর্ম্মপ্রণালীর কথা বলিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে বিজ্ঞের তদ্বৈশিষ্ট্য বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, বিজ্ঞ ব্যক্তি গুণবিভাগ ও কর্ম্মের বিভাগ-তত্ত্ববিৎ। নিজের স্বরূপ যে গুণ, কর্ম্ম ও শরীর নহে ইহা জানেন। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শব্দাদি-বিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলিই প্রবর্ত্তিত হয়, যাঁহারা আত্মজ্ঞানবান্ তাঁহারা নিজেদের স্বরূপকে বিজ্ঞানানন্দময় জানিয়া, আত্মাতেই অনুরক্ত হন, বিষয়ে আসক্ত হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥" (১১।১১।৯)

অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গুণজাত বিষয়সমূহ গৃহীত হইলেও, রাগাদি দোষরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি 'আমি গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ মনে করেন না।

সুতরাং তত্ত্ববিৎ বিজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়াও আমি কর্ত্তা

বা ভোক্তা এরূপ বুদ্ধি করেন না, তিনি অবিক্রিয় অর্থাৎ রাগাদিদোষশূন্য। কিন্তু যাহারা বিষয়ে রাগাদিবিশিষ্ট, তাহারা যে অনেক সময় মনে করে বা মুখে বলে যে, আমি কিছুই করি না। ভগবান্ আমাকে যাহা করান তাহাই করি। যেমন বলিয়া থাকে—'যথানিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'—এইরূপ কথার উচ্চারণ করিলেই ঐ ব্যক্তিকে বিদ্বান্ বলা যাইবে না, পরন্তু কপট বলা যাইবে। কারণ নিজের দোষ-ক্ষালণের জন্য, সাধুতা দেখাইয়া, কথার দ্বারা লোক-বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করে মাত্র। উহাদিগকে দাম্ভিক বা আত্মবঞ্চক বলাই যুক্তিযুক্ত।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ১৩।২৯ শ্লোকও আলেচ্য ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (প্রাকৃত গুণাবিষ্ট ব্যক্তিগণ) গুণকর্ম্মসু (ইন্দ্রিয় ও তৎকর্ম্ম-বিষয়ে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়), কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ (অজ্ঞ মন্দমতি ব্যক্তিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়ে আসক্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া 'প্রাকৃত' বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন ; সেই অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করিবেন না। তাহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগ-দ্বারা অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যেতদুপসংহরতি,—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতের্গুণেন তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ মূঢ়া ভূতাবেশন্যায়েন দেহাদিকমেবাত্মানং মন্যানা জনাঃ গুণানাং দেহেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জতে। তানকৃৎস্ন-বিদোঽল্পজ্ঞান্ মন্দানাত্মতত্ত্বগ্রহণালসান্ কৃৎস্নবিৎ পূর্ণাত্মজ্ঞানো ন বিচালয়েৎ গুণকর্ম্মান্যো বিশুদ্ধচৈতন্যানন্দস্ত্বমিতি তত্ত্বং গ্রাহয়িতুং নেচ্ছেৎ ; কিন্তু তদ্রুচিমনু-সৃত্য বৈদিককর্ম্মাণি শ্রেণ্যাক্রমাদাত্মতত্ত্বপ্রবণং চিকীর্ষেদিতি ভাবঃ ॥২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধির ভেদ উৎপাদন করিবে না, এই বাক্যের উপসংহার অর্থাৎ শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন—'প্রকৃতেরিতি'। প্রকৃতির গুণের দ্বারা এবং

তৎকার্য্য অহঙ্কারের দ্বারা মূঢ়, ভূতাক্রান্ত-লোকের ন্যায়, দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, এমন ব্যক্তিগণ গুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্মেতে অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত হন। সেই সব অসম্যক্‌জ্ঞানী অর্থাৎ অল্পজ্ঞ, মূঢ় আত্মতত্ত্ব-গ্রহণে আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিগণকে সম্যক্‌জ্ঞানশালী অর্থাৎ পূর্ণাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না। গুণ ও কর্ম্মভিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দ-সম্পন্ন তুমি, এই তত্ত্ব গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিবেন না। কিন্তু তাহার রুচির অনুসরণ করিয়া বৈদিক কর্ম্মগুলি শ্রেণীক্রমে আত্মতত্ত্ব-প্রবণ করা উচিৎ, ইহাই প্রকৃত অর্থ জানিবে ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" তাহারই উপসংহার করিতেছেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, জীব যদি গুণ ও গুণের কার্য্য হইতে পৃথক্ ও সম্বন্ধ-শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহারা বিষয়াসক্ত হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহারা প্রকৃতির গুণে সংমূঢ়। ভূতাবিষ্ট পুরুষ যেমন নিজেকেই ভূত বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রকৃতির গুণে আবিষ্ট হইয়া নিজদিগকে তদ্রূপ মনে করে ও গুণের কার্য্যরূপ বিষয়ে আসক্ত হয়।

যাহারা অল্পজ্ঞ, মন্দমতি, আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণে অমনোযোগী বা অলস, তাহাদিগকে কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়া বিচলিত করিবেন না। অর্থাৎ তুমি প্রকৃতি গুণ হইতে ভিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দময় স্বরূপ, এই আত্মজ্ঞান লাভ করাইতে যত্ন করিবেন না। পরন্তু উহাদিগকে ক্রমপন্থায় সেই আত্মজ্ঞান দিবার জন্য প্রথমে সেই ভূতাবেশ নিবৃত্তির নিমিত্ত নিষ্কাম-কর্ম্মেরই উপদেশ দিবেন। যেমন ভূতাবিষ্ট পুরুষকে তুমি ভূত নহ, মনুষ্যই; একথা শত শত বার উপদেশ দিলেও, সে সুস্থতা লাভ করে না। কিন্তু ভূত-নিবর্ত্তক কোন ঔষধ বা মণি মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে, যেমন তাহার ভূতাবেশ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ গুণাবিষ্ট জীবকে বৈদিক কর্ম্মসমূহ নিষ্কামভাবে আচরণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়া, ক্রমশঃ আত্মপ্রবণ করাই বিধি।

এস্থলে এই উপদেশটীও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য। কৃৎস্নবিৎ ও অকৃৎস্নবিৎ এই শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন প্রয়োজন।

এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ ৩।২৬ শ্লোকের 'অনুভূষণ'ও দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—অধ্যাত্মচেতসা (আত্মনিষ্ঠচিত্ত দ্বারা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (সর্ব্বত্র মমতাশূন্য) বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোক) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আত্মনিষ্ঠ-চিত্তদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম, সর্ব্বত্র মমতাশূন্য এবং শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে অর্জ্জুন ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কার ও ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর, এবং সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার স্বধর্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহা অবলম্বন কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—ময়ীতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতস্ত্বমধ্যাত্মচেতঃ স্বাত্ম-তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি রাজ্ঞি ভৃত্য ইব ময়ি পরেশে সন্ন্যস্যার্পয়িত্বা যুধ্যস্ব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যঃ। যথা রাজতন্ত্রো ভৃত্যস্তদাজ্ঞয়া কর্ম্মাণি করোতি, তথা মত্তন্ত্রস্ত্বং মদাজ্ঞয়া তানি কুরু লোকান্ সংজিঘৃক্ষুঃ। আত্মনি যচ্চেতস্ত-দধ্যাত্মচেতস্তেন,—"বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ।" নিরাশীঃ স্বাম্যাজ্ঞয়া করোমীতি তৎফলেচ্ছাশূন্যঃ। অতএব মৎফলসাধনানি মদর্থমমূনি কর্ম্মাণীত্যেবং মমত্ব-বর্জ্জিতঃ। বিগতজ্বরস্ত্যক্তবন্ধুবধনিমিত্তকসন্তাপশ্চ ভূত্বেতি অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাদ্‌যুধ্যস্বেত্যুক্তম্—স্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—'ময়ীতি'। যেইহেতু এই রকম, অতএব পরিপূর্ণ নিষ্ঠা-সম্পন্ন ও অধ্যাত্মচেতা তুমি, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, সমস্ত কর্ম্মগুলি রাজার উপর ভৃত্য অর্থাৎ তৎকর্ম্মচারী যেমন অর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করে, তেমন তুমিও পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাতে অর্পণ করিয়া, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য হইয়া, যুদ্ধ কর। যেমন রাজাধীন রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার আদেশ-অনুসারে কর্ম্মগুলি করিয়া থাকে, তেমন তুমি মদধীন আমার আজ্ঞানুসারে, সেই সকল কর্ম্মগুলি কর, যাতে ত্রিলোক বা লোকরক্ষা হয়। আত্মাতে যেই চিত্ত, তাহা অধ্যাত্মচেত ; তাহার দ্বারা

অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ-চিত্ত-দ্বারা বিভক্তি অর্থে "অব্যয়ীভাব সমাস"। নিরাশী অর্থাৎ আশা ও কামনাশূন্য, প্রভুর আদেশ-অনুসারে করিতেছি, এই রকম ফল-প্রত্যাশাশূন্য হইয়াই করিবে। অতএব আমার তৃপ্তিমূলক অর্থাৎ তৃপ্তিসাধন হয়, আমার জন্যই, ঐ সকল কর্ম্মগুলি এই প্রকার, মমতা অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া। বিগতজ্বর অর্থাৎ বন্ধুদের বধ-জন্য সন্তাপশূন্য হইয়াই করিবে। ইহা অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব-নিবন্ধন যুদ্ধ কর এই কথা বলা হইয়াছে। স্বীয় আশ্রমোক্ত কার্য্যগুলি মুক্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই করা উচিত। ইহাই প্রকৃত বাক্যার্থ ॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তুমি আমাতে পরিনিষ্ঠিত এবং অধ্যাত্মচেতঃ অর্থাৎ তোমার চিত্ত আত্মনিষ্ঠ সুতরাং সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা তুমি ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-শূন্য হইয়া, রাজার ভৃত্য যেমন রাজার অধীন হইয়া সকল কার্য্য করে, সেইরূপ তুমিও আমার আজ্ঞানুসারে আমার অধীন হইয়া এই যুদ্ধরূপ স্বাশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্য করিয়া লোক রক্ষা কর।

প্রভুর আজ্ঞায় কার্য্য করিতেছি, এই বিচারে ফলেচ্ছাশূন্য হইতে পারা যায়, এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রভুর সেবার জন্য কর্ম্ম করিলে অহঙ্কারও বর্জ্জন করা যায়। অতএব বন্ধুবান্ধব-বধ-নিমিত্ত সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা মুমুক্ষুগণের যে স্বাশ্রম-বিহিত স্বধর্ম্ম পালনই কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা দাও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়ারহিত) যে মানবাঃ (যে সকল মানব) মে (আমার) ইদং মতং (এই অভিপ্রায়) নিত্যং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্ম হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্তিলাভ করেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ অসূয়ারহিত যে মানবগণ আমার এই মতের সর্ব্বদা অনুসরণ করেন তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যাঁহারা সর্ব্বদা

অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ; এবং যাঁহারা অনুষ্ঠানে অশক্ত, অথচ এই মতে অসূয়াশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হন, তাঁহারাও ঐ ফল লাভ করেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রুতিরহস্যে স্বমতেঽনুবর্ত্তিনাং ফলং বদন্ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যঞ্জয়তি,—যে মে ইতি। নিত্যং সর্ব্বদা শ্রুতিবোধিতত্বেনানাদিপ্রাপ্তং বা। শ্রদ্ধাবন্তো দৃঢ়বিশ্বস্তাঃ। অনসূয়ন্তো মোচকত্বগুণবতি তস্মিন্ কিমমুনা শ্রমবহুলেন নিষ্ফলেন কর্ম্মণেত্যেবং দোষারোপশূন্যাঃ। তেঽপীত্যপিরবধারণে, যদ্বা যে মমেদং মতমনুতিষ্ঠন্তি যে চানুষ্ঠাতুমশক্নুবন্তোঽপি তত্র শ্রদ্ধালবঃ ; যে চ শ্রদ্ধালবোঽপি তন্নাসূয়ন্তে তেঽপীত্যর্থঃ। সাম্প্রতানুষ্ঠানাভাবেঽপি তস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানসূয়য়া চ ক্ষীণদোষাস্তে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তে তদনুষ্ঠায় মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিজের মতের অনুরূপ শ্রুতিরহস্যে অনুগত ব্যক্তির ফল বলিবার ইচ্ছায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে—'যে মে ইতি'। নিত্য-সর্ব্বদা শ্রুতিপ্রতিপাদিত অথবা অনাদিকাল-পরম্পরাপ্রাপ্ত। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ। অনসূয়ন্ত শব্দের (তাৎপর্য্য) প্রকৃত অর্থ—মোচকত্বগুণসম্পন্ন তাহাতে, শ্রমবহুল নিষ্ফল ঐ কর্ম্মের দ্বারা কি প্রয়োজন, এইরূপ দোষারোপশূন্য। তাহারাও ইহা 'অপি' অবধারণার্থে। অথবা যাঁহারা আমার এইমত পালন করেন এবং যাঁহারা আমার মত পালনে অক্ষম হইয়াও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, তাহার নিন্দা করেন না, তাঁহারাও এই অর্থ। সম্প্রতি অনুষ্ঠানের অভাবেও, তাহাতে শ্রদ্ধা ও অসূয়া-বিহীনতা-দ্বারা ক্ষীণদোষ, তাঁহারা কিছু শেষে অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্ত হয় ; ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের মতানুবর্ত্তিগণের ফল বর্ণণাপূর্ব্বিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। ফলাভিসন্ধিরহিত, ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষ ক্রমশঃ সত্ত্বশুদ্ধি-লাভকরতঃ জ্ঞান এবং অবশেষে মোক্ষ-লাভের অধিকারী হন, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায় সম্মত। শ্রুতিরহস্যেও ইহাই পাওয়া যায়। কর্ম্ম শ্রুতি-প্রতিপাদিত সুতরাং অনাদি পরম্পরা-গত।

যাঁহারা এই উপদেশ পালন করেন, তাঁহারা তো মঙ্গল লাভ করেনই, **অধিকন্তু** যাঁহারা উপদেশ পালনে অসমর্থ তাঁহারাও যদি অসূয়া-রহিত ও

শ্রদ্ধাবান্ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও ক্রমশঃ ক্ষীণ-পাপ হইয়া এই নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য হন এবং পরিণামে মোক্ষের অধিকারী হন ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—যে তু (যাহারা কিন্তু) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) মে (আমার) এতৎ মতম্ (এই মত) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন না করে) তান্ (সেই সকলকে) অচেতসঃ (বিবেকরহিত) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (নষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যাহারা কিন্তু অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমার এই মত অনুবর্ত্তন না করে, তাহাদিগকে বিবেকরহিত, সর্ব্বজ্ঞান-বঞ্চিত ও সর্ব্ব পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক পালন না করেন, তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্ব্বোধ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—বিপক্ষে দোষমাহ,—যে ত্বিতি। যে তু মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্ব-সুহৃদ এতচ্ছ্রুতিরহস্যভূতং মতমশ্রদ্দধানাঃ সন্তো নানুতিষ্ঠন্তি কিন্ত্বসূয়ন্তি, তান্ সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মজ্ঞানে স্বাত্মজ্ঞানে পরমাত্মজ্ঞানে চ বিমূঢ়ানতএব বিচেতসশ্চিত্তশূন্যানতএব নষ্টান্ পুরুষার্থবিভ্রষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে দোষের কথা বলা হইতেছে—'যে ত্বিতি' কিন্তু যাহারা সকলের সুহৃদ, সর্ব্বেশ্বর আমার এই শ্রুতিরহস্যভূত মতে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া পালন করে না, অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু অসূয়া প্রকাশ করে, তাহাদিগকে সমস্ত কর্ম্মজ্ঞান-বিষয়ে, আত্মজ্ঞান-বিষয়ে এবং পরমাত্মজ্ঞান-বিষয়ে বিমূঢ় জানিবে। অতএব 'বিচেতসঃ' চিত্ত-বিভ্রান্ত, চিত্তহীন অর্থাৎ পুরুষার্থ-বিভ্রষ্ট, নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবানের মতানুবর্ত্তী না হইলে যে দোষ ঘটে, তাহাই বলিতেছেন। যাহারা সর্ব্বসুহৃদ, সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের এই শ্রুতি-রহস্যভূত মতকে শ্রদ্ধা করে না এবং ইহার অনুষ্ঠান করে না, অধিকন্তু অসূয়া প্রকাশ করে, তাহারা নিতান্ত বিমূঢ়।

অনেক নাস্তিক ব্যক্তি শ্রুতি-সম্মত শ্রীভগবানের এই অভিপ্রায়ের

অনুসরণ না করিয়া অধিকন্তু অশ্রদ্ধা-সহকারে নানা দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিজেদের স্বেচ্ছাচারবশতঃ স্বেচ্ছামূলকভাবে, কৃত জড়ীয় কর্ম্মসমূহকেই মানবের মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্ণয় করে। তাহারা একেবারেই ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য। সেই মূঢ়মতি হতভাগ্যাদিগের কর্ম্ম-বিষয়ে, জ্ঞান-বিষয়ে, আত্ম-বিষয়ে, এবং পরমাত্ম-বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায়, তাহারা অতিশয় বিমূঢ় এবং সম্যক্ প্রকারে পুরুষার্থ-বিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি (বিবেকবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বকীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা করে), ভূতানি (ভূতসকল) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অনুগমন করে) (অতঃ—অতএব) নিগ্রহঃ (নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে ?) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ –জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজস্বভাবানুরূপ কার্য্য করে। সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মার বিচার পূর্ব্বক প্রাকৃত গুণকর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি-পরিত্যাগ হয়, তাহা নয়। বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকালাভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। সেই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া একটু সতর্কতার সহিত তদনুযায়ী কর্ম্মসকল করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণ যুক্তবৈরাগ্য যে পর্য্যন্ত হৃদগত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা ; যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্মসংস্কার, উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উৎপথে গমনই চরম ফল হয়। যে-স্থলে মৎকৃপা বা ভক্তকৃপা-দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদগত হয়, সে-স্থলে নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থার লাভ-নিবন্ধন এরূপ স্বধর্ম্মপালন-বিধি আর অবসর পায় না। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থু সর্ব্বেশ্বরস্য তে মতমতিক্রমতাং দণ্ডঃ শাস্ত্রেণোচ্যতে

তস্মাত্তে কিমু ন বিভ্যতি ইত্যাহ,—সদৃশমিতি। প্রকৃতিরনাদিকালপ্রবৃত্তা স্বদুর্ব্বাসনা তস্যাঃ স্বীয়ায়াঃ সদৃশমনুরূপমেব জ্ঞানবান্ শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং জানন্নপি জনশ্চেষ্টতে প্রবর্ত্ততে কিমুতাজ্ঞঃ। ততো ভূতানি সর্ব্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থবিভ্রংশহেতুভূতামপি তাং যান্ত্যনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রজ্ঞাতোঽপি দণ্ডঃ সৎপ্রসঙ্গশূন্যস্য কিং করিষ্যতি। দুর্ব্বাসনায়াঃ প্রাবল্যতাং নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতীত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গসহিতস্য তু তাং প্রবলামপি নিহন্তি,—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—সর্ব্বেশ্বর তোমার মত যাহারা অতিক্রম করে, তাহাদের প্রতি দণ্ড বিধানের কথা শাস্ত্রে বলা আছে, অতএব তাহারা সেই দণ্ডকে ভয় করে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'সদৃশমিতি'। অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্তা স্বীয় দুর্ব্বাসনাময়ী প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির অনুরূপই জ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দণ্ড-প্রদানের বিষয় জানা সত্ত্বেও, সেই কর্ম্ম করে। অতএব অজ্ঞ লোকের কথা কি বলিব। এইজন্য সমস্ত লোক পুরুষার্থ-বিভ্রংশ-হেতুভূত প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে। সেখানে শাস্ত্রোক্ত নিগ্রহ বা দণ্ড-বিষয়ে জানিলেও সৎপ্রসঙ্গশূন্যের কি করিবে? দুর্ব্বাসনার প্রাবল্যহেতু তাহা হইতে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবে না, ইহাই অর্থ। কিন্তু সৎসঙ্গযুক্ত হইলে (ঐ) প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলেও তাহাকে নিবর্ত্তিত করিতে পারে।—"সজ্জনেরাই উহার মনের বিরুদ্ধাসক্তিকে উক্তির দ্বারা ছেদন করিতে পারেন।"—এইরূপ স্মৃতি শাস্ত্রগুলি হইতে ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন যে, ভৃত্য যেমন প্রভুর অধীন, প্রজা যেমন রাজার অধীন, সেইরূপ জীবসমূহও সর্ব্বেশ্বর তোমার অধীন সুতরাং তোমার আজ্ঞা বা মতকে উল্লঙ্ঘন করিলে বা বিদ্বেষ করিলে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দণ্ড লাভ করিবে, একথা জানিয়াও কি তাহারা ভয় করিবে না? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, জীবসমূহ অনাদিকাল হইতে মদ্বিমুখ হইয়া, স্বীয় দুর্ব্বাসনাময়ী প্রকৃতির বশীভূত হইয়া চলিতেছে, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত দণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া, বিবেকী ও জ্ঞানবান্ হইলেও, পুরুষার্থ-ভ্রংশ-কারণ স্ব-স্ব-প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। রাজদণ্ড বা যমদণ্ডের ভয়ে বা প্রাকৃত দুর্যশের ভয়ে, সে দুর্ব্বার প্রকৃতিকে দমিত করিতে পারে না। অতএব দুর্ব্বাসনার প্রাবল্য থাকিলে, শাস্ত্রজ্ঞান বা বিবেক-বলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অসম্ভব; কেবল মাত্র

ক্রমিকভাবে যদি শাস্ত্র-সম্মত-পন্থায় মদর্পিত-নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া, চিত্তশুদ্ধিকরতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর আমাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারে, তবে কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা। তাও যদি অত্যন্ত পাপাসক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে নিষ্কাম- কর্ম্মযোগের-পথিক হওয়াও সম্ভব নহে।

এস্থলে একমাত্র পরম উপায় এই যে, যতই পাপিষ্ঠ বা কদাচারী হউক না কেন, যদি যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপায় কোন মহৎ-পুরুষের সঙ্গ অকস্মাৎ লাভ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উদ্ধার হইতে পারে। যেমন স্কন্ধ-পুরাণে পাওয়া যায়,—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে॥ অর্থাৎ হে দেবর্ষে! আপনি ধন্য, যে, আপনার কৃপায় ক্ষণকালমধ্যেই নীচ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া ভগবানে রতি লাভ করিয়াছে।

যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"কিরাতহূনান্ধ্র..........শুদ্ধন্তি বৈ যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ"॥

আরও পাওয়া যায়,—

"স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম॥"

(ভাঃ ৬।১।৬২)

অর্থাৎ অজামিলের যতটুকু ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল তাহার দ্বারা নিজের চেষ্টায় নিজ চিত্তকে সংযত করিবার যত্ন করিলেও, মদনবেগ-কম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সাধুর উপদেশ-শ্রবণে প্রবল দুর্ব্বাসনাও দূরীভূত হইতে পারে। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাওয়া যায়,—

"কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥" (মধ্য ২২।১৪-১৫)

শ্রীগৌর-পার্ষদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তমও বলিয়াছেন,—

"কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।"

সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ঐকান্তিক হরিভজন করিলে, অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগকরতঃ হরিভজনে নিযুক্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য (ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (রাগ এবং দ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী) (অতঃ—অতএব) তয়োঃ (তাহাদিগের) বশং ন আগচ্ছেৎ (অধীন হইবে না) হি (যেহেতু) তৌ (রাগ ও দ্বেষ) অস্য (পুরুষার্থ-সাধকের) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ বিশেষ-ভাবে অবস্থিত আছে। অতএব তাহাদিগের অধীন হইবে না। যেহেতু পুরুষার্থ-সাধকের পক্ষে তাহারা পরম শত্রু ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি বল,—ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবে না, তবে শ্রবণ কর। বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগদ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমান-বশতঃ যে রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয়-সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে যে দ্বেষ, তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধি রাগ ও দ্বেষকেই বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম, জানিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—নন্ প্রকৃত্যধীনা চেৎ পুংসাং প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রে ব্যর্থ ইতি চেত্তত্রাহ,—ইন্দ্রিয়স্যেতি। বীপ্সয়া সর্ব্বেষাং ইত্যুক্তম্। ততশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনামর্থে বিষয়ে শব্দাদৌ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বাগাদীনামর্থে

বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদার-সংভাষণ-তৎস্পর্শন্ তত্তোষণাদৌ রাগঃ প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি সৎসংভাষণ-সৎসেবন-সত্তীর্থাগমনাদৌ দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ চানুকূল্যপ্রাতিকূল্যে ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ভবতো ন ত্বনিয়মেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তদনুগুণা প্রাণিনাং প্রবৃত্তিস্তথাপি শ্রেয়োলিপ্সু-র্জনস্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। হি যস্মাত্তাবস্য পরিপন্থিনৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ ভবতঃ পান্থস্যেব দস্যু। এতদুক্তং ভবতি,—অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি বাসনা নিষ্ঠানুবন্ধিত্ব-জ্ঞানাভাব-সহকৃতেনেষ্টসাধনত্বজ্ঞানেন নিষিদ্ধেঽপি পরদার-সম্ভাষণাদৌ রাগমুৎপাদ্য পুংসঃ প্রবর্ত্তয়তি। তথেষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানাভাবসহকৃতেনানিষ্ট-সাধনত্ব-জ্ঞানেন বিহিতেঽপি সৎসম্ভাষণাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য ততস্তান্নিবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং কিল সৎপ্রসঙ্গশ্রুতমনিষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন নিষিদ্ধান্মনোঽনুকূলাদপি নিবর্ত্তয়তি দ্বেষমুৎপাদ্য। ইষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন বিহিতে মনঃপ্রতিকূলেঽপি রাগমুৎপাদ্য প্রবর্ত্তয়তীতি ন বিধিনিষেধশাস্ত্রয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যদি পুরুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতির অধীন বলা হয়, তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হয়, ইহা বলা হইলে তজ্জন্য বলা হইতেছে—"ইন্দ্রিয়স্যেতি"। বীপ্সা (পুনঃপুনঃ অর্থে) সকলের ইহা বলা হইয়াছে। এইহেতু জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রাদির অর্থে—শব্দাদি বিষয়ে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের বাক্য প্রভৃতির অর্থে—বচনাদিতে, শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও অনুকূল হইলে পরের-স্ত্রীর প্রতি সংভাষণ, তাহাকে স্পর্শন ও তাহার তোষাণাদিতে রাগ (আসক্তি)। শাস্ত্র বিহিত হইলেও, প্রতিকূলে—সতের সহিত সম্ভাষণ, সজ্জনকে সেবা ও সৎতীর্থ গমনাদিতে দ্বেষ, এইপ্রকার রাগ ও দ্বেষের ব্যবস্থা অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে ব্যবস্থিত হইলেও, কিন্তু ইহা অনিয়মের দ্বারা নহে, বুঝিতে হইবে। যদিও তাহার অনুরূপ গুণগুলি প্রাণিদিগের প্রবৃত্তিমূলক তথাপি শ্রেয়ঃ-লাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনও সেই রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না। নিশ্চিত বলা যায় যে—যেই হেতু সেই রাগ ও দ্বেষ ইহার পরিপন্থী, বিঘ্নকর্ত্তা, পথিকের দস্যুর মত হয়। ইহার দ্বারা এই বলা হইতেছে, যেমন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনাই নিষ্ঠানুবন্ধিত্ব-সহকারে জ্ঞানের অভাব-সহকৃত ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলেও পরদার-সম্ভাষণাদিতে পুরুষের অনুরাগ উৎপাদন করিয়া, প্রবর্ত্তিত করে। তেমন ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞানাভাব-সহকৃত অনিষ্টসাধনমূলক জ্ঞানের দ্বারা

বিহিত হইলেও, সৎসম্ভাষণাদিতে, দ্বেষ উৎপাদন করিয়া, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করে। শাস্ত্র-বাক্য নিশ্চিতই সৎপ্রসঙ্গেই শ্রুত হইয়া অনিষ্টের অনুবন্ধিত্ব বোধেরদ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায়, মনের অনুকূল হইলেও দ্বেষ উৎপাদন করিয়া নিবর্ত্তিত করে। ইষ্টের অনুবন্ধিত্ব-বোধের দ্বারা বিহিত বিষয় মনের প্রতিকূলমূলক হইলেও, রাগ উৎপাদন করিয়া, প্রবর্ত্তিত করে, এই কারণেই বিধি ও নিষেধ-শাস্ত্রের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, মানুষের বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি যদি প্রকৃতির অধীন জন্মান্তরীয় সংস্কারের অনুগামী হয়, তাহা হইলে বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক-শাস্ত্রও ব্যর্থ হয়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বাসনানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাতে প্রবল অনুরাগ জন্মে আর যদি তাহা বাসনার বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে-বিষয়ে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাহা যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তাহা হইলেও মানুষ তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারে না। আর যে-বিষয়ে মানুষের দ্বেষ-ভাব থাকে, তাহা যদি শাস্ত্র-বিহিতও হয়, তাহা হইলে, মানুষ সেই দ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও বিদ্বেষ কোন নিয়মের অধীন নহে। এই রাগ এবং দ্বেষই জীবের পরম শত্রু। অতএব শ্রেয়ঃকামী মানবের এই রাগ ও দ্বেষকে জয় করাই কর্ত্তব্য। বিষয়ে রাগ ও দ্বেষই যাবতীয় অনর্থের মূল জানিয়া কদাচ তাহার বশীভূত হওয়া উচিত নহে।

একমাত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ সৎপ্রসঙ্গের সহায় না পাইলে, ইহা দমনের বা যথোপযুক্ত ব্যবহারের অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মিলেই, মানুষের হিতাহিত বোধ জন্মিবে। যে অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত নানাবিধ দুর্ব্বাসনা অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই যাবতীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার মূল। ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সাধুর কৃপায় শাস্ত্র শ্রবণ হইলে, শুধু বিষয়-জনিত রাগ ও দ্বেষ দূরীভূত হয়, তাহা নহে, জীবের কৃষ্ণবিমুখতা-রূপ মূলব্যাধি নিরাময় হইয়া হরিভজনরূপ স্বাস্থ্য লাভ ঘটে। তখন দেখা যাইবে যে, রাগ ও দ্বেষ বিষয়াভিমুখী হইয়া যেমন অধঃপাতিত করিয়াছিল, সাধু-শাস্ত্রের কৃপায়

তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিভজনে রাগ ও তৎপ্রতিকূলে দ্বেষ প্রকাশ-করতঃ মিত্রতার কার্য্য করিতেছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

সুতরাং বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক-শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। তবে শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইতে হইলে, প্রকৃত সাধুসঙ্গ আবশ্যক॥ ৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫॥

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (অপি) (অঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদিরূপ ধর্ম্মে) নিধনং (মরণ) শ্রেয়ঃ (ভাল), পরধর্ম্মঃ (পর ধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল)॥ ৩৫॥

অনুবাদ—সর্ব্বাঙ্গীনভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারীর মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল॥৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ-বিচারে বদ্ধ-জীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম ভাল নয়। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয়, তাহাও মঙ্গলজনক ; যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ-ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম-ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না ; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে॥ ৩৫॥

শ্রীবলদেব—নম্বু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পশ্বাদিসাধারণীং প্রবৃত্তিং বিহায় শাস্ত্রোক্তেষু ধর্ম্মেষু বর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। ধর্ম্মহৃদ্বিশুদ্ধৌ তাদৃশ-প্রবৃত্তির্নিবর্ত্তেত ; ধর্ম্মাশ্চ যুদ্ধাদিবদহিংসাদয়োঽপি শাস্ত্রেণোক্তাঃ। তস্মাদ্রাগ-

দ্বেষরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যাদ্‌যুদ্ধাদেরহিংসাশিলোঞ্ছবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্ম উত্তম ইতি চেত্তত্রাহ,—শ্রেয়ানিতি। যস্য বর্ণস্যাশ্রমস্য চ যো ধর্ম্মঃ বেদেন বিহিতঃ স চ বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গবিকলোঽপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্। যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য চ যুদ্ধাদিঃ। ন হি ধর্ম্মো বেদাতিরিক্তেন প্রমাণেন গম্যতে, চক্ষুর্ভিন্নেন্দ্রিয়েণেব রূপম্। যথাহ জৈমিনিঃ ;—"চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইতি। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্মে নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রত্যবায়াভাবাৎ পরজন্মনি ধর্ম্মাচরণসম্ভবাচ্চেষ্টসাধক-মিত্যর্থঃ। পরধর্ম্মস্তু ভয়াবহোঽনিষ্টজনকঃ, তং প্রত্যবিহিতত্বেন প্রত্যবায়-সম্ভবাৎ। ন চ পরশুরামে বিশ্বামিত্রে চ ব্যভিচারঃ,—তয়োস্তত্তৎকুলোৎ-পন্নাবপি তত্তচ্চোরুমহিম্না তৎকর্ম্মোদয়াৎ। তথাপি বিগানং কষ্টঞ্চ তয়োঃ স্মর্য্যতে। অতএব দ্রোণাদেঃ ক্ষাত্রধর্ম্মোঽসকৃদ্‌বিগীতঃ। নন্বু দৈবরাত্যাদেঃ ক্ষত্রিয়স্য পারিব্রাজ্যং শ্রূয়তে, ততঃ কথমহিংসাদেঃ পরধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, সত্যম্ ; পূর্ব্বপূর্ব্বাশ্রমধর্ম্মৈঃ ক্ষীণবাসনয়া পারিব্রাজ্যাধিকারে সতি তং প্রত্য-হিংসাদেঃ স্বধর্ম্মত্বেন বিহিতত্বাৎ। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতস্যেতি যোজ্যতে॥ ৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—স্বীয় প্রকৃতি-নির্ম্মিত রাগ ও দ্বেষময়ী পশ্বাদি-সাধারণ প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকার্য্যেই নিরত থাকিবে, ইহা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম-কার্য্য যুদ্ধাদির মত অহিংসা প্রভৃতিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব রাগ ও দ্বেষশূন্য হইয়া করিতে অসম্ভব বলিয়া, যুদ্ধাদি হইতে অহিংসা, শীলোঞ্ছ-বৃত্তিরূপ লক্ষণ ধর্ম্ম উত্তম, ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'শ্রেয়ানিতি'। যেই বর্ণ ও আশ্রমের যেই ধর্ম্ম বেদের দ্বারা বিধান করা হইয়াছে, তাহা যদি বিগুণ অর্থাৎ কিছু কিছু অঙ্গবৈকল্য হইয়াও অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সর্ব্বাঙ্গীন উপসংহারের সহিত সুষ্ঠু আচরিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন ব্রাহ্মণের অহিংসাদি স্বধর্ম্ম, তেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ? তাহা বেদাতিরিক্ত প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় না, যেমন চক্ষু-ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ প্রমাণিত হয় না তেমন, যেই রকম জৈমিনি বলিয়াছেন—"প্রেরণালক্ষণই ধর্ম্ম" ইতি। তাহার হেতু—স্বধর্ম্মে নিধন অর্থাৎ মরণও শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে কোন প্রত্যবায় বা পাপ নাই। পরজন্মেতে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব বলিয়া ইহা ইষ্টসাধনতামূলক। পরধর্ম্ম কিন্তু

অতিশয় ভয়াবহ অর্থাৎ অনিষ্টজনক। প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ সম্ভব হয় বলিয়া তাহা অবিহিত। পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রেতে ইহার ব্যভিচার বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের দুইজনের নিজ নিজ কুলোৎপন্ন সেই সেই কুলগত প্রচুর ধর্ম্ম-মহিমার দ্বারাই সেই সেই (হিংসাদি) কার্য্য করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বিগান অর্থাৎ নিন্দা ও কষ্টের কথা স্মরণ হয়। অতএব দ্রোণাদির ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত। প্রশ্ন—দৈবরাত্যাদি-ক্ষত্রিয়ের পরিব্রাজকতার কথা শুনা যায়। অতএব কিরূপে অহিংসাদির পরধর্ম্মত্ব? ইহা বলিলে, তদুত্তরে বলা হইতেছে, ইহা সত্য; পূর্ব্বপূর্ব্ব আশ্রম-ধর্ম্মের দ্বারা বাসনার ক্ষীণ হওয়ায়, পরিব্রাজক-ধর্ম্মে অধিকারী হইলে, তাহার প্রতি অহিংসাদির স্বধর্ম্মত্ব বিধান আছে। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতের ইহা সংযোজিত হইল ॥ ৩৫ ॥

অনুভূষণ—যদি বল, স্বীয় প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষময়ী পশু-সাধারণী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়াই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ধর্ম্ম-আচরণে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাদৃশ প্রবৃত্তি লোপ পায়। যুদ্ধাদির ন্যায় অহিংসাদিও শাস্ত্রে ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া যুদ্ধাদি করিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অহিংসা-ধর্ম্মাবলম্বনে শিলোঞ্ছ-বৃত্তি-দ্বারা জীবন ধারণই উত্তম, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।

যে বর্ণ ও যে আশ্রমের প্রতি যে ধর্ম্ম বেদের দ্বারা বিহিত, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম পালনে যদি কোন ত্রুটী বা অঙ্গহানি জনিত বৈগুণ্য ঘটে, তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাপি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন পরধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণান্তরের বা আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠেয়-ধর্ম্ম কখনই অবলম্বন করা বিধেয় নহে। কারণ বেদ-বিহিত ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সেই অপৌরুষেয় বেদ-বাক্যে অহিংসাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম ও যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বেদাতিরিক্ত বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা উচিত নহে। যেমন চক্ষু দ্বারাই রূপ দর্শন হয়; অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা হয় না। জৈমিনিও বলেন,—"চোদনা-লক্ষণই ধর্ম্ম"। সে-স্থলে স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা যদি অচিরে মৃত্যুও হয়, আর পরধর্ম্ম-পালনে যদি সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকাও যায়, তাহা হইলেও পরধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া, স্বধর্ম্ম পালনই করা উচিত। কারণ তাহাতে কোন

প্রত্যবায় বা পাপ নাই, বরং ক্রমপন্থায় পরজন্মে ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ইষ্ট-সাধন করা যাইবে। কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ কারণ উহাতে প্রত্যবায় বা পাপের সম্ভাবনা থাকায়, পরকালে নরকাদি প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া, অনিষ্টজনক ও ভয়াবহ। কাজেই হিংসাত্মক-যুদ্ধাদি অপেক্ষা শিল ও উঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করা শ্রেয়স্কর, একথা বিহিত বা সঙ্গত নহে। কারণ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ কখনও বিধেয় নহে।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের অপরিসীম শক্তি ও তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা তাদৃশ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট অপযশ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার সর্ব্বত্র বারম্বার নিন্দিত হইয়া থাকে। দৈবরাতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজার পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রম-ধর্ম্মের বিহিত পালনের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া, সেই অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে পাপ ক্ষয় হয়, তাহাই সাধারণের পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। এই উপায় অবলম্বনকরতঃ ক্রমশঃ নিষ্কাম-মদর্পিত কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। অবশ্য যাঁহারা ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় নির্গুণা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে প্রত্যবায় নাই, পরন্তু বিধিই। যেমন পাওয়া যায়,—

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ;—

"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চঃ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্ম-শাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ ॥" (৭।১৫।১২)

বিপ্রের যে যে বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে উঞ্ছ ও শিল ঋতবৃত্তি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত। (মনুসংহিতা) ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—অথ (অনন্তর) বার্ষ্ণেয়! (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ!) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না থাকিলেও) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ) কেন (কাহাকর্ত্তৃক) প্রযুক্ত (সন্) (প্রেরিত হইয়া) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিতের ন্যায়) পাপং চরতি (পাপ করে?) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—অতঃপর হে বার্ষ্ণেয়! ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ করে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বার্ষ্ণেয়! কাহা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্য হইয়া পাপ আচরণ করে? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব—নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়-সম্বন্ধ হইতে পৃথক এবং জড়-জগতে পাপ আচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয়। কিন্তু দেখা যায় যে, সর্ব্বদাই জীবগণ পাপ আচরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপে রত করে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—ইন্দ্রিয়স্যেত্যাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগো ব্যবস্থিত ইতি যদুক্তং তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অথ কেনেতি! হে বার্ষ্ণেয়, বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব!—"শুভাদিভ্যশ্চেতি ঢক্।" অয়ং জ্ঞানযোগায়োদ্যতঃ পুরুষো জীবঃ কেন প্রযোজকেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ পাপং চরতি নিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানাৎ তচ্চরিত-মনিচ্ছন্নপি। বলাদিবেতি। প্রযোজকেচ্ছাপন্নতয়া প্রযোজ্যেঽপীচ্ছা প্রজায়তে। স কিমীশ্বরঃ, পূর্ব্বসংস্কারো বা? তত্রাদ্যঃ—সাক্ষিত্বাৎ কারুণিকত্বাচ্চ ন পাপে প্রেরকঃ, ন চ পরো জড়ত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—"ইন্দ্রিয়স্য" ইত্যাদিতে পরস্ত্রীর প্রতি সম্ভাষণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও অনুরাগ দেখা যায়, এইরূপ যে বাক্য বলা হইয়াছে; সেই সম্পর্কে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন-'অথ কেনেতি'। হে বার্ষ্ণেয়, বৃষ্ণিবংশসমুদ্ভূত।

“শুভাদিভ্যশ্চেতি” পাণিনিসূত্রে ঢক্ প্রত্যয়। এই জাতীয় জ্ঞানযোগের জন্য উদ্যত পুরুষ জীব কাহার দ্বারা প্রযোজিত প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে? নিষেধ-শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও অনিচ্ছাবশতঃ পাপাচরণ করে। ‘বলাদিবেতি,’ প্রযোজকের (প্রবর্ত্তকের) ইচ্ছাবশতঃ প্রযোজ্য কর্ত্তারও ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। তিনি কি ঈশ্বর? অথবা পূর্ব্বসংস্কার? প্রথমপক্ষে সাক্ষিত্ব ও কারুণিকত্বহেতু (ঈশ্বর) পাপের প্রেরক হন না। পরেরটীও (পূর্ব্বসংস্কারও) জড়ত্ব হেতু প্রেরক নহে। ইহা প্রশ্নের অর্থ ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের এতাবৎ কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন একটী প্রশ্নের অবতারণা করিতে গিয়া, হে বার্ষ্ণেয়! বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই সম্বোধনের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাতামহকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার পরমাত্মীয়; কখনই উপেক্ষার পাত্র নহেন।

মায়াবদ্ধ জীব শাস্ত্রনিষিদ্ধ-ব্যাপারে স্বভাবতঃ অনুরাগী হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষ নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, যেন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপাচরণ করে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রযোজক কর্ত্তা কে? জীবের অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় এই কার্য্য ঘটে? না জীবের পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে? শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে কেবল সাক্ষিস্বরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং তিনি মহাকারুণিক সুতরাং তাঁহার পক্ষে জীবকে পাপ-কার্য্যে প্রেরণা দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারও তো জড়। সে তো কাহাকেও প্রেরণা দিতে পারে না। সুতরাং কোন্ অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে জীব স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বে পাপে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য্য ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—ভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)—রজঃ গুণ সমুদ্ভবঃ (রজগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র) এষঃ কামঃ (এই

কাম) এবং ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) ইহ (মুক্তিপথে) এনম্ (কামকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—রজগুণ হইতে সমুদ্ভুত দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র এই কাম ও ক্রোধ—ইহাকে মোক্ষপথে জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন,—অর্জ্জুন ! রজোগুণ-সমুদ্ভূত-কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম'—প্রাক্তনবাসনা-হেতুক বিষয়াভিলাষ ; কামই অবস্থা-ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে। কাম—অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্ ; জ্ঞানযোগে কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—তত্রাহ ভগবান্,—কাম ইতি। কামঃ প্রাক্তনবাসনাহেতুকঃ শব্দাদিবিষয়কোঽভিলাষঃ পুরুষং পাপে প্রেরয়তি তদনিচ্ছুমপি সোঽস্য প্রেরক ইত্যর্থঃ। নন্বভিচারাদৌ ক্রোধোঽপি প্রেরকো দৃষ্টঃ স চেন্দ্রিয়স্যেত্যাদৌ ভবতাপি পৃথগুক্ত ইতি চেৎ, সত্যম্ ; ন স তস্মাৎ পৃথক্, কিন্ত্বেষ কাম এব কেনচিচ্চেতনেন প্রতিহতঃ ক্রোধো ভবতি। দুগ্ধমিবাম্লেন যুক্তং দধি ;—কামজয় এব ক্রোধজয় ইতি ভাবঃ। কীদৃশঃ কাম ইত্যাহ,—রজোগুণেতি। সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি নির্জিতে কামো নির্জিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ন চাপেক্ষিত-প্রদানেন কামস্য নিবৃত্তিরিত্যাহ,—মহাশন ইতি। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥" ইতি স্মরণাৎ। ন চ সাম্না ভেদেন বা সা বশীভবেদিত্যাহ,—মহাপাপ্মেতি। যোঽত্যুগ্রো বিবেকজ্ঞানবিলোপেন নিষিদ্ধেঽপি প্রবর্ত্তয়তি। তস্মাদিহ জ্ঞানযোগে এনং বৈরিণং বিদ্ধি তথা চ দানাদিভিস্ত্রিভিরুপায়ৈঃ সন্ধাতুমশক্যত্বাদ্বক্ষ্যমাণেন দণ্ডেন স হন্তব্য ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরঃ কর্ম্মান্তরিতঃ পর্জন্যবৎ সর্ব্বত্র প্রেরকঃ। কামস্তু স্বয়মেব পাপ্মাগ্রে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই সম্পর্কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'কামইতি'। কাম—পূর্ব্বজন্মের বাসনা-হেতু শব্দাদিবিষয়ক অভিলাষই পুরুষকে (জীবকে) পাপে প্রেরিত করে। সেই দিকে ইচ্ছা না থাকিলেও কাম ইহার প্রেরক।

প্রশ্ন—অভিচারাদি কার্য্যেতে ক্রোধও প্রেরক দেখা যায়, তাহা 'ইন্দ্রিয়স্থ' ইত্যাদিতে আপনার দ্বারা পৃথক্‌ভাবে বলা হইয়াছে, ইহা যদি বলা যায়, তবে তাহা সত্য ; কিন্তু সে তাহা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু এই কামই যদি কোন চেতন কর্ত্তৃক বাধা পায়, তবে ক্রোধ হয়। অম্লের দ্বারা যুক্ত দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ। কামের জয়ই ক্রোধের জয়, ইহাই ভাবার্থ। কিরূপ কাম? ইহা বলিতেছেন—'রজোগুণেতি,। সত্ত্ব-গুণের বৃদ্ধি হইলে রজোগুণকে নির্জ্জিত করা যায়; তবেই কামকে জয় করা যাইতে পারে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলে কামের কখনও নিবৃত্তি হয় না—ইহাই বলা হইতেছে—'মহাশন' ইতি "পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রীলোক এই সমস্ত একজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা জানিয়া, শান্ত হওয়া উচিত।" ইহা স্মৃতিতে আছে। কিন্তু সামবাক্য ও ভেদনীতির দ্বারা সে বশীভূত হইবে না, ইহাই বলা হইতেছে—'মহাপাপ্মেতি'। সে অতিশয় উগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া, বিবেকজ্ঞান লোপের দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। সেই হেতু এই জ্ঞানযোগে ইহাকে বৈরী বলিয়া জানিবে। সেইরকম দান, ভেদ, সাম এই তিন উপায়ের দ্বারা নিবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে বলিয়া, তাহাকে বক্ষ্যমাণ দণ্ড প্রদানের দ্বারাই বধ করা উচিত। ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ। ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে মেঘের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রেরক হন। কাম কিন্তু নিজেই পাপাত্মক কার্য্যে, ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবকে কে পাপে প্রেরণা দেয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, প্রাক্তন বাসনানুযায়ী রজোগুণ-সমুদ্ভূত বিষয়াভিলাষাত্মক কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায়। এই কামই আবার প্রতিহত হইলে তমোগুণাশ্রয়ে ক্রোধে পরিণত হইয়া, অভিচারাদি-কার্য্যের প্রেরক হয়। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, অম্লযোগে দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়। তবে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা রজোগুণ জয় করিতে পারিলে, কামের জয় হয় এবং কাম জয় হইলেই ক্রোধ জয় হইয়া থাকে।

কেহ যদি মনে করেন যে, কামের অভিপ্রেত দ্রব্য প্রদানের দ্বারা তো কাম জয় হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা সম্ভব নহে, কারণ কাম দুষ্পূরণীয়।

যেমন স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে, তাহা সব একজনকে দিলেও, তাহার কাম পূর্ণ হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥"
"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥"

(৯।১৯।১৩।১৪)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুতে লিখিয়াছেন,—

"অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম;
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ॥"

আরও লিখিয়াছেন,—

"একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্ব রাজ্য কর' যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব॥"

সুতরাং কামের অপেক্ষিত বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সামর্থের অতীত। কেহ যদি বলেন যে দানের দ্বারা না হইলে, সাম ও ভেদনীতির দ্বারা তো বশীভূত করা যাইতে পারে। তদুত্তরে বলিয়াছেন,—কাম অতিশয় উগ্র। সে পুরুষের বিবেকবুদ্ধি লোপকরতঃ নিষিদ্ধ ব্যাপারেও প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং সাম, দান ও ভেদনীতির দ্বারা যখন কামকে স্ববশে আনা যায় না, তখন দণ্ডনীতি প্রয়োগের দ্বারা তাহাকে নাশ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিলেন, ইহাকে বৈরী বলিয়া জানিবে।

শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জীবের অন্তরে থাকিয়া মেঘের ন্যায়, জীবকে কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন॥ ৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

অন্বয়—যথা (যে প্রকার) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা)

আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) চ (এবং) যথা (যে প্রকার) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেই প্রকার) তেন (কাম দ্বারা) ইদম্ (জগৎ) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যে প্রকার ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেই প্রকার কামের দ্বারা এই জগৎ আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই কামই এই জগৎকে কোন-স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিল-রূপে, কোন-স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোন-স্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণ-স্থল দিয়া বলি, শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎস্মরণাদিকার্য্য করিতে পারে। এ-স্থলে মুকুলিত-চেতনরূপেই নিষ্কামকর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি। মলাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এ-স্থলে সঙ্কোচিত-চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি; তাহারা—পশুপক্ষি-তুল্য। উল্বণদ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীব-চৈতন্য কাম-কর্ত্তৃক অতি-গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—মৃদুমধ্যতীব্রভাবেন ত্রিবিধস্য কামস্য ধূমমলোল্বনেতি ক্রমেণ দৃষ্টান্তানাহ,—ধূমেনেতি। যথা ধূমেনাবৃতোঽনুজ্জ্বলোঽপি বহ্নিরৌষ্ণ্যাদিকং কিঞ্চিৎ করোতি মলেনাবৃতো দর্পণঃ স্বচ্ছতা-তিরোধানাৎ প্রতিবিম্বং ন শক্নোতি গ্রহীতুমুল্বেন জরায়ুণাবৃতো গর্ভস্তু পাদাদিপ্রসারং ন শক্নোতি কর্ত্তুং ন চোপ-লভ্যতে, তথা মৃদুনা কামেনাবৃতং জ্ঞানং কথঞ্চিৎ তত্ত্বার্থং গ্রহীতুং শক্নোতি মধ্যেনাবৃতং ন শক্নোতি। তীব্রেণাবৃতন্তু প্রসর্ত্তুমপি ন শক্নোতি, ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—মৃদু, মধ্য ও তীব্রভেদে কামের ত্রিবিধিত্ব ধূম, দর্পণ ও উল্ব (জরায়ু) দ্বারা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত বহ্নির উজ্জ্বলতা না থাকিলেও বহ্নির উষ্ণত্বাদি কিছু কিছু সম্ভব হয়। মল অর্থাৎ ময়লার দ্বারা আবৃত দর্পণের স্বচ্ছতা-তিরোধান হয় বলিয়া দর্পণ যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয় না, উল্ব অর্থাৎ জরায়ুর দ্বারা আবৃত গর্ভ (গর্ভস্থিত

শিশুর) পাদাদির প্রসার—চালনা সম্ভব হয় না, সেইরূপ মৃদু—সামান্য কামের দ্বারা আবৃত-জ্ঞান কিছু কিছু তত্ত্বার্থজ্ঞান গ্রহণে সক্ষম হয়। মধ্যের দ্বারা অর্থাৎ দর্পণের ময়লার মত জ্ঞান আবৃত হইলে, তত্ত্বার্থ গ্রহণে অক্ষম, এইরূপ তীব্র অর্থাৎ জরায়ুর মত তীব্রভাবে জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে, তাহার প্রসার কখনও সম্ভব হয় না অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতীতির লেশ মাত্রও হয় না ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে কামকে শত্রু বলিয়া নির্ণয়করতঃ, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের শত্রু নহে, সকলেরই শত্রু তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভেদ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন।

মৃদুর উদাহরণ,—স্থূল ধূমাবৃত বহ্নি, মধ্যের উদাহরণ—মলাবৃত দর্পণ, আর তীব্রের উদাহরন—জরায়ুর দ্বারা আবৃত গর্ভ, (অর্থাৎ শিশু)। এস্থলে বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, সকলের কাম সমান নহে। যাহার কাম মৃদু অর্থাৎ ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায়, তাহার পক্ষে শ্রীভগবানের তত্ত্বাদিগ্রহণ ও স্মরণাদি কিছু সম্ভব হয়। যেমন বহ্নি ধূমাবৃত হইলেও তাহার উষ্ণত্বাদি গুণ কিছু থাকে। আর যাহার কাম মধ্য অর্থাৎ মলাবৃত দর্পণের ন্যায়, তাহার পক্ষে ভগবৎ-স্মরণাদি সম্ভবপর নহে, যেমন দর্পণ ময়লার দ্বারা আবৃত হইলে, সে আর প্রতি-বিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না। কিন্তু ময়লা দূর করিতে পারিলে, শক্তি প্রকাশ পায়, কারণ স্বরূপতঃ তাহার শক্তি নষ্ট হয় না। আর যাহার কাম তীব্র অর্থাৎ জরায়ুর দ্বারা আবৃত-গর্ভের ন্যায় তাহার পক্ষে কোন জ্ঞানের প্রতীতিই থাকে না ; যেমন গর্ভস্থ-শিশুর পাদ-প্রসারণাদি সম্ভবপর নহে ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিদিগের) নিত্য বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (ইব) (অনলের ন্যায়) কামরূপেণ (কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অনলের ন্যায় কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত হয় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই কামই জীবের 'অবিদ্যা' ; তাহাই জীবের দুর্ব্বার

অগ্নিপ্রায় নিত্যবৈরী ; সেই কামই জীবচৈতন্যকে আবৃত করে। আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপ-ভেদ এই যে, আমি—পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব—অণুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত শক্তিদ্বারাই সমর্থ হয়। আমার নিত্যদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম ; তাহারই নাম 'প্রেম' বা নিষ্কাম জৈবধর্ম্ম। চেতনপদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ; সুতরাং শুদ্ধ-জীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। 'কাম' বা 'অবিদ্যা' যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি (বা অপব্যবহার)। যে-সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-দ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে, সুতরাং তাহারা সেই পবিত্রতত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকে বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিতচেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের কর্ম্মবন্ধ বা সংসারযাতনা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থং স্ফুটয়তি,—আবৃতমিতি। অনেন কামরূপেণ নিত্য-বৈরিণা জ্ঞানিনো জীবস্য জ্ঞানমাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অজ্ঞস্য বিষয়ভোগসময়ে সুখত্বাৎ সুহৃদপি কামস্তৎকার্য্যে দুঃখে সতি বৈরিঃ স্যাদ্ বিজ্ঞস্য তু তৎসময়েঽপি দুঃখানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তিঃ ; তস্মাৎ সর্ব্বথা হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, দুষ্পূরেণেতি চ-শব্দ ইবার্থঃ। তত্রানলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা ভোগেন কাম ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ,—"ন জাতু কামঃ কামানা-মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং স নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—কথিত অর্থ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করা হইতেছে—'আবৃত-মিতি' এই। কামরূপী নিত্যশত্রুর দ্বারা জ্ঞানী জীবের জ্ঞান আবৃত হয়, এই সম্বন্ধ। অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ভোগে সুখ হয়, পরমসুহৃদ কামও তাহার কার্য্যে দুঃখ আসিলে শত্রু হইবে, জ্ঞানী কিন্তু সেইসময়েও দুঃখের অনুসন্ধানকারী বলিয়া দুঃখহেতুই এইজন্য "নিত্যবৈরিণা" ইহা বলা হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে (শত্রুগণকে) তোমার বধ করা উচিত, ইহাই ভাবার্থ। আরও কিছু—"দুষ্পূরেণ" এখানে 'চ' শব্দের অর্থ 'ইব' অর্থাৎ মত। অগ্নিকে যেমন—ঘৃতের দ্বারা সন্তুষ্ট করা কখনও সম্ভব হয় না, তেমন ভোগ্যবস্তু (অভিপ্রায় মত) প্রদান করিলেও, কামকে সন্তুষ্ট করা যায় না। স্মৃতিও এইরকম বলিয়াছেন "কখনও কাম অভিপ্রেত কাম্যবস্তুর ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না—দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণবর্ত্ম' অর্থাৎ অগ্নি

যেমন—ঘৃতের দ্বারা শান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ আরও বর্দ্ধিত হয়, তেমন কামও ভোগ্যবস্তুতে আরও বর্দ্ধিত হয়। অতএব সেই কাম সকলের নিত্যশত্রু ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত অর্থই এই শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। সকলের বিবেকজ্ঞান কামের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ই কামের দ্বারা দুঃখ ভোগ করে। তবে অজ্ঞব্যক্তি বিষয়-ভোগকালে আপাত মনোরম বোধে কামকে পরমসুহৃদ বলিয়া মনে করে কিন্তু পরিণামে যখন সেই কার্য্যের ফলস্বরূপে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বৈরী বলিয়া মনে করে। পুনঃ পুনঃ কামের দ্বারা অজ্ঞ জীব প্ররোচিত ও প্রতারিত হইলেও সেই কামকে চিরশত্রু বলিয়া মনে করে না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির বিবেচনায় কাম নিত্য বৈরী বা চিরশত্রু। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়-ভোগকালেও মনে করেন যে, এই কাম আমাকে প্রলোভিত করিয়া বিষয়-ভোগে তৃপ্ত করাইতেছে কিন্তু পরিণামে আমাকে এই অনর্থরূপ বিষয়-সমুদ্রে ডুবাইয়া অশেষ দুঃখভাগী করিয়া পরম শত্রুর কার্য্য করিবে। সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি কি ভোগ-কালে, কি ভোগাবসানে, কামকে সকল সময়ই শত্রু বলিয়া জানিতে পারে। আর জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাও বুঝিতে পারেন যে, এই কাম দুষ্পূরণীয়। এই ভোগ-পিপাসার শান্তির জন্য একের পর এক নিত্য নূতন নূতন বিষয় সংগ্রহ করিলেও এই কামের পরিতৃপ্তি হয় না কারণ এই কাম অনল সদৃশ। এই কামের অধীন হইলে শান্তি তো দূরের কথা, নানা প্রকারে শোক, সন্তাপ উপস্থাপিত করিয়া দগ্ধীভূত করিতে থাকে। ভোগেচ্ছার শান্তিও নাই নিবৃত্তিও নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান মানবের পক্ষে ইহাকে শত্রু জ্ঞানে দমন করাই কর্ত্তব্য।

কাম যে উপভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না, তাহার উদাহরণ—

শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোকেই পাওয়া যায়,—

"কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ", (৭।৯।২৫)

"সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ" (৯।৬।৪৮)

"ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা।" (১১।২৬।১৪)

এস্থলে আরও একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এই দুর্জ্জয় কামকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানে শরণাগতি। শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—ভগবৎ-কৃপা-বিনা কামজয় সম্ভব নহে। সেই শরণাগতি লাভের একমাত্র উপায় আবার শরণাগত ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ,
শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলাবে সব
সিংহ রবে করিগণ যথা ॥" ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়)। এষঃ (কাম) এতৈঃ (ইহাদিগেরদ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন করিয়া) দেহিনম্ (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহন করে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ জীব দেহ ধারণ-পূর্ব্বক 'দেহী'নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠান-দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। বিশুদ্ধ-অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য-জীবকে কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠান-রূপে কার্য্য করে। পরে, প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ক হইয়া মনোরূপী-দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার সাম্মুখ্যই 'বিদ্যা' বলিয়া উক্ত হয়, আর স্বতন্ত্রেচ্ছা-দ্বারা আমার বৈমুখ্যকে 'অবিদ্যা' বলা যায় ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—বৈরিণঃ কামস্য দুর্গেষু নির্জ্জিতেষু তস্য জয়ঃ সুকর ইতি তান্যাহ,—ইন্দ্রিয়াণীতি। বিষয়শ্রবণাদিনা সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাভিব্যক্তেঃ শ্রোত্রাদীনি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ তস্যাধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধানীরূপং ভবতি বিষয়াস্তু তস্য তস্য জনপদা বোধ্যাঃ। এতৈর্বিষয়সঞ্চারিভিরিন্দ্রিয়াদিভির্দেহিনং প্রকৃতিসৃষ্টদেহবন্তং জীবমাত্মজ্ঞানোদ্যতমেষ কামো বিমোহয়তি—আত্মজ্ঞান-বিমুখং বিষয়রসপ্রবণঞ্চ করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—পরমশত্রু কামকে দুর্গেতে নির্জ্জিত করিতে পারিলে কামকে জয় করা সহজ হয়। এই সব বলা হইতেছে—'ইন্দ্রিয়াণীতি'। বিষয়শ্রবণাদির দ্বারা, সঙ্কল্পের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, কামের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধি তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ মহাদুর্গ রাজধানী-স্বরূপ হয়। বিষয়গুলি তাহার জনপদ জানিবে। এই বিষয়-সঞ্চারিইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রকৃতিজাত দেহধারী দেহী জীবকে, আত্মজ্ঞানের জন্য উদ্যত অবস্থায় এই কাম মুগ্ধ করে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রতি বিমুখ করিয়া বিষয়ের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত—প্রবণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে এই প্রবল শত্রু কামকে জয় করিবার উপায় বলিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, শত্রুর আশ্রয় ও অবলম্বন জানিতে পারিলে, তাহাকে পরাভূত করা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং কামের অধিষ্ঠান এই শ্লোকে বলিতেছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহারাই এই শত্রুর আশ্রয়স্বরূপ। ইহাদিগের সহায়তায় সর্ব্বাগ্রে কাম মানবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিমোহিত করিয়া ফেলে।

এস্থলে কামকে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিরূপে বর্ণন করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে মহাদুর্গবেষ্টিত রাজধানীস্বরূপ ও বিষয়সমূহকে সেই নরপতির রাজ্য বা জনপদ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

অবশ্য এখানেও লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, এই কামরূপ নরপতিকে জয় করিতে হইলে, প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় পাইলে, যেমন অন্য রাজা হীন-বল হইয়া পরাজিত হয়, সেইরূপ অসীম পরাক্রান্তশালী সর্ব্বশক্তিমান্ কামদেব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পাইলে, এবং তাঁহার ভক্তিরূপ-দুর্গে প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলে, আর কেহই কোন কিছু করিতে পারে না। তখন স্বয়ং মায়াদেবী ভগবদাশ্রিতের প্রতি কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং তদধীন গুণ বা গুণজাত কাম-ক্রোধাদি কি করিতে পারিবে? অবশ্য সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত ভগবদাশ্রয় পাওয়ার অন্য উপায় নাই ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (সেইহেতু) ভরতর্ষভ ! (হে ভরতর্ষভ !) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (সর্ব্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (কামকে) প্রজহি (বিনাশ কর) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভরতর্ষভ ! তুমি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব হে ভরতর্ষভ ! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর ; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ-জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে প্রথমে কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্ম পালন করত ক্রমে সাধন-ভক্তি লাভ-পূর্ব্বক প্রেমভক্তি অর্জ্জন করিবে ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—যস্মাদয়ং কামরূপো বৈরী নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপায়াত্ম-জ্ঞানায়োদ্যতস্য বিষয়রসপ্রবণৈরিন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানমাবৃণোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসৃষ্টদেহা-দিমাংস্ত্বমাদাবাত্মজ্ঞানোদয়ায়ারম্ভকাল এবেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি তদ্ব্যাপাররূপে নিষ্কামে কর্ম্মযোগে নিয়ম্য প্রবণানি কৃত্বা এনং পাপ্মানং কামং শত্রুং প্রজহি বিনাশয়। হি যস্মাজ্‌জ্ঞানস্য শাস্ত্রীয়স্য দেহাদিবিবিক্তাত্মবিষয়কস্য বিজ্ঞানস্য চ তাদৃগাত্মানু-ভবস্য নাশনমাবরকম্ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেইহেতু এই কামরূপ শত্রু নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিরতির জন্য চেষ্টিত আত্মজ্ঞানের জন্য উদ্যত ব্যক্তির বিষয়রস প্রবণ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে, সেই হেতু প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট দেহাভিমানী তুমি সর্ব্বাগ্রে আত্মজ্ঞানের উদয়ের জন্য জ্ঞানোদয়ের আরম্ভ কালেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তদ্ব্যাপাররূপে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে প্রবণ অর্থাৎ নিয়মিত করিয়া এই মহাপাপী কামরূপ শত্রুকে নাশ কর। যেইহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন আত্মবিষয়ক জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানের এবং সেইরূপ আত্মানুভবের নাশন অর্থাৎ আবরক ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—কাম যখন এইরূপ অতি প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, তখন সর্ব্বাগ্রে কামকে জয় অর্থাৎ বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। সেই কাম জয়ের উপায় বলিতেছেন। কাম যখন ইন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে মোহজালে

জড়িত করিয়া, তাহার ইন্দ্রিয়-বিরতিরূপ বৈরাগ্য এবং আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টাকে নাশ করে ; তখন সর্ব্বাগ্রে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে এই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া, তাহার অসৎ চেষ্টা দূরীভূত করিয়া, ভগবদর্পণফলে ক্রমে ভগবদ্-সেবোন্মুখী করিবার যত্ন করা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলে কাম সহজেই জিত হইবে। বাহ্য-ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদিকে সদ্গুরুর উপদেশানুসারে শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে ক্রমশঃ অন্তরেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধিও জিত হইবে। কামকে বিনাশ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" (১।৬।৩৬)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরি কথা।"

কাম জয় করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় জয় আবশ্যক, তন্মধ্যে আবার বহিরিন্দ্রিয় আগে জয় করিতে পারিলে, অন্তরিন্দ্রিয় ক্রমশঃ জিত হইবে।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা"। (ভাঃ ১১।২৬।২২)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃই মন চঞ্চল হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলে, তাহাতে মনও নিশ্চল ও শান্ত হয়। ইন্দ্রিয়-গণকে মনের কথানুসারে চলিতে না দিয়া, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞানুসারে শ্রীহরিসেবার কার্য্যে নিয়োজিত করিলে, ক্রমশঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ইন্দ্রিয়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। যে ইন্দ্রিয় আজ বিষয়প্রবণ হইয়া আমাকে অধোগামী করিতেছে, উহাই বৈষ্ণবের শাসনে ও আনুগত্যে হরিসেবা-প্রবণ হইয়া, আমাকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে সহায়তা করিবে। ভক্তিপথে ভক্তের কৃপা পাইলে, সকল ইন্দ্রিয় রিপু-ভাব ত্যাগ করিয়া মিত্র হইবে। এবং তখন কামও কামদেবের সেবা পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে ও আমাকেও বিমল প্রেমের আস্বাদন করাইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"জড় কাম পরিহরি, শুদ্ধকাম সেবা করি,
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥" ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) পরাণি আহুঃ (শ্রেষ্ঠ বলে), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণাপেক্ষা) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে কিন্তু) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। যঃ তু (এবং যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ (আত্মা) (তিনি আত্মা) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সংক্ষেপত বলি,—তুমি যে জীব, তোমার নিজতত্ত্ব এই,—আপাতত জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। 'জড়' হইতে 'ইন্দ্রিয়সকল' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, 'ইন্দ্রিয়' অপেক্ষা 'মন' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, 'মন' হইতে 'বুদ্ধি' সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। যিনি জীবাত্মা, তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ মুদ্রিতযন্ত্রাম্বুন্যায়েন নিষ্কামকর্ম্মপ্রবণতয়েন্দ্রিয়নিয়মনে কামক্ষতিরিতি ত্বয়া প্রদর্শিতম্। অথ দৈহিককর্ম্মকালে মুক্তযন্ত্রাম্বুন্যায়েনেন্দ্রিয়-বৃত্তিপ্রসারে কামস্য পুনরুজ্জীবতাপত্তিঃ স্যাদিতি তত্র 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা' ইতি পূর্ব্বোপদিষ্টেন বিবিক্তাত্মানুভবেন নিঃশেষা তস্য ক্ষতিঃ স্যাদিতি দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। পাঞ্চভৌতিকাদ্দেহাদিন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তচ্চালকত্বাত্ততোঽতিসূক্ষ্মত্বাত্তদ্বিনাশেঽবিনাশাচ্চ; ইন্দ্রিয়েভ্যো মনঃ পরং জাগরে তেষাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেষু স্বস্মিন্ বিলীনেষু রাজ্যকর্ত্তৃত্বেন স্থিতত্বাচ্চ। মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবৃত্ত্যৈব সঙ্কল্পাত্মকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ। যস্তু বুদ্ধেরপি পরতোঽস্তি, স দেহী জীবাত্মা চিৎস্বরূপো দেহাদিবুদ্ধ্যন্তবিবিক্ততয়ানু-ভূতঃ সন্নিঃশেষকামক্ষতিহেতুর্ভবতীতি। কঠাশ্চৈবং পঠন্তি,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥" ইত্যাদি। অস্যার্থঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থা বিষয়াস্তদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ। বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ পরং বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংশয়াত্ম-

কান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধের্ভোগোপকরণত্বাত্তস্যাঃ সকাশাদ্ভোক্তাত্মা জীবঃ পরঃ স চাত্মা মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামীতি দৈহিকং কর্ম্ম তু পূর্ব্বাভ্যাসবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ সেৎস্যতি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—মুদ্রিতযন্ত্রাস্বুন্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মাসক্তিই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপায় স্থির হওয়ায় কামক্ষতি হয়, ইহা তুমি প্রদর্শন করিয়াছ। অনন্তর দৈহিককর্ম্ম করিবার সময়ে মুক্তযন্ত্রাম্বুন্যায়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রসারিত হইলে, কামের পুনরায় উদ্দীপন হয়, এইরকম আপত্তি হইবে, এইজন্য সেই সম্পর্কে বিষয়-রাগও পরমকে দেখিয়া" ইতি পূর্ব্বে উপদিষ্ট শুদ্ধ আত্মানুভবের দ্বারা তাহার ক্ষতি নিঃশেষরূপে হইবে, ইহা দেখাইতেছেন—'ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্'। পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের চালক তাহা হইতেও অতিশয় সূক্ষ্মত্বহেতু ইন্দ্রিয়ের বিনাশেও তাহার বিনাশ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ জাগ্রত অবস্থায় তাহাদের প্রবর্ত্তক হয়, স্বপ্নে তাহারা স্বকীয় কারণে বিলীন হয় এবং রাজ্যের কর্ত্তৃত্বরূপে পুনরায় অবস্থান করে। মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাই সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তির প্রসার হয়। বুদ্ধিরও পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যিনি আছেন, তিনি দেহী জীবাত্মা চিৎস্বরূপ দেহাদি হইতে বুদ্ধিপর্য্যন্ত (বিবিক্ত) চালকরূপে অনুভূত হইয়া নিঃশেষরূপে কামক্ষতির হেতু হয় ইতি, কঠোপনিষদও এইরকম পাঠ করেন—"ইন্দ্রিয়গুলি হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি শ্রেষ্ঠ, (ইহা নিশ্চয়রূপে জানিবে)। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও আত্মা পরমশ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ইন্দ্রিয়গুলি হইতে তাহাদের বিষয়গুলি তাহাদের আকর্ষণ-কার্য্যহেতু শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার মনের অধীন বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হইতেও মন শ্রেষ্ঠ, কারণ—বিষয়-ভোগের নিশ্চয়তাহেতু। সংশয়াত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা, বুদ্ধি ভোগ ও উপকরণাদির হেতু বলিয়া বুদ্ধি অপেক্ষা ভোক্তা আত্মা অর্থাৎ জীব শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মা মহান্, দেহ-ইন্দ্রিয় ও অন্তঃরকণের প্রভু ; ইহার কিন্তু দৈহিককর্ম্ম পূর্ব্বের অভ্যাসবশে চক্রভ্রমিন্যায়ানুসারে হইবে ॥ ৪২ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি বলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম-প্রবণতার দ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিতে পারিলে, কামের জয় হইবে ; ইহা মুদ্রিত যন্ত্রাম্বুন্যায়ে সম্ভব হইলেও,

দৈহিক কর্ম্মকালে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রসারিত হইবে, তখন পুনরায় মুক্ত-যন্ত্রাম্বু-ন্যায়ানুসারে কাম পুনঃ উজ্জীবিত হইবে, তদুত্তরে দেখাইতেছেন যে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"ইতি অর্থাৎ পরতত্ত্ব আত্মানুভবের দ্বারা কাম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

এস্থলে শ্রীভগবান্ দুইটী শ্লোকে সেই পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই পাঞ্চভৌতিক দেহাপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম, তাহার পরিচালক এবং তদ্বিনাশেও বিনাশবিহীন, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, কারণ জাগরণ কালে মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে, এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলেও মন স্বপ্নদ্রষ্টারূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মনের অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। কারণ—নিশ্চয়াত্মকা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তির প্রসরণ হেতু, এবং বুদ্ধি বিজ্ঞানরূপা। এই বুদ্ধির অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা চিৎস্বরূপ।

যদি কেহ সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় হরিভজন করিতে করিতে এই আত্ম-স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে আর জড় দেহ, মন ও বুদ্ধির সহিত অভিন্ন মনে করেন না। বরং ঐ সকল দ্বারা হরিভজন করিতে থাকেন। তখন দৈহিক ক্রিয়াগুলি অভ্যাসবশতঃ হইয়া থাকে।

যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব।
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরং (জীবাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (নিজদ্বারা)

আত্মানং (নিজকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্ম-যোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়স্থান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে জানিয়া নিজের দ্বারা নিজকে নিশ্চল পূর্ব্বক কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি ব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগ-নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ-ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়া আপনাকে আত্মশক্তি-দ্বারা নিশ্চল করত চিৎতত্ত্বের বিরুদ্ধ এই অবিদ্যারূপ দুর্জ্জয় কামকে ক্রম-মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব্বাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের মনে এই সংশয় হইল যে, যদি কর্ম্ম উপায়মাত্র হইয়া উপেয়স্বরূপ আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি উৎপাদন করে, তবে একেবারেই সেই বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল। এই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড়দেহ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা, যুক্ত-কর্ম্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি-সাধকতা, স্বধর্ম্মাকারতা, অকর্ম্ম-বিকর্ম্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত-কামজয়ের একমাত্র উপায়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক, ভগবদর্পিত-রূপে কর্ম্মযোগেরই সাধন কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হইল। অপক্কাবস্থায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও শমদমাদির পৃথক্ চেষ্টার নিষ্ফলতার বিচারও হইয়াছে।

ইতি—তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—এবমিতি। এবং মদুপদেশবিধয়া বুদ্ধেশ্চ পরং দেহাদি-নিখিলজড়বর্গপ্রবর্ত্তকত্বাত্তদ্বিবিক্তং সুখচিদ্ঘনং জীবাত্মানং বুদ্ধ্বানুভূয়েত্যর্থঃ। আত্মনা ঈদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য তাদৃশ্যাত্মনি স্থিরং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি নাশয়; দুরাসদং দুর্দ্ধর্ষমপি। মহাবাহো ইতিপ্রাগ্বৎ ॥৪৩॥

নিষ্কামং কর্ম্ম মুখ্যং স্যাদ্‌গৌণং জ্ঞানন্তদুদ্ভবম্।
জীবাত্মদৃষ্টাবিত্যেষ তৃতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—'এবমিতি'। এইপ্রকার আমার উপদেশ অনুসারে বুদ্ধির পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেহাদিনিখিলজড়বর্গপ্রবর্ত্তকহেতু বিবিক্ত (শুদ্ধ) সুখস্বরূপ ও চিদ্‌ঘনস্বরূপ জীবাত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিয়াই (স্থির করিবে)। আত্মার দ্বারা ঈদৃশ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে মনকে নিশ্চল করিয়া, সেই আত্মাতে স্থির করিয়া, কামরূপ শত্রুকে নাশ কর। দুরাসদ অর্থাৎ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইলেও। হে মহাবাহো ইহা পূর্ব্বের ন্যায়॥ ৪৩॥

নিষ্কামকর্ম্মই মুখ্য হইবে, তাহা হইতে উদ্ভূত জ্ঞান গৌণ, জীবাত্মস্বরূপ ও দৃষ্টি ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইতি—তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীভগবদ্‌গীতোপনিষদ্‌ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—এবম্বিধ শ্রীভগবানের উপদেশানুসারে যিনি শুদ্ধভক্তের কৃপায় 'কৃষ্ণ-দাস্যময় আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তিনি স্ব-স্বরূপে কৃষ্ণদাস্য লাভকরতঃ অবিদ্যার আশ্রিত কামকে অনায়াসে জয় করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায়॥" (মধ্য ২২।১৪।১৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়া পিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে বড়ই জর্জ্জরিত করে, তাহারা কামক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে;—ইহাই জীবের রোগ। সংসারে উপর্য্যধঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও সাধুবৈদ্য লাভ করে, তবে তাঁহার উপদেশ মন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে।"

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শরণাগত ব্যক্তির প্রার্থনায়ও পাই,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

অর্থাৎ শরণাগত বলেন,—হে ভগবন্! কত না কত প্রকারে কামাদির দুষ্ট-আদেশ আমি প্রতিপালন করিয়াছি! তথাপি তাহাদের আমার প্রতি করুণা হইল না, বা আমারও লজ্জা বা উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে! আমি সম্প্রতি সদ্বুদ্ধি লাভকরতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অভয়চরণে শরণ লইলাম; তুমি এক্ষণে আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর॥৪৩॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

—:○•○:—

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) অহং (আমি) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ইমং অব্যয়ম্ যোগং (এই অব্যয় যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম)। বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি সূর্য্যকে পূর্ব্বে এই অব্যয়-যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম; সূর্য্য তাহাই মনুকে এবং মনুও তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—তুর্য্যে স্বাভিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং সৎকর্ম্মসু জ্ঞানযোগম্।
জ্ঞানস্যাপি প্রাগ্ যন্মাহাত্ম্যমুচ্চৈঃপ্রাখ্যদ্দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ॥

পূর্ব্বাধ্যায়াভ্যামুক্তং জ্ঞানযোগং কর্ম্মযোগঞ্চৈকফলত্বাদেকীকৃত্য তদ্বংশং কীর্ত্তয়ন্ স্তৌতি,—ইমমিতি। ইমং ত্বাং প্রত্যুক্তং যোগং পুরা ভক্তায় সর্ব্বক্ষত্রিয়ান্ববায় বীজায় বিবস্বতে সূর্য্যায়াহং প্রোক্তবান্। অব্যয়ং নিত্যং বেদার্থত্বান্নব্যেতি স্বফলাদিত্যব্যভিচারিফলত্বাচ্চ। স চ মচ্ছিষ্যো বিবস্বান্ স্বপুত্রায় মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ; স চ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াব্রবীৎ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—চতুর্থ অধ্যায়ে এই দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাবের কারণ, স্বীয়লীলার নিত্যত্ব, সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের মধ্যে

জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানেরও পূর্ব্বে যে মাহাত্ম্য তাহাই অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্ব্বের দুইটী অধ্যায়ের দ্বারা উক্ত জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ, এই উভয় যোগের ফল একরকম বলিয়া এই অধ্যায়ে উহা একত্র করিয়াই তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গিয়া প্রশংসা সহকারে বলিতেছেন—'ইমমিতি', এই তোমার প্রতি চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত জ্ঞানযোগ অতি পূর্ব্বে পরমভক্ত সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশের মূল ও বীজস্বরূপ বিবস্বান্ সূর্য্যকে আমি বলিয়াছি। এই যোগের বিনাশ নাই, ইহা নিত্য এবং বেদমূলকত্ব বলিয়া কখনও পরিবর্ত্তন হয় না, নিজের ফল হইতে এবং ইহা অব্যভিচারি ফলপ্রদ। সেই আমার শিষ্য সূর্য্য নিজতনয় বৈবস্বত মনুকে ইহা বলিয়াছিলেন, সেই মনু পুনঃ নিজপুত্র অর্থাৎ সূর্য্য বংশধর ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বের অধ্যায়-দ্বারা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ এক্ষণে উক্ত যোগদ্বয় যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত, তাহাই বলিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম তিনটী শ্লোকই ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

আজকাল অনেক আধুনিক কাল্পনিক মত প্রচারিত হইয়া জীবকুলকে বিপথগামী করিতেছে। যাহাতে অনাদি সৎ-পরম্পরা নাই, সেরূপ নবীন মত আপাতঃ শ্রুতিমধুর হইলেও, তাহা যে গ্রহণ করা উচিত নহে এবং সৎ-সম্প্রদায় আশ্রয় করিলেই যে সৎ-জ্ঞান পাওয়া যাইবে, তাহা সুধিগণের এস্থলে বিবেচ্য। কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে গেলেই, তদ্বিষয়ের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্বাদি বিষয়ক সমর্থন, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা ও প্রাচীন মহাজন-বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিলে, সেই বিষয়ে বুদ্ধিমান লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাক্যই স্বতঃ প্রমাণ; তাহা আর প্রমাণিত করিবার আবশ্যক হয় না, তথাপি শ্রীভগবান্ জীবের ভাবী মঙ্গলাশায়, পরম্পরা প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎকথিত জ্ঞানযোগ ও তদুপায়-ভূত কর্ম্মযোগ যে, তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ক্ষত্রিয় বংশের বীজস্বরূপ বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকে উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহার যাবতীয় সংশয় দূরীভূত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। সুতরাং ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে, অতএব ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি আরও

বলিলেন, এইযোগ অব্যয়, কারণ ইহা বেদমূলক ও নিশ্চিত মোক্ষপ্রদ ও অব্যভিচারী ফলপ্রদ। আমার শিষ্য সূর্য্য স্বীয়পুত্র বৈবস্বত মনুকে এই যোগ উপদেশ করেন। সেই মনু পুনরায় তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যেও ইহার ব্যতিরেক শিক্ষার কথা পাওয়া যায়,—

"মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক-পা'-য়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়-দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলকমালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্ব মতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥"

পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

"সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

অতএব অসৎ-সম্প্রদায়ের নবোদ্ভাবিত কাল্পনিক মত বহুলোকের দ্বারা আদৃত হইলেও তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সৎ-সম্প্রদায়ের পরম্পরা স্বীকার বা আশ্রয়করতঃ সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২॥

অন্বয়—এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তং (পরম্পরাগত) ইমং (এই

যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (জানিতেন)। পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (সুদীর্ঘকালবশে) নষ্টঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুতাপন! এই প্রকারে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। সুদীর্ঘকালবশে ইহলোকে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই প্রকার পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজষিসকল অবগত ছিলেন ; হে পরন্তপ ! সেই যোগ অনেক-কাল গত হওয়ায় ইহলোকে আপততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং বিবস্বন্তমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগং রাজর্ষয়ঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রভৃতিভিরুপদিষ্টং বিদুঃ। ইহলোকে, নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ স্বকীয়পিতৃপুরুষ ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াই জানিয়াছেন, এইলোকে ইহা নষ্ট, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়গত হইয়াছে ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ ইহা এতাবৎকাল জানিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে দ্বাপর যুগের অবসানে, সেই সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩) ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—(ত্বং—তুমি) মে (আমার) ভক্ত সখা চ অসি ; ইতি (ভক্ত ও সখা হও এই জন্য) অয়ং স এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অদ্য ময়া (অদ্য আমাকর্ত্তৃক) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যং (উত্তম রহস্য) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম কারণ ইহা উত্তম রহস্য ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই সনাতন যোগ আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম; যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা, অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত রহস্য হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—স এব তদানুপূর্ব্বিকবচনবাচ্যো যোগো ময়া ত্বৎসখেনাতিস্নিগ্ধেন তে তুভ্যং মৎসখায়েতি স্নিগ্ধায় প্রোক্তস্ত্বং মে ভক্তঃ প্রপন্নঃ সখা চাসীতি হেতোঃ ন ত্বন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ। তত্র হেতুঃ,—রহস্যমিতি। হি যস্মাদুত্তমং রহস্যমিতি গোপ্যমেতৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই আনুপূর্ব্বিক বচন ও বাচ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানযোগ অতিশয় স্নেহময় সখা বলিয়া আমি স্নিগ্ধ সখা তোমাকে বলিয়াছি। কারণ তুমি আমার শরণাগত ভক্ত এবং পরমসখা এই হেতু বলিয়াছি, অন্য কাহাকেও বলি নাই। তাহার কারণ—'রহস্যমিতি'। নিশ্চিত যেইহেতু উত্তম রহস্য অতএব ইহা গোপনীয় ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—যদিও এই যোগ আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পরম্পরা-ক্রমে এতদিন চলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে সেই সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন প্রায় হওয়ায়, আমি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া, তোমাকে বলিলাম। তুমি একদিকে যেমন আমার সখা, তেমনি তুমি আমার একান্ত অনুরক্ত, স্নিগ্ধ, শরণাগত ভক্ত। তোমাকেই আমি যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া, এই সুগোপ্য রহস্যময় গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলাম। ইহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত। (১।১।৮)

অর্থাৎ স্নিগ্ধস্বভাব অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—(অর্জ্জুন কহিলেন) ভবতঃ জন্ম (তোমার জন্ম) অপরম্ (ইদানীন্তন), বিবস্বতঃ জন্ম (সূর্য্যের জন্ম) পরম্ (পুরাতন), (তস্মাৎ —সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) (ইমং যোগং—এই যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে) এতৎ (ইহা) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াম্ (আমি জানিতে পারিব ?) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায় ? ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—বিবস্বান্ পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে,—একথা কি-প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ৪ ॥

শ্রীবলদেব—কৃষ্ণস্য সনাতনত্বে সার্ব্বজ্ঞে চ শঙ্কমানাননভিজ্ঞান্ নিরাকর্ত্তু-মর্জ্জুন উবাচ,—অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং পরং পরাচীনং তস্মাদাধুনিকস্ত্বং প্রাচীনায় বিবস্বতে যোগমুক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং প্রতীয়াম্। অয়মর্থঃ—ন খলু সর্ব্বেশ্বরত্বেন কৃষ্ণমর্জ্জুনো ন বেত্তি তস্য নরাখ্যতদবতারত্বেন তাদ্রূপ্যাৎ "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি-তদুক্তেশ্চ। কিন্তু দেবক্যাং জাতত্বেন মনুষ্যভাবেন চাভ্যুদিতাং তৎসনাতনত্বতৎসার্ব্বজ্ঞবিষয়ামজ্ঞশঙ্কামপাকর্ত্তুমপর-মিত্যাদি পৃচ্ছতি। সর্ব্বেশ্বরঃ স যথা স্ব-তত্ত্বং বেত্তি ন তথান্যঃ। ততস্তন্মুখাম্বু-জাদেব তদ্রূপতজ্জন্মাদি প্রকাশনীয়ং লোকমঙ্গলায়। তদর্থং স্বমহিমানং প্রবদন্ বিকত্থনতয়া স নাক্ষেপ্যঃ, কিন্তু স্তবনীয় এব কৃপালুতয়া। তচ্চ মনুষ্যাকৃতিপর-ব্রহ্মণস্তব রূপং জন্মাদি চ লোকবিলক্ষণং কিংবিধং কিমর্থকং কিংকালকমিতি বিজ্ঞস্যাপ্যজ্ঞবৎ প্রশ্নোঽয়মজ্ঞশঙ্কা-নিরাসক প্রতিবচনার্থঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতনত্ব (নিত্য বর্ত্তমানতা) ও সর্ব্বজ্ঞত্বের প্রতি সন্দেহশীল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারণা নিরাকরণ করিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন বলিতেছেন—'অপরমিতি'। অপর—অর্ব্বাচীন (আধুনিক) পর—পরাচীন (অতিপূর্ব্বে) সেইহেতু আধুনিক অর্থাৎ সম্প্রতি জন্ম-গ্রহণ-সম্পন্ন তুমি অতি প্রাচীন বিবস্বান্ সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব। ইহার এই অর্থ—এই নয় যে, অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে

সর্ব্বেশ্বররূপে পরিজ্ঞাত নহেন, কারণ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নরাখ্য-অবতার বলিয়া তদ্রূপই "পরব্রহ্ম ও পরম স্থান" ইত্যাদি তাঁহার উক্তি হইতেও। কিন্তু দেবকীর গর্ভে মনুষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-হেতু তাঁহার সনাতনত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-বিষয়ক অজ্ঞলোকের আশঙ্কা অপনোদন করিবার ইচ্ছায় 'অপর' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যিনি সর্ব্বেশ্বর তিনি যেমন নিজের তত্ত্ব বা স্বরূপ জানেন তেমন অন্য কেহ জানিতে পারে না। অতএব জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহার মুখপদ্ম (মুখকমল) হইতেই তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ ও জন্মাদির প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করা উচিত। এই হেতু নিজের মহিমাকে বিস্তৃতরূপে বলিতে বলিতে বিতর্কস্থলে ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু দয়াবশতঃ ইহা স্তুতির যোগ্যই। সেই মনুষ্যাকৃতি পরব্রহ্ম তোমার রূপ ও জন্মাদির সহিত জগতের লোকের সহিত বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্। কি প্রকার, কি জন্য ও কিরূপ কালের এই বিষয়ে বিজ্ঞ অর্জ্জুনেরও অজ্ঞ ব্যক্তির মত প্রশ্ন, ইহা অজ্ঞের আশঙ্কা নিরাসের জন্য এই প্রতিবচনের অর্থ ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন শ্রীভগবানের মুখে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া, এই প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম-সাময়িক, ইদানীন্তনকালে কিছুদিন পূর্ব্বে, বসুদেব-গৃহে মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর সূর্য্যদেব সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে আবির্ভূত আছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যদেবকে উপদেশ দান, কি প্রকারে বিশ্বাস্য হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের অবতারণা-দ্বারা, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব জানিতেন না, ইহা বুঝিতে হইবে না। কারণ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নরাখ্য-অবতার, উভয়ে একসঙ্গে লীলাকারী। সুতরাং 'পরব্রহ্ম তত্ত্ব' অর্জ্জুনের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর গর্ভে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ জানিয়া, তাঁহার সনাতনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সন্দেহযুক্ত, অর্জ্জুন সেই সকল অজ্ঞের সংশয় দূরীকরণ মানসে এই প্রশ্ন করিলেন। সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তত্ত্ব স্বয়ং যেরূপ পরিজ্ঞাত, তাহা অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে তদীয় স্বরূপ ও জন্মাদিতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, জীবের অশেষ কল্যাণ হইবে ; এইজন্য পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ নিজমুখে নিজের মহিমা বর্ণন করিলে, তাহাতে কাহারও বিতর্কের কিছু নাই পরন্তু তাঁহার কৃপার কথা স্মরণ করিয়া, স্তব করাই উচিত। বিজ্ঞ অর্জ্জুনের অজ্ঞের ন্যায় এই প্রশ্ন, কেবল ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকের আশঙ্কা নিরসনপূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান প্রদানার্থ জীব-হিতৈষণামুলক ও পরম মঙ্গলময় কার্য্য ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) পরন্তপ অর্জ্জুন! (হে শক্রতাপন অর্জ্জুন)! মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহূনি জন্মানি (অনেক জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে), অহং (আমি) তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল) বেদ (জানি), ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শক্রতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সে সকল অবগত আছি কিন্তু তুমি তাহা জান না ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি ; আর তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখনই জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য তখনই আমার সহিত জন্ম লাভ কর। কিন্তু আমি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—এক এবাহং "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তানি নিত্যসিদ্ধানি বহূনি রূপানি বৈদূর্য্যবদাত্মনি দধানঃ পুরা রূপান্তরেণ তং প্রত্যুপদিষ্টবান্ ইতি ভাবেনাহ ভগবান্,—বহূনীতি। তব চেতি মৎসখত্বাত্তা-বন্তি জন্মানি তবাপ্যভূবন্নিত্যর্থঃ। ন ত্বং বেত্থেতি। ইদানীং ময়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বলীলা-সিদ্ধয়ে ত্বজ্ জ্ঞানাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ। এতেন সার্ব্বজ্ঞ্যং স্বস্য দর্শিতম্। অত্র ভগবজ্জন্মনাং বাস্তবত্বং বোধ্যং ;—বহূনীত্যাদি শ্রীমুখোক্তেস্তব চেতি দৃষ্টান্তাচ্চ। ন চ জন্মাখ্যো বিকারস্তস্যাগ্রিমব্যাখ্যয়া প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—একমাত্র আমিই "এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন" ইত্যাদি শ্রুতিসম্মত নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিজেতে ধৃত, ইহা পূর্ব্বে রূপান্তরের দ্বারা তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—এই প্রকারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'বহূনীতি'। তোমারও এইরূপ আমার সখা হিসাবে ততবার জন্ম-আদি হইয়াছে ইহাই অর্থ ; কিন্তু ইহা তুমি জান না। কারণ,

এক্ষণে আমার অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারাই নিজলীলা-সিদ্ধির জন্য তোমার সেই (পূর্ব্বের) জ্ঞানকে আচ্ছাদন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা নিজের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রদর্শন করা হইল। এখানে ভগবানের জন্মকর্ম্মাদির বাস্তবত্বই বুঝিতে হইবে। বহু ইত্যাদি আমার শ্রীমুখ হইতে কথিত এবং তোমারও দৃষ্টান্ত-অনুসারে কিন্তু ইহাতে জন্মাদি-জন্য আমার বিকার বা বিকৃতি নাই। কারণ ইহা অগ্রিম ব্যাখ্যার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া, প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বহুরূপ আছে। উহা বৈদূর্য্যমণির ন্যায় তাঁহাতেই অবস্থান করে। তুমি যে আমার সখা, তুমিও নিত্যসিদ্ধ বলিয়া, আমার সহিত সব অবতারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, কিন্তু সেই বিষয়ে তোমার জ্ঞানকে, আমার অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াই, নিজ লীলা সিদ্ধি করিয়া থাকি। আমি পরমেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সব অবগত থাকি। এস্থলে শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের জন্মাদি যে বাস্তব, তাহা তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য হইতেই জানা যায়। সুতরাং মায়িক জীবের ন্যায় শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের জন্মাদি-বিকার বিচার করিতে হইবে না।

শ্রীভগবদবতার প্রকট ও অপ্রকট-লীলাময় মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥" (আদি ৩।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এইমত-সবলীলা-যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার ॥" (মধ্য ২০।৩৮০-৮১)

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্" (গোঃ তাঃ পূঃ ২০-২১) ; "স একধা ভবতি ত্রিধা" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীগর্গমুনির বাক্যে পাওয়া যায়,—

"বহূনি সন্তি নামানি রূপানি চ সুতস্য তে।
গুণ-কর্ম্মানুরূপানি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥" (১০।৮।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকেও বলিয়াছেন,—

"জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।" (ভাঃ ১০।৫১।৩৬) ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়—(অহং—আমি) অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) ভূতানাং (ভূতগণের) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ প্রকৃতিং (নিজ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (স্বীকার পূর্ব্বক) আত্মমায়য়া (যোগমায়ার আশ্রয়ে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হই) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার পূর্ব্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও তোমরা সকলেই এবং আমি পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ ; স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে না ; জীবের কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। আমার বিশুদ্ধ চিচ্ছরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা জীবের ন্যায় আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্য স্বরূপ, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল,—প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত ; অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তি-দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ-জ্ঞান-দ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক

বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়-জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎ-স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন ; স্বতরাং সে-স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে-সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি ? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার 'প্রকৃতি' বটে, কিন্তু আমার 'স্বীয়-প্রকৃতি' বলিলে চিচ্ছক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি—এক, কিন্তু তাহা—আমার নিকট চিৎশক্তি, এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি, এইরূপ নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—লোকবিলক্ষণতয়া স্বরূপং স্বজন্ম চ বদন্ সনাতনত্বং স্বস্যাহ,—অজোহপীতি। অত্র স্বরূপস্বভাবপর্য্যায়ঃ 'প্রকৃতি' শব্দঃ, স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি। সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে ; "স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যমরঃ, স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি। এতমর্থং বিবরিতুং বিশিনষ্টি,—অজোহ-পীত্যাদিনা। 'অপি' অবধারণে। অপূর্ব্বদেহযোগো জন্ম, তদ্রহিত এব সন্। অব্যয়াত্মাপি সন্ অব্যয়ঃ পরিণামশূন্য আত্মা বুদ্ধ্যাদির্যস্য তাদৃশ এব সন্। 'আত্মা পুংসি' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ স্বেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্ ইত্যর্থঃ। অজত্বাদিগুণকং যদ্বিভুজ্ঞানসুখঘনং রূপং তেনৈবাবতরা-মীতি স্বরূপেণৈব সংভবামীত্যস্য বিবরণং তাদৃশস্য স্বরূপস্য রবেরিবাভিব্যক্তি-মাত্রমেব জন্মেতি তৎস্বরূপস্য তজ্জন্মনশ্চ লোকবিলক্ষণত্বং তেন সনাতনত্বঞ্চ ব্যক্তম্ ; কর্ম্মতন্ত্রত্বং নিরস্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি। স্মৃতিশ্চ,—"প্রত্যক্ষং চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন" ইত্যাদ্যা। অতএব সূতিকাগৃহে দিব্যায়ুধভূষণস্য দিব্যরূপস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য তস্য বীক্ষণং স্মর্য্যতে। প্রয়োজনমাহ ;—আত্মমায়য়েতি—ভজজ্জীবানুকম্পয়া হেতুনা তদুদ্ধারায়েত্যর্থঃ ; —"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ"ইতি বিশ্বঃ ; আত্মমায়য়া স্বসার্ব্বজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পেনেতি কেচিৎ ; "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ"ইতি নির্ঘণ্টকোষাৎ। লোকঃ খলু রাজাদিঃ পূর্ব্বদেহাদীনি বিহায়াপূর্ব্বদেহাদীনি ভজন্নিরনুসন্ধিরজ্ঞো জন্মী ভবতীতি তদ্বৈ-লক্ষণ্যং হরের্জন্মিনঃ প্রস্ফুটম্। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্নিত্যনেন লব্ধসিদ্ধয়ো যোগিপ্রভৃতয়োহপি ব্যাবৃত্তাঃ। সুখচিদ্ঘনো হরির্দেহদেহিভেদেন গুণগুণি-ভেদেন চ শূন্যোহপি বিশেষবলাত্তত্তদ্ভাবেন বিদুষাং প্রতীতিরাসীদিতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—সাধারণ লোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জন্মাদির

বিলক্ষণের কথা বলিবার ইচ্ছায় নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সনাতনত্ব বলিতেছেন—'অজোঽপীতি', এখানে স্বরূপ ও স্বাভাবিক পর্য্যায় বোধক "প্রকৃতি" শব্দ ; স্বীয় প্রকৃতিকে স্বীয় স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমি সম্ভব হই অর্থাৎ যুগে যুগে আবির্ভূত হই। সংসিদ্ধি ও প্রকৃতি এই দুইটাই "স্বরূপ ও স্বভাব" ইহা অমর কোষে বলা আছে। স্বরূপেই আমি আবির্ভূত হই। এই অর্থই বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াই বলা হইতেছে—'অজোঽপীত্যাদিনা'। অপি শব্দের অর্থ অবধারণ, জন্ম শব্দের অর্থ অপূর্ব্বদেহের সহিত সংযোগ। তাহা শূন্য হইয়াই। অব্যয় আত্মা হইয়াও অব্যয়—পরিণাম-শূন্য আত্মা—বুদ্ধি প্রভৃতি যাহার সেই রকম হইয়াও, "আত্মা পুরুষেতে" ইত্যাদি উক্তি হেতু। প্রাণিমাত্রেরই আমি ঈশ্বর (প্রভু) হইয়াই, আমি ভিন্ন অন্যান্য জীবগণের নিয়ন্তা হইয়াই—এই অর্থ। অজত্বাদি গুণসম্পন্ন যেই বিভু-জ্ঞান-সুখ-ঘন স্বরূপ আমি তাহার সহিতই আবির্ভূত হই, ইহা স্বরূপেই আবির্ভাব। ইহার বিবরণ (সম্পর্কে বলা হইতেছে) সেই রকম অর্থাৎ তাদৃশ স্বরূপ তাঁহার সূর্য্যের মত অভিব্যক্তিমাত্রই জন্ম, ইহা তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার জন্মের লোক-বিলক্ষণত্ব। ইহার দ্বারা তাঁহার সনাতনত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে ; কর্ম্মতন্ত্রতা নিরস্ত করা হইল। শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন—"অজায়মান (অজাত হইয়াও) বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা। স্মৃতিও আছে,— "হরি প্রত্যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও কখনও তাঁহার বিকার হয় না, ইত্যাদির দ্বারা। অতএব (দেবকীর) সূতিকাগৃহে দিব্যায়ুধের দ্বারা ভূষিত, দিব্যরূপ ও ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষরূপে নিরীক্ষণের কথা এখানে স্মরণ করা হইতেছে। প্রয়োজন-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হইতেছে—আত্মমায়ার দ্বারা ইতি। ভজনশীল জীবের প্রতি অনুকম্পা-হেতু তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য ইহাই অর্থ।—"মায়া দম্ভে এবং কৃপায়", ইতি বিশ্বকোষ। আত্মমায়ার দ্বারা—নিজের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা"—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। "মায়া বয়ুন এবং জ্ঞান" ইহা নির্ঘণ্টকোষ হইতে জানা যায়। (এই জগতের) লোক যেমন রাজাদিপূর্ব্বদেহগুলি ত্যাগ করিয়া অপূর্ব্বদেহগুলিকে ভজনা করিতে করিতে নিরনুসন্ধিসম্পন্ন-অজ্ঞ জন্ম স্বীকার করে ; এখানে শ্রীহরির জন্ম তাহার বিপরীত, ইহাই পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে। ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও, ইহার দ্বারা সিদ্ধিলাভসম্পন্ন-যোগিঋষিপ্রভৃতিগণও ব্যাবৃত্ত হইল। সুখ ও

চিদ্‌ঘনস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি দেহদেহিভেদ এবং গুণ ও গুণী ভেদ হইতে শূন্য হইয়াও বিশেষ বলানুসারে এবং তত্তৎভাবের সহিত বিদ্বানদের প্রতীতির বিষয় ছিলেন।॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন ৪র্থ শ্লোকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে-সকল সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণের জন্য যে প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ উত্তর ৫ম শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রদান পূর্ব্বক বর্ত্তমান শ্লোক বলিতেছেন। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্য সিদ্ধ বহুবিধ রূপের কথা বর্ণনা পূর্ব্বক এবং স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্বের বিষয় অবগত করাইয়া, বর্ত্তমানে সেই সকল নিত্য সিদ্ধ রূপসমূহ কি ভাবে ভূতলে অবতরণ করেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ ও জন্মাদি সাধারণ লোকদিগের জন্মাদি হইতে বিলক্ষণ। প্রথমতঃ তিনি সনাতন পুরুষ। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া জন্মমরণশীল হয়। শ্রীভগবান্ অজ, তিনি স্বীয়-প্রকৃতি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই ভূতলে অবতীর্ণ হন। এস্থলে শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি" শ্রীরামানুজ আচার্য্যও বলিয়াছেন,—"প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ" কৈবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন,—"প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং ; মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি, নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ"। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ। স্ব-স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সন্ সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবৎ ব্যবহরামীতি"।

জীবের জন্ম—কর্ম্মফলানুযায়ী অপূর্ব্ব দেহ সংযোগবশতঃই হয়। আর শ্রীভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় চিচ্ছক্তি আত্মমায়া অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার নিত্য শরীর এই জগতে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভজনশীল ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন। তাঁহার নিত্য চিন্ময় স্বরূপকে স্বীয় অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তি বলেই প্রকট করান। ইহাতে মানব-যুক্তি কার্য্যকরী নহে, তাঁহার কৃপাই একমাত্র উপায়। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয়কে যেমন তাহার জন্ম বলা যায় না, সেইরূপ নিত্য বস্তু শ্রীভগবানের কোন কালে বা দেশে আবির্ভাবকে জন্ম বলা যায় না। শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম

সকলই সনাতন। তিনি যে স্ব-স্বরূপেই আবির্ভূত হন, তাহার প্রমান সূতিকাগৃহে দিব্য আয়ুধাদিভূষিত ও দিব্যরূপবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্য পুরুষের প্রকাশ লীলা।

তিনি ভূতগণের ঈশ্বর ও অব্যয় পুরুষ হইয়াই এইরূপে আবির্ভূত হন। ইহা কোন যোগসিদ্ধ পুরুষের যোগবিভূতির সদৃশ নহে। কারণ শ্রীহরির দেহ-দেহি ও গুণ এবং গুণী ভেদ নাই। সৌভরি ঋষি প্রভৃতির যোগ-বিভূতিতে প্রকাশিত কায়ব্যূহ কিন্তু দেহ-দেহী ভেদযুক্ত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"সৌভর্য্যাদিপ্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হইলে নারদের বিস্ময় না হয়॥" (মধ্য ২০।১৬৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণ লীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি-দিনে হয়, ষষ্ঠিদণ্ড-পরিমাণ।
তিন-সহস্র ছয় শত 'পল' তার মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।
সেই এক'দণ্ড', অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥
এক-দুই-তিন-চারি-প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে—কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

*   *   *

অলাতচক্রপায় সেই লীলাচক্র ফিরে।

সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥

*   *   *

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥

(মধ্য ২০।৩৮২-৩৯৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ," (৩।২।১৫)

বৃহদ্বৈষ্ণবেও পাওয়া যায়,—

"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্য মূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।

নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥"

পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

"পশ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্।"

"ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্।

সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্‌ঘনং শাশ্বতং শিবম্ ॥"

সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।

নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।

ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ ॥"

বাসুদেব উপনিষদে—

"যদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।

স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥"

বাসুদেবাধ্যাত্মে—

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানাম্ অনামাঽসৌ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃত্বাদ্ রূপস্থাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্তৃতা।
অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃপুরাণং তং পুরাবিদঃ॥"

নারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে॥"

লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ

"অস্যাদি-শূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা।
স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ॥"
"অজো জন্মবিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ।"
"নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ "ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ।
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ॥
অনাদিমেব জন্মাদি-লীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥
স্ব-লীলা-কীৰ্ত্তিবিস্তরাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদি-লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ॥

তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যাত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তৎভবেদানুষঙ্গিকম্ ॥
চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরণ্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজ প্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥
ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রেন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ॥"

(৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ এবং ৪২১ ও ৪২৪)

তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন, সেইরূপ তাঁহার জন্মাদি লীলাও অনাদি। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমেই কেবল প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ জন্মাদি লীলা প্রকটিত হয়। তিনি অজ অর্থাৎ জন্ম বিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন। এস্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, একজনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা কিরূপে সম্ভব ? এই আশঙ্কা নিরসন পূর্ব্বক বলিতেছেন, শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপগুণ বিভূতিশীল বৈকুণ্ঠ বস্তু। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায়, তাঁহাদের অজত্ব এবং প্রাকৃত ধাতু-সম্বন্ধ অর্থাৎ শুক্র-শোণিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে আবির্ভাব হেতু তাঁহাদের জন্মিত্ব—ইহা যুগপৎ সিদ্ধ। অগ্নি যেমন সেই সেই স্থানে তেজোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি বা কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ তাঁহার জন্মাদিলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলাকীর্ত্তি-বিস্তারার্থ সাধক ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তাঁহার জন্মাদি-লীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ দেখা যায়। বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর দানবগণ কর্ত্তৃক বসুদেবাদি প্রিয়তম ভক্তগণ পীড্যমান হইলে, তাঁহাদের প্রতি করুণাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য-কারণ। পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের যে স্তুতি, উহা তাঁহার আবির্ভাবের

গৌণ-কারণ। যদি তাঁহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপিও কোন কোন প্রেমভক্তিবিবশ ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম বৃন্দাবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। অতএব সেই শ্রীভগবানই স্বীয় প্রকাশ-শক্তি দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রকাশমান হইয়া নয়নের গোচরীভূত হন। কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।॥ ৬॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) অধর্ম্মস্য চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানম্ (বৃদ্ধি) ভবতি (হয়) তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানম্ (আমাকে) সৃজামি (সৃজন করি)॥ ৭॥

অনুবাদ—হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে প্রকট করি॥ ৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি—ইচ্ছাময়; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্ব্বাহক বিধিসকল—অনাদি; কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয়; আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত জগতেই (রাজ্যেই) আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদয় হই; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের জগতে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষ যতটুকু ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি তাহাদের

ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব 'যুগাবতার' ও 'অংশাবতার' প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত 'আকস্মিকী' বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—অথ সম্ভবকালমাহ,—যদেতি। ধর্ম্মস্য বেদোক্তস্য গ্লানি-র্বিনাশঃ অধর্ম্মস্য তদ্বিরুদ্ধস্যাভ্যুত্থানমভ্যুদয়ঃ তদাহমাত্মানং সৃজামি প্রকটয়ামি, ন তু নির্ম্মমে,—তস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাদিতি নাস্তি মৎসম্ভবকালনিয়মঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবানের আবির্ভাব-(উৎপত্তি) কাল বলা হইতেছে,— 'যদেতি', বেদোক্ত ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ বিনাশ; যখন বেদবিরুদ্ধ—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—অভ্যুদয় হয়, তখন আমি নিজকে সৃজন করি অর্থাৎ লোকসমক্ষে প্রকট করি, কিন্তু আমি নির্ম্মিত বা সৃষ্ট নহি, তাহার পূর্ব্বসিদ্ধত্বহেতু অতএব আমার উৎপত্তি বা আবির্ভাবের কোন কাল নিয়ম নাই ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার আবির্ভাব-কালের বিষয় বলিতেছেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মানবগণ বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদবিরুদ্ধ বিবিধ অসদনুষ্ঠানের দ্বারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাভ করিতে থাকে; ক্রমপন্থায় নিঃশ্রেয়স-সাধক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিহিত সদাচারাদি পালনই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আর সেই আচার-বিভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হওয়াই অধর্ম্ম। —এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালেই শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— "ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ" (১১।১৯।২৭)

জীবের ন্যায় তাঁহার দেহ ও দেহী ভেদ নাই, সুতরাং কর্ম্মফলে অপূর্ব্ব-দেহসংযোগরূপ জন্ম তাঁহার হয় না। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপাভিন্ন দেহকেই তিনি সৃজন অর্থাৎ মায়িক জগতে স্বেচ্ছায় প্রকট করেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥"

(৯।২৪।৫৬) ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়—সাধূনাং (মদেকান্ত ভক্তদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাম্ (দুষ্টগণের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ) যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতি যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি প্রতি যুগে আবির্ভূত হই ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত, তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ (অবতার) করত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব 'যুগাবতার' হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'—এই কথা-দ্বারা 'কলিকালেও যে আমার অবতার হয়' ইহা স্বীকার করিবে। কলি-কালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি-দ্বারা পরম দুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন; তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায় সেই অবতার সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরমভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার-কর্ত্তৃক দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতিবিনাশ ব্যতীত অসুর-বিনাশ-কার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—নম্নু তদ্ভক্তা রাজর্ষয়োঽপি ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মাভ্যুত্থানং চাপনেতুং **প্রভবন্তি** তাবতেঽর্থায় কিং সম্ভবসীতি চেদস্তি মদন্যদুষ্করং কার্য্যং তদর্থং

সম্ভবামীতি আহ,—পরীতি। সাধূনাং মদ্রূপগুণনিরতানাং মৎসাক্ষাৎকার-মাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদ্বৈয়াগ্ররূপাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাণায়াতি-মনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ। তথা দুষ্কৃতাং দুষ্টকর্ম্মকারিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং দশগ্রীব-কংসাদীনাং তাদৃগ্‌ভক্তদ্রোহিণাং বিনাশায় ধর্ম্মস্য মদেকার্চ্চনধ্যানাদি-লক্ষণস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য বৈদিকস্যাপি মদিতরৈঃ প্রচারয়িতুমশক্যস্য সংস্থা-পনার্থায় সংপ্রচারায়েত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্য কারণমিতি। যুগে যুগে তত্তৎ-সময়ে, ন চ দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং, তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—তোমার ভক্ত রাজর্ষি প্রভৃতিও ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকে অপনোদন করিতে সক্ষম, অতএব কি প্রয়োজনে তোমার জন্মগ্রহণ অর্থাৎ আবির্ভাব হয়? ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—আমি ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে যাহা দুষ্কর কার্য্য, তজ্জন্যই আমি জন্ম স্বীকার করি—ইহাই বলা হইতেছে—'পরীতি'। আমার রূপ ও গুণের প্রতি আসক্ত, এবং আমার সাক্ষাৎকারের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং আমাকে না পাইলে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত সাধুদের, অতিশয় মনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারের দ্বারা সেই ব্যগ্রতারূপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃত অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মকারি-গণের আমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক অবধ্য দশানন, কংস প্রভৃতি তাদৃশ ভক্তদ্রোহী দুর্জ্জনদিগের বিনাশের জন্য, ধর্ম্মের অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিক অর্চ্চন ও ধ্যানাদি লক্ষণ শুদ্ধভক্তিযোগরূপ বৈদিক ধর্ম্মের আমি ভিন্ন অন্য লোক যাহা প্রচার করিতে অক্ষম, তাহা সংস্থাপনের জন্য অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে প্রচারের জন্য,—এই তিনটিই আমার আবির্ভাবের কারণ। যুগে যুগে ও সেই সেই সময়ে দুষ্টের বধের জন্য ভগবান্ শ্রীহরিতে বৈষম্য নাই। তাহাতে কিন্তু দুষ্টদিগের বধে মোক্ষানন্দলাভ হয় বলিয়া, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহই করা হয়,—এই পরিণামবশতঃ ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—এস্থলে কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তোমার ভক্ত রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও তো বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গ্লানি ও তদ্বিরুদ্ধ অধর্ম্মের অপনোদন করিতে সমর্থ, তবে সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে তোমার অবতারের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, অন্যের অসাধ্য তিনটি কারণেই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হন।

(১) সাধুদিগের পরিত্রাণ অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্ত যাঁহারা মদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, তাঁহাদিগকে আমার সাক্ষাৎকার প্রদানের দ্বারা তাঁহাদের বিরহ-বেদনা দূর করা।

(২) দুষ্কৃত বিনাশ—অর্থাৎ মদীয় ভক্তগণের-দ্রোহী অন্যের অবধ্য, রাবণ ও কংসাদির বিনাশ।

(৩) ধর্ম্ম সংস্থাপন—অর্থাৎ আমার ঐকান্তিক অর্চ্চন-ধ্যানাদি লক্ষণ-যুক্ত শুদ্ধভক্তিযোগরূপ-পরমধর্ম্ম, যাহা আমি ভিন্ন অন্যে প্রবর্ত্তন করিতে অসমর্থ, তাহা সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হই।

আজকাল অবতার সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা মানবমেধাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মানবগণের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে একটু শক্তিশালী হইয়া উঠিলে, কিম্বা কাহারও একটি প্রবল দল গঠিত হইলে, অথবা কেহ বহির্ম্মুখ জীবের আপাতঃ মনোরম বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন-সরবরাহকারী হইতে পারিলে, কেহ বা ধর্ম্মের নামে একটি গোজামিল দিতে পারিলে এবং শাস্ত্রাদি হইতে তত্ত্বাদি-বিচারের ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিয়া সকলের মনোধর্ম্মের সমর্থন জানাইতে পারিলে, তাহাকে বা তাহাদিগকে অবতার (?) বলিয়া অনেকেই শ্রদ্ধা করিতে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে শাস্ত্রে যাঁহাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, বিকার-গ্রস্ত মায়াবদ্ধ-জীবকেই 'অবতার' সাজাইয়া পূজা প্রচার করিতে থাকে। প্রকৃত মহাজনগণের কথায় ইহারা বধিরতা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অবতার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি"

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও বলিয়াছেন,—

"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ।"

'অবতার'-শব্দ উচ্চারণমাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রপঞ্চের অর্থাৎ জগতের অতীত প্রদেশ হইতে এই জগতে অবতরণ যিনি করেন, তাঁহাকেই 'অবতার' বলা চলে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম॥"

(মধ্য ২০ পঃ)

অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার থাকিলেও, তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) পুরুষাবতার (২) গুণাবতার (৩) লীলাবতার (৪) মন্বন্তরাবতার (৫) যুগাবতার (৬) শক্ত্যাবেশাবতার।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)

এই ষড়বিধ অবতারের মধ্যে 'যুগাবতার' বিষয়টী অতিশয় বিকৃত করিয়া কেহ কেহ দুরভিসন্ধিমূলে যাকে, তাকে যুগাবতার সাজাইয়া মানুষকে অত্যন্ত বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছে।

'যুগাবতার' কথাটী বিচার করিতে গেলে প্রথমেই 'যুগ' কাহাকে বলে, তাহার বিচার করা দরকার। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।" (১১।৫।২০)

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ। ঐ চারিযুগে কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট, কিরূপ নাম এবং কিরূপ বেশাদি লইয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন তাহাও বিস্তারিত রূপে ঐ নবযোগেন্দ্রসংবাদে বিদেহরাজ নিমির, প্রশ্নানুসারে শ্রীকরভাজন ঋষির উত্তরে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত ১১।৫।১৯-৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আরও একটি বিষয় লক্ষিতব্য এই যে, পরমকৃপালু শ্রীভগবানের অসুর-বিনাশে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায় কিনা? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

'অজস্য জন্মোৎপথনাশায়' (৩।১।৪৪) অর্থাৎ জন্মরহিত শ্রীভগবান্ দুর্বৃত্তগণের বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল-চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"সন্মার্গচ্ছেদক অসুরগণের বিনাশের দ্বারা, স্বকর্তৃক বিনাশের দ্বারা তাহাদের মোক্ষদানের জন্য"।

শ্রীধর স্বামিপাদও গীতার এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "শিশুপুত্রের লালন, ও তাড়নে যেরূপ মাতার নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অসুর-বধেও নির্দ্দয়তা হয় না।" পরন্তু অসুরগণকে নিজ হস্তে বধ করিয়া, তাহাদের বিবিধ দুষ্কৃত-ফল-নরকনিপাত এবং সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া, মুক্তি দিয়া থাকেন, এস্থলে এইরূপ নিগ্রহ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহেরই পরিচায়ক।

গীতার বর্ত্তমান শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় পাই,—

"ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে॥
সাধুজন রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ কারণে
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু কুলধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ২১৯-২১) ॥৮॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই-রূপ) দিব্যম্ (অলৌকিক) জন্মকর্ম্ম চ (জন্ম এবং কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) দেহম্ (দেহকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (পান না) (কিন্তু) মাম্ এব (আমাকেই) এতি (পাইয়া থাকেন)॥ ৯॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ দিব্য জন্ম এবং কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ-অন্তে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না। অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন॥ ৯॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অচিন্ত্যচিচ্ছক্তি-দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি

স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি জড়-দেহ ত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি-প্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশবিশেষে আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত দেহকে 'অনিত্য' ও 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যা-বশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত-দ্বারা কর্ম্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল জ্ঞান উদিত হয় না ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—বহুলায়াসৈঃ সাধনসহস্রৈরপি দুর্লভো মোক্ষো মজ্জন্মচরিত-শ্রবণেন মদেকান্তিপথানুবর্ত্তিনাং সুলভোঽস্তিত্যেতদর্থঞ্চ সম্ভবামীত্যাশয়া ভগবানাহ,—জন্মেতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্য সত্যেচ্ছস্য বৈদূর্য্যবন্নিত্যসিদ্ধনৃসিংহ-রঘুনাথাদি-বহুরূপস্য তত্র তত্রোক্তলক্ষণং জন্ম তথা কর্ম্ম চ তত্তদ্ভক্তসম্বন্ধং চরিতং তদুভয়ং দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং ভবতীত্যেবমেবৈতদিতি যস্তত্ত্বতো বেত্তি যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি—শ্রুত্যা দিব্যমিতি মদুক্ত্যা চ দৃঢ়শ্রদ্ধো যুক্তিনিরপেক্ষঃ সন্, হে অর্জ্জুন! স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ প্রাপঞ্চিকং জন্ম নৈতি, কিন্তু মামেব তত্তৎকর্ম্মমনোজ্ঞমেতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ; যদ্বা, মোচকত্ব-লিঙ্গেন "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেশ্চ মে জন্মকর্ম্মণী তত্ত্বতো ব্রহ্মত্বেন যো বেত্তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইতরথা "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি—শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। সমানমন্যৎ। জন্মাদিনিত্যতায়াং যুক্তয়স্ত্বন্যত্র বিস্তৃতা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহুকষ্টসাধ্য সহস্রসাধনের দ্বারাও যেই মোক্ষপ্রাপ্তি দুর্লভ, তাহা আমার একমাত্র জন্মচরিত শ্রবণের দ্বারা আমার ঐকান্তিক পথানু-বর্ত্তিব্যক্তিগণের অতিশয় সুলভ হউক, এই হেতু এবং এই প্রয়োজনেই আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। এই আকাঙ্ক্ষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'জন্মেতি'। সর্ব্বেশ্বর ও সত্যসংকল্প আমি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নিত্যসিদ্ধ নৃসিংহ-রঘুনাথাদি বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সেই লক্ষণযুক্ত জন্ম ও তত্তৎকর্ম্ম এবং সেই সেই ভক্তসম্বন্ধীয় চরিত্র এই উভয়বিধই দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও নিত্যরূপেই হয়। ইহা এই রকমই, যাহা প্রকৃত তত্ত্বরূপে জানা যায়। যাহা গত হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে। "একমাত্র দেবতা,

নিত্যলীলায় অনুরক্ত, ভক্তকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তরাত্মারূপে অবস্থান করেন", এই শ্রুতির দ্বারা দিব্য ইহা, আমার উক্তিরদ্বারা আমার প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধ হইয়া যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এইরকম হও। (যিনি এই রকম হন) তিনি বর্ত্তমান দেহত্যাগ করিয়া পুনঃ প্রাপঞ্চিক জন্মগ্রহণ করেন না কিন্তু সেই সেই মনোজ্ঞ কর্ম্মসম্পন্ন আমাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি মুক্ত হন। অথবা মোচকত্ব-ধর্ম্মানুসারে "তাহা তুমি হও" এই শ্রুতিবাক্য হইতে আমার জন্ম ও কর্ম্ম প্রকৃতরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে যিনি জানেন ইহাই ব্যাখ্যা করা উচিত। ইহা যদি স্বীকার না করা হয়, তবে "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে ত্যাগ পূর্ব্বক পরম মুক্তি লাভ হয়, পরম মুক্তির জন্য আর অন্য কোন পন্থা নাই"। এই শ্রুতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অন্য সব সমান। জন্মাদির নিত্যতা সম্পর্কে যুক্তিগুলি অন্যত্র বিস্তৃতরূপে বলা আছে জানিবে॥ ৯॥

অনুভূষণ—বহুকষ্টসাধ্য সাধন-সহস্রের দ্বারা মোক্ষ লাভ দুর্ল্লভ হইলেও, শ্রীভগবানের জন্মচরিতাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার ঐকান্তিক পথানুবর্ত্তি-গণের তাহা সুলভ হউক, এই উদ্দেশ্যে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য-চিৎশক্তি দ্বারা অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ও সত্যসঙ্কল্প। বৈদূর্য্যমণির ন্যায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ রূপসমূহ জগতে আবির্ভূত করাইয়া, স্বকীয় ভক্তগণের সহিত যে লীলা করেন, তাঁহাদের সেই লীলা-চরিত দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত সুতরাং নিত্য; ইহা তত্ত্বতো যাঁহারা জানিতে পারেন, এবং অন্য যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই, দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তাঁহাদের বর্ত্তমান দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না পরন্তু আমাকেই লাভ করেন; অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

পিপ্পলাদি শাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—
"একো দেবো নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মেতি" শ্রীভাগবতামৃতে বহু-স্থানেই শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতিও স্ব স্ব টীকায় 'দিব্য' শব্দের অর্থ অপ্রাকৃত দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও 'দিব্য' শব্দে 'অলৌকিক' অর্থ করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"তৎকর্ম্ম দিব্যমিব" (ভাঃ ২।৭।২৯)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাওয়া যায়,—

"বস্তুতঃ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি॥"

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় 'ভগবৎ সন্দর্ভ' ও তাঁহার ক্রমসন্দভ টীকায় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৮।৩।৮)

"যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥"

(৬।৪।৩৩)

এস্থলে বিশেষ বিচারের বিষয় এই যে, শ্রীভগবানের প্রাকৃত নাম, রূপ, জন্ম ও কর্ম্ম নাই কিন্তু অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম এবং নাম, রূপ আছেই। শ্রীভগবান্ তদীয় পাদমূল-উপাসনাকারী ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব নাম-রূপাদি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই জগতে প্রকট করিয়া থাকেন।

শ্রুতিতেও শ্রীভগবানের নাম, রূপাদির প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়াই, "নিষ্কামং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" (শ্বেতাঃ ৬।১৯), 'অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্' (কঠ ১।৩।১৫), সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ (ছাঃ ৩।১৪।৪) প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহার অমায়িকত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"

(মধ্য ৬।১৪১)

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচন)

শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের বাক্যে এবং শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত

সিদ্ধান্তে শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের এবং নাম, রূপের অপ্রাকৃতত্ব বা নিত্যত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা একনিষ্ঠার সহিত ভজন করেন, তাঁহারা অনায়াসেই মুক্তি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য সাধু-গুরুর কৃপাব্যতীত এইরূপ সদ্জ্ঞান ও শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাঁহারাই শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব জানিতে পারিয়া নিজেরা প্রাকৃত জন্মকর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন।

আর যাহারা মূঢ় ও ভগবানের মহিমাজ্ঞানে বঞ্চিত সেই সকল দুর্ভাগা নরাধমগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত-মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া, তাঁহার গর্ভবাসাদি স্বীকার, কর্ম্মফল ভোগের কথা, শত্রুমিত্র ভেদবুদ্ধির কথা, প্রভৃতি যুক্তি-জাল বিস্তারকরতঃ অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। কেহ আবার শ্রীকৃষ্ণকে 'অতিমানব', 'মহামানব' শব্দে অভিহিত করিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই ভাগ্যহীন ও মূঢ় এবং জন্ম-মরণরূপ সংসার-বন্ধনে চির আবদ্ধ থাকিয়া নিরয়গামী হয়। গীতার বহুস্থানে এই সকল বিস্তারিত ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মন্ময়া (মদেকচিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমার শরণাগত) (সন্তঃ—হইয়া) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র) (সন্তঃ—হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও শরণাগত হইয়া জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া, অনেকে আমার ভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার জন্মকর্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব এবং বিশুদ্ধত্ব-বিচার-সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটি প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হয় ; যথা ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধা, তাহারা জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া যে কোন নিত্য বস্তু আছে, তাহা স্বীকার করে না ; ইহারা 'স্বভাব'কেই পরমতত্ত্ব বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ

বা 'জড়'কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দ্দেশ করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদিগণ ইতর রাগ-দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজেকাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক 'চিত্তত্ত্ব'কে একটি নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সহজ-জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যতপ্রকার গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টি করেন, সে-সকলকে সতর্কতার সহিত 'অতৎ' বলিয়া পরিত্যাগ করত অস্ফুট জড়বিপরীত-পদার্থ বলিয়া একটি 'অনির্দ্দেশ্য-ব্রহ্ম'কে কল্পনা করেন ; তাহা আর কিছুই নয়,— কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশমাত্র ; তাহা আমার নিত্যস্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় তাঁহাদের কোনপ্রকার জড়ধর্ম্ম আশ্রয় করে,—এই ভয়ে আমার স্বরূপধ্যান ও স্বরূপপূজা হইতে বিরত হ'ন ; সেই ভয়-দ্বারা তাঁহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে 'শূন্য ও নির্ব্বাণ'কেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। এই প্রকার রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয়, মৎসম্বন্ধজ্ঞান ও তদ্ভ্যাস-রূপ তপো-দ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—ইদানীমিব পুরাপি মজ্জন্মাদিনিত্যতা-জ্ঞানেন বহূনাং বিমুক্তি-রভূদিতিতন্নিত্যতাং দ্রঢ়য়িতুমাহ,— বীতেতি। বহবো জনা জ্ঞানতপসা পূতাঃ সন্তঃ পুরা মদ্ভাবমাগতা ইত্যনুষঙ্গঃ। মজ্জন্মাদিনিত্যত্ববিষয়কং যজ্‌জ্ঞানং তদেব দুরধিগমশ্রুতিযুক্তিসম্পাদ্যত্বাত্তপস্তস্মিন্ জ্ঞানে বা যদ্বিবিধকুমতকুতর্কাদি-নিবারণরূপং তপস্তেন পূতা নির্ধূতাবিদ্যা ইত্যর্থঃ। ময়ি ভাবং প্রেমাণং বিদ্যমানতাং বা মৎসাক্ষাৎকৃতিম্। কীদৃশাস্তে ইত্যাহ,— বীতেতি। বীতাঃ পরিত্যক্তাস্তন্নিত্যত্ববিরোধিষু রাগাদয়ো যৈস্তে, ন তেষু রাগং ন ভয়ং ন চ ক্রোধং প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ,— মন্ময়া মদেকনিষ্ঠা উপাশ্রিতাঃ সংসেবমানাঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এখনকার মত পূর্ব্বেও আমার জন্মাদির নিত্যতা জ্ঞানেরদ্বারা বহুজনের বিশেষরূপ মুক্তি হইয়াছে, এই জন্য তাহার নিত্যতাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বলা হইতেছে — 'বীতেতি', বহু লোক জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া পূর্ব্বে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা

হইল। আমার জন্মাদির নিত্যত্ববিষয়ক যেই জ্ঞান তাহাই অতিশয় দুর্ব্বোধ্য শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তপস্যা অথবা সেই জ্ঞানে যেই দুই প্রকার কুমত ও কুতর্কাদি নিবারণরূপ তপস্যা, তাহার দ্বারা পবিত্র অর্থাৎ নির্দ্ধূতাবিদ্যাসম্পন্ন, ইহাই অর্থ। আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম লাভ বা আমার সাক্ষাৎকার, এই ফল। কি রকম তাহারা, ইহাই বলা হইতেছে—'বীতেতি', বীত—পরিত্যক্ত হইয়াছে—সেই নিত্যত্ববিরোধি-বিষয়ে অনুরাগাদি যাহাদের কর্ত্তৃক তাহারা, অর্থাৎ তাহাতে অনুরাগ নাই, তাহাতে ভয় নাই, এবং তাহাতে কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করে না, ইহাই অর্থ। তাহাতে হেতু—মন্ময়া—আমার প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া, আমার আশ্রিত হইয়া, সম্যক্‌রূপে সেবা-পরায়ণ হওয়া ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—শুধু যে বর্ত্তমানে অর্থাৎ শ্রীভগবানের এই আবির্ভাবকালে, তাঁহার জন্ম, কর্ম্মাদির নিত্যত্ব অবগত হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নহে. পরন্তু পূর্ব্বকালেও অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হন, বা হইয়াছেন, তখনও তাঁহার জন্ম, কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। তাহাই দৃঢ় করিবার ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। কাঁহারা এই তত্ত্ব জানিতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়, দুর্ব্বোধ্য শ্রুতি ও যুক্তি-সম্পাদিত এই জ্ঞান সকলে লাভ করিতে পারে না, কারণ ইহাতে নানামতবাদীর কুমত ও কুতর্কাদি-সর্পের বিষদাহ সহ্যকরা-রূপ তপস্যার দ্বারা পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে ইহাই পাওয়া যায়, শ্রীরামানুজ বলেন,—শ্রীভগবানের জন্ম, কর্ম্ম-বিষয়ক তত্ত্বানুভবই তপস্যা। এ-বিষয়ে তিনি শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন,—"তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্," অর্থাৎ ধীর অর্থাৎ ধীমান্‌গণই শ্রীভগবানের যোনি বা জন্মপ্রকার পরিজ্ঞাত আছেন।

যাঁহারা রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্মাদির নিত্যত্ববিরোধী নানা কুমতের প্রজল্পকারী ব্যক্তিগণের প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না রাখিয়া, এমন কি, তাহাদের প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বা তাহাদের ভয়ে ভীত না হইয়া, আমার আশ্রিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে, আমার জন্মকর্ম্মাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণমূলে সেবা-পরায়ণ হন, তাঁহারা অবশ্যই আমাতে ভাব অর্থাৎ প্রেম লাভ করেন বা আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল প্রাকৃত মনীষিগণ যেরূপ শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদির বিষয় প্রাকৃত বুদ্ধিতে অপব্যাখা করেন, তাহাতে অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তিই বিপথগামী হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অপরাধী হওয়ার ফলে সর্ব্ব শুভফল বর্জ্জিত হইয়া রাক্ষসী ও আসুরী যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ইহা গীতার নবম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যে (যাহারা) যথা (যে প্রকার) মাম্ (আমার নিকট) প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন হয়) অহং (আমি) তাম্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই প্রকারই) ভজামি (ভজন করি)। পার্থ! (হে পার্থ!) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম বর্ত্ম (আমার পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুবর্ত্তন করে ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজন করি। সকল-মতের চরম উদ্দেশ্যস্বরূপ আমিই সকলের প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারাই পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্মবিনাশ-দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে আমি নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রদান করি। তাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দস্বরূপের লোপ হয়; তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাঁহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাঁহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড়বিধিবাদী, তাঁহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত-চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত হই। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর-রূপে প্রাপ্ত হই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে 'বিভূতি'

প্রদান করি অথবা 'কৈবল্য' দান করি। সমস্ত মনুষ্যই আমার প্রাপ্তির বিবিধ বর্ত্মে অনুবর্ত্তমান। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমি সকলেরই চরম-প্রাপ্য। ঈশভজন, অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞেশ্বরাদির যজন, এ সমুদায়ই আমার প্রাপ্তির বিবিধবর্ত্ম অর্থাৎ পথস্বরূপ। সুবোধ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তত্তদুপাসনাকে 'উপায়' করিয়া মৎস্বরূপ 'উপেয়' লাভ করেন। যাঁহারা সেই সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি না করেন, তাঁহাদের লাভ অসম্পূর্ণ;—ইহাই ভগবদ্‌বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—ননু নিত্যজন্মাদিমনোজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং ময়াবগতঃকচিত্ত্বঙ্গুষ্ঠমাত্রাদিরপীশ্বরো জন্মাদিশূন্যঃ শ্রূয়তে, তৎ কিং তব ত্বদুপাসনস্য চ বৈবিধ্যং ভবেদিতি চেদোমিত্যাহ,—যে যথেতি। যে ভক্তা মামেকং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তানহং তাদৃশস্তথৈব তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্ননুগৃহ্লামি। ন্যূনতা-মেবকারো নিবর্ত্তয়তি; অতো মমৈকস্যৈব বহুরূপস্য বর্ত্ম বহুবিধমুপাসন-মার্গমনাদিপ্রবৃত্ততদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বে অনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন—নিত্য জন্মাদিযুক্ত মনোজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর তুমি ইহা আমাকর্ত্তৃক জানা থাকিলেও, তুমি কখনও কখনও অঙ্গুষ্ঠমাত্রও ঈশ্বর জন্মাদিশূন্য, ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়; তাহা কি তোমার উপাসনার বিবিধত্ব হইবে, ইহা বলা হইলে, উত্তরে বলিতেছেন—'যে যথেতি'। যে সকল ভক্তগণ একমাত্র আমাকে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বহুরূপী সর্ব্বেশ্বরকে যখন যেই প্রকারে, যেই ভাবে যতকাল পর্য্যন্ত ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি তাহাদের ভাব-অনুসারে এবং তাহাদের ভাবানুসারি-সাক্ষাৎরূপে দেখা দিয়া অনুগৃহীত করি। এই সম্পর্কে যে আমার পক্ষে কোন ন্যূনতা নাই, তাহা 'এব' কারের দ্বারাই বলা হইতেছে। অতএব এক আমি বহুরূপবিশিষ্ট, আমার উপাসনামার্গও বহুবিধ, এই জন্যই অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত উপাসক সম্প্রদায় পরম্পরায় অনুকম্পিত মনুষ্যগণ সকলেই আমার অনুসরণ করে ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার জন্ম ও কর্ম্মের নিত্যত্ব জানা গেল কিন্তু শাস্ত্রে জন্মাদি-রহিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র-স্বরূপের কথাও তো শুনা যায়, তাহা হইলে কি তোমার বহুবিধ উপাসনা আছে?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—যাহারা আমাকে যে ভাবে শরণ লয় অর্থাৎ ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করি অর্থাৎ ফল দান করি। বৈদূর্য্যমণির ন্যায় আমার বহুরূপ আছে। সুতরাং বহুরূপ-বিশিষ্ট আমার বহুবিধ উপাসনা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্যগণ আমার যে কোনরূপের উপাসনা করিলেই আমার পথ অনুসরণ করা হয়। তবে কেহ যদি মনে করেন যে, যিনি যে ভাবেই আমার উপাসনা করুক না কেন, সকলেই এক ফল লাভ করিবে, তাহা কিন্তু নহে, কারণ মূলেই বলা হইয়াছে—"যে যথা তান্ তথা" অর্থাৎ যাহারা যেরূপ তাহাদিগকে সেইরূপ। যেমন বলা হয়,—যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল, তদ্দ্বারা সকল কর্ম্মের এক ফল, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। এস্থানে আরও একটি লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" "তান্ তথা ভজাম্যহম্" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত জন ব্যতীত ইহা অপরের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অনেকে হয়তো মনে করিবেন যে, আমি যাহারই শরণাগত হই না কেন, আমিও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-ফল লাভ করিব। তাহা কিন্তু নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ॥" (৪।১৩।৩৪)

অর্থাৎ লোক যাহা যাহা কামনা করে, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, তাহার ফলোদয়ও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে॥"

আদি ৪।২১

আরও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥" মধ্য ৮।৯০

স্বরূপানুরূপ সেবা-ভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-ভেদ দেখা যায়।

"এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকাররূপ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য ৯।১৫৬

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

অর্থাৎ বৈদূর্য্যমণি যে প্রকার দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতি-ভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভক্তের ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুত ভগবানের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়॥ ১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

অন্বয়—কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলাষিগণ) ইহ (এই) মানুষে লোকে (মনুষ্য-লোকে) দেবতাঃ (দেবগণকে) যজন্তে (যজন করে) হি (যেহেতু) কর্ম্মজা (কর্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ভবতি (হয়)॥ ১২॥

অনুবাদ—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাকারিগণ এই মনুষ্যলোকে দেবগণের যজন করিয়া থাকে, যেহেতু কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই লাভ হয়॥ ১২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাম্বন্ধিক তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলিয়া ভগবান্ পুনরায় পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কর্ম্মতত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ দূর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরিত্যাজ্য; কর্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কর্ম্ম তিন প্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম ভাল; তাহাতে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ভোগবাসনা-দ্বারা বিনষ্টবিবেক মানবগণ ফলকামী হইয়া বহুদেবতার উপাসনা করেন; তদ্দ্বারা

মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতি-কামনায় মনুষ্যগণ যে-সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কর্ম্মফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে-সকল দেবতা কে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতস্য নিষ্কামকর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বং বদিষ্যংস্তদনুষ্ঠাতুর্বিরলত্বমাহ,—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। ইহ লোকেঽনাদিভোগবাসনা-নিযন্ত্রিতাঃ প্রাণিনঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং পশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তিং কাঙ্ক্ষন্তোঽনিত্যাল্প-ফলদানপীন্দ্রাদিদেবান্ যজন্তে সকামৈঃ কর্ম্মভির্ন তু সর্ব্বদেবেশ্বরং নিত্যা-নন্তফলপ্রদমপি মাং নিষ্কামৈস্তৈর্যজন্তে ; হি যস্মাদস্মিন্মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। নিষ্কামকর্ম্মারাধিতান্মত্তো জ্ঞানতো মোক্ষলক্ষণা সিদ্ধিস্তু চিরেণৈব ভবতীতি। সর্ব্বে লোকা ভোগবাসনাগ্রস্তসদসদ্বিবেকাঃ শীঘ্রভোগেচ্ছ-বস্তদর্থং মদ্ভৃত্যান্ দেবান্ ভজন্তি, ন তু কশ্চিৎ সদসদ্বিবেকী সংসার-দুঃখবিত্রস্তস্তদ্দুঃখ-নিবৃত্তয়ে নিষ্কামকর্ম্মভিঃ সর্ব্বদেবেশং মাং ভজতীতি বিরল-স্তদধিকারীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলিয়া প্রকৃত নিষ্কাম-কর্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব বলিবার ইচ্ছায়, সেইজাতীয় নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা যে বিরল তাহাই বলা হইতেছে—'কাঙ্ক্ষন্ত' ইতি। এই জগতে অনাদিভোগবাসনার দ্বারা পরিচালিত প্রাণিগণ স্বকীয় কর্ম্মের সিদ্ধি—পশু, পুত্র প্রভৃতি ফল-নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত কামনা করিয়া অনিত্য অল্প ফল-প্রদানকারী ইন্দ্রাদিদেবগণকে সকাম-কর্ম্মের দ্বারা ভজনা করে। কিন্তু সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, নিত্য অনন্ত ফলপ্রদাতা হইলেও আমাকে নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা ভজনা করে না। ইহা নিশ্চয় যে—যেইহেতু এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মজন্য সিদ্ধি খুব তাড়াতাড়িই হয়, নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ আরাধনার দ্বারা আমা হইতে জ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষ-লক্ষণা সিদ্ধি খুবই বিলম্বেই হয়। সমস্ত লোক ভোগবাসনার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সৎ ও অসৎ জ্ঞানাভিমানী হইয়া অচিরে ভোগলাভেচ্ছায় তাহার জন্য আমার ভৃত্য দেবতাদিগের ভজনা করে কিন্তু কেহও প্রকৃত সৎ ও অসৎ বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সাংসারিক দুঃখে বিশেষরূপে ত্রস্ত (জর্জরিত) হইয়া সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বদেবের ঈশ্বর

আমাকে ভজনা করে না, এই জন্য এই জাতীয় অধিকারী অতিশয় বিরল, ইহাই প্রকৃত ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে স্বীয় স্বরূপের নিত্যতা ও আবির্ভাবের কারণ ও পরস্পরের সম্বন্ধ-পরিচয় জ্ঞাত করাইয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে কাঁহারা বা কেন লোক দেবতার উপাসক হন, তাহাই বলিতেছেন। নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ ও মুক্তি হয় কিন্তু সেরূপ অধিকারী লোক বিরল কারণ কৃষ্ণবিমুখ জীব অনাদিকাল হইতে ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা ভোগানুকূল-বিষয় পশু, পুত্রাদি প্রাপ্তির জন্য সকাম হইয়া নানা দেব-দেবীর উপাসনায় রত হয়। যদিও দেবোপাসনার ফল অনিত্য তথাপি উহা শীঘ্র লাভ হয় বলিয়া, উহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে নিত্যফল লাভ হইলেও উহা বিলম্বে হয়, এই বুদ্ধিতে ভোগবাসনাযুক্ত সদসৎ-বিবেকরহিত মানুষ তাড়াতাড়ি ফল লাভের আশায় তুচ্ছ ফল লাভ করিতে গিয়া সংসারে অশেষ জ্বালাযন্ত্রণা লাভ করে। তথাপি তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবদুপাসনা করিতে ইচ্ছুক হয় না। শ্রীহরিভজনকারী অত্যন্ত বিরল।

এতৎ প্রসঙ্গে গীতার ৭।২০ শ্লোক এবং ৯।২৩ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১২ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—ময়া (আমার দ্বারা) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্মবিভাগ-অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (চতুর্বর্ণসম্বন্ধীয় বিষয়) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে) তস্য (তাহার) কর্ত্তারমপি (স্রষ্টা হইলেও) অব্যয়ম্ মাম্ (অব্যয় আমাকে) অকর্ত্তারম্ (অস্রষ্টাই) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমার দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্রষ্টা হইলেও অব্যয় আমাকে অস্রষ্টাই জানিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—গুণকর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণধর্ম্মের ও বর্ণসকলের

কর্ত্তা আমি বই আর কেহ নয়। কিন্তু আমাকে 'বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা' বলিয়াও 'অকর্ত্তা' ও 'অব্যয়' বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তি-দ্বারা আমি এই বর্ণ-ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর—আমি, কর্ম্মমার্গ সৃষ্টির দ্বারা আমার বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যয়ই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—অথ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানবিরোধি-ভোগবাসনাবিনাশহেতুমাহ,—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি দ্বাভ্যাম্। চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থিকঃ ষ্যঞ্। সত্ত্বপ্রধানা বিপ্রাস্তেষাং শমাদীনি কর্ম্মাণি, রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং যুদ্ধাদীনি, তমোরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষ্যাদীনি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং বিপ্রাদিত্রিক পরিচর্য্যাদীনীতি গুণবিভাগৈঃ কর্ম্মবিভাগৈশ্চ বিভক্তাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সর্ব্বেশ্বরেণ ময়া সৃষ্টাঃ স্থিতিসংহৃত্যোরুপলক্ষণমেতৎ। ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তস্য প্রপঞ্চস্যাহমেব সর্গাদিকর্ত্তেতি; যদাহ সূত্রকারঃ;—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। তস্য সর্গাদেঃ কর্ত্তারমপি মাং তত্তৎকর্ম্মান্তরিতত্বাদকর্ত্তারং বিদ্ধীতি স্বস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পরিহৃতম্; এতৎ প্রাহাব্যয়মিতি স্রষ্টৃত্বেঽপি সাম্যান্ন ব্যেমীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিরোধি-ভোগবাসনা বিনাশের হেতু কি? তাহা বলা হইতেছে—'চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি দ্বাভ্যাম্'। চারিবর্ণ ইতি-চাতুর্ব্বর্ণ্য, স্বার্থিক অর্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়। (তন্মধ্যে) সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের শমাদিকর্ম্ম। রজঃ ও সত্ত্বগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়গণ, তাহাদের যুদ্ধাদি-কার্য্য, তমঃ ও রজগুণপ্রধান বৈশ্যগণ, তাহাদের কৃষিকার্য্য প্রভৃতি কার্য্য, তমঃ গুণপ্রধান শূদ্রগণ, তাহাদের ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের—পরিচর্য্যা সেবাদি কার্য্য। এই প্রকার গুণের বিভাগ ও কর্ম্মের বিভাগের দ্বারা বিভক্ত চারিটিবর্ণ সর্ব্বেশ্বর আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। স্থিতি ও সংহারের ইহা উপলক্ষণ। ব্রহ্মা আদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রপঞ্চজগতের আমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। যাহা বলিয়াছেন সূত্রকার—"এই জগতের জন্মাদি যাহা হইতে" ইতি, সেই সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তা হইলেও সেই সেই কর্ম্মান্তরিতত্বহেতু (অসংস্পৃষ্ট) আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। ইহাতে নিজের প্রতি বৈষম্যাদি পরিহার করা হইল। ইহা প্রকৃষ্টরূপে বলা হইতেছে—'অব্যয়' এই শব্দের দ্বারা এইভাবে আমার সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও সাম্যগুণবশতঃ বৈষম্য হয় না ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, চতুর্বর্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয় তিনিই সৃজন করিয়াছেন। তাহা হইলে কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কর্ম্মের এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বৈষম্যই প্রকাশ করিতেছেন। কারণ কেহ সকাম বা কেহ বা নিষ্কাম হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারেই স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা মায়াবদ্ধ-জীবসমূহের ক্রমপন্থায় উদ্ধার লাভের উপায়-স্বরূপ এই বর্ণধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমেই অনাদিকাল হইতে মায়ার গুণ ও কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়াছে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ তিনি সুতরাং সকল বিষয়ই তাঁহার সৃষ্ট একথা বলা যায় সত্য ; কিন্তু মায়ার দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদনকরতঃ তিনি স্বয়ং কিন্তু অকর্ত্তা ও অব্যয়।

গীতায় ১৮।৪১ শ্লোকে এই বিষয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥" (১১।৫।২)

আরও পাওয়া যায়,—

"বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।১৩) ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) মাম্ (আমাকে) ন লিম্পন্তি (আসক্ত করিতে পারে না) কর্ম্মফলে মে (আমার) স্পৃহা ন (নাই), ইতি (এইরূপে) মাং (আমাকে) যঃ (যিনি) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসকলের দ্বারা) ন বধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত বা আসক্ত করিতে পারে না। কর্ম্ম-

ফলে আমার স্পৃহা নাই। এইরূপে আমাকে যিনি জানেন, তিনি কর্ম্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হন না ॥ ১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবের অদৃষ্টবশতঃ যে কর্ম্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই ; যেহেতু, আমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, আমার পক্ষে অতি তুচ্ছ কর্ম্মফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনই কর্ম্ম-দ্বারা বদ্ধ হন না, শুদ্ধভক্তি আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিশদয়তি,—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসর্গাদীনি মাং ন লিম্পন্তি বৈষম্যাদিদোষেণ জীবমিব লিপ্তং ন কুর্ব্বন্তি, যত্তানি সৃজ্যজীব-কর্ম্মপ্রযুক্তানি ন চ মৎপ্রযুক্তানি ন চ সর্গাদিকর্ম্মফলে মম স্পৃহাস্ত্যতো ন লিম্পন্তীতি। ফলস্পৃহয়া যঃ কর্ম্মাণি করোতি, স তৎফলৈর্লিপ্যতে ; অহন্তু স্বরূপানন্দপূর্ণঃ প্রকৃতিবিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতদয়ঃ। পর্জ্জন্যবৎ নিমিত্তমাত্রঃ সন্ তৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়ামীতি। স্মৃতিশ্চ "নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥" ইত্যাদা ; সৃজ্যানাং দেবমানবাদি-ভাবভাজাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সর্গক্রিয়ায়ামসৌ পরেশো নিমিত্তমাত্রমেব দেবাদিভাব-বৈচিত্র্যাং কারণীভূতাস্তু সৃজ্যানাং তেষাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তয় এব ভবন্তীতি তদর্থঃ। এবমাহ সূত্রকৃৎ ;—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা। এবং জ্ঞানস্য ফলমাহ,—ইতি মামিতি। ইত্থম্ভূতং মাং যোঽভিজানাতি, স তদ্বিরোধিভি-স্তদ্ধেতুভিঃ প্রাচীনকর্ম্মভির্ন বধ্যতে, তৈর্বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিশদরূপে বলা হইতেছে—'ন মামিতি', কর্ম্মগুলি অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি আমাকে কখনও লিপ্ত করিতে পারে না, বৈষম্যাদিদোষের দ্বারা জীবের মত লিপ্ত করিতে পারে না। যেইহেতু সেইসকল সৃষ্ট জীবের কর্ম্মগুলি আমার দ্বারা প্রযুক্ত (প্রেরিত) নহে এবং সর্গাদিকর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই। অতএব আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ফললাভের প্রত্যাশায় যিনি কর্ম্মগুলি করেন, তিনি সেই সব কর্ম্মের ফলের দ্বারা লিপ্ত হন। আমি কিন্তু স্বরূপে আনন্দের দ্বারা পূর্ণ এবং প্রকৃতিতে বিলীন অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের বুভুক্ষাদির প্রতি দয়াযুক্ত। শুধু মেঘের মত নিমিত্তমাত্র হইয়া সেই কর্ম্মগুলিকে

প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। স্মৃতিও আছে—উনি (পরমাত্মা) সৃষ্টদিগের সর্গকার্য্যে নিমিত্তমাত্র; যেহেতু সৃজ্যশক্তি সমূহই প্রধান-কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।—(ইত্যাদির দ্বারা); সৃষ্টদেবতা-মানুষাদি দেহধারী ক্ষেত্রজ্ঞদিগের সৃষ্টি-ক্রিয়াতে ঐ পরমেশ্বর নিমিত্তমাত্রই; আর দেবাদিভাব-বৈচিত্র্যের কারণ-স্বরূপ কিন্তু সৃষ্ট প্রজাদিগের প্রাচীন কর্ম্মশক্তিসমূহই হইয়া থাকে।—ইহাই অর্থ। এইরূপ বলিয়াছেন সূত্রকার—"বৈষম্য ও নির্ঘৃণ্য নাই" ইত্যাদির দ্বারা। এইপ্রকারে জ্ঞানের ফল বলা হইতেছে—ইতি 'মামিতি'। এইপ্রকার আমাকে যিনি জানেন, তিনি তদ্বিরোধী ও তাহার হেতুস্বরূপ প্রাচীন কর্ম্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না, অধিকন্তু তাহা হইতে তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকের বর্ণিত অকর্ত্তৃত্বের বিষয় এই শ্লোকে বিশদ-রূপে বর্ণন করিতেছেন। এই বিচিত্র সংসারের স্রষ্টা হইয়াও শ্রীভগবান্ কিন্তু নির্লিপ্ত। জীবগণ যেরূপ তাহাদের কৃত কর্ম্মফলে লিপ্ত হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের এই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে নিরহঙ্কারত্ব ও নিস্পৃহত্ব-হেতু কোন-প্রকার লিপ্ততা থাকে না। বিশেষতঃ তিনি স্বরূপানন্দ পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই বিশ্বসংসার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে শ্রীভগবানের এই বিশ্বসংসার রচনার প্রয়োজন কি? শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "পরমেশ্বর বলিয়া আমি স্বানন্দপূর্ণ হইলেও, লোক প্রবর্ত্তন-নিমিত্তই আমার কর্ম্মাদি করা—এই ভাব।" মেঘ যেমন বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বারিবর্ষণ করে, সেইকার্য্যে তাহার যেমন কোন ফল কামনায় প্রবৃত্তি হয় না, আমিও তদ্রূপ এই বিশ্বরচনায় নির্লিপ্তভাবে স্পৃহা-বিবর্জ্জিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করি। শ্রীবেদব্যাসের বাক্যেও পাওয়া যায় যে, সৃজন-ব্যাপারে শ্রীভগবান্ নিমিত্তমাত্র। জগতে যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ তিনি নহেন। শ্রীপরাশরও বলিয়াছেন যে, সৃজ্যগণের সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিচিত্রতা লাভ করে। দেব-মনুষ্যাদি বিচিত্রতা-বিষয়ে তাহাদের প্রাচীন কর্ম্মই কারণ; শ্রীভগবান্ পরমেশ্বরের ইহাতে কোন বৈষম্য বা নির্দ্দয়তা নাই।

ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন"

সুতরাং শ্রীভগবান্ সৃষ্টি-ব্যাপারে কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা ও নির্লিপ্ত। এই রহস্য যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিও কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। যেমন পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম—দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। ইহা যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি জন্ম ও কর্ম্মের হাত হইতে মুক্ত হন ; এবং শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—এবং (এবম্ভূত আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব-কালীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) কর্ম্ম কৃতং (লোক-প্রবর্ত্তনার্থ-কর্ম্ম করিয়াছেন)। তস্মাৎ (সেইহেতু) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগান্তরসমূহে) কৃতং কর্ম্ম এব (মহাজনকৃত কর্ম্মই) কুরু (কর) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে আমাকে জানিয়া প্রাচীন জনকাদি মহাজনগণও লোক-প্রবর্ত্তনার্থ কর্ম্ম করিয়াছেন। সেইহেতু তুমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগযুগান্তরে মহাজন কর্ত্তৃক কৃত কর্ম্মই কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কাম মদর্পিত-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও বিবস্বান্-জনকাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাজনের অনুষ্ঠিত সনাতন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবমিতি। মামেবং জ্ঞাত্বা তদনুসারিভির্মচ্ছিষ্যৈঃ পূর্ব্বৈর্ব্বিবস্বদাদিভির্মুমুক্ষুভির্নিষ্কামং কর্ম্ম কৃতং তস্মাত্ত্বমপি কর্ম্মৈব তৎ কুরু, ন তু কর্ম্মসংন্যাসম্ ; অশুদ্ধচিত্তশ্চেজ্‌জ্ঞানগর্ভায়ৈ চিত্তশুদ্ধ্যৈ শুদ্ধচিত্তশ্চেল্লোক-সংগ্রহায়েত্যর্থঃ। কীদৃশং পূর্ব্বৈস্তৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরমতিপ্রাচীনম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—'এবমিতি', আমাকে এইপ্রকারে জানিয়া আমার মতানুসারী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবস্বান্ প্রভৃতি আমার মুমুক্ষু শিষ্যগণ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও তাদৃশ কর্ম্ম কর, কখনও কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিও না,

যদি চিত্তের অশুদ্ধি থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিমূলক জ্ঞানগর্ভের নিমিত্ত, (উপদেশ পালন কর), চিত্তশুদ্ধ থাকিলে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ লোকরক্ষার জন্য (উপদেশ পালন কর)। অতিশয় প্রাচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেই ভক্তগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছেন (তুমিও তাহা কর) ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীভগবানকে জানিয়া, নিষ্কাম তদর্পিত কর্ম্ম-যোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ; ইহা প্রতিপাদন মানসে প্রাচীন মহাজনগণের উদাহরণ দিতেছেন।

অশুদ্ধচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে চিত্তশুদ্ধিমূলক জ্ঞানগর্ভ-বিষয়ক-কর্ম্মাচরণ এবং শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে লোকহিতের নিমিত্ত কর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন জনকাদি ঋষিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও সেইরূপভাবে আমার আদেশ মত কর্ম্ম কর ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি ?) কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্ম কি ?) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বিবেকিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তি-লাভ করিতে পার) তৎ কর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কর্ম্ম কি ? এবং অকর্ম্ম কি ?—এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন। অতএব যাহা অবগত হইলে অশুভরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে সেই কর্ম্ম তোমাকে উপদেশ করিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কাহাকে 'কর্ম্ম' ও কাহাকে 'অকর্ম্ম' বলে, তাহা স্থিরকরণ-সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি ; তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ কর ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—নন্থ কিং কর্ম্মবিষয়কঃ কশ্চিৎ সন্দেহোঽপ্যস্তি যতঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যতিনির্ব্বন্ধাদ্ব্রবীষীতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ,—কিং কর্ম্মেতি। মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিং রূপং স্যাদকর্ম্ম চ কর্ম্মান্তং তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিং রূপমিত্যর্থঃ। তদন্যত্বে এনঞ্চ। অত্রার্থে কবয়ো ধীমন্তোঽপি মোহিতাস্তদ-

যাথাত্ম্যনির্ণয়াসামর্থ্যান্মোহং প্রাপুঃ। অহং সর্ব্বেশঃ সর্ব্বজ্ঞস্তে তুভ্যং তৎ কর্ম্ম অকারপ্রশ্লেষাদকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি,—যজ্ জ্ঞাত্বানুষ্ঠায় প্রাপ্য চাশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন, কর্ম্মবিষয়ক—কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কি কোন সন্দেহও আছে, যার জন্য পূর্ব্বপূর্ব্ব ভক্তগণ পূর্ব্বপূর্ব্ব কর্ম্মই করিয়াছেন;—এই অতি নির্ব্বন্ধ (আগ্রহ) বশতঃ বলিতেছ, ইহা যদি বল, আছেই; তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে,—'কিং কর্ম্মেতি,' মুমুক্ষুব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কিরূপ হইবে এবং অকর্ম্ম কিরূপ ও অন্যকর্ম্ম কিরূপ, এবং তদন্তর্গত জ্ঞানও কিরূপ? তাহার ভিন্নত্বে—ইহাকে। এই বিষয়ে ধীমান্—বুদ্ধিমান কবিগণও মুগ্ধ হন, অর্থাৎ কর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মোহভাব প্রাপ্ত হন। আমি সর্ব্বেশ ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তোমাকে সেই কর্ম্ম এবং অকারের প্রশ্লেষত্বহেতু অকর্ম্ম কি? তাহাও বলিব। যাহা জানিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া, অশুভ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥১৬॥

অনুভূষণ—কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কর্ম্ম-বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে? যেজন্য শ্রীভগবান্ "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং" বাক্য বলিতেছেন; তদুত্তরে বক্তব্য যে, কর্ম্মতত্ত্ব বাস্তবিক নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কারণ কর্ম্মাকর্ম্ম-নিরূপণে কবিগণেরও মোহ উপস্থিত হয়। সাধারণ লোক তো দেহাদির চেষ্টাকেই কর্ম্ম বলিয়া জানে, এবং তদ্রহিতভাবে অবস্থিতিকেই অকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা কর্ম্মের তত্ত্ববিৎগণের সহিত বিচার করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক। কেবল লোক-পরম্পরাক্রমে বা গতানুগতিক-ন্যায়ে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলিয়া স্থির করিলে নিতান্ত ভ্রম হইবে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীব-সাধারণ আমাদিগকে কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ কয়েকটি শ্লোকে দিতেছেন। আমরা যদি সেই উপদেশের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আচরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা সংসাররূপ দারুণ অশুভ হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারিব। যদিও এ-বিষয়ে প্রাচীন মহাজনগণের বাক্য প্রমাণরূপে আছে, তাহা হইলেও স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য সর্ব্বোপরি বিরাজিত এবং নিঃসংশয়-চিত্তে উহা পরিপালনে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে সকল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা ব্যক্তি শ্রীভগবানের বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র জড়ীয় জ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মপথ নির্ণয় করে,

তাহা হইলে, তাহারা তো নিরয়গামী হইবেই অধিকন্তু তাহাদের মত বা পথাবলম্বী যাহারা হইবে, তাহাদিগকেও নরকপথের যাত্রী করিবে। এজন্য কর্ম্মাচরণের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্ত মহাজনগণের উপদেশানুসারে নির্ণয় করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) বিকর্ম্মণঃ চ (বিকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) অকর্ম্মণঃ চ (অকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) [তত্ত্বম্ অস্তি—তত্ত্ব আছে] হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (দুর্গম) ॥১৭॥

অনুবাদ—কর্ম্মের, বিকর্ম্মের ও অকর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাতব্য ; যেহেতু কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্গম। (কর্ত্তব্য আচরণই কর্ম্ম, নিষিদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম, কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম) ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—'কর্ম্মের' গতি, 'বিকর্ম্মের' গতি ও 'অকর্ম্মের' গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কর্ত্তব্যাচরণই 'কর্ম্ম', তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। নিষিদ্ধাচরণই 'বিকর্ম্ম', কাম্যকর্ম্ম তদন্তর্গত। কর্ম্মের অকরণই 'অকর্ম্ম' ; তদ্দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, কর্ম্মাধিকারীর কিরূপ দোষ হয়, ইহাও জানা উচিত ॥১৭॥

শ্রীবলদেব—ননু কবয়োঽপি মোহং প্রাপুরিতি চেত্তত্রাহ,—কর্ম্মণো নিষ্কামস্য মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠাতব্যস্য স্বরূপং বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণো জ্ঞানবিরুদ্ধস্য কাম্য-কর্ম্মণঃ স্বরূপং বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণশ্চ কর্ম্মভিন্নস্য জ্ঞানস্য চ স্বরূপং বোদ্ধব্যম্, তত্তৎ স্বরূপবিদ্ভিঃ সার্দ্ধং বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽকর্ম্মণশ্চ গতির্গহনা দুর্গমা ; অতঃ কবয়োঽপি তত্র মোহিতাঃ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—কবি অর্থাৎ জ্ঞানিরাও মোহপ্রাপ্ত হয়, ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—মুমুক্ষুব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিষ্কাম-কর্ম্মের স্বরূপ জানিবে। জ্ঞানবিরুদ্ধ বিকর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মের স্বরূপও জানা উচিত এবং কর্ম্মভিন্ন অকর্ম্মের ও জ্ঞানের স্বরূপও জানা উচিত। কর্ম্মের সেই

সেই স্বরূপবিদ্‌গণের সহিত বিচার করা উচিত, কর্ম্মের ও অকর্ম্মের গতি (ফল ও স্বরূপ) অতিশয় দুর্গম। অতএব কবিরাও তাহাতে মুগ্ধ হন ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিনটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কিম্বা বিখ্যাত মনীষী বা বক্তা একখানি কর্ম্মযোগ-পুস্তক লিখিয়াছেন সুতরাং তাহা পাঠ করিলেই কর্ম্মতত্ত্ব সহজে নির্ণয় হইবে, ইহাও নহে; কারণ ঐ সকল ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণে অক্ষম হইয়া ভ্রমাত্মক বিচারই প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের স্থূল-বিচারে কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে যে মীমাংসা দেখা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এই জন্যই শ্রীভগবান্‌ ও তদীয় ভক্তগণের উপদেশ-আশ্রয়ে মর্ম্ম অবধাবন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই মোক্ষের হেতুভূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম ও তাহা দুর্গতিপ্রাপক। সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসরূপ অকর্ম্মও নিঃশ্রেয়স-প্রতিকূল।

সুতরাং কর্ম্মের এই তত্ত্ব দুর্গম। ইহা মহাজনানুগত্যে শাস্ত্রার্থ পর্য্যা-লোচনা পূর্ব্বক জানা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীআবির্হোত্র বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সুরয়ঃ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্র-বিহিত আচরণের নামই 'কর্ম্ম', শাস্ত্রবিহিত সদাচারের অপালনই 'অকর্ম্ম', আর শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচরণই 'বিকর্ম্ম'; কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের বেদবিচারেই প্রতিষ্ঠা, উহারা লৌকিক-বিচারমাত্রে লভ্য নহে। বেদশাস্ত্র শব্দরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাববিশেষ বলিয়া সুরিগণও তাহাতে সকল সময়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন না। ভগবানের শব্দব্রহ্মতনু ও পরব্রহ্মতনু, উভয়ই নিত্য ॥" ১৭ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অকর্ম্ম (অকর্ম্ম) অকর্ম্মণি চ (এবং অকর্ম্মে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) পশ্যেৎ (দেখেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি 'কর্ম্মে অকর্ম্ম' ও 'অকর্ম্মে কর্ম্ম' দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মই আত্মযাথাত্ম্যপ্রাপক। তিনি কর্ম্মকে অকর্ম্মাকারে দর্শন করেন ; 'অকর্ম্ম' ও 'কর্ম্ম' তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—কর্ম্মাকর্ম্মণোর্বোদ্ধব্যঃ স্বরূপমাহ,—কর্ম্মণীতি। অনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কামে কর্ম্মণি যোঽকর্ম্ম প্রস্তুতত্বাৎ কর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানং পশ্যেৎ ; অকর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ। এতদুক্তং ভবতি, যো মুমুক্ষুর্হৃদ্বিশুদ্ধয়ে ক্রিয়মাণং কর্ম্মাত্মজ্ঞানানুসন্ধিগর্ভত্বাজ্‌জ্ঞানাকারং ; তচ্চ জ্ঞানং কর্ম্মদ্বারকত্বাৎ কর্ম্মাকারং পশ্যেৎ ; উভয়োরেকাত্মোদ্দেশ্যত্বাদুভয়মেকং বিদ্যাদিত্যর্থঃ। এবমেব বক্ষ্যতে,— "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ" ইত্যাদিনেতি। এবমনুষ্ঠীয়মানে কর্ম্মণি আত্মযাথাত্ম্যং যোঽনুসংধত্তে, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। যুক্তো মোক্ষযোগ্যং, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বেষাং কর্ম্মফলানামাত্মজ্ঞানসুখান্তর্ভূতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্পর্কে জানা উচিত বলিয়া তাহাদের স্বরূপ বলা হইতেছে—'কর্ম্মনীতি', অনুষ্ঠীয়মান নিষ্কাম-কর্ম্মে যেই ব্যক্তি অকর্ম্ম অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্মেতে আত্মজ্ঞান দেখিবেন ; অকর্ম্মে—আত্মজ্ঞানে যিনি কর্ম্ম বলিয়া দেখিবেন। ইহার দ্বারা এই কথাই বলা হইল—যে মুমুক্ষুব্যক্তি হৃদয়ের বিশুদ্ধির জন্য ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের অনুকূলভূত বলিয়া জ্ঞানের আকাররূপে দেখিবেন, সেই জ্ঞানকে কর্ম্মের মাধ্যমহেতু কর্ম্মের মত দেখিবেন, এই উভয়েরই একাত্মার প্রতি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া উভয়কেই একরূপে জানিবেন। এই প্রকারই বলা হইবে—"সাংখ্য ও যোগ পৃথক্—ইহা বালকেরা বলে" ইত্যাদির দ্বারা, এইভাবে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মেতে যথাযথভাবে আত্মতত্ত্বের যিনি অনুসন্ধান করেন, মনুষ্যগণের মধ্যে

তিনিই বুদ্ধিমান—পণ্ডিত। যুক্ত—মোক্ষলাভের যোগ্য, সমগ্র কর্ম্মকর্ত্তা—সকল কর্ম্মফলের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান-সুখের অন্তর্ভূতত্ব হেতু ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে 'অকর্ম্ম' বলা যায়, কারণ উহা বন্ধন-প্রাপক কর্ম্ম হয় না, পরন্তু ফল-স্বরূপে আত্মজ্ঞানই সূচিত হয়। আবার আত্মজ্ঞানাভ্যাসী ব্যক্তি বাহিরে কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার সেই অকর্ম্মে কর্ম্মই করা হয়, কারণ উহা আত্মজ্ঞানানুকূল নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।

জ্ঞান কর্ম্মেরই অনুগত কারণ কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি; এই জন্যই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কর্ম্মকে জ্ঞানাকার এবং জ্ঞানকে কর্ম্মাকার জ্ঞান করিয়া থাকেন। পঞ্চম অধ্যায়ে এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিবেন যে, জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্ম-যোগের পৃথকত্ব মূঢ়েরাই বলে, অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বলেন না। কারণ উভয়ের ফল এক আত্মতত্ত্বে পর্য্যবসিত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—"শ্রীভগবানের আরাধনারূপ কর্ম্ম-বিষয়ে যিনি অকর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ উহা জ্ঞানের হেতুভূত হওয়ায় বন্ধনের কারণ হয় না জানিয়া, ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মকে কর্ম্ম নহে বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানরূপ অকর্ম্মে, যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন, প্রত্যবায়-উৎপাদকত্বহেতু এবং বন্ধনেরহেতুভূত বলিয়া তিনিই কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইলেও জনকাদির ন্যায় সন্ন্যাস না করিয়া নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অকর্ম্ম, ইহা কর্ম্ম হয় না,—এইটী যিনি দেখিতে পান; যেহেতু সেই কর্ম্মে বন্ধন হয় না, আর জ্ঞানাভাবসত্ত্বেও অশুদ্ধান্তঃকরণ, শাস্ত্র জানে বলিয়া আত্মশ্লাঘাকারী বাচাল সন্ন্যাসীর অকর্ম্ম বা কর্ম্মের অকরণে যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন অর্থাৎ দুর্গতিপ্রাপক কর্ম্মবন্ধনের উপলব্ধি করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্ককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥" ১১।১৮।৪০-৪১ ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্যরহিত, অজিত-কামাদি-ষড়বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়বাসনাগ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্যদেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংও উভয় লোক হইতে বঞ্চিত হয় ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যস্য (যাহার) সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (সকল কর্ম্ম) কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ (কাম ও সংকল্পবিবর্জ্জিত) বুধাঃ (বুধগণ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত কর্ম্মা) তং (তাহাকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার সকল কর্ম্মই, কাম ও সংকল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত-কর্ম্মা, সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহার কামসঙ্কল্পশূন্য সমস্ত কর্ম্ম সম্যক্ আরব্ধ হয়, তিনি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা 'পণ্ডিত' বলিয়া উক্ত হন ; তখন তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাকারতা লাভ করে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—কর্ম্মণো জ্ঞানাকারমাহ,—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ফলানি তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ শূন্যা যস্য কর্ম্মভিরাত্মো-দ্দেশিনো ভবন্তি তং বুধাঃ পণ্ডিতমাত্মজ্ঞমাহুঃ। তত্র হেতুঃ,—জ্ঞানেতি। তৈঃ সমারম্ভৈঃ হৃদ্বিশুদ্ধৌ সত্যামাবির্ভূতেনাত্মজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি সঞ্চিতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মের জ্ঞানাকার সম্পর্কে বলা হইতেছে—'যস্যেতি' পাঁচটি

শ্লোকের দ্বারা। সমারম্ভ (শব্দের অর্থ) কর্ম্মগুলি—কামনা করেন বলিয়া ইহা কাম অর্থাৎ ফলগুলি, তাহার সংকল্পের দ্বারা বর্জিত—শূন্য, যাহার কর্ম্মসমূহের দ্বারা আত্মোদ্দেশ অভিপ্রায় হয়, তাহাকেই জ্ঞানিগণ আত্মজ্ঞ পণ্ডিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইসম্বন্ধে কারণ—'জ্ঞানেতি', এইজাতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা আসে এবং তাহাতে আবির্ভূত আত্মজ্ঞান-রূপ অগ্নির দ্বারা সঞ্চিত-কর্ম্মগুলি দগ্ধ হয়, যাঁহার তাঁহাকে ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব প্রতিপাদনমুখে ক্রমশঃ বলিতেছেন যে, যাঁহার কর্ম্মসমূহ আত্মোদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই বুধগণ পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেইরূপ কাম-সঙ্কল্প-বিবর্জিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আবির্ভূত জ্ঞানাগ্নিতে তাহার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধীভূত হয়।

শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

"সম্যক্‌রূপে যাহার আরম্ভ হয়, তাহাই সমারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম। যাঁহার কর্ম্ম সমূহ ফলাকাঙ্ক্ষা ও তৎসঙ্কল্প-বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। কারণ সেই সমারম্ভের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে, তাহাতে সঞ্জাত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মসমূহ দগ্ধীভূত হইয়া অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আরূঢ়াবস্থায় কর্ম্মফলহেতু বিষয়ই কাম, তল্লাভার্থ কর্ত্তব্য-বিষয়ক বিচারকেই সঙ্কল্প বলে। জ্ঞানারূঢ় ব্যক্তির এইরূপ কাম বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"যাঁহার জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ক্রিয়মাণ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সমূহ দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মকে যেরূপ অকর্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত, সেইরূপ বিকর্ম্মকেও অকর্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত" ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—[যঃ—যিনি] কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলাসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (স্বীয় যোগক্ষেমের আশ্রয়শূন্য) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মসমূহে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া নিজানন্দে নিত্য পরিতৃপ্ত এবং যোগক্ষেমের আশ্রয়-চেষ্টারহিত, তিনি কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও, কিছুই করেন না। অর্থাৎ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগ ও ক্ষেমলাভের আশ্রয়শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থং বিশদয়তি,—ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যেনাত্মনানুভূতেন তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ যোগক্ষেমার্থপ্যাশ্রয়রহিত ঈদৃশো যোঽধিকারী স কর্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি—কর্ম্মানুষ্ঠানাপদেশেন জ্ঞাননিষ্ঠামেব সংপাদয়তীত্যারুরুক্ষোর্দশেয়ম্। এতেন বিকর্ম্মণঃ স্বরূপং বন্ধকত্বং বোদ্ধব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইতেছে—'ত্যক্ত্বেতি' কর্ম্মফলে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করিয়া, নিত্য আত্মার অনুভূতির দ্বারা তৃপ্ত; নিরাশ্রয় অর্থাৎ যোগ ও ক্ষেমের জন্যও আশ্রয়-রহিত হইয়া, এইভাবে যিনি অধিকারী, তিনি কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইলেও, কখনও কিছু করেন না—কর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ ছলের দ্বারা, জ্ঞানের নিষ্ঠাকেই সম্পাদন করেন, ইহা আরুরুক্ষু মুনির দশা। ইহার দ্বারা বিকর্ম্মের স্বরূপকেও প্রতিবন্ধক জানা উচিত, ইহাই বলা হইল ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—যিনি স্বীয় আত্মানুভূতিতে নিত্যতৃপ্ত থাকিয়া যোগ (অলব্ধ-বস্তু লাভের নাম যোগ) এবং ক্ষেমের (লব্ধ-বস্তু রক্ষার নাম ক্ষেম) জন্য আশ্রয় স্বীকারেরও প্রয়োজন বোধ করেন না, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্ম-স্বরূপ ; অর্থাৎ তিনি কর্ম্মানুষ্ঠানের ছলে আরুরুক্ষু-মুনির ন্যায় জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিকর্ম্মও বন্ধকস্বরূপ, ইহাও জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—[সঃ—তিনি] নিরাশীঃ (কামনাশূন্য) যতচিত্তাত্মা (সংযত-চিত্ত ও দেহ) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য) কেবলং (কেবল)

শারীরং (শরীর নির্ব্বাহার্থ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়াও) কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (লাভ করেন না) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তিনি কামনাশূন্য, সংযত চিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহশূন্য, কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার পাপ বা বন্ধন লাভ হয় না ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহশূন্য হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে মমতা ত্যাগ করত কেবল শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য 'কর্ম্ম' করিয়া থাকেন, তাহাতে কর্ম্মজনিত 'পাপ' বা 'পুণ্য' তাঁহার কিছুই হয় না ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—অথারূঢ়স্য দশামাহ,—নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ। নির্গতা আশীঃ ফলেচ্ছা যস্মাৎ স যতচিত্তাত্মা বশীকৃতচিত্তদেহস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ আত্মৈকাব-লোকনার্থত্বাৎ প্রাকৃতেষু বস্তুষু মমত্ববর্জিতঃ। শারীরং কর্ম্ম শরীরনির্ব্বাহার্থং কর্ম্মাসৎপ্রতিগ্রহাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর আরূঢ় (যোগীর) অবস্থার কথা বলা হইতেছে— 'নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ'। নির্গত হইয়াছে আশী—কর্ম্মফলের ইচ্ছা যাহা হইতে সেই সংযতচিত্তযুক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি চিত্ত ও দেহকে বশীকৃত করিয়া সমস্ত পরিগ্রহের (দানগ্রহণাদির) ইচ্ছাকে ত্যাগ করিয়া এক আত্মার প্রতি অবলোকন করেন বলিয়া, প্রাকৃত বস্তুগুলিতে মমতা বর্জন করেন, শারীরিক কর্ম্ম অর্থাৎ শরীর ধারণার্থে অসৎ-প্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম করিলেও পাপের লেশমাত্রও ভোগ করিতে হয় না ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তির কথা বলিতেছেন,—যিনি সমস্ত কর্ম্মফলের অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়াছেন, সংযতচিত্ত, একমাত্র আত্মার অবলোকন করেন বলিয়া, সকল দানাদি-পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত সকল বস্তুতে মমতা রহিত হইয়াছেন, তিনি শরীর ধারণাদি-নিমিত্ত অসৎ-প্রতিগ্রহাদি স্বীকার করিলেও পাপগ্রস্ত হন না।

শ্রীধরস্বামিপাদও বলেন—"তাদৃশ ব্যক্তি শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহমাত্র উদ্দেশ্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তাহা বন্ধনস্বরূপ হয় না। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কেবল শরীরনির্ব্বাহ-মাত্রোপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষা-

অটনাদিরূপ কর্ম্ম করিলেও কিল্বিষ অর্থাৎ বন্ধন এবং বিহিত কর্ম্মের অকরণ-নিমিত্ত দোষও লাভ হয় না" ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[যঃ—যিনি] যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অযাচিত লব্ধ-দ্রব্যে পরিতুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিষয়-সহনশীল) বিমৎসরঃ (মৎসরতাশূন্য) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে) সমঃ (তুল্যজ্ঞান) [সঃ—তিনি] কৃত্বা অপি (কর্ম্ম করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি অপ্রার্থিত লব্ধ-বস্তুতে সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিষয়ের অবশীভূত, মৎসরতাশূন্য, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান-বিশিষ্ট, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হন এবং সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না; তিনি মাৎসর্য্যকে দূর করেন এবং কার্য্যের সিদ্ধি ও কার্য্যের অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন, অতএব তিনি যে কর্ম্মই করুন, তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—অথ শরীরনির্ব্বাহার্থমন্নাচ্ছাদনাদিকং স্বপ্রযত্নেন ন সংপাদ্য-মিত্যাহ,—যদৃচ্ছয়েতি। যাচ্ঞাং বিনৈব লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তৃপ্তঃ। দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতস্তৎসহিষ্ণুঃ। বিমৎসরোঽন্যৈরুপদ্রুতোঽপি তৈঃ সহ বৈরমকুর্ব্বন্ যদৃচ্ছালাভসিদ্ধৌ হর্ষস্য তদসিদ্ধৌ বিষাদস্য চাভাবাৎ সমঃ এবংভূতঃ শারীরং কর্ম্ম কৃত্বাপি তেন তেন ন বধ্যতে জ্ঞাননিষ্ঠা-প্রভাবান্ন লিপ্যতে ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর (তাহা হইলে) শরীর নির্ব্বাহের জন্য অন্ন ও আচ্ছাদনাদি (বস্ত্রাদি) স্বীয় যত্নে সম্পাদন করা হয় না। ইহাই বলিতেছেন—'যদৃচ্ছয়েতি'। প্রার্থনা ভিন্নই যে লাভ, তাহাকে যদৃচ্ছালাভ বলা যায়, তাহার দ্বারাই সন্তুষ্ট অর্থাৎ তৃপ্ত। দ্বন্দ্ব—শীত ও উষ্ণাদি-অতীত, তাহার (শীত ও উষ্ণের) সহিষ্ণু। বিমৎসর—অন্য লোক কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াও, তাহাদের সহিত বিবাদ বা শত্রুতা না করা, যদৃচ্ছালাভ-সিদ্ধিতে আনন্দ এবং তাহার অসিদ্ধিতে বিষন্ন

(বিষাদ) ভাবের অভাবহেতু সমতা, এইরূপ ব্যক্তি শারীরিক কর্ম্ম করিয়াও, তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না, জ্ঞাননিষ্ঠার প্রভাবহেতু লিপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বিনা প্রযত্নে অন্নবস্ত্রাদি যথাযথ লাভ না হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তিনি যদৃচ্ছলাভে সন্তুষ্ট অর্থাৎ অপ্রার্থিতভাবে স্বয়মুপস্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াই পরিতৃপ্ত ; অধিকতর অন্ন-বস্ত্রাদি লাভের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয় না। যদিও শাস্ত্রে 'ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে জীবন যাপন কর' এই বিধান আছে, তাহা হইলেও তজ্জন্য প্রয়াসবান্ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের দ্বারা যাচ্না বা সঙ্কল্পাদি-প্রযত্ন নিরাকৃত হইতেছে। যদি কেহ মনে করেন যে, যাচনাদি ব্যতীত কোন পদার্থ লাভ না হইলে শীত, উষ্ণাদিতে কষ্ট পাইতে হয়, তদুত্তরে বলিয়াছেন,—দ্বন্দ্বাতীত, সমাধিস্থ বা উত্থান দশাতেও শীতোষ্ণ কোন ব্যাপারই যতি পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে না। কারণ তিনি সর্ব্বদাই আত্মানন্দে অবস্থিত থাকেন। অন্যের লাভ ও নিজের অলাভেও তিনি মৎসরতাশূন্য। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বৈরবুদ্ধি-শূন্য। সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ-প্রাপ্তি হয় না। এবম্বিধ ব্যক্তি শরীর-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠার প্রভাবেই কোন বিষয়ে লিপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—গতসঙ্গস্য—(নিষ্কাম) মুক্তস্য (মুক্ত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানাবস্থিত-চিত্ত পুরুষের) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য) আচরতঃ (কর্ম্ম আচরণকারীর) সমগ্রং কর্ম্ম (সমগ্র কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের, যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম্ম আচরণ করা হয়, তাহা সমগ্র লয় প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব লাভ করে) ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায়। কর্ম্মমীমাংসকেরা যাহাকে 'অপূর্ব্ব' বলেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ম্মসকল সেই অপূর্ব্বতা লাভ

করে না। কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃতকর্ম্ম 'অপূর্ব্ব'-স্বরূপ লাভ করত জন্মজন্মান্তরে ফল দান করে; কিন্তু নিষ্কাম-যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য স্বাত্মবিষয়কজ্ঞান-নিবিষ্টমনসঃ যজ্ঞায় বিষ্ণুং প্রসাদয়িতুং তচ্চিন্তনমাচরতঃ প্রাচীনং বন্ধকং কর্ম্ম সমগ্রং কৃৎস্নং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই নিষ্কাম ব্যক্তি সঙ্গত্যাগ করিয়াছেন এবং রাগ ও দ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও আত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিতে, বিষ্ণুর চিন্তার অনুশীলনকারী ব্যক্তির প্রাচীন বন্ধক সমগ্র কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—গত-সঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম ব্যক্তি, রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্টমনা, যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদ লাভের নিমিত্ত তচ্চিন্তনাদি আচরণকারী তাঁহার বন্ধন-প্রাপক প্রাচীন কর্ম্মসমূহ প্রকৃষ্টরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, 'অকর্ম্মভাব' প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

'কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে ॥' (৪।২৯।৫৯)

অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর প্রীতিবিধানার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সমূহ, তাহার পরিণামভূত ফলের সহিত ও বাসনার সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধর্ম্ম-কার্য্য বা অধর্ম্ম-কার্য্য করিবামাত্রই উহার ফল স্বর্গ বা নরক হয় না। এস্থলে কর্ম্মমীমাংসকগণ বলেন, তত্তৎ-কর্ম্ম-জন্য ফলের দ্বারস্বরূপ অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) লাভ হয়, সেই অপূর্ব্বই যথাকালে ফল দান করে। কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগীর তাহা হয় না ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ—স্রুবাদি ব্রহ্ম), হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃতাদি ব্রহ্ম), ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মই অগ্নি তাহাতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা-কর্ত্তৃক) হুতং

(হোমও ব্রহ্ম) তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অর্পণ—স্রুবাদি ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ হোতা কর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য বা প্রাপ্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যজ্ঞরূপী কর্ম্ম কিরূপে জ্ঞানকে উৎপাদন করে, তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যতপ্রকার হয়, তাহা পরে বলিব ; সম্প্রতি যজ্ঞের মূল-তত্ত্ব বলিতেছি। চিত্তত্ত্ব সমস্ত জড়জগৎ হইতে বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ-জীবের জড়কার্য্য সম্পাদন-প্রযত্নও অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা সুষ্ঠুরূপে করার নাম 'যজ্ঞ'। চিদ্ভাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে ; সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতিঃ বা কিরণপুঞ্জ। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল,—এই পাঁচটি যজ্ঞের 'অঙ্গ' এবং এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয়, তখন যথার্থ 'যজ্ঞ' হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মাত্মক করত তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র্যরূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন ; তাঁহার অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা-সমুদায়ই ব্রহ্মাত্মক। অতএব তাঁহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং বিবিক্ত-জীবাত্মানুসন্ধিগর্ভতয়া স্ববিহিতস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতামভিধায় সাঙ্গস্য তস্য পরাত্মরূপতানুসন্ধিনা তদাকারতামাহ,—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনাস্মৈ বেতি ব্যুৎপত্তেরর্পণং স্রুবং মন্ত্রাধিদৈবতং চেন্দ্রাদি তত্তচ্চ ব্রহ্মৈব ; অর্প্যমাণং হবিশ্চাজ্যাদি তদপি ব্রহ্মৈব ; তচ্চ হবির্হোমাধারেঽগ্নৌ ব্রহ্মণি যজমানেনাধ্বর্য্যুণা চ ব্রহ্মণা হুতং ত্যক্তং প্রক্ষিপ্তঞ্চ ; অগ্নির্যজমানোঽধ্বর্য্যুশ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নাবিত্যত্র ণিকারলোপঃ-ছান্দসঃ। ন চ সমস্তং পদমিতি বাচ্যম,—অগ্নৌ ব্রহ্মদৃষ্টের্বিধেয়ত্বাৎ। ইত্থঞ্চ ব্রহ্মরূপে সাঙ্গে কর্ম্মণি সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন মুমুক্ষুণা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং স্বস্বরূপং পরস্বরূপঞ্চ লভ্যমবলোক্যমিত্যর্থঃ। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইত্যাদৌ জীবে ব্রহ্ম-শব্দঃ, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ পরমাত্মনি চ ব্রহ্মার্পণত্বাদি-গুণযোগান্নাস্য প্রকরণস্য পৌনরুক্ত্যম্—'স্রুবাদীনাং ব্রহ্মত্বং তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্ত-দ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ' ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। তাদৃশতয়ানুসন্ধিতং কর্ম্মজ্ঞানাকারং সত্তদব-লোকনায় কল্পতে ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে জ্ঞানী শুদ্ধ জীবাত্মার অনুসন্ধানে পূর্ণ, স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের জ্ঞানাকারকত্ব বলিয়া অঙ্গের সহিত পরাত্মরূপের অনুসন্ধানের দ্বারা তৎ-আকারতার বিষয় বলা হইতেছে—'ব্রহ্মার্পণমিতি', অর্পণ করা হইতেছে ইহার দ্বারা ইহাকে এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা অথবা অর্পণ স্রুব, মন্ত্রাদিদেবতা ইন্দ্রাদি, তাহা তাহা একমাত্র ব্রহ্মই। অর্পণ করা হইবে যেই হবি, আজ্যাদি (ঘৃতাদি) তাহা ব্রহ্মই। পুনঃ সেই হবি অর্থাৎ ঘৃতাদি হোমের আধার অগ্নিতে ব্রহ্মেতে যজমান ঋত্বিকরূপ ব্রহ্ম-দ্বারা হুত প্রক্ষিপ্ত বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ ; অগ্নি, যজমান ও ঋত্বিক সকলেই ব্রহ্ম এই অর্থ। ব্রহ্মাগ্নিতে এখানে ণিকারের লোপ ছন্দ অনুরোধে। সমস্ত পদ এই বলা উচিত নহে—অগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান আছে এই হেতু। এইপ্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অঙ্গের সহিত সমস্ত কর্ম্মেতে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা যাহার আছে সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মতেই গমন করা উচিত। নিজের স্বরূপ এবং পর-স্বরূপ লাভরূপ অবলোকন—ইহাই অর্থ। "বিজ্ঞান ব্রহ্ম ইহা যদি বল" ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবেই ব্রহ্মশব্দ অভিহিত হইয়াছে। "বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম" ইত্যাদি পরমাত্মাতেও ব্রহ্মার্পণত্বাদি গুণযোগহেতু এই প্রকরণের পুনরুক্তি হয় না। "স্রুবাদিরও ব্রহ্মত্ব তদায়ত্তবৃত্তিকত্বহেতু এবং ব্যাপ্যত্বহেতু" ইহা ব্যাখ্যাতাগণ (বলেন)। সেইরূপে অনুসন্ধেয় জ্ঞানাকার কর্ম্মই ভগবানের অবলোকনের জন্য কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—যে কর্ম্ম আত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ত তাহার জ্ঞানাকারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া, বর্ত্তমানে সর্ব্বাঙ্গসহকৃত কর্ম্ম পরমপুরুষের অনুসন্ধানযুক্ততা-হেতু জ্ঞানাকার, ইহাই কথিত হইতেছে। স্রুবাদিযজ্ঞীয় পাত্র, ঘৃতাদি, অগ্নি, যজমান সর্ব্বত্র যাঁহার ব্রহ্মধারণা, তাঁহার ব্রহ্মৈকচিত্তবশতঃ ব্রহ্মই লাভ হয় ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—অপরে (অন্য) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন)। অপরে (অন্য জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব

(যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন ; অর্থাৎ সমগ্র কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অন্য কর্ম্মযোগিগণ দেবপূজারূপ দৈবযজ্ঞই প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করেন, আর অপর জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞরূপ সমগ্র কর্ম্মকে আহুতি প্রদান করেন। অর্থাৎ বিলয় সাধন করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি এবম্ভূত যজ্ঞে ব্রতী হন, তিনি 'যোগী'। যজ্ঞসকলের প্রকারভেদে যোগিসকলেরও প্রকারভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার। এরূপ ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেকপ্রকার হয়। বিজ্ঞান-সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মযজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ চিদালোচনরূপ যজ্ঞ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি, শুন। কর্ম্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদিরূপ আমার মায়িক সামর্থ্যবিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাও তাঁহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হন। জ্ঞানযোগি-সকল 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক 'ত্বং'-পদার্থ জীবকে প্রণবরূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তৎ' পদার্থ ব্রহ্মে হোম করেন। ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবং ব্রহ্মানুসন্ধিগর্ভতয়া চ কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং নিরূপ্য কর্ম্মযোগভেদানাহ,—দৈবমিতি। দৈবমিন্দ্রাদিদেবার্চ্চনরূপং যজ্ঞমপরে যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি। অপরে "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদিন্যায়েন ব্রহ্মভূতেঽগ্নৌ যজ্ঞেন স্রুবাদিনা যজ্ঞং ঘৃতাদি-হবীরূপং জুহ্বতি হোম এব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ব্রহ্মের অনুসন্ধানমূলক কর্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব নিরূপণ করিয়া, কর্ম্মযোগের ভেদগুলি বলা হইতেছে—'দৈবমিতি'। দৈব—ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনারূপ যজ্ঞ, অন্য যোগিগণ বিশেষরূপে আরাধনা করেন অর্থাৎ তাহাতেই নিষ্ঠা স্থাপন করেন। আবার অন্যান্য কেহ "ব্রহ্মার্পণ" ইত্যাদি-ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা স্রুবাদির দ্বারা ঘৃতাদি হবিরূপ যজ্ঞে হোম করে। হোমেই নিষ্ঠা করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—অধিকারী-ভেদে জ্ঞানলাভের উপায়ভূত বহুবিধ যজ্ঞের

পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্ব যজ্ঞাপেক্ষা ব্রহ্মদর্শনাত্মক জ্ঞান-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই দৈবযজ্ঞ। যেমন দর্শ পূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমাদি। কর্ম্মযোগপরায়ণ ব্যক্তিসকল এই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। আর তৎপদার্থ-স্বরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম্পদার্থরূপ প্রত্যগাত্মার সমর্পণরূপ যজ্ঞের নাম জ্ঞানযজ্ঞ ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অন্যে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), অন্যে (গৃহস্থগণ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি-বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন এবং গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি-বিষয়সমূহকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়সকলকে হোম করেন, আর স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহিসকল শব্দাদি-বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সংযমাগ্নিষু তত্ত-দিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি তানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তি। অন্যে গৃহিণ ইন্দ্রিয়াগ্নিষ্বগ্নিত্বেন ভাবিতেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদীনুপজুহ্বতি অনাসক্ত্যা তান্ ভুঞ্জানাস্তানি তৎপ্রবণানি কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—'শ্রোত্রাদীনীতি', অপর অপর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে—সেই সেই ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি (অর্থাৎ তৎবৃত্তিগুলি) আহুতি প্রদান করে। সেইগুলি নিরোধ করিয়া সংযম-প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া, অবস্থান করে। আবার অন্যান্য গৃহিরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নিরূপে ভাবিত (চিন্তিত) শ্রোত্রাদিতে শব্দাদি অর্থাৎ তদ্বিষয়গুলিকে আহুতি প্রদান করে। অনাসক্তির সহিত সেইগুলি ভোগ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহার প্রতি তৎপ্রবণ করে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বেই যজ্ঞের অধিকারী ভেদের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতেই শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলিকে হোম করেন; অর্থাৎ শুদ্ধমনেই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধপূর্ব্বক সংযমী হইয়া অবস্থান করেন; আবার গৃহিগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি-বিষয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ অনাসক্তির সহিত বিষয় ভোগ করিতে করিতে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎপ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—অপরে (অন্যযোগিগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) সর্ব্বাণি-ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (সকল ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (এবং প্রাণকর্ম্মসমূহ) জুহ্বতি (আহুতি দিয়া থাকেন) ॥২৭॥

অনুবাদ—অন্য যোগিগণ জ্ঞানদীপ্ত হইয়া চিত্তসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমগ্র ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জল-যোগিসকল সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্ম্মসমূহকে 'ত্বং' পদার্থস্বরূপ শুদ্ধজীবাত্মরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম 'পরাগাত্মা', এবং বিষয়ত্যাগী আত্মার নাম 'প্রত্যগাত্মা'। তাঁহারা "এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন-প্রভৃতি কিছুই নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—সর্ব্বাণীতি। অপরে ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ চ জুহ্বতি—আত্মনো মনসঃ সংযমঃ স এব যোগস্তস্মিন্নগ্নিত্বেন ভাবিতে জুহ্বতি। মনসা ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণানাঞ্চ কর্ম্মপ্রবণতাং নিবারয়িতুং প্রযতন্তে। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শব্দগ্রহণাদীনি প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনং কর্ম্ম। অপানস্যাধোগমনম্; ব্যানস্য নিখিলদেহব্যাপনমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি; সমানস্যাশিতপীতাদিসমীকরণম্; উদানস্যোর্দ্ধনয়নং চেত্যেবং বোধ্যানি সর্ব্বাণি সামস্ত্যেন জ্ঞানদীপিতে আত্মানুসন্ধানোজ্জ্বলিতে ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাণীতি'। অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মগুলি ও প্রাণের কর্ম্মসমূহকে আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। 'আত্মনঃ' মনের সংযম সেইটাই যোগ, অগ্নিরূপে ভাবিত তাদৃশ অগ্নিতে আহুতি প্রদান

করেন। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির ও প্রাণগুলির (পঞ্চপ্রাণের) কর্ম্মপ্রবণতাকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম্ম—শব্দগ্রহণ প্রভৃতি এবং প্রাণের কর্ম্মগুলি—প্রাণের বহির্গমনরূপ কর্ম্ম। (পঞ্চপ্রাণ) তন্মধ্যে অপানের অধোগমন, ব্যানের নিখিলদেহব্যাপী আকুঞ্চন, প্রসারণাদি ; সমানের অশিত-পীতাদির সমীকরণ ; উদানের ঊর্দ্ধ নয়ন—এই প্রকারে বোধ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সমগ্ররূপে জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বল অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের অনুসন্ধানে অতিশয় তৎপর ॥২৭॥

অনুভূষণ—অপর কেহ কেহ আবার ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের এবং প্রাণের বিষয়গুলি আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন।

শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কর্ম্ম—শ্রবণ, দর্শনাদি এবং বাক্, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কর্ম্ম—বচন, গ্রহণাদি এবং প্রাণাদি দশপ্রাণের যাবতীয় কর্ম্মাদি আত্মার সংযমরূপ অগ্নিতে ধ্যানের দ্বারা একাগ্রতাসাধনমূলে আহুতি দিয়া থাকেন অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা সংযত চিত্ত হন এবং সমস্ত-কর্ম্ম হইতে উপরত হন ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ) [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ) [কেচিৎ—কেহ কেহ] যোগ-যজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞপরায়ণ) তথা (সেইরূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদপাঠ-যজ্ঞপরায়ণ ও বেদার্থজ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) যতয়ঃ (এই চারিপ্রকার প্রযত্নশীল ব্যক্তি) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্ণব্রতযতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ যোগযজ্ঞপরায়ণ, অপর কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞপরায়ণ বা বেদার্থজ্ঞান-রূপ যজ্ঞপরায়ণ। এই চারিপ্রকার যত্নশীলব্যক্তি তীক্ষ্ণব্রতযতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সকল যজ্ঞকে 'দ্রব্যযজ্ঞ', 'তপোযজ্ঞ', 'যোগযজ্ঞ', ও 'স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ' বলিয়া চারি ভাগেও বিভাগ করা যাইতে পারে। দ্রব্যময় যজ্ঞকে 'দ্রব্যযজ্ঞ', কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি 'তপোযজ্ঞ', অষ্টাঙ্গ-যোগকে 'যোগযজ্ঞ', বেদার্থ বিচার পূর্ব্বক চিদচিদ্‌বিচারকে 'জ্ঞানযজ্ঞ'

বলা যায়। এই চারি প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে 'তীক্ষ্ণব্রত যতি' বলা যায় ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—দ্রব্যেতি। কেচিৎ কর্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞাঃ অন্নাদি-দানপরাঃ কেচিত্তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ, কেচিদ্‌যোগযজ্ঞাঃ পুণ্যতীর্থাদি-সঙ্গমপরাঃ, কেচিৎ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ বেদাভ্যাসপরাস্তদর্থাভ্যাসপরাশ্চ। যতয়স্তত্র প্রযত্নশীলাঃ সংসিতব্রতাস্তীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যেতি', কোন কোন কর্ম্মযোগী দ্রব্যযজ্ঞ—অন্নাদিদানে তৎপর হন, কেহ কেহ তপোযোগী তপোযজ্ঞ—অতিশয় কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণা-দিব্রতে তৎপর হন, কোন কোন যোগযোগী যোগযজ্ঞ—পুণ্যতীর্থাদিতে গমনের জন্য তৎপর হন। আবার কোন কোন স্বাধ্যায়যোগী—স্বাধ্যায়জ্ঞান-যজ্ঞে অর্থাৎ বেদাভ্যাসে ও তদর্থাদি-অনুশীলনে তৎপর হন, সংযমী মুনিগণ এই বিষয়ে প্রযত্নশীল অর্থাৎ সংসিতব্রত অতিশয় তীক্ষ্ণভাবে তদাচরণে তৎপর হন ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ কর্ম্মযোগী দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ অন্নাদিদানপর, দ্রব্যত্যাগই তাঁহাদের যজ্ঞ, তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র কথিত বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উদ্যান-রচনা প্রভৃতি পূর্ত্ত কর্ম্ম করেন ও শরণাগত জনের রক্ষা, সর্ব্বভূতের অহিংসা প্রভৃতি দত্ত কর্ম্মপরায়ণ। কেহ বা শ্রুতিসঙ্গত ইষ্টাখ্য কর্ম্ম করিতে গিয়া দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদিপরায়ণ। কেহ কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ হইয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মনুসংহিতায় এই সকল কৃচ্ছ্রব্রতাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ আবার যোগযজ্ঞ-পরায়ণ, তাঁহারা পুণ্য ক্ষেত্র ও তীর্থস্থানাদি সঙ্গমপর, উহাদের মধ্যে কেহ যমনিয়মাদি-লক্ষণরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগকেই যজ্ঞ বিচারে অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ বেদালোচনাকেই যজ্ঞজ্ঞানে স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রার্থ অবধারণরূপ জ্ঞানকেই যজ্ঞ মনে করিয়া, জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—অপরে (প্রাণায়াম-নিষ্ঠগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), তথা (সেইরূপ) অপানং (অপান-বায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) [জুহ্বতি—আহুতি দিয়া থাকেন], প্রাণাপান-গতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধ্বা (নিরোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হন) অপরে (কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহারসংযমী) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়ামনিষ্ঠগণ পূরককালে অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন, সেই-প্রকার রেচককালে প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন এবং কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আহার-সংযমী হইয়া প্রাণেই প্রাণসমূহকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বেদ-শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি-শাস্ত্রে এই চারিপ্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ-বিস্তৃতিরূপ তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম-ব্রতরূপ যজ্ঞসকল উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামনিষ্ঠ হইয়া অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে রোধ এবং প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ুকে নির্গত এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান-গতিরোধ-দ্বারা 'কুম্ভক' অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার খর্ব্ব করত প্রাণ-সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—কিঞ্চাপানে ইতি। তথাপরে প্রাণায়ামপরায়ণাস্তে ত্রিধা অধোবৃত্তাবপানে প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি,—পূরকেণ প্রাণমপানেন সহৈকী-কুর্ব্বন্তি। তথা প্রাণেঽপানং জুহ্বতি,—রেচকেনাপানং প্রাণেন সহৈকীকৃত্য বহির্নির্গময়ন্তি; যথা প্রাণাপানয়োর্গতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুম্ভকেন রুদ্ধ্বা বর্ত্তন্ত ইতি। আন্তরস্য বায়োর্নাসাস্যেন বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য গতিঃ; বিনি-র্গতস্য তস্যান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ অপানস্য গতিঃ; তয়োর্নিরোধঃ কুম্ভকঃ; স দ্বিবিধঃ;—বায়ুমাপূর্য্য শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্নিরোধোঽন্তঃকুম্ভকঃ; বায়ুং বিরেচ্য তয়োর্নিরোধো বহিঃকুম্ভকঃ। অপরে নিয়তাহারা ভোজনসঙ্কোচমভ্যসন্তঃ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি;—তেষল্পাহারেণ জীর্য্যমাণেষু তদায়ত্ত-

বৃত্তিকানি তানি বিষয়গ্রহণাক্ষমাণি তপ্তায়োনিষিক্তোদবিন্দুবত্তেষ্বেব বিলীয়ন্তে॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ—'কিঞ্চাপানে' ইতি। তথা অপর কেহ কেহ প্রাণায়ামে তৎপর হন, সেই প্রাণায়াম তিনপ্রকার, অধোবৃত্তিসম্পন্ন অপানে উর্দ্ধবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণকে আহুতি দেন,—পূরকের দ্বারা প্রাণকে অপানের সহিত একত্রিত করেন। সেই রকম প্রাণে অপানকে আহুতি দেন—রেচকের দ্বারা অপানকে প্রাণের সহিত একত্রিত করিয়া বাহিরে প্রেরিত করেন। যেমন প্রাণ ও অপানের গতি শ্বাস ও প্রশ্বাসকে কুম্ভকের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন। অভ্যন্তর-স্থিত বায়ুকে নাসিকা ও মুখের দ্বারা বাহিরে প্রেরণ করাই শ্বাস, ইহাই প্রাণের গতি। সেই বিনির্গতের অন্তঃপ্রবেশ প্রশ্বাস অর্থাৎ অপানের গতি। এই দুইটি নিরোধের নাম কুম্ভক, তাহা দ্বিবিধ—বায়ুকে পূরণ করিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাসের নিরোধ অন্তঃকুম্ভক। আর বায়ুকে বিরেচন করিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের নিরোধকে বহিঃকুম্ভক বলে। আবার অপর কেহ কেহ নিয়তাহারী হইয়া, ভোজনের সঙ্কোচের জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণে আহুতি প্রদান করেন;—সেইগুলি অল্প আহারের দ্বারা জীর্ণপ্রায় হইলে, তদায়ত্ত-বৃত্তিমূলক বিষয়-গ্রহণে অক্ষম সেই বৃত্তিগুলি তপ্ত লৌহপাত্রে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর মত লয়প্রাপ্ত হয়॥ ২৯॥

অনুভূষণ—পুনরায় বলিতেছেন যে, কোন কোন যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ, তাঁহারা অধোগামী অপান বায়ুতে ঊর্দ্ধগামী প্রাণবায়ুর পূরকদ্বারা হোম করেন, অর্থাৎ পূরককালে প্রাণকে অপানের সহিত এক করেন, সেইরূপ রেচকের দ্বারা অপানকে প্রাণে হোম করেন এবং কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ-করতঃ অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—১১।১৫।১

জিতেন্দ্রিয়, জিতশ্বাস, স্থিরচিত্ত যোগিপুরুষ আমাতে চিত্তধারণ করিলে সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

যোগশাস্ত্রেও পাওয়া যায়,—

'ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া ততঃ।
পিঙ্গলাপূরিতং বায়ুমিড়য়া চ পরিত্যজেৎ॥

আবার কেহ কেহ আহার সংযম পূর্ব্বক প্রাণেই প্রাণসমূহকে আহুতি দিয়া

থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণাধীনবৃত্তি বলিয়া প্রাণের দৌর্ব্বল্য হইলে স্বয়ংই স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে অসমর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়কে প্রাণেতেই অন্তর্লীভূত করেন।

'নিয়তাহার' সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

উদরের দুইভাগ অন্নের দ্বারা পূর্ণ করিবে, একভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে, এবং অবশিষ্ট একভাগ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত খালি রাখিবে ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—এতে সর্ব্বে অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিৎ) যজ্ঞ-ক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজন করত) সনাতনম্ ব্রহ্ম (সনাতন ব্রহ্মকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ হইয়া যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতভোজন করত অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ ও যজ্ঞ-দ্বারা ক্ষীণপাপ। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সনাতন-ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—এতে খল্বিন্দ্রিয়বিজয়কামাঃ সর্ব্বেঽপীতি যজ্ঞবিদঃ পূর্ব্বোক্তান্ দৈবাদি-যজ্ঞান্ বিন্দমানা তৈরেব যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতকল্মষাঃ। অনন্তুসংহিতং ফলমাহ,—যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞশিষ্টং যদমৃতমন্নাদি ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যাদি চ তদ্ভুঞ্জানাঃ। অনুসংহিতং ফলমাহ,—যান্তীতি। তৎসাধ্যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি প্রাগ্বৎ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে—এই ইন্দ্রিয়-বিজয়কামী সকল যজ্ঞবিদই পূর্ব্বোক্ত দৈবাদিযজ্ঞকে জানিবার ইচ্ছায়, সেই যজ্ঞের দ্বারাই পাপক্ষয়কারী হন।

এইভাবে সংযতচিত্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির অননুসংহিত ফলের কথা বলা হইতেছে—'যজ্ঞশিষ্টেতি'। যজ্ঞশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট যেই অমৃত ও

অন্নাদি এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি তাহাদেরই ভোগাভিলাষী হন। এইভাবে সংযত-চিত্ত ব্যক্তির অনুসংহিত ফলের কথা ঘোষণা করা হইতেছে—'যান্তীতি'। তাহার দ্বারা সাধ্য অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, পূর্ব্বের ন্যায় ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—কুরুসত্তম ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ !) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞবিহীনের) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন (নাই), অন্যঃ (অন্যলোক) কুতঃ (কোথায় ?) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন অল্প-সুখকর মনুষ্যলোক লাভ সম্ভব হয় না, তখন দেবাদিলোক কিরূপে লাভ হইবে ? ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে কুরুসত্তম অর্জ্জুন! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, পরলোক কিরূপে সম্ভব হইবে ? অতএব যজ্ঞই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও বৈদিকযাগাদি সমস্তই 'যজ্ঞ' এবং ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম্ম নাই ; যাহা আছে, তাহা 'বিকর্ম্ম' ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—তদকরণে দোষমাহ,—নায়মিতি। অযজ্ঞস্যোক্তযজ্ঞাননুষ্ঠাতুরয়ং প্রাকৃতো লোকস্তত্রত্যস্ত্রিবর্গো নাস্তি ; অন্যো মোক্ষলভ্যো লোকঃ কুতঃ স্যাৎ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহা না করিলে, দোষের কথা বলা হইতেছে—'নায়মিতি'। অযাজ্ঞিক অর্থাৎ উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে অনিচ্ছুক ব্যক্তির এই প্রাকৃত লোক অর্থাৎ তত্রস্থিত ত্রিবর্গ নাই, অতএব অন্য মোক্ষলভ্য-লোক কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহারা সকলেই ক্ষীণ পাপ হইয়া, যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করেন এবং অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। যজ্ঞের মুখ্য ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং গৌণফল ভোগৈশ্বর্য্য ও অণিমাদি-সিদ্ধি-প্রাপ্তি। কিন্তু যাঁহারা কোন যজ্ঞই করেন না, তাঁহারা যৎসামান্য সুখপ্রদ এই মনুষ্যলোকেই যখন বঞ্চিত তখন বহুসুখপ্রদ স্বর্গাদি-লোক তথা মোক্ষলভ্য-স্থান-লাভের সম্ভাবনা তাঁহাদের কোথায় ? ॥ ৩০-৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদদ্বারে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততা (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত), তান্ সর্ব্বান্ (সেই সমস্ত) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজনিত) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিতে পারিবে) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বেদদ্বারে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি সেই সকলকে কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে, এবং এইপ্রকার জানিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই সমস্তপ্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত ; ইহারা সকলেই বাক্য মন ও কায়-কর্ম্ম-জনিত, অতএব কর্ম্মজ। এই-রূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—এবমিতি ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বিবিক্তাত্মপ্রাপ্ত্যু-পায়তয়া স্বমুখেনৈব তেন স্ফুটমুক্তাঃ। কর্ম্মজানিতি বাঙ্‌মনঃকায়কর্ম্মজনিতা-নিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞাত্বা তদুপায়তয়া তেনোক্তান্ তানববুধ্যানুষ্ঠায় তদুৎপন্ন-বিজ্ঞানেনাবলোকিতাত্মদ্বয়ঃ সংসারাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—'এবমিতি', ব্রহ্মের—বেদের মুখে বিতত অর্থাৎ বিস্তৃত বিবিক্ত আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিজমুখের দ্বারাই, বেদ-দ্বারে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। 'কর্ম্মজানিতি', বাক্য, মন, দেহ, কর্ম্মজনিত—ইহাই অর্থ। এইরূপে জানিয়া, তাহার উপায়স্বরূপ বলিয়া তাহার দ্বারা উক্ত সেইগুলিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিয়া, তাহা হইতে সমুৎপন্ন বিশেষজ্ঞানের দ্বারা আত্মদ্বয় অবলোকিত হইলে, সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইল। শ্রীভগবান্ বেদদ্বারে এবং স্বমুখে বিবিধযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন কিন্তু আত্মতত্ত্ব-লাভের উপায়স্বরূপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিচারপূর্ব্বক করা প্রয়োজন। যাহাতে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—পরন্তপ! পার্থ! (হে পরন্তপ; হে পার্থ!) দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। সর্ব্বং কর্ম্ম (সকল কর্ম্ম) অখিলং (অব্যর্থরূপে) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! হে পার্থ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম অব্যর্থরূপে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও এই সকল যজ্ঞ-দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদয়-সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহা জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠা-ভেদে উক্ত সমুদয় যজ্ঞই কোন-সময় কেবল 'দ্রব্যময় যজ্ঞ' হয়, কখনও বা 'জ্ঞানময় যজ্ঞ' হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; কেন না, হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন-রহিত হয়, তখনই ব্যাপার-সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময়ী অবস্থাকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলে এবং জ্ঞানময়ী অবস্থাকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে। যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তাঃ কর্ম্মযোগা বিবিক্তাত্মানুসন্ধিগর্ভত্বাদরণ্যাদিব উভয়রূপাস্তেষু জ্ঞানরূপং সংস্তৌতি,—শ্রেয়ানিতি। দ্বিরূপে কর্ম্মণি কর্ম্মদ্রব্যময়াদংশাজ্‌জ্ঞানময়োঽংশঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। দ্রব্যময়াদিত্যুপলক্ষণানামিন্দ্রিয়সংযমাদীনাং তেষাং তদুপায়ত্বাৎ। এতদ্বিবৃণোতি,—হে পার্থ! জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং সাঙ্গং পরিসমাপ্যতে নিরৃত্তিমেতি ফলে জাতে সাধননিবৃত্তেদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগগুলি বিবিক্ত-আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানের মূলকারণ বলিয়া, অরণ্যের মত উভয়রূপ, তারমধ্যে জ্ঞানরূপকে সম্যগ্‌রূপে স্তুতি করিতেছে—'শ্রেয়ানিতি'। দ্বিরূপ কর্ম্মে, কর্ম্মদ্রব্যময় অংশ হইতে জ্ঞান-

ময় অংশ শ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রশস্ততর। দ্রব্যময় হইতে, ইহা উপলক্ষণ, ইন্দ্রিয়সংযমাদি তাহাদের উপায়হেতু। ইহাই বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন— হে পার্থ! জ্ঞানলাভ হইলে, নিখিল সমস্ত কর্ম্মই অঙ্গের সহিত পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। ফল উৎপন্ন হইলে, সাধনের নিবৃত্তি দেখা যায়, এই হেতু ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বর্ণনান্তে যাহা পুরুষার্থ-সিদ্ধির উপায়ভূত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞান-যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। বেদে যে সকল যজ্ঞের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই কর্ম্মজ ও দ্রব্য-সাধ্য। সেই দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীভগবান্ স্বমুখেই বিচার পূর্ব্বক দেখাইতেছেন। চিদালোচনা-ক্রমে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিলে, তদ্দ্বারা অখিল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,— (৪।১।৪)

"সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি।"

অর্থাৎ প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকার্য্য করেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখী হইয়া থাকে।

যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞকর্ম্ম এবং স্মার্ত্ত উপাসনাদিরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান জ্ঞানের অন্তর্ভূ'ত হইলেও, বিশেষ বিচারপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করতঃ অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বযজ্ঞ হইতে নাম যজ্ঞ সার।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেইত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার ॥
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥" (আদি ৩।৭৬-৭৮)

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪ ॥৩৩॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—প্রণিপাতেন (জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুর নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্নের দ্বারা) সেবয়া (শুশ্রূষার দ্বারা) তৎ (সেই জ্ঞান) বিদ্ধি (জানিবে), তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন ও সেবাফলে সেই তত্ত্বজ্ঞান অবগত হও ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদি বল,—এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ-বিচার তোমার পক্ষে কঠিন, তাহা হইলে আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ-বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান-লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জীবস্বরূপজ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ সাঙ্গমুপদিশ্য পরস্বরূপোপাসনজ্ঞানমুপদিশন্ সৎপ্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্যাহ,—তদিতি। যদর্থং তত্ত্বভয়ং ময়া তবোপদিষ্টং 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদিনা তৎ পরাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সন্ত্যস্তমবগত-স্বস্বরূপো বিদ্ধি প্রাপ্নুহি। তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎপ্রণতিঃ, সেবা ভৃত্যবত্তেষাং পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্নঃ তৎস্বরূপতদ্গুণতদ্বিভূতি-বিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ। ননূদাসীনাস্তে ন বক্ষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ,—উপেতি। তে জ্ঞানিনোঽধিগত স্বপরাত্মানঃ প্রণিপাতা-

দিনা তজ্জিজ্ঞাসুতামালক্ষ্য তে তুভ্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি-জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি তত্ত্বদর্শিনস্তজ্‌জ্ঞানপ্রচারকাঃ কারুণিকা ইতি যাবৎ। নন্বত্র তদিতি জীবজ্ঞানং বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন,—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং", "যুক্ত আসীত মৎপর" "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদিনা পরাত্মনোঽপ্যাপ্রাকৃতত্বাৎ তজ্-জ্ঞানায়ৈব জীবজ্ঞানস্যাপ্যুপদেশ্যত্বাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" ইতি ; অন্যথা শ্রুতিসূত্রার্থসম্বাদিনোঽগ্রিমস্য জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ স্যাৎ উক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জীবের স্বরূপজ্ঞান এবং তৎসাধনের সমস্ত জ্ঞান অঙ্গের সহিত উপদেশ দিয়া, পরমাত্মার স্বরূপ ও উপাসনার জ্ঞানকে উপদেশ দিবার ইচ্ছায় সৎপ্রসঙ্গ-লভ্যত্বের কথা, তাহার জন্য বলা হইতেছে—'তদিতি'। যেইজন্য সেই উভয়বিধ আমাকর্ত্তৃক তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে "অবিনাশি কিন্তু তাহা জান" ইত্যাদির দ্বারা সেই পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে প্রণিপাতাদির দ্বারা প্রসাদিত (সন্তুষ্ট) সৎ জ্ঞানী সাধুগণ হইতে তুমি স্ব-স্বরূপ জানিবে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে। এই সম্পর্কে প্রণিপাত—দণ্ডবৎ প্রণতি, সেবা—ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদের পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্ন শব্দের অর্থ—তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার গুণ ও তদ্বিভূতি-বিষয়ক বিবিধপ্রশ্ন। প্রশ্ন,—উদাসীন হইয়া তাঁহারা বলিবেন না, যদি বল, তাহা হইলে বলা হইতেছে—'উপেতি'। সেই জ্ঞানিগণ নিজকে ও পরমাত্মাকে অধিগত করিয়াছেন, প্রণিপাতাদির দ্বারা সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসুতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, তাদৃশ তোমাকে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানের উপদেশ দিবেন। তত্ত্বদর্শিগণ সেই জ্ঞানের প্রচারক ও করুণাসম্পন্ন হন। প্রশ্ন—এখানে 'তাহা এই' শব্দে প্রকৃতার্থ বশতঃ জীবজ্ঞানকে বলা উচিত, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—"আমি কখনও ছিলাম না ইহা নহে" "আমার প্রতি আসক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পরমাত্মাতে যুক্ত হন" "নিত্য হইলেও আত্মা অব্যয়" ইত্যাদির দ্বারা পরমাত্মারও অপ্রাকৃতত্বহেতু তাঁহার জ্ঞানের জন্যই জীবের জ্ঞানের উপদেশ্যত্ব। এই প্রকারই বলিয়াছেন সূত্রকার—"অন্যের অর্থ পরামর্শ" ইতি। অন্যথা শ্রুতি ও সূত্রার্থ-সংবাদী অগ্রিম জ্ঞান-মহিমার বিরোধ হইবে। ইহা পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সাধনে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই তত্ত্ব-

জ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। সৎগুরুর কৃপা-ব্যতীত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের অন্য পন্থা নাই বলিয়া সেই সৎগুরুর লক্ষণ বলিতেছেন যে, 'জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ' অর্থাৎ জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী অর্থে শাস্ত্রজ্ঞ ; তত্ত্বদর্শী অর্থে অপরোক্ষানুভব-সম্পন্ন—শ্রীধর।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞানবান্ হইয়াও কেহ কেহ যথাবৎ তদ্দর্শনশীল হন না, কিন্তু কেহ হন, অতএব বিশেষভাবে বলিতেছেন—তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ যাঁহারা সম্যক্‌দর্শী তাঁহাদের উপদিষ্ট-জ্ঞান কার্য্যক্ষম হয়। অন্য হইতে নহে, ইহাই ভগবানের মত।"

এক্ষণে প্রশ্ন, কি প্রকারে সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট হইতে সেই জ্ঞান লাভ করা যায়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে নিজের যাবতীয় অহমিকা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সদগুরুর চরণে প্রণত হইতে হইবে, তারপর প্রণতিপূর্ব্বক বিনীতভাবে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া বিবিধ তত্ত্ববিষয়ক-প্রশ্ন করিতে হইবে, ঐ সঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বলিতে হইবে—"কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানে মোর কৈছে হিত হয়॥"

পরমকারুণিক তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ মাদৃশ অধমের প্রণতি ও পরিপ্রশ্নমূলক জিজ্ঞাসু-ভাব দেখিয়া তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিবেন। ঐ সঙ্গে অর্থাৎ তত্ত্বোপদেশ-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা অর্থাৎ ভৃত্যের ন্যায় পরিচর্য্যাও করিতে হইবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-ফলে ক্রমশঃ শ্রীগুরু-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"তাতে কৃষ্ণ-ভজে করে গুরুর সেবন,

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" চৈঃ চঃ মধ্য॥

এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে 'তৎ' শব্দদ্বারা কেবল জীবজ্ঞান কথিত হয় নাই, পরমাত্ম-জ্ঞানের সঙ্গেই উহার উপদেশ।

বেদান্ত সূত্রেও পাওয়া যায়,—

“অন্যার্থশ্চ পরামর্শ” ১ম ১অঃ ৩য় পাঃ ২০ সূত্র। এস্থলে ‘তৎ’ শব্দে পরমাত্মজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে।

“দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।” গোবিন্দ ভাষ্য ১।৩।২৩ সূত্র

শ্রীবলদেব বলেন,—

‘দহর বাক্যের মধ্যে যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার জ্ঞান জন্যই বুঝিতে হইবে।

সদগুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

ছান্দোগ্যও বলেন,—

“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” (৬।১৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥” (১১।৩।২১)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮-১২৭)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে আরও পাওয়া যায়,—

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥”

অন্যত্র

“কৃষ্ণ-যদি কৃপা করেন, কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥”

আরও পাওয়া যায়,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥" ৩৪ ॥

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যৎ (যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং (এইরূপ মোহ) ন যাস্যসি (লাভ করিবে না); যেন (যে জ্ঞানের দ্বারা) অশেষাণি ভূতানি (নিখিল ভূতগণকে) আত্মনি (জীবাত্মাতে) অথো ময়ি (অনন্তর পরমাত্মা আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যে তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারিলে পুনরায় এরূপ মোহ লাভ করিবে না, যে জ্ঞান-দ্বারা ভূতসকলকে এক জীবাত্মরূপ তত্ত্বে অবস্থিত (মাত্র উপাধি দ্বারা জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়াছে), এবং এ-সমুদয়ই পরম-কারণরূপ ভগবৎস্বরূপ আমাতে আমার শক্তিকার্য্যরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অদ্য তুমি মোহ-বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এরূপ মোহ আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভূতসকল, সকলেই বস্তুতঃ জীবাত্মরূপ চিন্ময় তত্ত্ব; উপাধিদ্বারা তাহাদের তারতম্য ঘটিয়াছে। এই সমুদায়ই পরমকারণরূপী ভগবৎস্বরূপ আমাতে মদীয়-শক্তির কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তজ্ঞানফলমাহ,—যদিতি। যজ্জীবজ্ঞানপূর্ব্বকং পরমাত্ম-সম্বন্ধিজ্ঞানং জ্ঞাত্বোপলভ্য পুনরেবং বন্ধুবধাদিহেতুকং মোহং ন যাস্যসি। কথং ন যাস্যামীত্যত্রাহ,—যেনেতি। যেন জ্ঞানেন ভূতানি দেবমানবাদি-শরীরাণি অশেষেণ সামস্ত্যেন সর্ব্বাণীত্যর্থঃ। আত্মনি স্বস্বরূপে উপাধিত্বেন স্থিতানি তানি পৃথগ্ দ্রক্ষ্যসি; অতো ময়ি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বহেতৌ কার্য্যত্বেন স্থিতানি তানি দ্রক্ষ্যসীতি। এতদুক্তং ভবতি,—দেহদ্বয়বিবিক্তা জীবাত্মান-স্তেষাং হরিবিমুখানাং হরিমায়য়ৈব দেহেষু দৈহিকেষু চ মমত্বানি রচিতানি,

হন্তৃহন্তব্যভাবাবভাসশ্চ তয়ৈব। শুদ্ধস্বরূপাণাং ন তত্তৎসম্বন্ধঃ। পরমাত্মা খলু সর্ব্বেশ্বরঃ স্বাশ্রিতানাং জীবানাং তত্তৎকর্ম্মানুগুণতয়া তত্তদ্দেহেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্দেহযাত্রাং লোকান্তরেষু তত্তৎসুখভোগাংশ্চ সম্পাদয়ত্যুপাসিতস্তু মুক্তিমিত্যেব জ্ঞানিনো ন মোহাবকাশ ইতি ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—উক্তজ্ঞানের ফলের বিষয় বলা হইতেছে—'যদিতি'। যেই জ্ঞানকে জীবের জ্ঞানপূর্ব্বক পরমাত্ম-সম্পর্কীয় জ্ঞানকে জানিয়া পুনরায় বন্ধুবধাদি-জন্য মোহপ্রাপ্ত হইবে না। কেন মোহ প্রাপ্ত হইব না—ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—'যেনেতি'। যেই জ্ঞানের দ্বারা ভূতসকল—দেবমনুষ্যাদি শরীরগুলি অশেষে সম্পূর্ণরূপে সকলই ইত্যর্থ। আত্মাতে—স্বীয় স্বরূপে উপাধিরূপে স্থিত; সেইগুলিকে পৃথগ্‌রূপে দেখিবে। অতএব সর্ব্বেশ্বর সকলের হেতুভূত আমাতে কার্য্যরূপে অবস্থিত তাহা দেখিবে। ইহার দ্বারা এই বলা হইতেছে—দেহদ্বয়-বিবিক্ত (অসংপৃক্ত) জীবাত্মাগুলি হরিবিমুখ হইয়া শ্রীহরির মায়ার দ্বারাই দেহে ও দৈহিকের উপর মমত্ব রচনা করে। হন্তৃ ও হন্তব্য-ভাবের অবভাস তাহার দ্বারাই। শুদ্ধস্বরূপের সেইরকম সম্বন্ধ নাই। পরমাত্মা নিশ্চিতরূপে সর্ব্বেশ্বর স্বীয় আশ্রিত জীবের তত্তৎকর্ম্মের অনুগুণহেতু সেই সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে, সেই সেই দেহ-যাত্রাকে, পরলোকে সেই সেই সুখভোগসকলকে সম্পাদন করেন। উপাসিত হইলে মুক্তিই দেন, এইহেতু জ্ঞানীর মোহের অবকাশ নাই ॥ ৩৫ ॥

অনুভূষণ—সেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফল বলিতেছেন। সৎ-গুরুর নিকট হইতে দীব্যজ্ঞান লাভের পর আর পার্থিব মোহ থাকে না। কারণ সেই জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, দেবমানবাদি সর্ব্বশরীরে এক জীবাত্মাই অবস্থিত, শরীরসমূহ উপাধিমাত্র। আত্মা-সকল চেতন ও শরীর সমূহ জড়। বিভিন্ন দেহরূপ উপাধি-ধারণেই জীবের তারতম্য। হরিবিমুখ জীবগণেরই দেহ ও দৈহিক বিষয়ে মমতা জন্মে, এবং তাহা হইতেই হন্তৃ ও হন্তব্য-ভাব প্রকাশ পায়। শুদ্ধ স্বরূপ জীবগণের এই সকল জড় সম্বন্ধ নাই। পরমেশ্বরের শক্তির কার্য্যরূপে জগতের সমুদয় বৈচিত্র্য অবস্থিত থাকে। পরমাত্মা সকল জীবকে, তাহাদের স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করান কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা

করেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন এই জন্যই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর মোহ থাকে না ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপী অপেক্ষাও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপকারী) অসি (হও), [তথাপি—তাহা হইলেও] সর্ব্বম্ বৃজিনং (সমস্ত পাপরূপ অর্ণব) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ নৌকা-আশ্রয়েই) সন্তরিষ্যসি (সম্যক্ উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যদি তুমি সমস্ত পাপী হইতেও অতিশয় পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যেই পাপরূপ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যদিও তুমি অত্যন্ত পাপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণ-পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানপ্রভাবমাহ,—অপি চেদিতি। যদ্যপি সর্ব্বেভ্যঃ পাপ-কর্ত্তৃভ্যস্ত্বমতিশয়েন পাপকৃদসি, তথাপি সর্ব্বং বৃজিনং নিখিলং পাপং দুস্তর-ত্বেনার্ণবতুল্যমুক্তলক্ষণজ্ঞানপ্লবেন সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের প্রভাব বলা হইতেছে—'অপি চেদিতি'। যদিও সকল পাপকর্ত্তা হইতে তুমি অতিশয় পাপকারী হও, তথাপি সর্ব্ব-বৃজিন, অর্থাৎ নিখিল পাপ, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর (হইলেও), তাহা উক্ত লক্ষণ জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্যক্ পার হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে জ্ঞানের আরও প্রভাব বলিতেছেন। যদি কেহ সকল পাপী হইতেও শ্রেষ্ঠ পাপী হয়, তাহার সেই অতি দুস্তর নিখিল পাপও জ্ঞান পোতাশ্রয়ে দূরীভূত হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"কেহ যদি বলেন যে, এত পাপ-সত্ত্বে কিরূপে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে? এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে কিরূপেই বা জ্ঞান জন্মিবে? আরও যে ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে এরূপ দুরাচারত্ব সম্ভব নহে। এস্থলে ইনি শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-পাদের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়াছেন যে, 'অপি চেৎ' ইহা

অসম্ভাবিত অভ্যুপগম-প্রদর্শনার্থ নিপাত অর্থাৎ যদিও এই অর্থ সম্ভব নয়, তথাপি জ্ঞানফল বলিবার জন্য অভ্যুপগম করিয়া বলা হইল অর্থাৎ জ্ঞানের মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থই অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভবরূপে উল্লেখ করা হইল ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যথা (যে প্রকার) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম্মসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—প্রবলরূপে জ্বালিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে অর্থাৎ অপ্রারব্ধক্ষয়ক্রিয়মাণ-কর্ম্মকে বিশ্লেষ ও প্রারব্ধকর্ম্মকে দুর্ব্বল করে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—ব্রহ্মবিদ্যয়া পাপকর্ম্মাণি নশ্যন্তীত্যুক্তম্; ইদানীং পুণ্যকর্ম্মণ্যপি নশ্যন্তীত্যাহ,—যথেতি। এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ স্বপরাত্মানুভববহ্নিঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। তত্র সঞ্চিতানি প্রারব্ধেতরাণীষীকতুল-বন্নির্দহতি ক্রিয়মাণানি পদ্মপত্রাম্বুবিন্দুবদ্বিশ্লেষয়তি প্রারব্ধানি তু তৎপ্রভা-বেনাতিজীর্ণান্যপি সৎপথপ্রচারার্থয়া হরেরিচ্ছয়ৈবাত্মানুভবিন্যবস্থাপয়তীতি। শ্রুতিশ্চ—"উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী" ইতি,—এষ ব্রহ্মানুভবী উভে সঞ্চিতা ক্রিয়মাণে এতে সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে কর্ম্মণী তরতি ক্রামতী-ত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ;—"তদাধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পাপকর্ম্মগুলি নাশ হয়, এইকথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে পুণ্যকর্ম্মগুলিও নাশ হয়, ইহা বলা হইতেছে—'যথেতি'। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন এধগুলি অর্থাৎ কাষ্ঠগুলিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ স্বীয় ও পরমাত্মার অনুভবস্বরূপ জ্ঞানবহ্নি সমস্ত পাপ ও

পুণ্যকর্ম্মগুলিকে এবং প্রারব্ধেতর কর্ম্মগুলিকে ভস্মীভূত করে, সেখানে সঞ্চিত প্রারব্ধেতর কর্ম্মগুলি ঈষীকতুলার ন্যায় অর্থাৎ তৃণ ও তুলার ন্যায় নিঃশেষরূপে দহন করে, ক্রিয়মাণ কর্ম্মগুলি পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় বিশ্লেষিত করে অর্থাৎ বিয়োগ করে এবং প্রারব্ধগুলি কিন্তু তাহার প্রভাবে অতিশয় জীর্ণ হইলেও সৎপথের প্রচারমূলক বলিয়া শ্রীহরির ইচ্ছার দ্বারাই আত্মানুভবিনী হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি—"ব্রহ্মানুভবের দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় কর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়"। ইতি—"এইজ্ঞান ব্রহ্মের অনুভব-সম্পর্কীয় হওয়ায় উভয় (পাপ ও পুণ্য) সঞ্চিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইলে এই সাধু ও অসাধু—পাপ ও পুণ্য কর্ম্মকে তরণ করে অর্থাৎ অতিক্রম করে", ইহাই অর্থ। ইহাই বলিয়াছেন সূত্রকার —"তাঁহার জ্ঞান উত্তর ও পূর্ব্বাদি পাপের অশ্লেষ ও বিনাশ, ইহার ব্যপদেশহেতু" ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা বলিয়া এক্ষণে তদ্দ্বারা পুণ্যও বিনষ্ট হয়, তাহাই বলিতেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠগুলি দগ্ধীভূত হয়, সেইরূপ স্ব-পরমাত্মানুভবরূপ জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধভিন্ন সমস্ত পাপ ও পুণ্যময় কর্ম্মগুলিকে বিনাশ করে। প্রারব্ধব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ তৃণ ও তুলার ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। প্রারব্ধ কর্ম্মগুলিও কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রভাবে অতিশয় জীর্ণ হইলেও, সৎপথ-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে আত্মানুভবিনীরূপে অবস্থিত।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী" (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবী সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ উভয় প্রকার কর্ম্মজনিত পাপ ও পুণ্য হইতে উদ্ধার পান।

ব্রহ্মসূত্রেও আছে.—

"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।"

(৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩সূঃ)

অর্থাৎ বিদ্যাবলে উত্তর-পূর্ব্ব পাপের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। কারণ যথেত্যাদি বাক্যে অর্থাৎ পদ্মপত্র ও তুলারাশির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে উহাই বুঝায়।

শ্রুতির অর্থ সঙ্কোচ করা যায় না। ভুনাক্ত ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞবিষয় বলিয়া যুক্তিযুক্ত। (গোবিন্দভাষ্য) ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের সদৃশ) পবিত্রম্ (পবিত্র) ন হি (আর কিছুই নাই)। তৎ (সেই জ্ঞান) কালেন (কালক্রমে) যোগসংসিদ্ধঃ (নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি) আত্মান (নিজ হৃদয়ে) স্বয়ং (আপনিই) বিন্দতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে স্বয়ংই তাহা লাভ করেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। কালক্রমে তুমি স্বীয় আত্মায় নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-ফল-স্বরূপ সেই জ্ঞানকে লাভ করিবে। এই বাক্য-দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে 'শান্তি', তাহাই জ্ঞানের ফল ; ভগবচ্চরণাশ্রয়ই—শান্তির আর একটি নাম ; ইহা চরমে কথিত হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবলদেব—ন হীতি। হি যতো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরং তপস্তীর্থাটনাদিকং নাস্তি ; অতস্তৎ সর্ব্বপাপনাশকং তজ্‌জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং, কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্ম্মণা সংসিদ্ধঃ পরিপক্ব এব কালেনৈব, ন তু সদ্যঃ। আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং লব্ধং বিন্দতি, ন তু পারিব্রাজ্যগ্রহণমাত্রেণেতি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'ন হীতি'। ইহা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র ও শুদ্ধিকর তপস্যা ও তীর্থপর্য্যটনাদি নহে। অতএব সেই সর্ব্বপাপ-নাশক সেই জ্ঞান সর্ব্বত্র সুলভ নহে, কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ পরিপক্ব হইলেই কাল-ক্রমেই হয় ; সদ্য হয় না। স্বীয় আত্মাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ-মাত্রই হয় না ॥ ৩৮ ॥

অনুভূষণ—জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। তীর্থ-পর্য্যটনাদি কোন কার্য্যই জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর নহে। কিন্তু এই সর্ব্বপাপ নাশক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বহুকালে পরিপক্ব হইলে

এই জ্ঞান লাভ হয়। সত্ত্ব-প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মবিৎ নিজের আত্মাতে স্বয়ং লাভ করিয়া থাকেন, কেবল সন্ন্যাসী হইলেই জ্ঞান হয় না ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত) তৎপরঃ (তদনুষ্ঠাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্রই) পরাং শান্তিং (পরাশান্তি বা সংসারনাশ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশান্তি (অর্থাৎ সংসার নাশ) প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। নিষ্কামকর্ম্মযোগে যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশীঘ্রই 'পরাশান্তি' লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—কীদৃশঃ সন্ কদা বিন্দতীত্যাহ,—শ্রদ্ধাবানিতি। নিষ্কামেণ কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধৌ জ্ঞানং স্যাদিতি। দৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বান্ তৎপরস্তদনুষ্ঠান-নিষ্ঠঃ তাদৃগপি যদা সংযতেন্দ্রিয়স্তদা পরাং শান্তিং মুক্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—কিরূপ হইয়া কখন লাভ করা যায়? ইহাই বলা হইতেছে—'শ্রদ্ধাবানিতি'। নিষ্কামকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ হইলে জ্ঞান লাভ হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, তৎসম্পন্ন-তৎপর অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠানে একনিষ্ঠ, সেই রকম হইয়াও যখন সংযতেন্দ্রিয় হওয়া যায়, তখন পরাশান্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—কিরূপ অবস্থায়, কে কখন সেই জ্ঞান লাভ করে, তাহাই বলিতেছেন। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রদ্ধাবান্ হওয়া দরকার। শ্রদ্ধা বলিতে দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরূপদিষ্ট-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাবান্ বলা যায়। শ্রদ্ধালু হইয়াও শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মত অনুষ্ঠানপর হইতে হইবে, তদেকনিষ্ঠ হওয়া দরকার। এইরূপ হওয়ার পরও সংযতেন্দ্রিয়

হওয়া দরকার। এবম্বিধ ব্যক্তিই জ্ঞানলাভের অধিকারী। জ্ঞান লাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হইবে। অবিদ্যা নিবৃত্তিতে চরমে পরমা-শান্তিরূপ মোক্ষ শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানের এতাদৃশ মোক্ষ-দান-ক্ষমতা শাস্ত্র-সম্মত ও সুনিশ্চিত ; ভক্তিহীনকে কিন্তু জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২১)

এখানেও মূলে বলিয়াছেন যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই জ্ঞান হয়, এবং পরেও বলিবেন যে শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥

অন্বয়—অজ্ঞঃ (পশ্বাদিবন্মূঢ়) অশ্রদ্দধানঃ চ (ও শ্রদ্ধাবিহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোক (ইহ লোক) ন (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখং অস্তি (আর সুখও নাই)॥ ৪০॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, শ্রদ্ধারহিত ও সংশয়াত্ম-ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সংশয়াত্ম-ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আর সুখও নাই॥ ৪০॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কিম্বা সুখ-লাভ হয় না ; যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে॥ ৪০॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানাধিকারিণং তৎফলঞ্চাভিধায় তদ্বিপরীতং তৎফলঞ্চাহ,—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞঃ পশ্বাদিবচ্ছাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ ; অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদিপ্রতিপত্তিভির্ন ক্বাপি বিশ্বস্তঃ ; শ্রদ্দধানত্বেঽপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিদ্ধ্যেন্ন বেতি সন্দিহানমনা বিনশ্যতি স্বার্থাদ্বিচ্যবতে। তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিনিন্দতি,—নায়মিতি। অয়ং প্রাকৃতো লোকঃ পরোঽপ্রাকৃতঃ সংশয়াত্মনঃ কিঞ্চিদপি সুখং নাস্তি। শাস্ত্রীয়কর্ম্মজন্যং হি সুখং, তচ্চ কর্ম্ম বিবিক্তাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকম্ ; তত্র সন্দিহানস্য কুতস্তদিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের অধিকারী ও তাহার ফলের বিষয় বলিয়া এখন তাহার বিপরীত ও তাহার ফলের কথা বলা হইতেছে—'অজ্ঞশ্চেতি,' অজ্ঞ—পশুর ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি ; অশ্রদ্দধান (শব্দের অর্থ) শাস্ত্রে জ্ঞান থাকাসত্ত্বেও বিবাদ ও প্রতিপত্তির দ্বারা কোথায়ও বিশ্বাসমূলক শ্রদ্ধা নাই ; শ্রদ্ধা হইলেও সংশয়াত্মা হইয়া মনে করে আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা ? এইরূপ সন্দেহমনা হইয়া বিনষ্ট হয় অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। তাহাদের মধ্যেও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে নিন্দা করিতেছেন—'নায়মিতি'। এই প্রাকৃত লোক, পর—অপ্রাকৃত লোক (ইহাতে) সংশয়াত্মার বিন্দুমাত্রও সুখ নাই। শাস্ত্রীয় কর্ম্মজনিত সুখ নিশ্চিতই হয়। সেই কর্ম্মও শুদ্ধ আত্মজ্ঞানমূলক। এই সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির কিরূপে তাহা সম্ভব ? ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—জ্ঞানাধিকারী ও তৎফলের কথা বলিয়া এক্ষণে তদ্বিপরীত অজ্ঞান ও তাহার ফলের কথা বলিতেছেন। অজ্ঞ-অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'শ্রীগুরুর উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ' ; শ্রীবলদেব প্রভুর ভাষায় 'পশু প্রভৃতির মত শাস্ত্রজ্ঞানহীন', তারপর অশ্রদ্ধাবান্—কোথায়ও বিশ্বাস-নাই ; তার উপর সর্ব্বত্র সন্দেহাক্রান্ত। এই সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ। ইহার ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে সন্ন্যাসের দ্বারা ত্যক্ত-কর্ম্ম যিনি) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-সংশয় যিনি) আত্মবন্তং (আত্মবান্ যিনি তাঁহাকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান-দ্বারা সংশয় ছেদন করেন এবং আত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কর্ম্মসমূহ আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব, হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কামকর্ম্মযোগ-দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান-দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশস্য নৈষ্কর্ম্যলক্ষণাসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ,—যোগেতি। যোগেন 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' ইত্যত্রোক্তেন সংন্যস্তানি জ্ঞানাকারতাপন্নানি কর্ম্মাণি যস্য তম্; মদুপদিষ্টেন জ্ঞানেন ছিন্নসংশয়ো যস্য তম্। আত্মবন্তমবলোকিতাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি;—তেষাং জ্ঞানেন বিগমাৎ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—এতাদৃশ ব্যক্তির নিষ্কামলক্ষণা সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাই বলা হইতেছে—'যোগেতি'। যোগের দ্বারা "যোগস্থ হইয়া কর্ম্মগুলি কর" এখানে উক্ত সেই সংন্যস্ত জ্ঞানাকারতাপন্ন কর্ম্মগুলি যাঁহার তাঁহাকে। আমার উপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা ছিন্নসংশয় যাঁহার তাঁহাকে; আত্মবান্ অর্থাৎ আত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্ম্মগুলি কখনও বন্ধন করিতে পারে না; কারণ তাহাদের জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম নাশ হয় বলিয়া ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমানে দুইটি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। শ্রীভগবানের উপদিষ্ট নিষ্কামকর্ম্মযোগ অবলম্বনে যিনি সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্নকরতঃ স্বীয় আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়াছেন, কোন কর্ম্মই আর তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্মযোগলভ্য জ্ঞানের ইহাই মহিমা ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থং (হৃদ্গত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (চ) (এবং যুদ্ধার্থে উঠ) ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽ-ধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতএব হে ভারত! তোমার হৃদ্গত অজ্ঞানজনিত এই সংশয়কে, জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্মযোগ আশ্রয়করতঃ যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অতএব হে ভারত! তোমার এই যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান-সম্ভূত ; তাহাকে জ্ঞানখড়্গ-দ্বারা ছেদন কর এবং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এই 'সনাতন'-যোগে দুইটি বিভাগ আছে অর্থাৎ জড়দ্রব্যময় বিভাগ ও আত্মযাথাত্ম্যরূপ চিন্ময় বিভাগ। জড়দ্রব্যময় বিভাগ পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইলে 'কর্ম্মমাত্র' হইয়া পড়ে। যাঁহারা সেই বিভাগে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহারা 'কর্ম্মজড়'। যাঁহারা চিন্ময় বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া জড়কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই 'যুক্ত'। চিন্ময় বিভাগ বিশেষরূপে বিচার করিলে, তাহার এক অংশে 'জীবতত্ত্ব' ও অপর অংশে 'ভগবৎতত্ত্ব'। ভগবত্তত্ত্বানুভবকারী পুরুষই আত্মযাথাত্ম্যের উপাদেয়াংশ লাভ করেন। ভগবত্তত্ত্বে চিন্ময় জন্ম-কর্ম্মাদি ও নিত্য জীবসঙ্গিত্বের অনুভবের দ্বারা সে অনুভব সিদ্ধ হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই সেই বিষয় কথিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংই এই নিত্য-ধর্ম্মের প্রথমোপদেষ্টা। জীব নিজ-বুদ্ধি-দোষে জড়বদ্ধ হইলে ভগবান্ চিচ্ছক্তিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে স্ব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া স্বলীলোপযোগী করেন। ভগবদ্দেহ ও ভগবজ্জন্মকর্ম্মাদিকে যাহারা 'মায়াময়' বলে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। যিনি আমাকে যতদূর শুদ্ধরূপে উপাসনা করেন, তিনি আমাকে ততদূর প্রাপ্ত হন। কর্ম্মযোগীদিগের সকল-প্রকার কর্ম্মই 'যজ্ঞ' ; দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যযজ্ঞ, গৃহমেধযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ-যোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমযজ্ঞ ইত্যাদি জগতে যত-প্রকার যজ্ঞ আছে, সে সমুদায়ই কর্ম্মময়। সেই সকলের মধ্যে যে আত্মযাথাত্ম্যরূপ চিন্ময় অংশ আছে, তাহাই অনুসন্ধেয়। সংশয়ই এই তত্ত্বজ্ঞানের পরম শত্রু। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ পুরুষের নিকট সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্মবিৎ হইয়া সংশয়কে দূর করত আত্মযাথাত্ম্যলাভের জন্য যাবৎ জড়-সম্বন্ধযুক্ত আছেন, তাবৎ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন।

ইতি—চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গাতমাত্মবিষয়কং সংশয়ং-মদুপদিষ্টেন জ্ঞানাসিনা ছিত্বা যোগং নিষ্কামং কর্ম্ম ময়োপদিষ্টমাতিষ্ঠ তদর্থমুত্তিষ্ঠেতি ॥ ৪২ ॥

দ্ব্যংশকং ধান্যবৎ কর্ম্ম তুষাংশাদিব তণ্ডুলঃ ।

শ্রেষ্ঠং দ্রব্যাংশতো জ্ঞানমিতি তুর্য্যস্য নির্ণয়ঃ ॥

ইতি—শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—'তস্মাদিতি'। হৃদয়স্থিত—হৃদয়গত আত্মবিষয়ক সংশয়কে আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, আমার উপদিষ্ট নিষ্কামকর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং তদর্থে উঠ অর্থাৎ যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

কর্ম্ম দুই অংশবিশিষ্ট ধানের মত, তাহার তুষের অংশ হইতে তণ্ডুল যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমন সমস্তদ্রব্য-অংশ হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহা চতুর্থাধ্যায়ে নির্ণয় করা হইয়াছে।

ইতি—চতুর্থ-অধ্যায়ের শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুভূষণ—আত্মজ্ঞানাভাবে হৃদয়ে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, ভগবদ্বাণীরূপ জ্ঞানখড়্গে উহা ছেদন করা সম্ভব। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্র-বর্ণিত শ্রীভগবদুপদেশ শ্রবণকরতঃ স্বীয় স্বরূপ ও ভগবদ্ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অজ্ঞান এবং তজ্জনিত সংশয় সমূলে দূরীভূত হয়; সুতরাং ভগবদুপদিষ্ট নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-আশ্রয়ের দ্বারা অজ্ঞানজনিত সংশয় দূর করা কর্ত্তব্য। নতুবা "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" এই বাক্যই সত্য হয়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের বাক্যে পাই,—

সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,

আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমগতি,

যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব-আশা ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—:○°○:—

অর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন), কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) [কথয়িত্বা—বলিয়া] পুনঃ (পুনরায়) যোগং চ (কর্ম্মযোগও) শংসসি (বলিতেছ)। এতয়োঃ (এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) মে (আমার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ (সেই) একম্ (একটি) সুনিশ্চিতম্ (সুনিশ্চিতরূপে) ব্রূহি (বল)॥ ১॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার মঙ্গলকর সেই একটি সুনিশ্চিতরূপে বল ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা এবং পুনরায় কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিলে; অতএব আমাকে নিশ্চয়-রূপে বল,—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কি (কোন্‌টি) করিব? ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব— জ্ঞানতঃ কর্ম্মণঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সুকরত্বাদিনা হরিঃ।
শুদ্ধস্য তদকর্ত্তৃত্বং ত্বেত্যাদি প্রাহ পঞ্চমে ॥

দ্বিতীয়ে মুমুক্ষুং প্রত্যাত্মবিজ্ঞানং মোচকমভিধায় তদুপায়তয়া নিষ্কামং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমভ্যধাৎ। লব্ধবিজ্ঞানস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মাস্তীতি "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইতি তৃতীয়ে, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইতি চতুর্থে চাবাদীৎ; অন্তে তু "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতম্" ইত্যাদিনা তস্যৈব পুনঃ কর্ম্মযোগং প্রাবোচৎ। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি। হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ; পুনর্যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি। ন চৈকস্য যুগপত্তৌ সংভবেতাং স্থিতিগতিবত্তমস্তেজোবচ্চ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ।

তস্মাল্লব্ধজ্ঞানঃ কর্ম্ম সন্ন্যসেদনুতিষ্ঠেদ্বেতি ভবদভিমতং বেত্তুমশক্তোঽহং পৃচ্ছামি। এতয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদেকং শ্রেয়স্ত্বয়া সুনিশ্চিতং তত্ত্বং মে ব্রূহি ইতি॥ ১॥

সুকরত্বাদিবিচারে জ্ঞানাপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শুদ্ধ জীবের অকর্তৃত্বাদি বিষয়ে শ্রীহরি পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয়াধ্যায়ে মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রতি আত্মজ্ঞানই মুক্তির হেতুরূপে বলিয়া, তাহার উপায়স্বরূপ নিষ্কামকর্ম্মই কর্ত্তব্যরূপে বলা হইয়াছে। আত্ম-জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তির কোন কর্ম্ম নাই ইহা "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইহা চতুর্থে বলা হইয়াছে। শেষে কিন্তু "তস্মাদজ্ঞান-সম্ভূতং" ইত্যাদির দ্বারা তাহারই পুনরায় কর্ম্মযোগ প্রকৃষ্টরূপে বলা হইয়াছে। সেখানে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'সন্ন্যাসমিতি'। হে কৃষ্ণ! কর্ম্ম সমূহের সন্ন্যাস—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বিরতিপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ। পুনরায় যোগ কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকে বলিতেছ। কিন্তু একজনের পক্ষে যুগপৎ এই দুইটি সম্ভব নহে, স্থিতি ও গতির ন্যায় এবং অন্ধকার ও আলোর ন্যায়, এই দুই-এরই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব। অতএব লব্ধজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মকে ত্যাগ করিবে অথবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এই সম্পর্কে তোমার অভিমত জানিতে আমি অক্ষম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান এই দুইএর মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃরূপে তুমি সুনিশ্চয় কর, সেইটি আমাকে বল॥ ১॥

অনুভূষণ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ আত্মার পার্থক্য-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-বিনাশক জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত নিষ্কামকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বলিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহার আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; কারণ কর্ম্মযোগ জ্ঞান-যোগেরই অন্তর্ভূত। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া পুনরায় উপসংহারে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভের নিমিত্ত নিষ্কামকর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তাহাতে অর্জ্জুন সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন যে, হে কৃষ্ণ! সকল ইন্দ্রিয়ের বিরতিরূপ কর্ম্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানযোগের উপদেশ পূর্ব্বে প্রদান করিয়া, পুনরায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্ম্মযোগের

বিধান এক্ষণে করিতেছ। ইহা একজনের পক্ষে যুগপৎ আচরণ করা সম্ভব নহে, কারণ স্থির ও গতি এবং আলো ও অন্ধকার যেমন বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট ; ইহাও সেইরূপ। সুতরাং আমি বুঝিতে অক্ষম হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এতদুভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয়ঃ বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। ইহাই অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মঙ্গলজনক) তু (কিন্তু) তয়োঃ (উভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কর্ম্মযোগঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলজনক, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ,—উভয়ই মঙ্গলজনক, তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তিত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃত-প্রস্তাবে কর্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ মুক্তিহেতূ কর্ম্মসন্ন্যাসাজ্‌জ্ঞানযোগাদ্‌বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। অয়ং ভাবঃ,—ন খলু লব্ধজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মযোগো দোষাবহঃ, কিন্তু জ্ঞানগর্ভত্বাজ্‌জ্ঞানদার্ঢ্য-কৃদেব। জ্ঞাননিষ্ঠতয়া কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু চিত্তদোষে সতি তদ্দোষবিনাশায় কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং প্রতিষেধকশাস্ত্রাৎ। কর্ম্মত্যাগবাক্যানি স্বাত্মনি রতৌ সত্যাং কর্ম্মাণি তং স্বয়ং ত্যজন্তীত্যাহুঃ। তস্মাৎ সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্‌জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'সন্ন্যাস' ইতি। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ, এই দুইটিই নিশ্চিত-রূপে মঙ্গলকর। কারণ উভয়েতেই মুক্তির কারণতা আছে।

কর্ম্মের সন্ন্যাস—জ্ঞানযোগ হইতে ইহা বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠ। ইহার এই ভাবার্থ—নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে,—লব্ধজ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম্মযোগ দোষের নহে কিন্তু জ্ঞানগর্ভহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তা করে বলিয়াই। জ্ঞাননিষ্ঠতা-হেতু কর্ম্মসন্ন্যাসী ব্যক্তির চিত্তের দোষ উপস্থিত হইলে, সেই দোষের বিনাশের জন্য প্রতিষেধক শাস্ত্রহেতু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। কর্ম্মের ত্যাগমূলক বাক্যগুলি কিন্তু আত্মাতে নিরত হইলে, কর্ম্মগুলি তাঁহাকে নিজেই ত্যাগ করে; ইহা বলা হইয়াছে। অতএব সুকরত্ব, অপ্রমাদত্ব ও জ্ঞানগর্ভবিষয়ক বলিয়া কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়স প্রদান করে। তাহা হইলেও কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে কোন ক্ষতি নাই বরং জ্ঞানের দৃঢ়তাই হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর যদি কদাচিৎ কোন কারণে চিত্তের দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় বিষয় ভোগের ইচ্ছা জন্মে, তবে তাহাকে বান্তাশী হইতে হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, "যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ। যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥ (৭।১৫।৩৬)—অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ত্রিবর্গ-সাধক গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহধর্ম্মাদির সেবা করে, তবে সে বান্তাশী অর্থাৎ ছর্দ্দিত ভোজী বমিভোজী নির্লজ্জ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

দুরাচারী জ্ঞানী নিন্দনীয় কিন্তু অনন্য ভক্ত দুরাচারী হইলেও সেরূপ নিন্দনীয় নহে। গীতায় "অপিচেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে পাওয়া যায়।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্ম-যোগ কিন্তু এক নহে।

শাস্ত্র-বিহিত আচরণকেই 'কর্ম্ম' বলে, শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যের অকরণই 'অকর্ম্ম', আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণকেই 'বিকর্ম্ম' বলে—(শ্রীবিশ্বনাথ)। জীব যখন স্বয়ং কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া কর্ম্মাচরণ করে, তখনই উহার নাম কর্ম্মকাণ্ড। এস্থলে বেদবিহিত সৎকর্ম্মসমূহও বন্ধনের কারণ হয়।

মুণ্ডক শ্রুতিতে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা শ্রুত হয়। যথা,—"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা," (১।২।৭) "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থাঃ" (১।২।৯)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।

কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা-যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,

তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥"

কেবল কর্ম্মকাণ্ড বা ক্রিয়ার দ্বারা জীবের শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয় না, বরং চিত্তকে অধিকতর বিক্ষিপ্ত করে। এইজন্যই সকল শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডকে গর্হণ করিয়াছেন।

কিন্তু কর্ম্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ হইতে ভগবৎ-প্রীত্যাভাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় বলিয়া তথা হইতে ভাগবত-ধর্ম্মের আরম্ভ। এইজন্য বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্র নৈসর্গিক-কর্ম্মী জীবকে কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণের উপদেশ করিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগ সাক্ষাৎ-সাম্মুখ্য জ্ঞান ও ভক্তির দ্বার-স্বরূপ। পরম্পরাক্রমে কর্ম্মযোগের দ্বারা গৌণভাবে শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয়।

শ্রীগীতায়ও আছে,—

'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' (২।৪৮)

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।

যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥" (১।৫।৩২)

আরও পাওয়া যায়,—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং" (১।৫।৩৩)। আরও আছে—"এবং নৃণাং ক্রিয়া-

যোগাঃ" (১।৫।৩৪) ইত্যাদি বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, যে কর্ম্মসমূহ শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তাহাই কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মযোগ। ইহাই ভবরোগের চিকিৎসা ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্য-সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞাতব্য)। হি (যে-হেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তিই) বন্ধাৎ (সংসার বন্ধন হইতে) সুখং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! যিনি কোন বিষয়ই দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি অকৃত-সন্ন্যাস হইলেও শুদ্ধচিত্ত, সুতরাং তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যে-হেতু, বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-শূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না, তিনিই 'নিত্যসন্ন্যাসী', সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ পরমসুখে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—কুতো বিশিষ্যতে তত্রাহ,—জ্ঞেয় ইতি। স বিশুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী স সর্ব্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ, যঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মানু-ভবানন্দপরিতৃপ্তস্ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ন কাঙ্ক্ষতি, ন চ দ্বেষ্টি, নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুঃ সুখমনায়াসেন সুকরকর্ম্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—কি কারণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা হইতেছে—'জ্ঞেয়' ইতি। সেই বিশুদ্ধচিত্ত কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী, তিনি সর্ব্বদা জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠা-বান্ হন, ইহা জানিবে। যিনি কর্ম্মের অন্তর্গত আত্মতত্ত্বানুভবে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হন; তাহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না, অন্য কোন বস্তুকে দ্বেষ করেন না, নির্দ্বন্দ্ব,—সুখ ও দুঃখকে সহ্য করেন, সুখ—অনায়াসেই, সুকর-কর্ম্মের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাহেতু ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়া, কেন শ্রেষ্ঠ—তাহাই এক্ষণে প্রতিপাদন করিতেছেন। যিনি বিশুদ্ধচিত্ত কর্ম্ম-যোগী তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। বাহিরে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ না করিলেও, যিনি সকলবস্তু এবং নিজেকে শ্রীভগবানে সমর্পণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মানুভবানন্দে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহার ভোগবুদ্ধিতে কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকায় বা কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, তিনি রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া, সুখ ও দুঃখ সহ্য করতঃ শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হন।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

"মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও,
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান॥" ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্য এবং কর্ম্ম-যোগকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্ররূপে) প্রবদন্তি (বলে) [পরন্তু] পণ্ডিতাঃ ন (পণ্ডিতগণ বলেন না)। একম্ অপি (একটিকেও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ আশ্রয়কারী) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলম্ (মোক্ষরূপ ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা

করে। পরন্তু পণ্ডিতগণ সেরূপ বলেন না। উহার মধ্যে একটিকেও সম্যক্-রূপে আশ্রয় করিতে পারিলে উভয়ের মোক্ষরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—যঃ শ্রেয় এতয়োরেকমিতি ত্বদ্বাক্যঞ্চ ন ঘটত ইত্যাহ,—সাংখ্যে তি। জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ ফলভেদাৎ পৃথগ্‌ভূতাবিতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। অতএব একমিত্যাদিফলমাত্মাবলোক-লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই দুইএর মধ্যে, যেটি শ্রেয়ঃ, সেই একটি বল ;—এই যে তোমার বাক্য, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন –'সাংখ্যেতি'। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ ফলভেদে পৃথক্, ইহা বালকেরা বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন না। অতএব এক ইত্যাদির ফল, আত্মার দৃষ্টি-লক্ষণস্বরূপ ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া, পুনরায় বলিতেছেন যে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস বা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি স্বীয় অধিকারানুসারে বিহিত-ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তদ্দ্বারাই আত্মজ্ঞান-লাভরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে, সেইজন্য পণ্ডিতগণ বস্তুতঃপক্ষে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য-বোধ করেন না ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ (সাংখ্যযোগের দ্বারা) যৎ (যে) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (পাওয়া যায়) যোগৈরপি (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ হয়)। যঃ (যিনি) সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ (সাংখ্যযোগ এবং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগকে) একম্ (এক ফল) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (দেখেন অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সাংখ্যযোগের দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেই স্থান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগকে এক ফলদায়ক দর্শন করেন, তিনি প্রকৃতদর্শী অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি,- শ্রবণ কর। অপণ্ডিত মূঢ় মীমাংসকেরাই সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্

পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ, যাহাই সুষ্ঠুরূপে আচরণ কর, তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে ; যেহেতু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-রূপ নিষ্ঠা-ভেদ থাকিলেও উভয় পদ্ধতিই এক। লিঙ্গভঙ্গ পর্য্যন্ত যিনি সাংখ্য ও যোগকে 'এক' বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিশদয়তি,—যদিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞানযোগিভির্যোগৈঃ নিষ্কাম-কর্ম্মভিঃ "অর্শ আদ্যচ্"। স্থানমাত্মাবলোকলক্ষণম্—'তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্', ন তু কদাচিৎ প্রচ্যবন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অতএব তদ্দ্বয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপতয়া ভিন্ন-রূপমপি ফলৈক্যাদেকং যঃ পশ্যতি বেত্তি, স পশ্যতি স চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন—'যদিতি', সাংখ্যকর্ত্তৃক অর্থাৎ জ্ঞানযোগিগণের দ্বারা, যোগের দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা (অর্শ আদি সূত্রে অচ্ প্রত্যয়)। স্থান—আত্মার অবলোকন লক্ষণরূপ। "থাকে ইহাতে" কখনও বিচ্যুতি ঘটে না এই ব্যুৎপত্তিহেতু। অতএব সেই দুইটি নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপে ভিন্ন রূপ হইলেও, ফলের ঐক্যত্বহেতু এক" যিনি দেখেন, অর্থাৎ জানেন, তিনি প্রকৃত দেখেন, তিনি চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—বর্ত্তমান শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছেন যে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মাবলোকনরূপ একই গতি বা স্থান লাভ হয়। যদিও নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও উভয়ের ফল এক বলিয়া পণ্ডিতগণ ভেদ দর্শন করেন না। প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিগণের পক্ষে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাবলম্বনে ভগবদর্পণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সহজেই হইয়া থাকে এবং তখন সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তিও সুলভ হয়। আর যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের সাধনাক্রমে বর্ত্তমানে নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া স্বভাবতঃ চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানাধিকারী হইয়াছেন এবং কর্ম্মসন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও সেই মুক্তি-ফলের অধিকারী হন। তবে এখানে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যদি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-ফলে ইহজন্মে প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইয়া, কেহ অকালে, অযোগ্যাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় মাত্র করে, তাহা হইলে অধিকতর অমঙ্গল প্রসব

করে। সে-স্থলে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, চিত্ত-মালিন্য সম্ভাবনায় নিষ্কাম-কর্ম্মযোগই প্রশস্ত ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ বিনা) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) দুঃখম্-আপ্তুম্ (দুঃখজনক) [ভবতি—হয়] তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম-কর্ম্মবান্) মুনিঃ (জ্ঞানী) [সন্—হইয়া] ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) ন চিরেণ (শীঘ্র) অধিগচ্ছতি (পাইয়া থাকেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখজনক হয়,—কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মবান্ ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মকে শীঘ্র লাভ করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—দুঃখজনক। যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্মলাভ করেন ॥ ৬ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানযোগস্য দুষ্করত্বাৎ সুকরকর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যাহ,—সন্ন্যাসস্ত্বিতি। সন্ন্যাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপো জ্ঞানযোগ অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা দুঃখং প্রাপ্তুং ভবতি,—দুষ্করত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ দুঃখহেতুরেব স্যাদিত্যর্থঃ। যোগযুক্তনিষ্কামকর্ম্মী তু মুনিরাত্মমননশীলঃ সন্নচিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানযোগ অতিশয় দুষ্কর বলিয়া সহজসাধ্য কর্ম্মযোগেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—'সন্ন্যাসস্ত্বিতি'। সন্ন্যাস—সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারের (বিষয়ের) নিবৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানযোগ, 'অযোগতঃ'—কর্ম্মযোগ-ভিন্ন দুঃখপ্রাপক হয়। দুষ্কর এবং প্রমাদপূর্ণ বলিয়া, দুঃখেরই হেতু হইবে, ইহাই অর্থ। যোগযুক্ত নিষ্কামকর্ম্মী মুনি কিন্তু আত্মার মননশীল হইয়া, অচিরে—অতিশয় শীঘ্রই ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—চিত্ত সম্যক্ শুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, সেই সন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। গীঃ ৩।৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—
'অযোগতঃ'—কর্ম্মযোগের অভাবে, সন্ন্যাসীতে চিত্তবৈগুণ্য প্রশামক কর্ম্মযোগ

না থাকাতে, অর্থাৎ অধিকার না থাকাতে, সন্ন্যাস দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ হয়। বার্ত্তিক সূত্রকারগণ তাহা বলিয়াছেন,—"দেখা যায় অনবহিত, অস্থিরচিত্ত, খল ও কলহোৎসুক দৈবকর্ত্তৃক সংদূষিত-চিত্ত সন্ন্যাসীও দৃষ্ট হয়।" শ্রুতিও বলেন,—(ভাঃ ১০।৮৭।৩৯)—"যদি সন্ন্যাসিগণ হৃদয়স্থ কামজটাসমূহকে সমুদ্ধার বা উচ্ছেদ না করেন।"

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"যাঁহার ষড়বর্গ সংযত হয় নাই" (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ইত্যাদি। সেইহেতু যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মবান্ মুনি জ্ঞানী হইয়া শীঘ্র ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়—যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (বিজিত-বুদ্ধি) বিজিতাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বভূতের প্রেমাস্পদীভূত যিনি) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যোগযুক্ত, বিজিতবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বজীবের অনুরাগভাজন যিনি, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজীবের অনুরাগ-ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশো মুমুক্ষুঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়ানিত্যাহ,—যোগেতি। যোগে নিষ্কামে কর্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ। অতএব বিশুদ্ধাত্মা নির্ম্মলবুদ্ধিঃ ; অতএব বিজিতাত্মা বশীকৃতমনাঃ ; অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদি-বিষয়রাগশূন্যঃ। অতএব সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাত্মভূতঃ প্রেমাস্পদতাং গত আত্মা দেহো যস্য সঃ। ন চাত্র পার্থসারথিনা সর্ব্বাত্মৈক্যমভিমতম্ ;—"ন ত্বেবাহম্" ইত্যাদিনা সর্ব্বাত্মনাং মিথো ভেদস্য তেনাভিধানাৎ, তদ্বাদিনাপি বিজ্ঞাজ্ঞাভেদস্য বক্তুম-শক্যত্বাচ্চ। এবম্ভূতঃ কুর্ব্বন্নপি বিবিক্তাত্মানুসন্ধানাদনাত্মন্যাত্মাভিমানেন ন লিপ্যতে অচিরেণাত্মানমধিগচ্ছতি। অতঃ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় মুমুক্ষু ব্যক্তি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলা হইতেছে—'যোগেতি'। যোগে—নিষ্কাম-কর্ম্মেতে যুক্ত অর্থাৎ নিরত। অতএব

বিশুদ্ধাত্মা—নির্ম্মলবুদ্ধি। ফলে আত্মজয়ী—বশীকৃতমনা হন, অতএব জিতেন্দ্রিয়—শব্দাদি-বিষয়ের প্রতি অনুরাগশূন্য হন। সুতরাং সমস্ত জীবের আত্মভূত অর্থাৎ প্রেমের সামগ্রী হইয়া আত্মা দেহ যাহার তিনি। এখানে কিন্তু পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সকল আত্মার ঐক্য সম্মত হয় নাই। "নত্বেবাহং" ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত আত্মার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, তাঁহার দ্বারা অভিধান (বলা) হইয়াছে বলিয়া। তদ্বাদি (তন্মতানুলম্বিগণ) কর্ত্তৃকও বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের অভেদ-নির্ণয়ে অক্ষমত্ব। এই প্রকার ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও শুদ্ধ আত্মার অনুসন্ধানহেতু অনাত্মাতে আত্মাভিমানের দ্বারা লিপ্ত হন না, অধিকন্তু অচিরেই স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। অতএব কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্মকাণ্ড জীবের বন্ধনের হেতুভূত কিন্তু যিনি ফল-কামনা-রহিত হইয়া শাস্ত্র-বিহিত-প্রণালীক্রমে ভগবদর্পণমূলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধাত্মা অর্থাৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ হন, সেই নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় শরীরকেও বশীভূত করিতে পারেন এবং তখন তিনি জিতেন্দ্রিয় হন এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনকরতঃ সকল জীবের প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন। লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত যদি এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্মও আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। সর্ব্বভূতে একাত্ম-ভাবের দ্বারা কিন্তু সর্ব্ব-জীবৈকাত্মবাদ কথিত হয় নাই। দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'ন ত্বেবাহং' (২।১২) শ্লোকে পরস্পর জীবের ভেদ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্য ও ভেদযুক্ত ; ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮-৯ ॥

অন্বয়—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্ববিৎ) [ভূত্বা—হইয়া] পশ্যন্ (দর্শন), শৃণ্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ), অশ্নন্ (ভোজন), গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (নিদ্রা), শ্বসন্ (শ্বাস গ্রহণ), প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন (ত্যাগ), গৃহ্ণন্ (গ্রহণ), উন্মিষন্ (উন্মেষন্), নিমিষন্

(নিমেষণ), [এতানি কুর্ব্বন্] অপি (এ সকল করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (অবস্থিত আছে) ইতি ধারয়ন্ (ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া) [নিরভিমানঃ] কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (আমি করি না) ইতি (এইরূপ) মন্যেত (মনে করেন) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মযোগী (তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে অবস্থিত আছে, বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়া, দেহাভিমান-শূন্য, ব্রহ্মবিৎ আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন,গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই'—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ-কার্য্যকালে মনে করেন,—আমি যে জড়-দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে ; অবিদ্যা-বদ্ধ 'আমি এই সকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন-মাত্র করিতেছি। আত্মযাথাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত-বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে ॥' ৮-৯ ॥

শ্রীবলদেব—শুদ্ধস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানাদি-পঞ্চাপেক্ষিত-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং নাস্তীতি উপদিশতি,—'নৈবেতি'। যুক্তো নিষ্কামকর্ম্মী প্রাধানিকদেহেন্দ্রিয়াদিসংসর্গাদ্দর্শনাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি তত্ত্ববিৎ বিবিক্তমাত্মতত্ত্বমনুভবন্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু রূপাদিষু ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি মদ্বাসনানুগুণপরমাত্মপ্রেরিতানি বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্নিশ্চিন্বন্নহং কিঞ্চিদপি ন করোমীতি মন্যতে। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিতি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্ঘ্রাণরসনানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি ব্যাপারাঃ, গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ ইতি গমনাদয়ঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। তত্র গমনং পাদয়োঃ প্রলাপো বাচঃ বিসর্গানন্দঃ পায়ূপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়ো ইতি বোধ্যম্ ; শ্বসন্নিতি প্রাণাদীনামুন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগাদীনাং প্রাণভেদানাং, স্বপন্নিত্যন্তঃকরণানামিত্যর্থঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বিজ্ঞানসুখৈকরসস্য মমানাদিবাসনাহেতুকপ্রাধানিকদেহাদিসম্বন্ধনির্ম্মিতং তদীদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বম্ ; ন তু স্বরূপৈকনির্ম্মিতমিতি মন্যত ইত্যর্থঃ। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি শক্যমভিধাতুং নির্দ্ধারণে মননে চ

তস্যাভিধানাৎ। তত্তচ্চ জ্ঞানমেব তচ্চাত্মনো নিত্যং—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বি-জ্ঞাতের্বিপরিলাপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তৎসিদ্ধিশ্চ—"হরিণা ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন চ" ইত্যাহুঃ ॥ ৮-৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিত্য শুদ্ধ আত্মার অধিষ্ঠানাদি পঞ্চাপেক্ষিত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব নাই ইহারই উপদেশ করা হইতেছে—'নৈবেতি'। যুক্ত—নিষ্কাম-কর্ম্মী প্রাধানিক দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংসর্গবশতঃ দর্শনাদিকর্ম্মগুলি করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে অনুভব করিতে করিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদিতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি মদ্বাসনার অনুগুণ, পরমাত্মার দ্বারা প্রেরিত হইয়া অবস্থান করে—এইরূপ ধারণা করিয়া অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই করি না, ইহা মনে করে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভক্ষণ—ইহা চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, ঘ্রাণ, জিহ্বা—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভক্ষণাদি ব্যাপার সমূহ। গমন, প্রলাপ, (কথাবলা), ত্যাগরূপ ও গ্রহণরূপকর্ম্ম ইহা গমনাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এইসব বিষয়ের মধ্যে গমন পাদদ্বয়ের বিষয়, প্রলাপ (কথাবলা) বাক্যেন্দ্রিয়ের বিষয়, ত্যাগরূপ-আনন্দ মলদ্বার ও মূত্রযন্ত্রের বিষয় এবং গ্রহণ হস্তদ্বয়ের বিষয়, ইহা অবগত হইবে। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণাদির এবং উন্মিষণ ও নিমিষণরূপ বিষয় নাগাদিভেদে অর্থাৎ নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়রূপে নাগাদিভেদে প্রাণভেদের বিষয়। স্বপ্ন ইহা অন্তঃকরণের বিষয় ইহা ক্রমেক্রমে ব্যাখা করা হইতেছে। বিজ্ঞানসুখস্বরূপ একরসাত্মক আমার অনাদিবাসনামূলক প্রাধানিক দেহাদি সম্বন্ধ-নির্ম্মিত, অতএব এইরূপ কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব; কিন্তু স্বরূপের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত নহে, মনে করে। স্বরূপপ্রযুক্ত আত্মার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, ইহা বলা সঙ্গত নহে; নির্দ্ধারণ ও মননে (পুনঃপুনঃ চিন্তায়) আত্মকর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। সেই সেই জ্ঞানই সেই আত্মার নিত্যধর্ম্ম। "বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিশেষরূপে পরিলোপ নাই"—এইশ্রুতি। তাহার সিদ্ধিও—"হরির দ্বারা এবং ধর্ম্মভূত অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্বারা" ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৮-৯ ॥

অনুভূষণ—শুদ্ধ আত্মার প্রাকৃত কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব নাই; ইহা উপদেশ করিতেছেন। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী চিত্তশুদ্ধিক্রমে তত্ত্ববিৎ হন, তখন তিনি সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে করিতে দেহের ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিলেও 'আমি কিছুই করি না' এরূপ মনে করেন। ঈশ্বরের প্রেরণাক্রমে মদ্বাসনানুসারে জড় দেহের

ক্রিয়াগুলি স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে আমার জড় দেহ আছে বলিয়া, এই কার্য্যগুলির কর্ত্তৃত্বে আমার নির্দ্ধারণ বা মনন করিতে দেখা গেলেও, আমার সিদ্ধিকালে জড় দেহ বিগত হইবে, তখন এ সকল আর থাকিবে না। দেহে আমি-বুদ্ধিকরতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে ফলভোগকামী ব্যক্তিই কর্ম্মে লিপ্ত বা আবদ্ধ হন, কিন্তু যাঁহাদের আত্মজ্ঞানবশতঃ দেহাত্ম-বুদ্ধি নাই, এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়াছে, তাঁহাদের কোন কর্ম্মেই বন্ধন করিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে"

"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩)

"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি"।

এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—পদ্মপত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে নির্লিপ্ত থাকেন। আবার অগ্নিতে যেমন তুলা রাশি দগ্ধ হয়, পাপ সকলও সেইরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে বিনষ্ট হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
দেহ-অভিমান ত্যজি। ॥ ৮-৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বর—আমাতে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (কর্ম্মাসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) [কর্ম্মাণি—কর্ম্মসকল] করোতি (করেন)। সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রমিব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যিনি পরমেশ্বর—আমাতে, কর্ম্মসমূহ সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র জলে থাকিলেও যেরূপ জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনি কর্ম্ম করিলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ-পূর্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কর্ম্মপাপে লিপ্ত হন না॥ ১০॥

শ্রীবলদেব—উক্তং বিশদয়ন্নাহ,—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্ম-শব্দেনাত্র ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমুক্তম্; "তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়ত" ইতি শ্রবণাৎ, "মম যোনি-র্মহদ্‌ব্রহ্ম" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। দেহেন্দ্রিয়াদীনি প্রধানপরিণামবিশেষাণি ভবন্তি তদ্রূপতয়া পরিণতে প্রধানে দর্শনাদীনি কর্ম্মাণ্যাধায় তস্যৈবৈতানি, ন তু তদ্বিবিক্তস্য শুদ্ধস্য মমেতি নির্দ্ধার্য্যেত্যর্থঃ। সঙ্গং তৎফলাভিলাষং তৎকর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ ত্যক্ত্বা যস্তানি করোতি, স তাদৃগ্‌দেহাদিমত্তয়া সন্নপি দেহাত্মাভিমানেন পাপেন ন লিপ্যতে,—যথোপরিনিক্ষিপ্তেনাম্ভসা স্পৃষ্টমপি পদ্মপত্রং তদ্বৎ। ন চ "ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি" ইতি পূর্ব্বস্বারস্যাদ্ব্রহ্মণি পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যেয়ম্। প্রাধানিকদেহাদিসংসৃষ্টস্যৈব জীবস্য দর্শনাদি-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং, ন তু তদ্বিবিক্তস্যেত্যর্থস্য প্রকৃতত্বাৎ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ—উপরিউক্ত বক্তব্যকে বিশদরূপে পুনঃ বলা হইতেছে—'ব্রহ্ম-ণীতি।' ব্রহ্মশব্দের অর্থ এখানে সত্ত্বরজঃতমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান-(প্রকৃতিকে) কেই বলা হইয়াছে। "এই হেতু এই ব্রহ্ম নাম রূপ ও অন্নরূপেই জাত হয় অর্থাৎ পরিণত হয়"—এইরূপ বাক্য শুনা যায়। এবং "আমার যোনি (কারণ) মহান্ ব্রহ্ম"—এই বক্ষ্যমাণ বচনানুসারেও। দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি প্রধানের (প্রকৃতির) পরিণামরূপে উৎপন্ন হয়। তদ্রূপভাবে প্রধান পরিণত হইলে, দর্শনাদি কর্ম্মগুলি অর্পণ করিয়া তাহারই এইগুলি; কিন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সর্ব্বদা পরিশুদ্ধ আমার ইহা, নির্দ্ধারণ না করিয়া, ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। সঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাভিলাষ ও তাহার কর্ত্তৃত্বের অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া যিনি সেই সমস্ত কার্য্য করেন, তিনি তাদৃশ দেহাদিমান্ হইয়াও, দেহাত্মাভিমানস্বরূপ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত জলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াও পদ্মপত্র যেমন, সেইরূপ; কিন্তু "আমাতে কর্ম্মগুলি ন্যস্ত করিয়া" এই পূর্ব্বস্বারস্যহেতু ব্রহ্মতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে ইহা ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। প্রাধানিক দেহাদি-সংসৃষ্ট জীবেরই দর্শনাদি কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব, তদসংস্পৃষ্ট শুদ্ধ জীবস্বরূপের কিন্তু নহে, ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া॥ ১০॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত-বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন। প্রাকৃত

দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা শুদ্ধ আত্মার নহে। তত্ত্ববিৎ-পুরুষ শ্রীভগবানে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, ফলকামনা রহিত হইয়া প্রভুর সেবার জন্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। লৌকিক, বৈদিক সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে করেন বলিয়া, তাঁহার কোন কার্য্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, সুতরাং দেহাভিমানীর ন্যায় কর্ম্মলিপ্ততা তাঁহার নাই। যেমন জলের উপর ভাসমান পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, এমন কি, উক্ত পত্রের উপর জল নিক্ষেপ করিলেও পত্র নির্লিপ্তই থাকে, সেইরূপ ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীকে কোন কর্ম্মই লিপ্ত করিতে পারে না।

ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—

"যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।" অর্থাৎ পদ্মপত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে নির্লিপ্ত থাকেন ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়—যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক) কায়েন (শরীরের দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (আসক্তি রহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যোগিসকল চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক, কায়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা এবং অভিনিবেশ-রহিত কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিসকল, কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করত কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করেন ॥ ১১ ॥

শ্রীবলদেব—সদাচারং প্রমাণয়ন্নেতদ্বিবৃণোতি,—কায়েনেতি। কায়াদিভিঃ সাধ্যং কর্ম্ম কায়াদ্যহংভাবশূন্যা যোগিনঃ কুর্ব্বন্তি। কেবলৈর্বিশুদ্ধৈঃ। সঙ্গং ত্যক্ত্বেতি প্রাগ্বৎ আত্মশুদ্ধয়ে অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সদাচারকে প্রমাণিত করিবার ইচ্ছায়, তাহার বিশেষ বিবরণ বলা হইতেছে—'কায়েনেতি'। দেহাদির দ্বারা সাধনীয় কর্ম্ম, দেহাদি-

অভিমানশূন্য যোগিরাই করিয়া থাকেন। কেবল বিশুদ্ধভাবের দ্বারা, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ইহা পূর্ব্বের ন্যায়, আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ অনাদি দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তির জন্য ॥ ১১ ॥

অনুভূষণ—সদাচার প্রমাণ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তির নিমিত্ত, কেবল বিশুদ্ধ-ভাবের দ্বারা, ভগবৎ-প্রীতি-সাধনার্থ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল কামনা থাকে না।

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, 'কর্ম্মযোগী-সকল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, ফলকামনা রহিত হইয়া, দেহাদির দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন' ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়—যুক্তঃ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) শান্তিং (মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন), অযুক্তঃ (সকাম-কর্ম্মী) কামকারেণ (কামপ্রবৃত্তিবশতঃ) ফলে সক্তঃ (ফলাসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকাম-কর্ম্মী কামপ্রবৃত্তিবশতঃ ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগী কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন ; পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্ম্মী কাম-প্রবৃত্তি-দ্বারা ফলাসক্তি-সহকারে কর্ম্মবদ্ধ হন ॥ ১২ ॥

শ্রীবলদেব—যুক্তং আত্মার্পিতমনাঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বন্নৈষ্ঠিকীং স্থিরাং শান্তিমাত্মাবলোকলক্ষণামাপ্নোতি। অযুক্ত আত্মানর্পিতমনাঃ কর্ম্মফলে সক্তঃ কামকারেণ কামতঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্ত্যা নিবধ্যতে সংসরতি ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যুক্ত অর্থাৎ আত্মার প্রতি মন অর্পণকারী ব্যক্তি কর্ম্মফলকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও, আত্মার অবলোকনস্বরূপ নৈষ্ঠিকী ও স্থিরা শান্তিকে লাভ করেন। অযুক্ত অর্থাৎ আত্মাতে যিনি মন অর্পণ করেন নাই, তিনি

কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হইয়া, কামনাবশতঃ কাম্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, নিবদ্ধ অর্থাৎ সংসারে পতিত হয় ॥ ১২ ॥

অনুভূষণ—কর্ম্ম কাহারও মুক্তির কারণ স্বরূপ হয়, আবার কাহারও বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। ভগবদর্পিতমনা যোগীপুরুষ ফলকামনা ত্যাগ-পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে করেন বলিয়া, তাঁহারা মোক্ষের অধিকারী হন, আর ভগবানে অনর্পিত-মনা অযোগী-ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা-নুসারে কর্ম্ম করেন বলিয়া, তিনি তাদৃশ কর্ম্মের দ্বারা সংসার বন্ধন প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণো' (৩।৯), এবং গীতার "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং" (৩।১৯) শ্লোকও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (জীব) মনসা (মনের দ্বারা) সর্ব্ব-কর্ম্মাণি (সর্ব্বকর্ম্ম) সংন্যস্য (সম্যক্ ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া) ন কারয়ন্ (অন্যকে না করাইয়া) সুখং আস্তে (সুখে অবস্থান করেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় জীব মনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহে স্বয়ং কোন কর্ম্ম না করিয়া এবং অন্যকেও না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত-রীতিক্রমে সন্ন্যাসকরত নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ-গৃহে জীব পরম-সুখে বাস করিতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১৩ ॥

শ্রীবলদেব—সর্ব্বেতি। বিবেকবতা মনসা তাদৃশি প্রধানে সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্যার্পয়িত্বা দেহাদিনা বহিস্তানি কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। নবদ্বারে পুরে পুরবদহংভাববর্জিতে দেহে,—দ্বে নেত্রে দ্বে নাসিকে দ্বে শ্রোত্রে মুখঞ্চেতি শিরসি সপ্ত দ্বারাণি অধস্তাত্তু পায়ূপস্থাখ্যে দ্বে ইতি নব দ্বারাণি দেহী লব্ধজ্ঞানো জীবঃ। নৈবেতি,—দেহাদিবিবিক্তস্যাত্মনঃ কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ নাস্তীতি বিজানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বেতি'। বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা তাদৃশ প্রধানে সমস্ত কর্ম্মগুলি সন্ন্যাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়া দেহাদির দ্বারা বাহিরে সেইগুলি করিলেও বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরমসুখেই অবস্থান করেন। নবদ্বারে অর্থাৎ নয়টিছিদ্র বিশিষ্ট এই দেহে, পুরবৎ অহং-ভাববর্জিত দেহে—(নবদ্বার) নেত্র দুইটি, নাসিকা দুইটি, শ্রবণেন্দ্রিয় দুইটি ও মুখ—এই সাতটি দ্বার মস্তকে, কিন্তু নীচে পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মূত্রদ্বার) এই দুইটি, অতএব নবদ্বার ; দেহী—লব্ধজ্ঞানী জীব। 'নৈবেতি'—দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মার কর্ম্মেতে কর্ত্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্বরূপ কোন সম্পর্ক নাই, ইহা বিশেষরূপে জানিয়াই ॥ ১৩ ॥

অনুভূষণ—বিবেকবান্ পুরুষ তাদৃশ প্রধানরূপ-ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাহিরে কর্ম্ম করিলেও সুখেই অবস্থান করেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" (৫।৩)—এই ন্যায়ানুসারে তিনি বাস্তব সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত কারণ তিনি জানেন যে, এই নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরে অর্থাৎ দেহে আত্মা কিয়ৎকালের জন্য প্রবাসীর ন্যায় বাস করেন মাত্র। পরের গৃহের শোভা সমৃদ্ধিতে বা পূজা বা পরিভবাদিতে তাঁহার কোন প্রসন্নতা বা বিষাদ লাভ হয় না। কারণ সেখানে অহঙ্কার ও মমত্ববোধ থাকে না। তিনি মনে করেন যে, প্রাচীন কর্ম্ম-বশেই জীবের দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব জীবের স্বরূপের নহে, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মসুখের প্রয়োজন বোধ না থাকায়, তিনি নিজেও কিছু করেন না বা কাহাকেও কিছু করান না।

মনুষ্য শরীর গৃহসদৃশ ; জীবাত্মা এই গৃহের গৃহী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"গৃহং শরীরং মানুষ্যং" (ভাঃ ১১।১৭।৪৩)

এই শরীর-রূপ সৌধে নয়টি দ্বার। শীর্ষদেশে দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও একটি মুখগহ্বর—এই সাতটি এবং অধোদেশে পায়ু ও উপস্থ এই দুইটি দ্বার মোট নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-রূপ গৃহ।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নবদ্বারং দ্বিহস্তাঙ্ঘ্রিং তত্রামনুত সাধ্বিতি ॥" (৪।২৯।৪)

আরও

"ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতৎ বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥" (১১।৮।৩৩) ॥ ১৩ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥

অন্বয়—প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) ন সৃজতি (সৃজন করেন না), কর্ম্মাণি ন (কর্ম্মসমূহও না), কর্ম্মফলসংযোগং ন (কর্ম্ম-ফলসংযোগও না), তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অনাদি-অবিদ্যা) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত-হয়)॥ ১৪॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মসমূহ এবং কর্ম্মফল-সংযোগ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব—অবিদ্যাই উহার প্রবর্ত্তক॥ ১৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—দেহেন্দ্রিয়স্বামী যে জীব, তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না। তাঁহার অবিদ্যা-কৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। 'জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই' বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে ; লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয় ; কর্ম্মফলসংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয় ;—এ সকল জীবের অনাদি 'অবিদ্যারূপ স্বভাব' হইতেই হয়॥ ১৪॥

শ্রীবলদেব—এতদ্দ্বয়ং শুদ্ধস্য নাস্তীতি বিশদয়তি,—নেতি। প্রভুর্দেহে-ন্দ্রিয়াদীনাং স্বামী জীবো লোকস্য জনস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতীতি ত্বং কুর্ব্বিতি কারয়িতা ন ভবতি ; নাপি তস্যেক্ষিততমানি কর্ম্মাণি মাল্যাম্বরাদীনি সৃজতীতি স্বয়ং কর্ত্তাপি ন ভবতি। ন চ কর্ম্মফলেন সুখেন দুঃখেন চ সংযোগং সম্বন্ধং সৃজতীতি ভোজয়িতা ভোক্তা চ ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্যেবং, তর্হি কঃ কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ প্রতীয়তে ? তত্রাহ,—স্বভাবস্ত্বিতি। অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্তপ্রাধানিকদেহাদিমান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি। শুদ্ধেঽপি কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব পূর্ব্বত্র সুখাসনে তত্ত্বস্যোক্তেঃ ভানাদাবিবৈতদ্বোধ্যং, ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়া, তন্মুখ্যত্বং হি কর্ত্তৃত্বমুক্তম্॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ—এই দুইটি শুদ্ধ আত্মার নাই ; ইহাই বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে—'নেতি'। প্রভু—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী, জীব মানুষের কর্ত্তৃত্ব সৃজন করেন না, এই হেতু তুমি কর, (বলিলেও) কারয়িতারূপে পরিগণিত

হইতে হয় না। সেই আত্মার ঈক্ষণতম অর্থাৎ অভীষ্ট কর্ম্মগুলি ও গন্ধমাল্য বস্ত্রাদি সৃজন করে, ইহা ঠিক নহে ; স্বয়ং কর্ত্তাও হয় না। কর্ম্মফলের দ্বারা অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের দ্বারা সংযোগ (সংসার) সম্বন্ধকে সৃষ্টি করে, এইরূপও বলা চলে না। ভোজয়িতা ও ভোক্তাও হন না। যদি এই রকমই হয়, তবে কে করায় ? ও কে করে ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'স্বভাবস্থিতি'। অনাদিকালব্যাপি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনা এখানে স্বভাবশব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। প্রাধানিক (প্রধানের পরিণতিরূপ) দেহাদি-অভিমান সম্পন্ন জীব, কারয়িতা ও কর্ত্তা ; ইহা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ বা তত্ত্ব নহে। পরিশুদ্ধ আত্মাতেও কিছু কর্ত্তৃত্ব আছেই, পূর্ব্বে যেই সুখাসনে তত্ত্বের উক্তি হইতে, ভানাদির ন্যায় ইহা জানিবে। ধাতুর অর্থ নিশ্চয় ক্রিয়া, তাহার মুখ্যত্বই নিশ্চিতরূপে কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিশদরূপে বলিতেছেন,—জীবাত্মাই এই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের স্বামী, সেই জীবাত্মা কোন লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অথবা চক্ষুর আনন্দদায়ক কোন মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণাদি সৃজন করেন না বা স্বয়ং কর্ত্তা হন না। কর্ম্মফলের সহিত সুখ ও দুঃখরূপ কোন সম্বন্ধও ইনি সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই এই সকলের প্রবর্ত্তক। অনাদি প্রবৃত্ত বাসনাই এস্থলে স্বভাব শব্দে উক্ত হইয়াছে।

এতৎ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ-লিখিত অনুবর্ষিণী উদ্ধৃত হইতেছে।

"জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলে মনে করা উচিত নহে যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে। তাহা হইলে পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতা স্বীকার করিতে হয়। আবার কর্ম্মফলের সংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয়। উহা জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানাত্মিকা দৈবীমায়া অর্থাৎ প্রকৃতি সেই স্বভাব প্রবর্ত্তন করে। অতএব সেই অবিদ্যাজাত স্বভাবযুক্ত লোককেই পরমেশ্বর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনি নিজে জীবের কর্ত্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না।

পরমেশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই—

"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে দোষ ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।
(বেদান্ত-২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৪ সূত্র)

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদ অসমঞ্জস বা সমঞ্জস ? এই বিচার উপস্থিত হইলে, সুখদুঃখভাগী দেব, মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছেন, কাজেই ব্রহ্মে বৈষম্যহেতু সামঞ্জস্য ঘটে না। পরে নির্দ্দোষবাদী শ্রুতির উপরোধ আপত্তি হয়, এই হেতু বলিতেছেন—ব্রহ্মে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই, কারণ—সাপেক্ষত্বহেতু স্রষ্টার কর্ম্মাপেক্ষিত্ব-হেতু ; প্রমাণ,—

যে পুরুষকে উৎকৃষ্ট লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বর সেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারী হইয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম, আর যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, ইত্যাদি বৃঃ আঃ। জীবমাত্রেরই যে, দেবাদিভাব-প্রাপ্তি, ইহা ঈশ্বর নিমিত্তক, এইটি দেখাইবার জন্যই মধ্যে কর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ॥ ৩৫ ॥ (ঐ)

এ বিষয়ের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন, কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ বৈষম্যাদি দোষ নিরাকৃত হয় না,—কি জন্য ? উত্তর—কর্ম্মের কোনরূপ বিভাগ না থাকায় ; সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপ ব্রহ্ম মাত্রই ছিলেন ; ইত্যাদি (ছাঃ ৬।২।১) বেদবাক্যে ; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্যবস্তুর অসদ্ভাব প্রতীতি হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মবিভক্ত কোনরূপ কর্ম্মই লক্ষিত হয় না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতেছেন, ব্রহ্ম যেরূপ অনাদি, ঐরূপ জীবের কর্ম্মও অনাদি স্বীকার আছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তর উত্তর কর্ম্মে ঈশ্বর নিয়োজিত করেন, এজন্য ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ অযুক্ত। স্মৃতিতেও (ভবিষ্যপুরাণ) এ বিষয়ের প্রমাণ আছে,—'পুরুষের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই বিষ্ণু জীবকে পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন', সুতরাং কর্ম্মের অনাদিত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বরে কোন প্রকারে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না ; এদিকে কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষও (কারণের কারণ অনুসন্ধানরূপ দোষ) হইতে পারে না। বীজাঙ্কুরবৎ ইহা বিশেষরূপে প্রামাণ্যই আছে। যদি বল, কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই, ইহাও বলিতে পার না। কারণ,—দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল ইত্যাদি নির্ণায়কগ্রন্থে ইহাদিগের সত্ত্বা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অধীনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'ঘট্টকুট্টীতে প্রভাত' ন্যায়ে (কোন

বণিক কুটীঘাটের কর বঞ্চনা-আশয়ে ঘট্টরক্ষককে গোপনকরতঃ অন্য পথ দিয়া গমন করে কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ অন্ধকার নিশাতে সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে, তখন ঘট্টপাল সেই বণিককে বিশেষ তাড়নাদি করে, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক দোষ পরিহার কামনায় পুনর্ব্বার কর্ম্মসত্তার তারতম্যানুসারে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ অপরিহার্য্য)। আমাদের মতে কোনরূপ দোষারোপ করিতে পার না,—কারণ, কর্ম্মসত্তাও ঈশ্বরাধীন স্বীকার করায় তোমরাও বৈষম্যদোষরূপ ফাঁদে পতিত হইলে, কারণ অনাদি জীবস্বভাবানুসারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান, ঐ স্বভাব ঈশ্বর অন্যথা করিতে সমর্থ হইলেও কাহারও তাহা করেন না, এইরূপেই তাঁহাকে অবিষম বলা হইয়া থাকে। (গোবিন্দভাষ্য)॥" ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫॥

অন্বয়—বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) সুকৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না)। অজ্ঞানেন (অবিদ্যার দ্বারা) জ্ঞানং (জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান) আবৃতং (আচ্ছাদিত) তেন (সেই কারণে) জন্তবঃ (জীবসকল) মুহ্যন্তি (মোহ প্রাপ্ত হয়)॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিভু পরমেশ্বর কাহারও সুকৃতি বা দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানবশে নিজেকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ, অবিদ্যা-শক্তি কর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করত আপনাকে 'কর্ম্মকর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করে॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—ননু যদি বিশুদ্ধস্য জীবস্য তাদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদি নাস্তীতি ব্রূষে, তর্হি কৌতুকাক্রান্তঃ পরমাত্মা প্রধানং তদ্গলে নিপাত্য তৎপরিণামদেহেন্দ্রিয়াদিমতস্তস্য তদ্রচিতবানিত্যাপদ্যতে। যুক্তশ্চৈতৎ, অন্যথা "এষ উ হেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ

উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতে” ইতি—শ্রুতিঃ। “অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বাশ্বভ্রমেব চ॥” ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপ্যেৎ। তথা চ পাপপুণ্যময়ীমবস্থাং নয়তি। প্রযোজকে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পাপাদিভাগিত্বঞ্চ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—নাদত্ত ইতি। বিভুরপরিমিতবিজ্ঞানানন্দোঽনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকস্ততোঽন্যত্রোদাসীনঃ পরমাত্মানাদিপ্রধানবাসনানিবন্ধং বুভুক্ষুং স্ব-সন্নিধিমাত্রপরিণত-প্রধানময়দেহাদিমন্তং জীবং তদ্বাসনানুসারেণ কর্ম্মাণি কারয়ন্ কস্যচিজ্জীবস্য পাপং সুকৃতঞ্চ নাদত্তে ন গৃহ্নাতি; এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—“যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ॥ সন্নিধানাদ্যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ। তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ॥” ইতি। ঔদাসীন্যমাত্রেঽয়ং গন্ধাদি-দৃষ্টান্তো, ন ত্বিচ্ছায়া অভাবে তস্যাঃ—“সোঽকাময়ত” ইতি শ্রুতত্বাৎ। তর্হি জীবাস্তং বিষমং কুতো বদন্তি, তত্রাহ,—অজ্ঞানেনেতি। অনাদিতদ্বৈমুখ্যেনাজ্ঞানেন জীবানাং নিত্যমপি জ্ঞানমাবৃতং তিরোহিতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি,—সমমপি তং বিমূঢ়া বিষমং বদন্তি ন বিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। আহ চৈবং সূত্রকারঃ—“বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি”, “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” ইতি॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—যদি বিশুদ্ধ জীবের তাদৃশ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাদি নাই ইহা তুমি বল, তাহা হইলে পরমাত্মা কৌতুকাক্রান্ত হইয়া, প্রকৃতিকে তাহার গলে নিক্ষেপকরতঃ প্রকৃতির পরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিমান্ তাহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ইহাই বলা যায়। ইহা যুক্তিযুক্তই, অন্যথা ইনি নিশ্চয়ই তাহাকে সৎকর্ম্ম করান, যাহাকে এই লোকসমূহ হইতে ঊর্দ্ধে নিবার ইচ্ছা করেন, ইনি নিশ্চয়ই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোলোকে নিবার ইচ্ছা করেন,—ইহা শ্রুতি। “অজ্ঞ প্রাণী নিজের সুখ ও দুঃখের প্রতি কোনরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না, ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে” এই স্মৃতিও বিশেষরূপে কুপিত হইবে। তাহা হইলে পাপ ও পুণ্যময়ী অবস্থাতে আনয়ন করিতেছেন। অতএব প্রযোজক তাঁহাতে বৈষম্যাদি ও পাপাদিভাগিত্ব হইবে, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘নাদত্ত ইতি’। বিভু—অপরিমিত বিশেষজ্ঞান-

সম্পন্ন ও আনন্দময় অনন্তশক্তিপূর্ণ, স্বীয় আনন্দরসে সর্ব্বদা রসিক, সেই-হেতু অন্যত্র উদাসীন পরমাত্মা, অনাদিকাল হইতে প্রধানের (প্রকৃতির) বাসনার দ্বারা বদ্ধ, ভোগেচ্ছু, নিজের নিকটবর্ত্তীমাত্র পরিণত প্রধানময় দেহাদিমান্ জীবকে তাহার বাসনা-অনুসারে অর্থাৎ কর্ম্মফলের অনুরূপ ফলানুসারে কর্ম্মগুলি করাইতে করাইতে কোন জীবের পাপ ও পুণ্যকে গ্রহণ করেন না। এই প্রকারই শ্রীবৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—"যেমন সান্নিধ্যবশতঃ গন্ধ (ভালমন্দ) ক্ষোভের সঞ্চার করে, মনের উপকর্ত্তৃত্ব থাকে না; এই পরমেশ্বরও সেই রকম। সন্নিধান-(নিকটবর্ত্তী) বশতঃ যেমন আকাশ ও কালাদি বৃক্ষের কারণ হয়, তেমন ভগবান্ শ্রীহরি অপরিণামী হইয়াও সন্নিধিবশতঃ বিশ্বের কর্ত্তা বা কারণ হন"—ইহা। ঔদাসীন্যমাত্রেই এই গন্ধাদি-দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই ইচ্ছার অভাবে নহে,—"তিনি কামনা করেন," ইহা শ্রুত আছে বলিয়া। তাহা হইলে জীবগণ তাঁহাকে (আত্মাকে—ঈশ্বরকে) বিষম কেন বলিয়া থাকেন? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'অজ্ঞানেনেতি'। অনাদিকাল হইতে বিমুখতানিবন্ধন অজ্ঞানের দ্বারা জীবসমূহের নিত্যজ্ঞান আবৃত অর্থাৎ তিরোহিত হয়; এই কারণেই জীবগণ (সংসারমোহে) মুগ্ধ হয়। সমভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাকে মূর্খগণ বিষমরূপে বর্ণনা করে কিন্তু বিজ্ঞগণ করেন না।—ইহাই অর্থ। সূত্রকারও এই প্রকার বলিয়াছেন—"বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য নাই, সাপেক্ষত্বহেতু সেই রকম দেখাইতেছেন"। অবিভাগহেতু কর্ম্ম নহে, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্ম অনাদি ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—বিশুদ্ধ চিত্ত জীবের তাদৃশকর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্বাদি নাই বলিয়া যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কি পরমাত্মা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রকৃতি-স্কন্ধে দায়িত্ব দিয়া প্রকৃতির পরিণামভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীব-গণের নির্ম্মাণ করিয়াছেন? শ্রুতি ও স্মৃতিও তো ইহার অনুকূলেই দেখা যায় যে, ঈশ্বরই এই বৈষম্যের প্রযোজক, তাহা হইলে তো তাঁহাকেই পাপ ও পুণ্যভাগী হইতে হয়। এই আশঙ্কার নিরসন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, তিনি বিভু অর্থাৎ অপরিমিত বিজ্ঞানানন্দপূর্ণ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। তিনি নিরন্তর স্বীয় আনন্দরস-সাগরে নিমগ্ন সুতরাং অন্যত্র উদাসীন। অতএব তিনি অসাধু ও সাধু কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন।

জীবগণ অনাদি প্রকৃতি হইতে দেহ লাভ করতঃ স্বীয় বাসনানুসারেই

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর কোন জীবেরই পাপ ও পুণ্য বিধান করেন না। ঊর্দ্ধগতি-বিধায়ক পুণ্য এবং অধোগতি-বিধায়ক পাপ সকলই জীবের প্রাচীন বাসনানুসারেই হইয়া থাকে। ভগবানের অবিদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীব বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয় এবং জড় দেহে আত্মাভিমানবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হয়। এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মায়াবদ্ধজীবগণ কখনও নিজদিগকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে; আবার কখনও ভগবানই সব করাইতেছেন বলিয়া তাঁহার উপর বৈষম্য-দোষ আরোপ করিয়া থাকে। জীবের এতাদৃশ অবস্থার জন্য শ্রীভগবানের উপর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না। তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের অনুভূষণে বর্ণিত হইয়াছে।

গীতার এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নাদত্ত আত্মা হি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্।
উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ॥" (৬।১৬।১১)

অর্থাৎ আত্মা সুখ বা দুঃখ অথবা কর্ম্মফলজনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না, তিনি—কারণ ও কার্য্যের স্রষ্টা এবং দেহাদি-পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। আমার ও আপনাদের এতাদৃশ ভাব না থাকায় শোক করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের) জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) যেষাং (যাঁহাদিগের) তৎ (সেই) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) নাশিতম্ (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাম্ (তাঁহাদিগের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (আদিত্য-প্রভার ন্যায়) তৎপরম্ (সেই অপ্রাকৃত জ্ঞানকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)॥ ১৬॥

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহাদের ভগবানের জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যাজনিত দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক পরম জ্ঞানস্বরূপ অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে॥ ১৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জ্ঞান দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে

প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের 'অজ্ঞান' বা অবিদ্যা; অপ্রাকৃত জ্ঞানই 'বিদ্যা'। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত-জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাঁহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—বিজ্ঞা ন মুহ্যন্তীত্যেতদাহ,—জ্ঞানেনেতি। "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেন' ইতি, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইতি, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্" ইতি চোক্তমহিম্না সদ্গুরুপ্রসাদলব্ধেন স্বপরাত্মবিষয়কেণ জ্ঞানেন যেষাং সৎপ্রসঙ্গিনাং তদ্বৈমুখ্যমজ্ঞানং নাশিতং প্রধ্বংসিতং তেষাং তজ্‌জ্ঞানং কর্ত্তৃপরং প্রকাশয়তি। দেহাদেঃ পরং জীবং বৈষম্যাদিদোষাৎ পরমীশ্বরঞ্চ বোধয়তি। আদিত্যবৎ যথা রবিরুদিত এব তমো নিরস্যন্ যথাবদ্বস্তু প্রদর্শয়তি, তথা সদ্গুরূপদেশলব্ধমাত্মজ্ঞানং যথাবদাত্মবস্থিতি। অত্র বিনষ্টাজ্ঞানানাং জীবানাং বহুত্বং নিগদতা পার্থসারথিনা মোক্ষে তেষাং তদ্দর্শিতং ঔপাধিকত্বং তস্য প্রত্যুক্তং "নেমে জনাধিপাঃ" ইত্যুপক্রমোক্তং চ তৎ সোপপত্তিকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন না; ইহাই বলা হইতেছে—'জ্ঞানেনেতি'। "সমস্তই জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা" ইতি (৪।৩৬)। "জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মগুলি" (৪।৩৭) ইহা, "নাই জ্ঞানের সদৃশ" (৪।৩৮) ইহা উক্ত মহিমার দ্বারা সদ্গুরুর প্রসাদের দ্বারা লব্ধ স্ব ও পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, যেই সৎসঙ্গিদের তদ্বৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানকে নাশ বা ধ্বংস করে, তাঁহাদের সেইজ্ঞান কর্ত্তৃস্বরূপকে প্রকাশিত করে। দেহাদিভিন্নজীবকে এবং বৈষম্যাদিদোষ রহিত পরম ঈশ্বরকেও জানাইয়া দেয়। সূর্য্যের ন্যায়,—যেমন সূর্য্য উদয় হইলেই, অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া যথাযথভাবে (জগতের) সমস্ত বস্তুকে প্রদর্শন করায়, তেমন সদ্গুরুর উপদেশলব্ধ আত্মজ্ঞান যথাযথভাবে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বস্তুকে প্রদর্শন করায়। এখানে অজ্ঞান-বিনষ্ট জীবগণের বহুত্বকে বলিবার ইচ্ছায়, পার্থসারথির দ্বারা মোক্ষে তাহাদের তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, ও জীবের ঔপাধিকত্ব প্রত্যুক্ত হইয়াছে। "এই জনাধিপগণ নহে" এই উপক্রমে উক্ত এবং তাহাও উপপত্তিমূলক হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—বিজ্ঞেরা কিন্তু মুগ্ধ হন না, তাহাই বলিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্লোকে যে জ্ঞানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সদ্গুরুর কৃপায় সেই আত্ম ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের ভগবদ্বৈমুখ্য-

জনিত অজ্ঞান নাশ প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সদ্গুরুর কৃপালব্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে দর্শন হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় বহুরূপ-উপাধি দৃষ্ট হইলেও, অপ্রাকৃত-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-বিনষ্ট-জীবগণের উপাধি-সম্বন্ধ থাকে না। সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যায় যে, সংসার-দশায় জীবের জ্ঞানাবৃত-অবস্থা আর মোক্ষদশায় উহা বিকাশ লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।

মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥" (১১।১১।৩)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই উভয়ই মদীয় মায়া-বিরচিত অনাদি মদীয় শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে।

'বিদ্যা'—'নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।'

'অবিদ্যা'—'দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা॥'

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

"পরমেশ্বর কাহাকেও বদ্ধ করেন না; কাহাকেও মোচনও করেন না। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মানুসারে অজ্ঞান ও জ্ঞান যথাক্রমে বন্ধন ও মোচন করে। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব তাহাদের প্রযোজকত্ব প্রভৃতি বন্ধনকারী এবং অনাসক্তি, শান্তি প্রভৃতি মোচনকারী প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু পরমেশ্বরের অন্তর্য্যামিত্বেই প্রকৃতির সেই সেই ধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হয়, এই প্রকার আংশিকভাবে তিনি প্রযোজক, ইহাতে তাঁহাতে বৈষম্য ও নিঃঘৃণতা দোষের স্থান নাই।"

"যদি প্রশ্ন হয় যে, ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহকারী পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য দোষ হয় না কি? উত্তর—না, কেননা, দুষ্টপুত্রকে শাসনকারিণী মাতার পক্ষে শাসনই যেমন পুত্রের প্রতি মাতার অনুগ্রহ; সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমেশ্বরের পক্ষে তাঁহার নিগ্রহ যে দণ্ডরূপ অনুগ্রহই এবিষয়ে সন্দেহ কি?"

শ্রীভগবানের হস্তে যে সকল অসুর নিহত হন, তাহাদের দুষ্কৃত-ফল নরকসহ নিপাত ও সংসার হইতে পরিত্রাণহেতু তাঁহার নিগ্রহ অনুগ্রহ বলিয়া নির্ণীত। শ্রীহরি হতারিগতিদায়কত্বগুণ-বিশিষ্ট॥ ১৬॥

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—তৎ-বুদ্ধয়ঃ (পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট) তৎ-আত্মনঃ (তন্মনস্কা অর্থাৎ তাঁহারই ধ্যানশীল যাঁহারা) তৎ-নিষ্ঠাঃ (তাঁহাতেই একমাত্র যাঁহারা নিষ্ঠাবান্) তৎ-পরায়ণাঃ (তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ যাঁহারা) জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ (জ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা সমস্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহারা) অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অপ্রাকৃত স্বরূপ পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা প্রযুক্ত হইয়াছে ও যাঁহারা তাঁহারই শ্রবণ, কীর্ত্তনকে পরমাশ্রয় করিয়াছেন এবং বিদ্যার দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা অপুনরাবৃত্তিরূপ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ।

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই অপ্রাকৃতস্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারূপ কল্মষ ধৌত করত অপুনরাবৃত্তিরূপ 'মোক্ষ' লাভ করেন। আমাতে যাঁহাদের অপ্রাকৃত রতি, তাঁহাদের আর জড়রতি হয় না ; তখন তাঁহারা আমারই শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলদেব—পরমাত্মন্যবৈষম্যাদি-ধ্যায়তাং ফলমাহ,—তদিতি তস্মিং-স্তদবৈষম্যাদিকে গুণগণে বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তে। তদাত্মানস্তস্মিন্নিবিষ্ট-মনসঃ তন্নিষ্ঠাস্তত্তাৎপর্য্যবন্তস্তৎপরায়ণাস্তৎসমাশ্রয়াঃ ; এবমভ্যস্তেন তদবৈষম্যাদি-গুণজ্ঞানেন নির্ধূতকল্মষা বিনষ্ট-তদ্বৈমুখ্যাঃ সন্ত অপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মাতে অবৈষম্যাদি-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের ফলের বিষয় বলা হইতেছে—'তদিতি', সেই তাহার অবৈষম্যাদি-গুণসমূহে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা। তদ্‌গত আত্মাগণ অর্থাৎ তাঁহাতে নিবিষ্টমনা ব্যক্তিগণ, তন্নিষ্ঠাঃ—তাঁহার তাৎপর্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, তৎপরায়ণ শব্দের অর্থ তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রিত ব্যক্তিগণ। এইভাবে অভ্যস্ত তৎবৈষম্যাদিগুণজ্ঞানের দ্বারা নির্ধূত কল্মষ ; অর্থাৎ ভগবৎ-বিমুখতা নষ্টকারী ব্যক্তিগণ অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—পরমাত্মা শ্রীহরিতে অবৈষম্যাদিগুণ-ধ্যানকারী ব্যক্তিগণের ফল বলিতেছেন। যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইয়াছে যে শ্রীভগবানে কোন বৈষম্য বা নির্দ্দয়তা নাই, তাঁহারা তাঁহার প্রতি নিবিষ্টমনা হইয়া তাঁহাকে সম্যক্ আশ্রয় করেন, তাহার ফলে যাবতীয় কল্মষ ও ভগবদ্বিমুখতা দূরীভূত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, 'বিদ্যাদ্বারা জীবাত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়,—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' একমাত্র ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ গ্রাহ্য অর্থাৎ গ্রহণ করা যায়, জানা যায়। অতএব পরমাত্মজ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানীদিগেরও বিশেষরূপে ভক্তি-পথ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন যে, তন্নিষ্ঠ বা তৎপরায়ণ-শব্দে 'তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ' ॥ ১৭ ॥

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডালে) গবি (গাভীতে) হস্তিনি (হাতীতে) শুনি চ এব (এবং কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদৃষ্টি-সম্পন্ন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন-ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, এবং কুকুরে সমদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অপ্রাকৃতগুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃতগুণকৃত উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন-ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালসকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত 'পণ্ডিত' সংজ্ঞা লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—তান্ স্তৌতি,—বিদ্যেতি। তাদৃশে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণৈতৌ বিষমৌ গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাত্যৈতে বিষমাঃ; এবং বিষমতয়া স্পষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু যে পরমাত্মানং সমং পশ্যন্তি, ত এব পণ্ডিতাঃ। তৎ-কর্ম্মানুসারিণী তেন তেষাং তথা তথা সৃষ্টিঃ, ন তু রাগদ্বেষানুসারিণীতি ;—পর্জ্জন্যবৎ সর্ব্বত্র সমঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাদিগকে স্তব করিতেছে (অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসা করা হইতেছে)—'বিদ্যেতি', তাদৃশ ব্রাহ্মণ এবং শ্বপাকে (চণ্ডালে) এই কর্ম্মের দ্বারা এই বিষম, গরু, হস্তী ও কুকুরে, এখানে জাতিতেও ইহারা বিষম। এইভাবে বিষমরূপে সৃষ্ট ব্রাহ্মণাদিতে যাঁহারা পরমাত্মাকে সমানরূপে দেখেন, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত। তাহাদের কর্ম্মানুসারী হইয়া তাহার দ্বারা সেই সেই রূপে অর্থাৎ জাতি ও যোনি প্রভৃতি-ভিন্নরূপে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। রাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। —মেঘের ন্যায় সর্ব্বত্রই পরমাত্মা সমান (কোথায়ও তাঁহার বৈষম্য নাই) ইতি ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের দর্শন কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন। যদিও বিভিন্ন কর্ম্মানুযায়ী বদ্ধজীব গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুর-দেহ লাভ করিয়াছে, তথাপি সকলের মধ্যেই অন্তর্য্যামী-সূত্রে এক পরমাত্মা বাস করিতেছেন। জ্ঞানিগণ কিন্তু বাহ্যভেদ-দর্শন না করিয়া, সকলের মধ্যেই বিরাজমান সেই পরমাত্মাকেই দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিগণই প্রকৃত পণ্ডিত। বর্ষাকালে বারিধারা যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে নিপতিত হয়, পরমাত্মাও সেইরূপ সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও,—মহাভাগবতের দর্শন সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তার ইষ্টদেব মূর্ত্তি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চ সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥" (১১।২৯।১৪)

'সমদৃক্' শব্দে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"সমং মামেব ব্রহ্ম একরূপং সর্ব্বত্র পশ্যন্"

সর্ব্বদেহে একই স্বরূপবিশিষ্ট-জীবাত্মা বাস করেন বলিয়া, আত্মদর্শীই—সমদর্শী। ইহা শ্রীভগবান্ গীতার ৬।৩২ শ্লোকে বলিবেন—"আত্মৌপম্যেন।" সকলের মধ্যে এক ভগবান্ বিরাজ করেন বলিয়া সকলকে ভগবান্ মনে করা কিন্তু নিতান্ত অপরাধের পরিচয় ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং (অবস্থিত) ইহ এব (ইহলোকেই) তৈঃ (তাঁহাদিগের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (পরাভূত) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নির্দ্দোষং (নির্ব্বিকার) সমং (সমভাবযুক্ত) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতাঃ (অবস্থিত থাকেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত থাকে, তাঁহাদিগের দ্বারা ইহ-লোকেই সংসার পরাভূত হয়, যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্ব্বিকার সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যাঁহাদিগের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ-লোকেই 'সর্গ' অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্মসমত্বপ্রযুক্ত তাঁহারা নির্দ্দোষ; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—ইহেতি। ইহ সাধনদশায়ামেব তৈঃ সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ। কৈঃ ?—যেষাং মনঃ সাম্যেঽবৈষম্যাখ্যে ব্রহ্মধর্ম্মে স্থিতং নিবিষ্টম্। কুতো ব্রহ্মাবিষমম্? তত্রাহ,—নির্দ্দোষং হীতি। হি যতো ব্রহ্ম নির্দ্দোষং রাগদ্বেষশূন্যমতঃ সমমবিষমমিত্যর্থঃ। যতো ব্রহ্মণ্যবৈষম্যাদিকং নিশ্চিক্যুস্তস্মাৎ প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্তোঽপি তে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ মুক্তিস্তেষাং সুলভেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—'ইহেতি', এই সংসারে সাধন-দশাতেও তাঁহাদের কর্ত্তৃক সর্গ অর্থাৎ সংসার জিত—পরাভূত হইয়া থাকে। কাঁহাদের দ্বারা ?—যাঁহাদের মন সাম্যে অর্থাৎ অবৈষম্যাখ্য-ব্রহ্মধর্ম্মে (ব্রহ্মস্বরূপে) নিবিষ্ট হইয়াছে। কি জন্য ব্রহ্মের অবিষমতা ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'নির্দ্দোষং হীতি', নিশ্চয় যেই হেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-শূন্য অতএব সম অর্থাৎ অবিষম। যেই-হেতু ব্রহ্মেতে রাগদ্বেষশূন্য-অবিষমাদি বিশেষরূপে ধারণা করেন, সেই-হেতু সংসারে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন, এইজন্য মুক্তি তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় সুলভ ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—এইরূপ দর্শনকারী ব্যক্তি সাধনদশাতেও সংসার জয় করিয়া থাকেন। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, শাস্ত্রে এই বিধান দৃষ্ট হয়

যে, যথাযোগ্য ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। তদুত্তরে বলা যায় যে, এই সাধারণ বিধি সমদর্শী পণ্ডিতগণ জীবদ্দশাতেই অতিক্রম করিয়াছেন। বিষয় সমূহ বিষম হইলেও, সর্ব্বভূতে পরমাত্মা সমভাবেই বিরাজমান। ইহা যাঁহারা ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই সমদর্শী। তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম। তিনি কোন দোষের সহিত সংযুক্ত নহেন। কারণ তিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ।

শ্রুতিও বলেন,—

"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ,"

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥"

সুতরাং যাঁহারা এইপ্রকারে সমদর্শী, তাঁহারা সাম্যে স্থিত হওয়ায়, সাংসারিক বিধিবাধ্য নহেন।

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণবের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে যে তারতম্য বিচার আছে, এবং ত্রিবিধ বৈষ্ণবের ত্রিবিধভাবে সেবার বিধান আছে, যেমন কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা, ইহা কিন্তু উপরিউক্ত সমদর্শনের অন্তর্ভূক্ত করা চলিবে না। করিলে অপরাধী হইতে হইবে।

কেবল সাধারণ জীব-সাম্যে ও অন্তর্য্যামী-সূত্রে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান পরমাত্ম-সাম্যেই উক্ত সমদর্শন বিচারিত হইয়াছে। উহার ফল কেবলমাত্র মোক্ষই দেখান হইয়াছে। পরমপুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমার নিকট মোক্ষও নিকৃষ্ট ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিৎ) ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলা বুদ্ধি যাঁহার) অসংমূঢ় (মোহশূন্য) প্রিয়ং প্রাপ্য (ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (প্রহৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্রহ্মবিৎ প্রিয়বস্তু লাভ করিয়া প্রচুর আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয়বস্তু পাইয়াও উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্তমনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন ; জড়জগতের প্রিয়বস্তু-লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না ॥ ২০ ॥

শ্রীবলদেব—ব্রহ্মণি স্থিতস্য লক্ষণমাহ,—নেতি। বর্ত্তমানে দেহে স্থিতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টং প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেন্ন চোদ্বিজেৎ। কুতঃ?—স্থিরা স্বাত্মনি বুদ্ধির্যস্য সঃ; অসংমূঢ়োঽনিত্যেন দেহেন নিত্যমাত্মানমেকীকৃত্য মোহং ন লব্ধঃ ; ব্রহ্মবিৎ তাদৃশং ব্রহ্মানুভবন্। এবং লক্ষণো ব্রহ্মণি স্থিতো বোধ্যঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মেতে স্থিত ব্যক্তির লক্ষণের কথা বলা হইতেছে—'নেতি'। বর্ত্তমান (এই পার্থিব) দেহে অবস্থিত হইয়া প্রারব্ধাকৃষ্ট—অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত প্রিয় ও অপ্রিয় ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াও যিনি আনন্দিত হন না এবং উদ্বেজিত হন না। কি হেতু?—স্থিরা—স্বীয় আত্মাতে বুদ্ধি যাঁহার তিনি, অসংমূঢ়—(সর্ব্বদা সচেতন) জ্ঞানী ব্যক্তি এই অনিত্য দেহের সহিত নিত্য আত্মাকে একত্রীভূত করিয়া মোহের ভাগী হন না। ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ তাদৃশ ব্রহ্মকে অনুভবকারী। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রহ্মতে অবস্থান করেন, জানিবে ॥ ২০ ॥

অনুভূষণ—ব্রহ্মে অবস্থিত ব্যক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, তিনি এই দেহে অবস্থানকালে প্রারব্ধফলে প্রিয় ও অপ্রিয় যে বস্তুই লাভ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার হর্ষ ও বিষাদ হয় না, কারণ তিনি অসংমূঢ় অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান না থাকায় মোহের অতীত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মবিৎ হওয়ায় ব্রহ্মানুভবে স্থির-বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই ॥

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" (২।৫৬) শ্লোক আলোচ্য ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু (বিষয়সুখে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তমনা) আত্মনি

(জীবাত্মাতে) যৎ সুখম্ (যে সুখ) [তৎ—সেই সুখ] বিন্দতি (লাভ করেন) সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া, অর্থাৎ স্বস্বরূপে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) অক্ষয়ম্ সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বিষয়সুখে অনাসক্ত-চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় আত্মগত চিৎসুখ লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া অর্থাৎ পরমাত্ম-সমাধিযোগে, অক্ষয়সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তিনি চিদ্গত সুখ লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ২১ ॥

শ্রীবলদেব—পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ স্বপরাত্মানাবনুভবতীত্যাহ,—বাহ্যেতি। বাহ্যস্পর্শেষু শব্দাদিবিষয়ানুভবেষ্বসক্তাত্মা সন্ যদাত্মনি স্বস্বরূপেঽনুভূয়মানে সুখং তদাদৌ বিন্দতি, তদুত্তরং ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তদ্‌যুক্তাত্মা সন্ যদক্ষয়ং মহদনুভবলক্ষণং সুখং, তদশ্নুতে লভতে ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে ও পরে স্বীয় আত্মা ও পরমাত্মাকে অনুভব করেন ইহাই বলা হইতেছে—'বাহ্যেতি', বাহ্যস্পর্শে অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ের অনুভব-বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া যখন আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ অনুভব করিতে থাকেন, তখন প্রথমে সেই সুখ লাভ করিতে পারেন। তারপরে ব্রহ্মে অর্থাৎ পরমাত্মাতে যোগ অর্থাৎ সমাধিযুক্ত হইয়া থাকেন। যেই মহৎ-আত্মানুভবরূপ অক্ষয় সুখ, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অনুভূষণ—শব্দাদি-বাহ্যব্যাপারসমূহ কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অনুভূত হয়, তাহা কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যাঁহারা বাহ্য-বিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমেই স্ব-স্বরূপভূত সুখ অনুভব করিতে পারেন, এবং তৎপরে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাতে সমাধিযুক্ত হওয়ার ফলে, পরমাত্মানুভবরূপ অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥"

সুতরাং বাহ্যবিষয়োপভোগ-জনিত ক্ষণিক সুখের লোভ সংবরণকরতঃ ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক চিত্তত্ত্বের আলোচনায় ব্রহ্মে মন স্থির করিতে পারিলে, অক্ষয় ও অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই জাতীয় আত্মসুখ বা ব্রহ্ম-সুখাপেক্ষা আবার ভগবদ্-সেবাসুখ অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবাসুখ-অপেক্ষা অধিক মঙ্গলের আর কিছু নাই। উহাই সর্ব্বোপরি নিঃশ্রেয়সপদবাচ্য।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার "পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (২।৫৯) শ্লোক আলোচ্য ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সকল সুখ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়-সংস্পর্শজনিত) তে হি (সে সকল নিশ্চয়) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখের হেতু)। আদ্যন্তবন্তঃ (এবং আদি-অন্ত বিশিষ্ট) বুধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) তেষু (তাহাতে) ন রমতে (অনুরক্ত হন না) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যে সকল সুখ বিষয় হইতে জাত, সে সকল নিশ্চয় দুঃখেরই হেতু। কারণ তাহা আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট, সুতরাং জ্ঞানিগণ তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এরূপ বিবেকবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়-সুখে আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ার্থ-জনিত সুখ দুঃখকেই প্রসব করে; তাহা কেবল সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া 'নিত্য' নয়। হে কৌন্তেয়! সেইসকল অনিত্য-সুখে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-ব্যক্তি কোনক্রমেই রতি লাভ করেন না; দেহযাত্রার জন্য কেবল তৎসম্বন্ধি-কর্ম্মসকল নিষ্কাম-রূপে স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥

শ্রীবলদেব—অদৃষ্টাকৃষ্টেষু বিষয়ভোগেম্বনিত্যত্ববিনিশ্চয়ান্ন সজ্জতীত্যাহ,—যে হীতি। সংস্পর্শজা বিষয়জন্যা ভোগাঃ সুখানি। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অদৃষ্টবশতঃ বিষয়-ভোগেতে আকৃষ্ট হইলে, উহার অনিত্যত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ান্বিত হইয়া, তাহাতে কখনও নিমজ্জিত অর্থাৎ আসক্ত হন না, ইহাই বলা হইতেছে—'যে হীতি', সংস্পর্শ জন্য অর্থাৎ বিষয়-জনিত ভোগ-সুখসকল। অন্যগুলি অতিশয় সহজ ॥ ২২ ॥

অনুভূষণ—বিবেকবান্ ব্যক্তি অদৃষ্টক্রমে বিষয়ভোগ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অনিত্যত্ব-বোধ থাকায় আসক্ত হন না।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত যে সমস্ত সুখ উদ্ভূত হয়, তাহা সকলই দুঃখের কারণস্বরূপ ; কারণ উহা রাগ ও দ্বেষমূলক আদ্যন্ত-বিশিষ্ট। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে,—

"যাবন্তঃ কুরুতে জন্তু সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥"

অর্থাৎ জীব, প্রিয় বস্তুর সহিত যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোক-শলাকা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে থাকে। অতএব এই বাহ্যবিষয়-প্রীতি যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততদিনই তাহা দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে। এই সুখের উদ্ভব ও লয় আছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগে সুখের অনুভব হয় এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের অবসানে সুখের বিয়োগ হয়। এই সুখ ক্ষণিক মিথ্যাভূত এবং ক্লেশের কারণস্বরূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি কখনই তাহাতে প্রীতি অনুভব করেন না, শ্রীমদ্ গৌড়াচার্য্য লিখিয়াছেন,—

'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।'

পাতঞ্জল দর্শনেও আছে,—

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণ-
বৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।"

অর্থাৎ পরিণামে তাপ, ভোগকালেও দুঃখ, পশ্চাতেও দুঃখপ্রদ এবং সত্ত্বাদি-গুণের বিরোধ হয় বলিয়া, বিবেকী ব্যক্তিগণ সকলই দুঃখরূপ মনে করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়োঽপ্যেবাভিবর্দ্ধতে॥"

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।" পণ্ডিতগণ চিত্তত্ত্ব-আলোচনাক্রমে চিদ্-রস আস্বাদনকরতঃ পার্থিব জড়ীয়-রসে

আর আসক্ত হন না, দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী বিষয়-সমূহ নিষ্কামভাবে স্বীকার করেন মাত্র ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহপাতের পূর্ব্বে) ইহ এব (এ জন্মেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম-ক্রোধ হইতে উদ্ভূত) বেগং (বেগ) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) সঃ (সেই) নরঃ (মানব) সুখী (সুখী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে ইহজন্মেই কামক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি যোগী এবং সেই মানবই সুখী ॥ ২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—জড়শরীর-ত্যাগপর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, তিনিই আত্মসমাধিযুক্ত ও প্রকৃত সুখী ॥ ২৩ ॥

শ্রীবলদেব—কামাদি-বেগো হি জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিকূলোঽতস্তস্য সহনে প্রযত্নবতা ভাব্যমিত্যাহ,—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রক্ষোভাদিবপুস্তমিহ তদুদ্ভবকাল এবাত্মানুভবপ্রীত্যা যঃ সোঢ়ুং নিরোদ্ধুং শক্নোতি শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবচ্ছরীরত্যাগম্ ; স এব যুক্তঃ কৃতাত্ম-সমাধিঃ, স এব সুখী আত্মানুভবানন্দবান্। তথা তদ্বেগসহনে তীব্রপ্রযত্নো যোগ্যঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—কামাদির বেগ (ভোগকে) জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রতিকূল অতএব তাহাকে সহ্য করার জন্য, অতিশয় যত্নবান্ হওয়া উচিত, ইহাই বলা হইতেছে—'শক্নোতীতি', কাম হইতে ও ক্রোধ হইতে যেই বেগ সমুদ্ভূত হয় ; মন ও নেত্রক্ষোভাদি-বিশিষ্ট দেহধারী সেই বেগকে উদ্ভবকালেই আত্মানুভব-প্রীতির দ্বারা যিনি সহ্য করিতে অর্থাৎ নিরোধ করিতে সক্ষম হন, শরীর-মোক্ষণের পূর্ব্বেই অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত দেহত্যাগ না করেন (ততদিন) ; তিনিই আত্মসমাধিতে যুক্ত হইয়া থাকেন ; তিনিই সুখী অর্থাৎ আত্মানুভবে আনন্দিত হন। অতএব (সেই কাম) বেগকে সহ্য করার জন্য বিশেষ যত্নের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত ॥ ২৩ ॥

অনুভূষণ—ভোগাসক্তি যাবতীয় অনর্থের মূল এবং মুক্তিপথের পরিপন্থী। সুতরাং নিরতিশয় যত্নের সহিত তাহা পরিহার করা মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভোগের অনুকূল বিষয়-লাভার্থ অনুরাগাত্মক অভিলাষ বা তৃষ্ণার নাম লোভ বা কাম। নর ও নারীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জনিত সুখলাভ-বাসনাও কাম শব্দের নিগূঢ় অর্থ। এস্থলে সকল প্রকার বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই কাম শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। দুঃখের হেতুভূত প্রতিকূল বিষয়-সম্বন্ধে মনের অতিশয় দ্বেষভাবকে ক্রোধ বলা হয়। ইহারা উৎকট হইয়া বেগ নাম ধারণ করে। যিনি দেহ-নাশের পূর্ব্বেই সাবধানতা-সহকারে বিষয়ের আক্রমণ অতিক্রম করতঃ কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ বা সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সমাহিত যোগী এবং তিনিই সুখী। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥"
"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অতএব কেবল জ্ঞানই একমাত্র মানবদিগকে পশু হইতে বিশেষ করে, জ্ঞান না থাকিলে মানব পশুর সমান হয়। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়-বৈরাগ্যরূপ বলবান্ বান্ধবের সহায়তায় বিষয়াকর্ষণ হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক পরমাত্মচিন্তনে সমাহিত হইবেন। নরকুলে তিনিই ধন্য, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী॥ ২৩॥

**যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥**

অন্বয়—যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াশীল) তথা (সেই প্রকার) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে-অবস্থিত) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মে লয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥ ২৪॥

অনুবাদ—যিনি আত্মাতে সুখী, আত্মাতে আরামশীল এবং যিনি আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত, সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন॥ ২৪॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি বাহ্য-জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিঃকে 'অনিত্য'-জ্ঞানে অন্তর্জগতের সুখক্রীড়া ও জ্যোতির্যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত অর্থাৎ শুদ্ধ-জৈবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই যোগী এবং তিনি 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—যৎপ্রীত্যা তং সোঢ়ুং শক্তস্তদাহ,—যোহন্তরিতি। অন্তর্ব্বর্ত্তি-নানুভূতেনাত্মনা সুখং যস্য সঃ, তেনৈবারামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ, তস্মিন্নেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য সঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী ব্রহ্মভূতো লব্ধশুদ্ধজৈব-স্বরূপো ব্রহ্মাধিগচ্ছতি পরমাত্মানং লভতে। নির্ব্বাণং মোক্ষরূপং, তেনৈব তল্লাভাৎ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেই প্রীতির দ্বারা তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয়, তাহাই বলা হইতেছে—'যোহন্তরিতি'। অন্তর্বর্ত্তী অনুভূত আত্মার দ্বারা সুখ যাঁহার তিনি, তাহার দ্বারাই আরাম—ক্রীড়া যাঁহার তিনি। তাহাতেই জ্যোতিঃ—দৃষ্টি যাঁহার তিনি। এই জাতীয় যোগী নিষ্কামকর্ম্মী—ব্রহ্মানুভবকারী হইয়া জীবের শুদ্ধস্বরূপ লাভ করতঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন। নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ মোক্ষ। তাহার দ্বারাই তাহার লাভ হয়, এইজন্য ॥ ২৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত কামক্রোধাদিবেগ সহনের উপায় বলিতেছেন। যিনি আত্মানুভবের দ্বারা সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মারামত্ব লাভ করিয়াছেন, আত্মতত্ত্বেই যাঁহার অনুক্ষণ দৃষ্টি, যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাশ্রয়ে ব্রহ্মভূত হইয়া, শুদ্ধ-জীবস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই জড়-বিরতিরূপ বৈরাগ্য অনায়াসে লাভ করতঃ ব্রহ্ম বা পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হন বা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়-রহিত) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বভূতহিতকার্য্যে রত) ঋষয়ঃ (ঋষিসকল) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষীণপাপ, সংশয়-রহিত, যতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতেরত, ঋষিগণ

ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতকার্য্যে রত এবং সংশয়-রহিত ক্ষীণপাপ ঋষিসকল ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবং সাধনসিদ্ধা বহবো ভবন্তীত্যাহ,—লভন্ত ইতি। ঋষয়স্তত্ত্বদ্রষ্টারঃ; ছিন্নদ্বৈধা বিনষ্টসংশয়াঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সাধনসিদ্ধ বহুলোক হন, তাহাই বলা হইতেছে—'লভন্তে' ইতি। ঋষিগণ—প্রকৃততত্ত্বদ্রষ্টাগণ, ছিন্নদ্বৈধা—সংশয় নষ্ট হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহারা। অন্যগুলি সহজ ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—প্রকৃত সাধন করিতে পারিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা সকল সংশয় বিনাশ করিতে পারিয়াছেন, চিত্ত সংযম যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, সর্ব্বভূতের হিত-সাধনে যাঁহারা রত, সেই সকল ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—কামক্রোধ-বিমুক্তানাং (কামক্রোধ-বিমুক্ত) যতচেতসাম্ (যত-চিত্ত) বিদিতাত্মনাম্ (আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানবান্) যতীনাং (যতিগণের) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মনির্ব্বাণ) বর্ত্ততে (উপস্থিত হয়) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কামক্রোধবিহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানবান্ যতিদিগের ব্রহ্মনির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—কামক্রোধহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ-যতিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়। সংসারস্থিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী সদসৎ বিচারপূর্ব্বক প্রকৃতির অতীত সদ্বস্তু ব্রহ্মে অবস্থান করেন; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশ-নির্ব্বাণ হয়; ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—ঈদৃশান্ পরমাত্মাপ্যনুবর্ত্তত ইত্যাহ,—কামেতি। যতীনাং প্রযত্নবতাং তানভিতো ব্রহ্ম বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং—"দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্য-কূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ" ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় যোগিগণকে পরমাত্মাও অনুসরণ করেন, তাহাই বলা হইতেছে—'কামেতি', (আত্মসাধনার প্রতি অতিশয়) যত্নপরায়ন

যতিদিগের। তাঁহাদের সম্মুখেই ব্রহ্ম আছেন, ইহাই প্রকৃত অর্থ। যাহা বলা হইয়াছে—

"যেমন দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শের দ্বারা মৎস্যকূর্ম্ম ও পাখিগণ স্বীয় সন্তান-গুলিকে পোষণ করে, তেমন হে ব্রহ্মন্! আমিও" ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—কামক্রোধশূন্য, সংযতচিত্ত, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণকে দর্শন-দিবার নিমিত্ত পরমাত্মাও আগ্রহান্বিত থাকেন। তাঁহাদিগের সম্মুখেই বর্ত্তমান থাকেন। যেমন ভগবদ্ভক্তিতে আছে যে, মৎস্য, কূর্ম্ম ও বিহঙ্গমগণ যেরূপ দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শের দ্বারা তাহাদের সন্তানগুলিকে পালন করে, হে পদ্মজ! আমিও সেইরূপ আমার ভক্তগণের জন্য করিয়া থাকি। ইহাই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণের দৃষ্টান্ত ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

অন্বয়—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যবিষয়সমূহকে) বহিঃ কৃত্বা (বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ এব (এবং চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রুদ্বয়ের) অন্তরে (অন্তর্বর্ত্তী) [কৃত্বা—করিয়া] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (সমান করিয়া) যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধি সংযতকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-বিহীন) যঃ মুনিঃ (যে মুনি) সঃ (সেই মুনি) সদা (সর্ব্বদা) মুক্তঃ এব (মুক্তই) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—যিনি শব্দস্পর্শাদি-বাহ্যবিষয়-সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহারপূর্ব্বক, চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া, উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকায় বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগতি রোধপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমান করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা ও জিতবুদ্ধি, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-বিহীন, তিনি সর্ব্বদা অর্থাৎ জীবিত-কালেই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগ-দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি,

অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে 'ত্বং' পদার্থ-নিরূপক জ্ঞান। সেই জ্ঞান-জনিত 'তৎ'পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপা ভক্তি এবং ভক্তিজনিত গুণাতীত-জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মানুভব-লাভ ঘটে ;—এই সকল ক্রম তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব-সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব। তাহার আভাসরূপ কয়েকটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করতঃ চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। সম্পূর্ণ নিমীলন-দ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন-দ্বারা বহির্দৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্দ্ধনিমীলন-পূর্ব্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে, যেন নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত হয়। উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু চারিত করিয়া ঊর্দ্ধাধোগতি নিরোধ পূর্ব্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে। এই প্রকারে আসীন ও মুদ্রাযুক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা, জিতবুদ্ধি ও মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব-অভ্যাস করিলে গুণাতীত ধর্ম্মরূপা জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-সাধন-কালে অষ্টাঙ্গযোগকেও 'তদঙ্গ' বলিয়া সাধন করিতে হয়॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীবলদেব—অথ কর্ম্মণা নিষ্কামেণ বিশুদ্ধমনাঃ সমুদিতাত্মজ্ঞানস্তদ্দর্শনায় সমাধিং কুর্য্যাদিতি সাঙ্গং যোগং সূচয়ন্নাহ,—স্পর্শানিতি। স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তে বাহ্যা এব স্মৃতাঃ সন্তো মনসি প্রবিশন্তি, তাংস্তৎস্মৃতিপরিত্যাগেন বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্যেত্যর্থঃ। ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে চক্ষুশ্চ কৃত্বা নেত্রয়োঃ সন্নিমীলনে নিদ্রয়া মনসো লয়ঃ; প্রোন্মীলনে চ বহিস্তস্য প্রসারঃ স্যাৎ; তদুভয়বিনিবৃত্তয়েঽর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। তথা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ তুল্যৌ কৃত্বা কুম্ভয়িত্বেত্যর্থঃ। এতেনোপায়েন যতা আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ; মুনিরাত্মমননশীলঃ, মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ; অতো বিগতেচ্ছাদিঃ। ঈদৃশো যঃ সর্ব্বদা ফলকালবৎ সাধনকালেঽপি মুক্ত এব॥২৭-২৮॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যাঁহাদের মন বিশুদ্ধ হইয়াছে,—আত্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহাকে দর্শনের জন্য সমাধি অবলম্বন করা উচিত। এই সমগ্র যোগের কথাই বলিবার ইচ্ছায় বলা হইতেছে—'স্পর্শানিতি'। স্পর্শাঃ—শব্দাদি-বিষয় সকল, তাহারা বাহিরেই স্মৃত হইয়া মনে প্রবেশ করে।

তাহাদিগকে, তাহাদের স্মৃতির পরিত্যাগের দ্বারা বহিষ্কার করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া, ইহাই অর্থ। ভ্রূদ্বয়ের অন্তরে অর্থাৎ মধ্যে চক্ষু রাখিয়া নয়ন দুইটিকে সম্যক্‌রূপে নিমীলন করিলে নিদ্রার দ্বারা মনের লয় হয়। প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলন করিলে বাহিরেও প্রসার হইবে। অতএব তাহার উভয় বৃত্তির বিনিবৃত্তির জন্য অর্দ্ধ নিমীলনের দ্বারা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাই অর্থ। সেইরকম নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধ ও অধোগতির নিরোধের দ্বারা সমান অর্থাৎ তুল্য করিয়া, কুম্ভক করিয়া, ইহাই অর্থ। এই উপায়ের দ্বারা সংযত, আত্মার অবলোকনের জন্য স্থাপিত ইন্দ্রিয়াদি যাঁহা কর্ত্তৃক তিনি। মুনি শব্দের অর্থ আত্মার মননশীল। মোক্ষপরায়ণ—মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন যাঁহার তিনি। এই জন্য বিগতেচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছাদি-ত্যাগকারী। এতাদৃশ যিনি, সকল সময়ে ফলকালের ন্যায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালের মত, সাধনকালেও মুক্তই ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিক্রমে 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান-লাভানন্তর, 'তৎ' পদার্থজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ভক্তি প্রাপ্ত হন এবং তদ্বারা গুণাতীত জ্ঞান-লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মের অনুভব করেন, ইহা বলিয়াছেন। এক্ষণে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধকরতঃ অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মানুভব সহজে হয়, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে ষষ্ঠ-অধ্যায়ে উহা বিস্তারিত বলিবেন, কিন্তু তাহার সূত্ররূপে এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি শ্লোক বলিতেছেন। ইহাতে যোগের দ্বারা সমাধি-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

এ-বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে বিস্তারিত বর্ণন থাকায়, আর পুনরুল্লেখ করা হইল না ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্ব্বলোকের মহানিয়ন্তা) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (সর্ব্ব-

ভূতের সুহৃৎ) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [নরঃ—মনুষ্য] শান্তিম্ (মোক্ষ) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর, সর্ব্বভূতগণের সুহৃদ্ আমাকে অবগত হইয়া নর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ—এবম্ভূত কর্ম্মযোগিগণ আমাকে সকল যজ্ঞের ও তপস্যার পালয়িতা এবং সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া অন্তে সাধুসঙ্গ-দ্বারা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—পূর্ব্ব অধ্যায়-চতুষ্টয় শ্রবণ করতঃ এই সংশয় হয় যে, 'যদি কর্ম্মযোগের অন্তে মোক্ষ-লাভ হইল, তবে জ্ঞানযোগের স্থল কোথায় এবং জ্ঞানযোগের আকার কি?' এই সংশয় দূরীকরণার্থ এই অধ্যায়ের উপদেশসকল কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ নয়। তদুভয়ের চরমস্থান—'এক' অর্থাৎ ভক্তি। কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থা—কর্ম্মপ্রধান-জ্ঞান, ও তাহার শেষাবস্থা—জ্ঞানপ্রধান কর্ম্ম। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ-চিন্ময়। মায়াভোগ-বাসনাক্রমে জড়বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ জড়ের সহিত ঐক্যলাভরূপ অধোগতি পাইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত জড়দেহ, সে পর্য্যন্ত জড়ীয় কর্ম্ম অনিবার্য্য। চিৎ-চেষ্টাই একমাত্র মোচনোপায়; সুতরাং জড়দেহ-যাত্রায় শুদ্ধচিচ্চেষ্টা যত প্রবলা হয়, কর্ম্মপ্রধানতা তত হ্রাস পায়। ইহাতে ভগবানের কোন বৈষম্য নাই। কর্ম্মযোগই চিচ্চেষ্টার সহায়। সমদর্শন, বিরাগ, চিচ্চেষ্টার অভ্যাস, জড়ীয় কামক্রোধাদির জয়, সংশয়ক্ষয় সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ জড়নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্ম-সুখ-সংস্পর্শ স্বয়ং উপস্থিত হয়। কর্ম্মযোগের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-রূপ অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তসঙ্গ-লাভ-দ্বারা ক্রমশঃ

ভগবদ্ভক্তি-সুখের উদয় হয়; তাহাই 'মুক্তিপূর্ব্বিকা শান্তি'। তখন শুদ্ধ-ভজন-প্রবৃত্তিই জীবের স্বমহিমা প্রকাশ করে।

ইতি—পঞ্চম-অধ্যায়ের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত।

শ্রীবলদেব—এবং সমাধিস্থঃ কৃতস্বাত্মাবলোকনঃ পরমাত্মানমুপাস্য মুচ্যত ইত্যাহ,—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ ভোক্তারং পালকম্; সর্ব্বেষাং লোকানাং বিধিরুদ্রাদীনামপি মহেশ্বরং—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ; সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারকম্। ঈদৃশং মাং জ্ঞাত্বা স্বারাধ্যতয়ানুভূয় শান্তিং সংসারনিবৃত্তিমৃচ্ছতি লভতে। সর্ব্বেশ্বরস্য সুহৃদশ্চ সমারাধনং খলু সুখাবহং সুখসাধনমিতি ॥ ২৯ ॥

নিষ্কামকর্ম্মণা যোগশিরস্কেন বিমুচ্যতে।
সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভেণেত্যেষ পঞ্চমনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় আত্মাকে যিনি অবলোকন করেন, তিনি পরমাত্মাকে উপাসনা করিয়া মুক্ত হন, ইহাই বলা হইতেছে—'ভোক্তারমিতি'। যজ্ঞসকলের এবং তপস্যাগুলির ভোক্তাকে—পালককে; সমস্ত লোকের (এমন কি) ব্রহ্মা ও রুদ্রাদিরও মহেশ্বরকে—'ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর সেই ঈশ্বরকে' ইত্যাদি বাক্য শুনা যায়। সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ্ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-উপকারক। এইরূপ আমাকে জানিয়া অর্থাৎ স্বীয় আরাধ্য-রূপে অনুভব করিয়া শান্তি অর্থাৎ সংসার-নিবৃত্তি লাভ করে। সর্ব্বেশ্বর ও সুহৃদের সম্যক্‌রূপে আরাধনা করা নিশ্চয়ই সুখাবহ অর্থাৎ সুখের সাধন ॥২৯॥

যোগশিরস্ক সনিষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ-নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা যোগী ব্যক্তি মুক্ত হন, ইহাই পঞ্চমাধ্যায়ে নির্ণয় করা হইল।

ইতি—পঞ্চম-অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুভূষণ—এই প্রকার যোগাবলম্বনে যিনি সমাধিস্থ হইয়া আত্মদর্শন লাভ করেন, তিনি কিন্তু তখন পরমাত্মাকে ভক্তিসহকারে উপাসনা-করতঃ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। তিনি কিন্তু জানেন যে শ্রীভগবানই সকল

যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা অর্থাৎ যজ্ঞকালে বা তপস্যায় যাহা কিছু ভক্তিসহকারে অর্পিত হইয়া থাকে, তাহার তিনিই ভোক্তা। শ্রীভগবানই সর্ব্বলোকের সুহৃদ্ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-উপকারক এবং সর্ব্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবেরও মহেশ্বর বা আরাধ্য। শ্রীভগবানের তত্ত্ব এইরূপ জানিয়া যে সকল যোগীপুরুষ তাঁহাকে স্বীয় আরাধ্য বলিয়া অনুভবকরতঃ তাঁহারই উপাসনা করেন, তাঁহারাই কিন্তু সংসার-নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বসুহৃদ্, তাঁহার আরাধনাই একমাত্র সুখাবহ অর্থাৎ সুখসাধনস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—"সুখারাধ্যং"...

এখানে ইহা সর্ব্বথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তিহীন কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সকলই বৃথা। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব যথাযথ জানিয়া ভগবানের ভজন করিলেই সর্ব্বথা মঙ্গল। স্বকপোল-কল্পিত মতে আস্থা রাখিলে কোন মঙ্গল হয় না॥ ২৯॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

—:○∘○:—

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যঃ (যিনি) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফলকে) অনাশ্রিতঃ [সন্] (অপেক্ষা না করিয়া) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) সন্ন্যাসী চ যোগী চ (সন্নাসী ও যোগী) ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন) ন চ অক্রিয়ঃ (দৈহিক চেষ্টাশূন্য যোগী নহেন) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যিনি কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, আর অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মত্যাগী-মাত্র সন্ন্যাসী নহেন এবং দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যোগী নহেন ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র হইয়া দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গযোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী', উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রীবলদেব—ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কর্ম্মশুদ্ধস্য বিজিতাত্মনঃ।
স্থৈর্য্যোপায়শ্চ মনসোঽস্থিরস্যাপীতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রোক্তং কর্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্কমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তৌ তদুপায়ত্বাত্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি ভগবান্,—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলং পশ্বন্নপুত্র-স্বর্গাদিকমনাশ্রিতোঽনিচ্ছন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ, যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব,—কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন নিরগ্নিরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী ন চাক্রিয়ঃ

শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো যোগী। অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষূণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠ-অধ্যায়ে কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত ও জিতাত্ম-ব্যক্তির যোগবিধির কথা ও অস্থির মনের স্থিরীকরণের উপায়াদি কীর্ত্তন করা হইতেছে।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অষ্টাঙ্গযোগশিরস্ক কর্ম্মযোগের বিষয় বিশেষভাবে উপদেশ দানের জন্য ইচ্ছা করিয়া প্রথমে সেই দুইটিই তাহার উপায়-স্বরূপ বলিয়া সেই কর্ম্মযোগকে ভগবান্ প্রশংসা করিতেছেন—'অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্'। পশু, অন্ন, পুত্র ও স্বর্গাদি কামনার অনাশ্রিত হইয়া কর্ম্মফলকে ভোগ করিবার অনিচ্ছায় অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপে বিহিত কর্ম্ম যিনি করেন, তিনিই সন্ন্যাসী অর্থাৎ জ্ঞানযোগনিষ্ঠ এবং যোগী—অষ্টাঙ্গ (যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি)-যোগনিষ্ঠ তিনিই। কর্ম্মযোগের দ্বারা সেই দুইটির সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাই ভাবার্থ। নিরগ্নি-অগ্নিসাধ্য-অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী যতির বেষ গ্রহণ করিলেই, সন্ন্যাসী হয় না। এবং শারীরিক চেষ্টারূপ কর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনয়ন-সম্পন্ন হইলেই যোগী হয় না। এখানে অষ্টাঙ্গ-যোগ করিতে ইচ্ছুকদিগের সহসা কর্ম্ম-ত্যাগ অনুচিত, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

অনুভূষণ—পঞ্চম-অধ্যায়ের শেষে যোগসূত্ররূপ যে তিনটি শ্লোক উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতরূপে এই ষষ্ঠ-অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইতেছে। অষ্টাঙ্গ-যোগের উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমেই শ্রীভগবান্ দুইটি শ্লোকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতেছেন। কর্ম্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র ও স্বর্গাদি কোন বিষয়ে যাঁহার কামনা নাই, কার্য্য, অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপে বিহিত জানিয়া যিনি ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী। কেবল নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের দ্বারা উভয় ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি—অগ্নি সাধ্য কর্ম্মত্যাগ-করতঃ নিরগ্নি হইয়া কেবল যতির বেশ গ্রহণ করিলেই, তাহাকে সন্ন্যাসী বলা চলে না বা শারীরিক চেষ্টাদি ত্যাগকরতঃ অক্রিয় হইয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে উপবেশন করিলেই, তাহাকে যোগী বলা চলে না। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা যোগমার্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে সহসা কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ।

চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ॥"—ভাঃ ১১।১৮।৮

অর্থাৎ বনাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকৃত্য এবং চাতুর্মাস্য-ব্রতাদি-কর্ম্ম গৃহস্থের ন্যায় বেদবাদিগণ কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে॥ ১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

অন্বয়—পাণ্ডব! যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলেন) তং (তাহাকে) যোগং বিদ্ধি (যোগ বলিয়া জানিবে), হি (যেহেতু) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ (অত্যক্তফলাভিসন্ধি) কশ্চন (কেহ) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)॥ ২॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে, কারণ যিনি কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে যোগী বলা যায় না॥ ২॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পাণ্ডব! যাহাকে 'সন্ন্যাস' বলা যায়, তাহাকেই 'যোগ' বলা যায় এবং কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও 'যোগি'-শব্দ বাচ্য হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ আমি তোমাকে 'সাঙ্খ্য' ও 'কর্ম্ম'-যোগের একতা দেখাইয়াছি, এখন সেইরূপ 'অষ্টাঙ্গ'-যোগ ও 'কর্ম্ম'-যোগের একতা দেখাইব। বাস্তব-বিচারে সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—ইহারা কেহই পৃথক্ নয়; মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে॥২॥

শ্রীবলদেব—নন্থ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিরতিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে। স চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মকে কর্ম্মযোগে স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ব্রুবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেত্তত্রাহ,—যমিতি। যং কর্ম্মযোগমর্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহুস্তমেব ত্বং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি। হে পাণ্ডব! নন্থ 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যাদৌ শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতেঃ কিং সাদৃশ্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। অসংন্যস্ত-সঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগ্যষ্টাঙ্গযোগী চ ন ভবত্যপি তু সংন্যস্তসঙ্কল্প এব ভবতীত্যর্থঃ। সংন্যস্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ।

তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যাত্তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যাচ্চ কর্ম্মযোগিনস্তদুভয়ত্বেন প্রয়োগো গৌণবৃত্ত্যেতি ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির বিরতিস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় সন্ন্যাস-শব্দ, এবং চিত্তের বৃত্তি-নিরোধে যোগ-শব্দ পাঠ করা হইয়াছে। সেই সমস্ত-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক কর্ম্মযোগে নিরত যিনি, তাহাকে আপনি সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়াছেন।—ইহা কোন্ শব্দ-শক্তি-দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'যমিতি'। যেই কর্ম্মযোগকে অর্থতাৎপর্য্য-জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাকেই তুমি অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া জানিবে। হে পাণ্ডব! প্রশ্ন—"সিংহ মানবক" ইত্যাদিতে শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যের দ্বারা সেইরকম প্রয়োগকরা হইয়াছে, প্রক্রান্ত-বিষয়ে কি সাদৃশ্য আছে? ইহা যদি বলা হয়, সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—'নহীতি'। (ভগবানের প্রতি) সমস্ত কর্ম্মের ফল ন্যস্ত না করিয়া অর্থাৎ পরিত্যাগ না করিয়া, কোন লোকই জ্ঞানযোগী এবং অষ্টাঙ্গযোগী হইতে পারে না; এইজন্য (ভগবানের প্রতি) ন্যস্ত সংকল্প ব্যক্তিই (জ্ঞানযোগী ও অষ্টাঙ্গযোগী) হইয়া থাকেন। সংন্যস্তঃ—পরিত্যক্ত সংকল্প—ফলের ইচ্ছা ও ভোগের ইচ্ছা যাঁহার দ্বারা তিনি। সেইরূপ কর্ম্মফলত্যাগের সাদৃশ্যহেতু এবং তৃষ্ণারূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধের সাদৃশ্যহেতু কর্ম্মযোগিগণের গৌণবৃত্তির দ্বারা তদুভয়ত্বরূপেই প্রয়োগ ॥ ২ ॥

অনুভূষণ—সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিরতিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে সন্ন্যাস এবং চিত্তের বত্তির নিরোধকে যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এখন আবার ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক কর্ম্মযোগকেই সন্ন্যাস এবং যোগ বলিয়া আখ্যা দিতেছেন কেন? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সন্ন্যাস ও যোগ একই তাৎপর্য্যপর। কারণ কর্ম্মফলত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হয়, আর বিষয় হইতে চিত্তের নৈশ্চল্য-বিধানকে যোগ বলে। সুতরাং উভয়ের অর্থ একই দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে যেমন শ্রীভগবান্ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে এক বলিয়াছেন, সেইরূপ এস্থলেও অষ্টাঙ্গযোগ ও নিষ্কামকর্ম্মযোগকে এক বলিতেছেন।

'সিংহ—মানবক' বলিলে যেমন শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যেই মানবকে সিংহের ন্যায় বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতি সাদৃশ্যে নয়। ফল-সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিলে

অর্থাৎ সমস্ত ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে না পারিলে, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন, আর যোগীও নহেন, পরন্তু যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে ফলাসক্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত ফল অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। তৃষ্ণারূপ-চিত্তবৃত্তির নিরোধহেতু কর্ম্মফলে যিনি তৃষ্ণাশূন্য ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য, তিনিই গৌণবৃত্তির দ্বারা সন্ন্যাসী শব্দবাচ্য। ফলতঃ সন্ন্যাস ও নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ উভয়ই একার্থবাচক কারণ উভয় অবস্থাতেই ফলসঙ্কল্প-ত্যাগ ও তৃষ্ণারূপ-চিত্তবৃত্তির নিরোধবিষয়ে সমতা থাকায় কর্ম্মযোগীকে গৌণবৃত্তির দ্বারা উভয় শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—যোগম্ (নিশ্চল ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির) কর্ম্ম কারণম্ (কর্ম্মই সাধন) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ় অবস্থায়) তস্য এব (তাঁহারই) শমঃ (বিক্ষেপকর্ম্ম-ত্যাগ) কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—নিশ্চল-ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মুনির কর্ম্মই ধ্যানযোগলাভের সাধনস্বরূপ, আবার তিনিই যোগারূঢ় হইলে বিক্ষেপক-কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সাধন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—'যোগ' একটি সোপান বিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্য্যন্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের এক-একটি অংশের এক-একটি নাম আছে; কিন্তু 'যোগ' ই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটি স্থূলবিভাগ ;—যোগারুরুক্ষু মুনিসকলের অর্থাৎ যাঁহারা আরোহণ-কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই সাধক, আর যোগারূঢ় পুরুষদিগের শম অর্থাৎ বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিই সাধক ॥ ৩ ॥

শ্রীবলদেব—নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ,—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষো-স্তদারোহে কর্ম্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকৃত্ত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্ন,—এইরূপে অষ্টাঙ্গযোগীর যাবৎ-জীবন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিষয় পাওয়া যায়; ইহা যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'আরুরুক্ষোরিতি'। যোগাভ্যাসে নিরত মুনির ধ্যাননিষ্ঠাস্বরূপ-যোগ আরোহণের ইচ্ছুকের তদারোহবিষয়ে কর্ম্মকেই হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা আনয়ন করে বলিয়া, কারণ বলা হইয়াছে, সেইরকম ধ্যাননিষ্ঠ অর্থাৎ যোগারূঢ় ব্যক্তির তাহা দৃঢ় করিতে হইলে, শম অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপমূলক কর্ম্মের উপরতিই, কারণ ॥ ৩ ॥

অনুভূষণ—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কর্ম্মযোগই যদি সন্ন্যাসের তুল্য হয়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন কেন কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান-বিধি পাওয়া যায়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যিনি অন্তঃকরণ শুদ্ধিকরতঃ ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ভগবদর্পণ-মূলে নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান সাধন স্বরূপ। আর যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া ধ্যানযোগে সমারূঢ়-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সমস্ত কর্ম্মের উপরতিরূপ শমগুণই প্রয়োজন ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—যদা হি (যখনই) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়ে) ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে (এবং তৎসাধনভূত কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী) তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়ে এবং তৎসাধনভূত কর্ম্মে আসক্তি থাকে না তখনই সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই সময়েই জীবকে 'যোগারূঢ়' বলা যায়,—যে-সময় ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্মসমূহে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণরূপে সঙ্কল্প-সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবলদেব—যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ,—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মসু চ যদাত্মানন্দরসিকঃ সন্ন সজ্জতে। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যাসিতুং পরিত্যক্তং শীলং যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগারূঢ়ত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন বলা হইতেছে—'যদেতি', ইন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দাদিতে এবং তাহাদের সাধনভূত কর্ম্মেতে যখন আত্মানন্দ রসিক হইয়া আসক্ত না হন, তৎসম্পর্কে হেতু—'সর্ব্বেতি'। সকলভোগবিষয়, কর্ম্মবিষয় এবং আসক্তির মূলভূত সঙ্কল্পগুলিকে সন্ন্যাস করিতে অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে স্বভাব যাঁহার তিনি ॥ ৪ ॥

অনুভূষণ—যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিতেছেন। যখন কেহ আত্মানন্দ রসিক হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়াদিতে এবং তৎসাধনভূত-কর্ম্মে অনাসক্ত হন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। যাবতীয় ভোগ এবং তাহার মূলীভূত কর্ম্ম-সমুদয়ই আসক্তিমূলক সঙ্কল্প হইতে হয়, কারণ সঙ্কল্পই সকল কামের মূল। সেই ফলসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিলে, কাম উদ্ভুত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বসঙ্কল্প-ত্যাগীই প্রকৃত যোগারূঢ়। একটি উৎকৃষ্ট-বিষয় না পাইলে নিকৃষ্ট-বিষয় ত্যাগ হয় না, এই ন্যায়ানুসারে আত্মানন্দরস-আস্বাদন হইলেই, 'জড়ানন্দ' পরিত্যাগ সহজেই হইয়া পড়ে।

স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—

'সঙ্কল্পমূলা সর্ব্বে কামাঃ'

আরও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বসঙ্কল্পপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগঃ সিদ্ধো ভবতি"।

এস্থলে কামসঙ্কল্পের পরিত্যাগই বিহিত কিন্তু ভগবৎ-সেবাসঙ্কল্প ব্যতীত কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ সম্ভব নহে, 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'—এই ন্যায়ানুসারে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—আত্মনা (অনাসক্ত মনের দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানম্ (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অধোগতি প্রাপ্ত করিবে না), হি (যেহেতু) আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধু, আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনাসক্ত-মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, নিজ আত্মাকে কখনই সংসারে অধঃপাতিত করিবে না। কারণ আত্মা অর্থাৎ মনই নিজের বন্ধু, এবং মনই নিজের শত্রু ॥ ৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীবলদেব—ইন্দ্রিয়ার্থাষ্বনাসক্তৌ হেতুভাবেনাহ,—উদ্ধরেদিতি। বিষয়াধ্যাসক্তমনস্কতয়া সংসারকূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা তস্মাদুদ্ধরেৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ। বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়েত্তত্র ন নিমজ্জয়েৎ। হি নিশ্চয়েনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বস্য বন্ধুস্তদেব রিপুঃ। স্মৃতিশ্চ—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ-বিষয়ে অনাসক্তির হেতুরূপে বলা হইতেছে—'উদ্ধরেদিতি'। বিষয়াদির প্রতি অতিশয় আসক্তমনাহেতু সংসার-রূপ কূপে নিমগ্ন আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূন্য মনের দ্বারা সংসার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে তুলিবে। বিষয়ের প্রতি আসক্তিপূর্ণ মনের দ্বারা আত্মাকে কখনও অবসন্ন করা অর্থাৎ সংসারে নিমজ্জিত করা উচিত নহে। নিশ্চয়রূপে এই প্রকার আত্মাই অর্থাৎ মনই, এইরূপ আত্মার স্বকীয় বন্ধু, পুনঃ তাহাই শত্রু। স্মৃতিতেও আছে যে—'মনই সকল মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ের সহিত আসক্ত হইলে, বন্ধনের কারণ এবং নির্ব্বিষয় অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূন্য হইলেই মন মুক্তির হেতুরূপে পরিগণিত হয়' ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

অনুভূষণ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়ে অনাসক্তির হেতু বলিতেছেন। বিষয়ে আসক্ত মন আমাদিগকে সংসারকূপে নিমগ্ন করিয়াছে, মনের এই বিষয়াসক্তি-রাহিত্যের দ্বারাই আবার আমাদের উদ্ধার হইবে। সুতরাং আমরা যখন মনের এই বিষয়-ভোগবাসনা দূরীভূত করিবার যত্ন করিতে সমর্থ, তখন বিষয়াসক্তির দ্বারা মনকে অবসন্ন করা আমাদের আদৌ কর্ত্তব্য নয়। এস্থলে মনই আমাদের শত্রু এবং মনই আমাদের মিত্র বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। সংসারে আমরা অনেককে আমাদের শত্রু আবার অনেককে আমাদের মিত্র বলিয়া মনে করি, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, এ-সকল আমাদের মিথ্যাজ্ঞান মাত্র; আমাদের স্বকীয় মনই আমাদের অবস্থাভেদে শত্রু ও মিত্রের কার্য্য করিয়া থাকে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

বন্ধায় বিষয়াসঙ্গী মুক্ত্যৈনির্ব্বিষয়ং মনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল-দেবহুতি-সংবাদেও পাওয়া যায়,—

"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।

গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥ (৩।২৫।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ"। (৫।১১।৮)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" (১১।১৪।২৭)

অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যানশীল-চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয়, আর আমাকে অনুক্ষণ-স্মরণকারী-চিত্ত কিন্তু আমাতেই নিমগ্ন হয়॥ ৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।

অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬॥

অন্বয়—যেন আত্মনা এব (যাঁহার আত্মার দ্বারাই) আত্মা (মন) জিতঃ (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) আত্মা আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধু, অনাত্মনঃ তু (অজিতেন্দ্রিয়ের কিন্তু) আত্মা শত্রুত্বে (অপকারকত্বে) শত্রুবৎ এব (শত্রুর ন্যায়ই) বর্ত্তেত (প্রবৃত্ত থাকে)॥ ৬॥

অনুবাদ—যিনি আত্মার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার মনই তাঁহার বন্ধু, কিন্তু যিনি অজিতেন্দ্রিয়, তাঁহার মন শত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে॥ ৬॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আর অজিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু॥ ৬॥

শ্রীবলদেব—কীদৃশস্য স বন্ধুঃ, কীদৃশস্য চ রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্য জীবস্য স আত্মা মনো

বন্ধুস্তদ্বদুপকারী। অনাত্মনোঽজিতমনসস্তু জীবস্যাত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বেঽপকারকত্বে বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—কীদৃশ জীবের সেই মন বন্ধু এবং কীদৃশ জীবের পক্ষে সেই মন রিপু, এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—'বন্ধুরিতি'। যেই আত্মার দ্বারা অর্থাৎ জীবের দ্বারা আত্মা অর্থাৎ মন জিত হয়, সেই জীবের পক্ষে সেই আত্মাই অর্থাৎ মনই বন্ধু, অর্থাৎ বন্ধুর মত পরম উপকারী। অনাত্মার অর্থাৎ মনকে যিনি জয় করিতে পারেন নাই, সেই জীবের কিন্তু আত্মা অর্থাৎ মনই শত্রুর মত; কারণ—শত্রু যেমন অপকার করে এই মনও সেইরূপ অপকার করে ॥ ৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত 'আত্মাই আত্মার বন্ধু' এবং 'আত্মাই আত্মার শত্রু', ইহা কি লক্ষণে নিরূপিত হইবে? তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন, যে জীব নিজ মনকে জয় করিতে পারিয়াছে, তাহার সেই মনই তাহার বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। আবার যে ব্যক্তি মনকে জয় করিতে পারে নাই, তাহার মনই তাহার শত্রুরূপে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করাইয়া, তাহার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এস্থলে কিন্তু 'আত্মা' বলিতে মনকেই আত্মা বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ মনই আত্মার সহিত অভিন্ন জানিতে হইবে। অশুদ্ধ মন হইতে আত্মা পৃথক্ হইলেও জীব বদ্ধাবস্থায় মনের অধীন বলিয়া এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—জিতাত্মনঃ (আত্মবিজেতার) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদি-রহিত ব্যক্তির) পরম (কেবল) আত্মা, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রশান্তচিত্ত কেবল তাঁহারই আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান ও অপমানে সহিষ্ণু হইয়া, আত্মনিষ্ঠ-ভাবে অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে,—শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান-দ্বারা অবিকৃতমনা হইয়া তাঁহার আত্মা অত্যন্ত সমাহিত ॥ ৭ ॥

শ্রীবলদেব—যোগারম্ভযোগ্যামবস্থামাহ,—জিতেতি ত্রিভিঃ। শীতোষ্ণাদিষু মানাপমানয়োশ্চ জিতাত্মনোঽবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিশূন্যস্যাত্মা পরমত্যর্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগারম্ভযোগ্য-অবস্থার কথা বলা হইতেছে—'জিতেতি ত্রিভিঃ'। শীত ও উষ্ণাদিতে এবং মান ও অপমানে, জিতাত্মা অর্থাৎ অবিকৃতমনা প্রশান্ত—রাগাদিশূন্য ব্যক্তির আত্মা বিশেষরূপে সমাহিত—সমাধিস্থ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনুভূষণ—যোগারম্ভযোগ্য-অবস্থা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি রাগাদিশূন্য প্রশান্ত-আত্মা। শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন জিতাত্ম-ব্যক্তির মন বিচলিত হয় না। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিই যোগারূঢ়-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'পরং' শব্দে অতিশয়ার্থ বিচারিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান হেতু যাঁহার চিত্ত তৃপ্ত) কূটস্থঃ (বিকার রহিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) (তিনি) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী উচ্যতে (যোগী বলিয়া কথিত হন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান ও বিজ্ঞান-দ্বারা যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং যিনি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি যোগারূঢ় যোগী বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্মানুভব-দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ, সমুদায়ই যে জড়পরিণতি,—এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত যোগী পুরুষই 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ ; কূটস্থ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রকৃতিবিবিক্তাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাৎ; প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তল্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ত আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাসযোগ্য উচ্যতে ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞানেতি'। জ্ঞান—শাস্ত্রীয়, বিজ্ঞান—শুদ্ধ অর্থাৎ নিরুপাধিক আত্মানুভবস্বরূপ। এই দুইটির দ্বারা পরিতৃপ্ত আত্মা—পরিপূর্ণমনা। কূটস্থ শব্দের অর্থ একরূপ স্বভাব-হেতু সর্ব্বকালব্যাপিয়া অবস্থিত। অতএব বিশেষ-রূপে জিতেন্দ্রিয়—অর্থাৎ প্রকৃতি অসংপৃক্ত আত্মার প্রতি নিষ্ঠাহেতু। প্রাকৃত লোষ্ট্র প্রভৃতিতে সমান অর্থাৎ তুল্য-দৃষ্টি; লোষ্ট্র—মৃৎপিণ্ড। এতাদৃশ নিষ্কাম-কর্ম্মী যোগী যুক্ত অর্থাৎ আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

অনুভূষণ—শাস্ত্রের উপদেশলব্ধ-বিষয়ই জ্ঞান এবং বিবিক্ত-আত্মানুভবই বিজ্ঞান, এই দুইটির দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত, এবং সর্ব্বকাল এক স্বভাবে অবস্থিত, সুতরাং একমাত্র আত্মনিষ্ঠ হওয়ায় বিজিতেন্দ্রিয়, প্রাকৃত সমস্ত-পদার্থে লোষ্ট্রবৎ তুল্যদৃষ্টি, তাদৃশ নিষ্কাম-কর্ম্মাবলম্বী যোগী পুরুষ আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষের পাত্র ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুসমূহে) অপি চ পাপেষু (এবং পাপিগণের প্রতিও) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুজনে এবং সাধু ও পাপীসকলে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্ম্মিক ও পাপাচারী,—এ-সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্য (শ্রেষ্ঠতা) লাভ করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবলদেব—সুহৃদিতি। যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ, স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনা-দপি যোগিনঃ সকাশাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছুঃ;

মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকৃৎ; অরির্নিমিত্ততোঽনর্থেচ্ছুঃ; উদাসীনো বিবদমানয়োরনপেক্ষকঃ; মধ্যস্থস্তয়োর্বিবাদাপহারার্থী; দ্বেষ্যোঽপকারকারিত্বাৎ দ্বেষার্হঃ; বন্ধুঃ সম্বন্ধেন হিতেচ্ছুঃ; সাধবো ধার্ম্মিকাঃ; পাপা অধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—'সুহৃদমিতি'—যিনি সুহৃদপ্রভৃতিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি লোষ্ট্র, লৌহ ও কাঞ্চনের প্রতি সমান-দৃষ্টিসম্পন্ন-যোগী অপেক্ষাও বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। সেই সম্পর্কে—সুহৃৎ—স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী। মিত্র শব্দের অর্থ যে কোন স্নেহের দ্বারা হিতকারী। অরি—মিত্রতাশূন্য হইয়া অনর্থ-ইচ্ছুক। উদাসীন শব্দের অর্থ—পরস্পর বিবাদশীল উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ—পরস্পর বিবাদশীলের বিবাদকে অপনোদনকারী। দ্বেষ্য—অপকার-কারিত্বহেতু বিদ্বেষের যোগ্য। বন্ধু—সম্বন্ধের দ্বারা হিতাকাঙ্ক্ষী। সাধুগণ—ধার্ম্মিকগণ, পাপিগণ—অধার্ম্মিকগণ ॥ ৯ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে মৃৎপিণ্ড, পাথর ও কাঞ্চনাদিতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে যোগী বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জড়পদার্থে সমদর্শী হওয়া অপেক্ষা যিনি, সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু প্রভৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি যোগারূঢ়-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—যোগী একাকী সততম্ (সর্ব্বদা) রহসি (নির্জ্জনে) স্থিতঃ (থাকিয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম করিয়া) নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ না করিয়া) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জীত (সমাধিযুক্ত করিবেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যোগীব্যক্তি একাকী সতত নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া, দেহ ও চিত্তকে সংযমপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ রহিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগারূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্য ও অপরিগ্রহ-সহকারে দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমশঃ অধিক-সময় একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীবলদেব—অথ তস্য সাঙ্গং যোগমুপদিশতি,—যোগীত্যাদি ত্রয়োবিংশত্যা। যোগী নিষ্কামকর্ম্মী। আত্মানং মনঃ সততমহরহর্যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ। রহসি নির্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ তত্রাপ্যেকাকী দ্বিতীয়শূন্যস্তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতৌ যোগপ্রতিকূলব্যাপারবর্জিতৌ চিত্তদেহৌ যস্য সঃ; যতো নিরাশী দৃঢ়বৈরাগ্যতয়েতরত্র নিস্পৃহঃ; অপরিগ্রহো নিরাহারঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাহার সম্বন্ধে সাঙ্গযোগের অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ দেওয়া হইতেছে—'যোগীত্যাদি ত্রয়োবিংশত্যা'। যোগী—নিষ্কামকর্ম্মী। আত্মাকে—মনকে সর্ব্বদা অহরহ যুক্তকর অর্থাৎ সমাধিযুক্ত করিবে। রহসি—নির্জনে শব্দশূন্য দেশে থাকিয়া, সেখানেও একাকী—দ্বিতীয়শূন্য, সেস্থলেও সংযত চিত্তাত্মা; যতৌ—যোগের প্রতিকূল-ব্যাপার-বর্জ্জিত-চিত্ত ও দেহ যাঁহার তিনি। যেইহেতু নিরাশী—দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা অন্যত্র নিস্পৃহ। অপরিগ্রহ—নিরাহার ॥ ১০ ॥

অনুভূষণ—যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণাদি বর্ণনান্তে এক্ষণে ২৩টি শ্লোকে সাঙ্গযোগের উপদেশ দিতেছেন। যোগী সর্ব্বদা নিষ্কাম-ভগবদর্পিত-কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন। মনকে সর্ব্বদা সকল ভোগ্য-বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক শ্রীভগবানের চিন্তায় সমাধিস্থ করিবেন। নির্জ্জন-স্থানে, একাকী, সংযতচিত্ত হইয়া যোগের প্রতিকূল-ব্যাপার বর্জ্জন পূর্ব্বক, দৃঢ় বৈরাগ্য-সহকারে নিস্পৃহ হইয়া নিরাহারে থাকিবেন ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

অন্বয়—শুচৌ দেশে (শুদ্ধস্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অনতি উচ্চ) ন অতিনীচং (অনতিনিম্ন) চৈলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মাসন ও তদুপরি বস্ত্রাসন স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনম্ (নিশ্চল আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন করিয়া) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মন একাগ্র করিয়া) যতচিত্ত-ইন্দ্রিয়-

ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযত করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) যোগম্ যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবেন) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—পবিত্র স্থানে অতি উচ্চ নয় ও অতি নিম্ন নয়, কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মাসন এবং তদুপরি বস্ত্রাসন আবৃত করিয়া নিজের নিশ্চল আসন স্থাপনপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র করতঃ চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযমপূর্ব্বক অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া, সে আসন বিশুদ্ধ-ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীবলদেব—আসনমাহ,—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতশ্চ শুদ্ধে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্; নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চম্; নাতিনীচং দার্ব্বাদিনির্ম্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ,—চৈলং মৃদুবস্ত্রং, অজিনঞ্চ মৃদুমৃগাদিচর্ম্ম, কুশোপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। আত্মন ইতি পরাসনস্য ব্যাবৃত্তয়ে পরেচ্ছায়া অনিয়তত্বেন তস্য যোগপ্রতিকূলত্বাৎ। তত্রেতি। তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিশ্য, ন তু তিষ্ঠন্ শয়ানো বেত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" ইতি। যতা নিরুদ্ধাশ্চিত্তাদিক্রিয়া যস্য সঃ, মন একাগ্রমব্যাকুলং কৃত্বা যোগং যুঞ্জীত সমাধিমভ্যসেৎ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে অতিনৈর্ম্মল্যেন সৌক্ষ্ম্যোপাত্মদর্শনযোগ্যতায়ৈ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১-১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আসনের কথা বলা হইতেছে—'শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্'। শুচৌ অর্থাৎ স্বভাবতঃ ও সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ, গঙ্গাতীর ও গিরিগুহাদি দেশে, স্থির—নিশ্চল ; 'নাত্যুচ্ছ্রিতং'—অতি উচ্চ নহে। 'নাতিনীচং'—কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থাৎ সংস্থাপন করিয়া চৈলাজিনে কুশের উপরে যাহা তাহা। 'চৈলং'—মৃদুবস্ত্র, 'অজিনং'—মৃদুমৃগাদিচর্ম্ম, কুশের উপরে বস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, ইহাই অর্থ। 'আত্মনঃ' ইহা পরের আসনের ব্যাবৃত্তির জন্য (নিবৃত্তির জন্য)। কারণ—পরের ইচ্ছার অনিয়তত্ব আছে বলিয়া

তাহার দ্বারা যোগের প্রতিকূলতাই হইয়া থাকে, 'তত্রেতি'। সেই প্রতিষ্ঠিত আসনে বসিয়া; দণ্ডায়মান হইয়া নহে বা তাহাতে শয়ন করিয়া নহে। ইহাই বলিয়াছেন সূত্রকার—"উপবেশন সম্ভবহেতু" ইতি। যতা'—নিরুদ্ধ-করা হইয়াছে চিত্তাদিক্রিয়া যাহার সেই, মনকে একাগ্র—অব্যাকুল করিয়া যোগকে যোজনা করিবে অর্থাৎ সমাধির অভ্যাস করিবে। আত্মার অর্থাৎ অন্তঃ-করণের বিশুদ্ধির জন্য অতিশয় নির্ম্মল, পরমসূক্ষ্ম আত্মদর্শন যোগ্যতার জন্য "দেখা যায় কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মদর্শিগণ কর্ত্তৃক" ইহা শুনা যায়॥ ১১-১২॥

অনুভূষণ—এক্ষণে দুইটি শ্লোকে আসনের কথা বলিতেছেন। **স্বভাবতঃ** পরিশুদ্ধ বা সংস্কারের দ্বারা বিশুদ্ধ, গঙ্গাতীর বা গিরিগুহাদি নির্জ্জন স্থানে স্থির ও নিশ্চল হওয়া আবশ্যক। নাতিনীচ বা নাতিউচ্চ স্থানে আসন পাতিয়া, তাহাতে প্রথমে কুশ, তদুপরি মৃদু মৃগচর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক আসন স্থাপন করিতে হইবে। পাতঞ্জল সূত্রেও পাওয়া যায়,—'স্থিরসুখমাসনম্'। এইরূপ আসন প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহাতে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-প্রকার অঙ্গসন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থানকেও আসন বলা হয়। ৬৪ প্রকারের আসন আছে; মূলতঃ যেরূপ উপবেশন করিলে স্থিরতা ও সুখ অনুভব করা যায়, সেইরূপ আসনই যোগসিদ্ধির অনুকূল উপায় স্বরূপ। কেবল আসন করিয়া উপবেশন করিতে অভ্যাস করিলেই যোগী হয় না। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহকে সংযত করিয়া, মনকে বিক্ষেপশূন্য-ভাবে একাগ্র করতঃ যোগাভ্যাস করিতে হয়। যাহার ফলে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া আত্মদর্শন-যোগ্যতা লাভ হয়, সেইরূপ অভ্যাস বিধেয়।

কঠ শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম ও একাগ্র-বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।" (১।৩।১২) ॥ ১১-১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশ) সমং (অবক্র) অচলম্ (নিশ্চল) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং

(নিজ নাসাগ্র) সংপ্রেক্ষ্য (সম্যক্ দৃষ্টি করিয়া) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া) মনঃ সংযম্য (মন সংযম করিয়া) মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ (মদেকনিষ্ঠ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যুক্তভাবে থাকিবে) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশ অবক্র এবং নিশ্চল রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া প্রশান্তচিত্তে, নির্ভয়ে, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থানপূর্ব্বক মনকে সংযত করিয়া মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ অর্থাৎ ভগবানেই সমাহিতচিত্ত হইয়া যুক্তভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্য-দিকে যাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য, ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্ব্বক চতুর্ভুজ-স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীবলদেব—আসনে তস্মিন্নুপবিষ্টস্য শরীরধারণবিধিমাহ,—সমমিতি। কায়ো দেহমধ্যভাগঃ ; কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ। সমমবক্রং, অচলমকম্পং ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা স্বনাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য সংপশ্যন্মনোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ভ্রূমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। অন্তরান্তরা দিশশ্চানবলোকয়ন্। এবম্ভূতঃ সন্নাসীতুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। প্রশান্তাত্মা অক্ষুব্ধ-মনাঃ, বিগতভীর্নির্ভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য ; মচ্চিত্তঃ চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং মাং চিন্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ, যুক্তো যোগী ॥ ১৩-১৪

বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ আসনে উপবিষ্ট (যোগীর) শরীর ধারণোপযোগী বিধির বিষয় বলা হইতেছে—'সমমিতি', কায়—দেহের মধ্যভাগ। কায়, শির এবং গ্রীবা তাহাদের সমাহার দ্বন্দ্ব। প্রাণীর অঙ্গত্ববশতঃ। সম—অবক্র, অচল—কম্পবিহীন অবস্থায় ধারণ করা, স্থির—দৃঢ়তার সহিত যত্নপরায়ণ হইয়া নিজের নাসিকার অগ্রভাগ সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিয়া (দেখিয়া) মনের লয় ও বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ইহাই অর্থ। মাঝে মাঝে কোন দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতে করিতে। এই জাতীয়

সন্ন্যাসী ইহা উত্তর বাক্যের সহিত সম্পর্ক। প্রশান্তাত্মা—অক্ষুণ্ণমন-সম্পন্ন ব্যক্তি, ভয়শূন্য অর্থাৎ নির্ভয়ে, ব্রহ্মচারীর ব্রতে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়া, মনকে সংযত করিয়া, অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া। 'মচ্চিত্তঃ'—চতুর্ভুজ, সুন্দর বপু আমাকে চিন্তা করিতে করিতে, 'মৎপরঃ'—আমিই একমাত্র পরম-পুরুষার্থ-স্বরূপ ; এই জাতীয় যুক্ত—যোগী ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুভূষণ—আসনের কথা বলিয়া এক্ষণে তদুপরি শরীর ধারণের বিষয় বলিতেছেন। দেহ, মস্তক ও গ্রীবা এই তিনটি সম ও সরলভাবে রাখিয়া মনসহ ইন্দ্রিয়সমূহকে হৃদয়ে অর্থাৎ তদ্বর্ত্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ নৌকা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ভয়াবহ কামক্রোধাদিরূপ সংসার-স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হন। ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাওয়া যায়।

বেদান্তের 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' ৪ অঃ ১ম পাঃ ৭ সূত্রেও আসনের উপযোগিতার বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব প্রভু লিখিয়াছেন,— "(যথাশাস্ত্র) আসীন হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করিবে। কারণ আসন-ব্যতিরেকে চিত্তের একাগ্রতাই হয় না। শয়ন, উত্থান ও গমনাদিতে চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণ সম্ভব নহে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

> "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
> তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥" (৩।২৮।৮)

আরও পাওয়া যায়,—

> "সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
> হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥" ভাঃ—১১।১৪।৩২।

এই শ্লোকের 'মচ্চিত্তো' এবং 'মৎপরঃ' শব্দ দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধ্যানযোগ-পরায়ণ যোগীকে কেবল আসন রচনা করিয়া উপবেশন করিলেই চলিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বকাম পরিহারপূর্ব্বক, চিত্ত বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহারকরতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত হইয়া সর্ব্বথা 'মচ্চিত্তঃ' ও 'মৎপরঃ' হইতে হইবে। এস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "মচ্চিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীতোপবিশেৎ, মৎপরোঽহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ, ভবতি কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তো ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্লাতি, কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ।"

শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—"অহমেব পরঃ পুরুষার্থ যস্য স মৎপরঃ"।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা।" অর্থাৎ এই আত্মা পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়; বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সকলের অপেক্ষাই প্রিয়, এবং সকলের অন্তরতর পদার্থস্বরূপ।

সুতরাং সকল বিষয়ের চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক আমাকেই শ্রেষ্ঠতম প্রিয় পদার্থ এবং পরমানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষার্থ-জ্ঞানে আমাতেই সর্ব্বতোভাবে চিত্ত সংলগ্ন করিবে। আমাকেই একমাত্র আরাধ্য জানিতে হইবে।

এস্থলে ইহা বিশেষ বিচার্য্য যে, যাঁহারা বলেন যে,—যে কোন একটি মূর্ত্তির ধ্যান করিবে, যে মূর্ত্তিটি তোমার মন চায়, তাঁহাকেই তুমি ধ্যান করিবে, ইত্যাদি কথা কিরূপ অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক। শ্রীভগবানের স্পষ্ট নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পিত মত আদৌ গ্রাহ্য নহে ॥ ১৩-১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী মৎসংস্থাং (মৎ-স্বরূপে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিতা) নির্ব্বাণপরমাং (পরম নির্ব্বাণরূপ) শান্তিং অধিগচ্ছতি (শান্তি প্রাপ্ত হন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে সর্ব্বদা ধ্যানযোগযুক্ত করিতে করিতে সংযতচিত্ত যোগী মৎস্বরূপে সম্যক্‌স্থিতিরূপা নির্ব্বাণমোক্ষরূপ শান্তি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ যোগ-অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়-সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে যোগী মৎসংস্থা—নির্ব্বাণ-পরা শান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবলদেব—এবমাসীনস্য কিং স্যাত্তদাহ,—যুঞ্জন্নিতি। যোগী সদা প্রতি-দিনমাত্মানং যুঞ্জন্নর্পয়ন্, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিশুদ্ধতয়া নিয়তং নিশ্চলং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি লভতে,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি—শ্রবণাৎ ; নির্ব্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকামিতি সিদ্ধয়োঽপি যোগফলানীত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় আসীন ব্যক্তির কি হইবে? তাহাই বলা হইতেছে—'যুঞ্জন্নিতি', যোগী সর্ব্বদা—প্রতিদিন আত্মাকে 'যুঞ্জন্' অর্থাৎ সমর্পণ করিতে করিতে, 'নিয়তমানসঃ'—আমার স্পর্শ জন্য পরিশুদ্ধতাহেতু নিয়ত নিশ্চল মানস অর্থাৎ চিত্ত যঁাহার তিনি, 'মৎসংস্থাং'—আমার অধীন নির্ব্বাণশ্রেষ্ঠা (নির্ব্বাণ-মুক্তি) শান্তি লাভ করেন,—"তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়" ইত্যাদি শুনা যায়। নির্ব্বাণপরমা—মোক্ষের চেয়েও অধিক ইহা, সিদ্ধিসমূহও যোগের ফল, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অনুভূষণ—এক্ষণে যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন,—যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস করিতে করিতে স্বীয় আত্মাকে আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক আমার স্পর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া নিশ্চলমনা হন, তখন আমার অধীনা নির্ব্বাণরূপা পরমা শান্তি লাভ করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, সেই শান্তি—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আমাতেই সম্যক্ স্থিতি, সংসারে উপরতি প্রাপ্তি হয়।

শ্রীধর স্বামিপাদও বলেন,—সংসার-উপরমরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণপর মোক্ষ যাহা মদ্রূপেই অবস্থিতি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"

অষ্টাদশ-সিদ্ধিও যোগের অবান্তর ফলরূপে উক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ (অধিক ভোজনকারীর) ন যোগঃ অস্তি (যোগ হয় না) তু (আবার) একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত অনাহারীরও) ন চ (হয় না) অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিশয় নিদ্রাপরায়ণের) ন চ (হয় না) জাগ্রতঃ এব ন চ (জাগ্রতেরও হয় না) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অতিশয় ভোজনকারী ব্যক্তির যোগ হয় না,

আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না, অত্যন্ত নিদ্রাশীল অথবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব—যোগমভ্যস্যতো ভোজনাদিনিয়মাহ,—নাতীতি দ্বাভ্যাম্। অত্যশনমনত্যশনঞ্চ, অতিস্বাপোঽতিজাগরশ্চ, যোগবিরোধ্যতিবিহারাদি চোত্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগ-অভ্যাসরত ব্যক্তির ভোজনাদিনিয়ম বলা হইতেছে—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম। অতিরিক্ত আহার এবং অনাহার, অতিস্বাপ,—অধিক নিদ্রা এবং অধিক জাগরণ,—এবং যোগবিরোধী অতিশয় বিহারাদি উত্তর বাক্য হইতে ॥ ১৬ ॥

অনুভূষণ—যোগাভ্যাসপরায়ণ ব্যক্তির আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন,—যোগীর পক্ষে অতিরিক্ত আহার বা নিতান্ত অনাহার বিধেয় নহে। যোগীর আহার সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে বিধান দৃষ্ট হয়,—

> "পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু।
> বায়োঃ সঞ্চরাণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥"

অর্থাৎ অন্নের দ্বারা উদরের অর্দ্ধ এবং জলের দ্বারা তৃতীয় ভাগ পূরণ করিবে। বায়ু সঞ্চরণের জন্য চতুর্থ ভাগ অবশেষ রাখিবে।

এইপ্রকার অতি নিদ্রাশীল অথবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষেও যোগ সম্ভব নহে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও পাওয়া যায়,—"নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুল-চেতনঃ। যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ। সাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দে নালিপান্বিতে, কালেষ্বেতেষু যুঞ্জুত ন যোগং ধ্যানতৎপর ॥" অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধিলাভার্থ যোগী কখনও ক্ষুধাকাতর, শ্রমাবসন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত অবস্থায় যোগ করিবে না। ধ্যানপরায়ণ যোগী অতি শীত বা অতি উষ্ণ অথবা ঝটিকা সমন্বিতকালে যোগের অনুষ্ঠান করিবেন না।

পরমার্থশাস্ত্রে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাওয়া যায়,—

> "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিত আহার-বিহার পরায়ণের) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে সমুচিত চেষ্টাযুক্তের) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা (ক্লেশনিবারক) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি যুক্ত-আহার ও যুক্ত-বিহারশীল, কর্ম্মসমূহে যিনি পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ সংসার-ক্লেশনাশক হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যুক্তাহার ও যুক্ত-বিহারশীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥১৭॥

শ্রীবলদেব—যুক্তেতি। মিতাহারবিহারস্য কর্ম্মসু লৌকিক-পারমার্থিক-কৃত্যেষু মিতবাগাদিব্যাপারস্য মিতস্বাপজাগরস্য চ সর্ব্বদুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তস্মাদ্ যোগী তথা তথা বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—'যুক্তেতি'। পরিমিত আহার ও বিহারশীল ব্যক্তির কর্ম্মেতে—লৌকিক ও পারমার্থিক কৃত্যোতে, পরিমিতবাগাদি ব্যাপারের এবং পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণ-শীলের সর্ব্বদুঃখনাশক যোগ হয়। অতএব যোগী সেই সেই ভাবেই থাকেন ॥ ১৭ ॥

অনুভূষণ—যোগের অনুকূল বিষয় বলিতেছেন। যাঁহার আহার এবং বিহার পরিমিত, তাঁহার লৌকিক ও পারমার্থিক সকল ব্যাপারেই পরিমিত চেষ্টা থাকে। সেই পরিমিত নিদ্রা এবং জাগরণ-শীল ব্যক্তির যোগ সুনিষ্পন্ন হয় এবং সংসার-দুঃখের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঘ্রণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতায় আহারাদি-বিষয়ে পাওয়া যায়,—

"আহার্য্য নির্দ্ধারণ—শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যুষ, পটোল, কাঠাল, কক্কোল, কাঁকুড়, ফুটি, রম্ভা, কাঁচকলা, কলার মোচা, ডুমুর, থোঁড়, মূলা, আলু, ঝিঙ্গে, শাক,—কালশাক, পলতাশাক, বাস্তুশাক, হিঞ্চে-শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড় ও চিনি, দাড়িম্বাদি ফল প্রভৃতি। লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতু পোষক ও মন-প্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগি-গণের ভক্ষ্য।"

যোগিগণের পক্ষে 'মিতাহার' যেমন প্রয়োজন তেমনি 'মেধ্যাহার'ও প্রয়োজন। "মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকং লঘু।" হবিষ্যান্ন, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক, লঘু ও প্রশস্ত-দ্রব্য আহারকে 'মেধ্যাহার' বলে। সুতরাং মৎস্যমাংসাদি গ্রহণ যোগীর পক্ষে কখনই চলিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা ভোগী, সুতরাং অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক কথার দ্বারা অজ্ঞলোকের মন হরণ করিয়া থাকেন।

'সত্ত্বগুণ' ধর্ম্মাচরণের একটি প্রধান অবলম্বন, উহা গীতার ১৪।৬ শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

আবার সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধিকারক আহার্য্যের কথাও গীতায় শ্রীভগবান্ ১৭।৮ শ্লোকে বলিবেন। এবং অমেধ্যাহার যে তমোগুণবর্দ্ধক ও তামসিক লোকের প্রিয় তাহাও ভগবান্ গীঃ ১৭।১০ শ্লোকে বলিবেন।

ব্যবহার বিষয়েও বহু বর্জ্জনীয় বিষয়ের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি প্রদত্ত হইতেছে, যাহা যোগীর পক্ষে বর্জ্জনীয়। অধিক ভ্রমণ, তৈলমর্দ্দন, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, মিথ্যাব্যবহার, প্রাণিপীড়ন, পরস্ত্রী-সঙ্গ, বাচালতা, অত্যাসক্তি, অপ্রিয়াচরণ প্রভৃতি যোগিগণের অবশ্যই পরিত্যাজ্য ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়— যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষরূপে নিরুদ্ধ) চিত্তং (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়) তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (সকল বাসনা হইতে) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যুক্ত বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনায় স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়-কামশূন্য হইয়া পুরুষ যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

শ্রীবলদেব—যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদেতি। যোগমভ্যস্যতো যোগিনশ্চিত্তং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মন্যেব স্বস্মিন্নেবাবস্থিতং স্থিরং ভবতি, তদাত্মেতরসর্ব্বস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিষ্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যোগী নিষ্পন্নযোগ কখন হইবে—এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—'যদেতি', যোগাভ্যাসকারী যোগীর চিত্ত যখন বিনিয়ত—নিরুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বদা স্বীয় আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া স্থির হয়, তখন আত্মাভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলে, যুক্ত অর্থাৎ নিষ্পন্নযোগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৮ ॥

অনুভূষণ—যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর চিত্ত যখন নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মেতর সর্ব্ব বিষয়-স্পৃহাশূন্য হয় এবং আত্মাতেই সর্ব্বদা স্থিত হয়, তখনই যোগীর যোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) নিবাতস্থঃ (বায়ুহীন স্থানে) দীপঃ ন ইঙ্গতে (বিকম্পিত হয় না) আত্মনঃ (আত্মার) যোগম্ যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য যোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (সেই উপমা জানিবে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপ বিচলিত হয় না, সেই প্রকার আত্ম-বিষয়ে যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর তাহা উপমাস্বরূপ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবলদেব—তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যথেতি। নির্ব্বাতদেশস্থো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি স দীপো **যথা** যথাবদুপমা যোগজ্ঞৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা। সোপমেত্যত্র—"সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্" ইতি সূত্রাৎ সন্ধিঃ; উপমা-শব্দেনোপমানং বোধ্যম্। **কস্যেত্যাহ,—যোগিন** ইতি। যতচিত্তস্য **নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্তবৃত্তেরাত্মনো** যোগং

ধ্যানং যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতঃ। নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যুদিতজ্ঞানযোগী নিশ্চল-সপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—তখন যোগী কীদৃশ অবস্থাসম্পন্ন হন, এই অপেক্ষায় বলা হইতেছে—'যথেতি'। বায়ুশূন্য-স্থানস্থিত প্রদীপ চঞ্চল হয় না, নিশ্চল ও প্রভাযুক্ত হইয়া সেই দীপ যথাযথভাবে প্রজ্জলিত হয়—এই উপমা যোগজ্ঞ-ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্মৃত, চিন্তিত হইয়াছে। "সোপমা" এখানে "সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্" এই সূত্রের দ্বারা সন্ধি, উপমাশব্দের দ্বারা উপমানকে জানিবে। কাহার এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে—'যোগিনঃ' ইতি। সংযতচিত্ত—নিরুদ্ধ সকল চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে আত্মার যোগ—ধ্যান যুঞ্জ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা। নিবৃত্ত সকল ইতর চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন ও লব্ধজ্ঞানসম্পন্ন যোগী নিশ্চল ও সপ্রভপ্রদীপের তুল্য হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

অনুভূষণ—একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা যোগীর চিত্তের অবস্থা বুঝাইতেছেন। বায়ুর দ্বারাই দীপশিখা বিকম্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে বায়ুর প্রবাহ নাই, সেখানে দীপ যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ সংযতচিত্ত যোগীর চিত্ত যোগধ্যানানুষ্ঠান ফলে, সকল বাহ্যবৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায়, নিশ্চল দীপসদৃশ হইয়া অবস্থিত হয় ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাস দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (সংযমিত মন) উপরমতে (উপরত হয়) যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (আত্মার দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্ (দর্শন করিতে করিতে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টিলাভ করেন), যত্র (যে অবস্থায়) অয়ম্ (এই যোগী) যৎতৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং (বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়-

সম্পর্ক রহিত) আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি (অনুভব করেন) চ স্থিতঃ (এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (ভ্রষ্ট হন না) যং লাভং (যে লাভ) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তাহা হইতে অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ স্থিতঃ (এবং যাহাতে স্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (মহৎ দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (অভিভূত হন না) তং (সেই অবস্থাকে) দুঃখ-সংযোগবিয়োগং (দুঃখের সংস্পর্শশূন্য) যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ (যোগ নামে জানিবে) ॥ ২০-২৩ ॥

অনুবাদ—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস-প্রভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতুষ্টি লাভ করা যায়, এবং যে অবস্থায় যোগী ব্যক্তি কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়, অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ অনুভব করেন, যে অবস্থায় স্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হন না, এবং যে আত্মসুখ লাভ করিয়া অন্য লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হন না, সেইরূপ অবস্থাকে সুখদুঃখ-সম্পার্কশূন্য যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২০-২৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ যোগাভ্যাস-দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয় ; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকার-অন্তঃকরণ-দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলিমুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-যোগবিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ যে আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে 'মোক্ষ' বলেন, তাহা অযুক্ত ; যেহেতু কৈবল্য-অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেন না। তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এই মাত্র বলিয়াছেন,—"পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করে না ; তখন চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়। তদ্দ্বারা জীবের স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয় ; তাহাকে 'চিতিশক্তি'

বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না, কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতিশক্তি' শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ-ধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম আত্মগুণবিকার; তাহা বিনষ্ট হইলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে আনন্দ, তাহারও সুতরাং লোপ হইবে। কিন্তু পতঞ্জলির শিক্ষা এরূপ নয়। উক্ত মুক্তদশায় প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে, সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল এবং তাহাকেই 'ভক্তি' বলে,—ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সমাধি দুইপ্রকার,—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক ও সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ; আর অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত আত্মাকারা-বুদ্ধির গ্রাহ্য আত্যন্তিক-সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না; যেহেতু তাহাতে যে-সকল বিভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে চরমোদ্দেশ্যরূপ সমাধি-সুখ হইতে যোগীর চিত্ত বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ-সাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। কিন্তু ভক্তিযোগে সেরূপ আশঙ্কা নাই। তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা হইতে অন্য কোনপ্রকার সুখকে যোগী শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; অর্থাৎ দেহযাত্রানির্ব্বাহ-কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক সুখোৎপত্তি হয়, সে-সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ-পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন। সেইসকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম সুখ পরিত্যাগ করেন না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে', এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগ অনুষ্ঠান করিবেন॥ ২০-২৩॥

শ্রীবলদেব—'নাত্যশ্নতঃ' ইত্যাদৌ যোগ-শব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়তি,—যত্রেত্যাদি-সার্দ্ধত্রয়েণ। যচ্ছব্দানাং তং বিদ্যাদ্‌যোগসংজ্ঞিত-মিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যোগস্য সেবয়াভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেতরবৃত্তিকং চিত্তং

যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদিতি সজ্জতি; যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্নাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু দেহাদি পশ্যন্ বিষয়েষ্বিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন স্বরূপেণেষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো দর্শিতঃ। সুখমিতি। যত্র সমাধৌ যত্তৎ প্রসিদ্ধমাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্ত্যনুভবতি। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধরহিতং, বুদ্ধ্যাত্মাকারয়া গ্রাহ্যম্। অতএব যত্র স্থিতস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি। যং যোগং লব্ধ্বৈব ততোঽপরং লাভমধিকং ন মন্যতে, গুরুণা গুণবৎপুত্র-বিচ্ছেদাদিনা ন বিচাল্যতে। তমিতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র তং যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্ ॥ ২০-২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—"নাত্যশ্নতঃ" ইত্যাদিতে যোগশব্দের দ্বারা উক্ত সমাধিকে স্বরূপতঃ ও ফলতঃ লক্ষ্য করা হইতেছে—'যত্রেত্যাদি' সাড়ে তিনটি শ্লোকের দ্বারা। যৎশব্দগুলির "তাহাকে যোগসংজ্ঞিত জানিবে" এই উত্তরবাক্যের সহিত অন্বয়। য়োগের সেবার—অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ—নিবৃত্ত ইতর-বৃত্তিযুক্ত চিত্ত যেখানে উপরম হয় অর্থাৎ মহৎ সুখহেতু তাহাতেই অনুরক্ত (আসক্ত) হয়। এবং যেখানে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দেখিতে দেখিতে সেই আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন কিন্তু দেহাদি দেখিতে দেখিতে বিষয়েতে নহে, এই জাতীয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা এবং স্বরূপে ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণরূপ ফলের দ্বারা যোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সুখমিতি,' যেই সমাধিতে সেই যে প্রসিদ্ধ আত্যন্তিক নিত্য-সুখ জানেন অর্থাৎ অনুভব করেন। অতীন্দ্রিয়—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক-শূন্য, বুদ্ধিকে আত্মাকারে অর্থাৎ আত্মস্বরূপভাবেই গ্রহণ করা উচিত। অতএব যেখানে অবস্থান করিয়া তত্ত্বতঃ আত্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হন না, যেই যোগকে লাভ করিয়াই তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না। গুরু অর্থাৎ গুণবান্ পুত্রের বিচ্ছেদাদির দ্বারাও বিচলিত হন না। 'তমিতি'। দুঃখের সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ প্রধ্বংস যেখানে, তাহাই যোগসংজ্ঞাবিশিষ্ট সমাধি ॥ ২০-২৩ ॥

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—স যোগঃ (সেই যোগ) অনির্ব্বিণ্নচেতসা (ধৈর্য্যযুক্ত চিত্তদ্বারা)

সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প-সম্ভূত) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ভোগসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সর্ব্বদিক হইতে) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্য (প্রত্যাহার পূর্ব্বক) নিশ্চয়েন (সাধুশাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা নিশ্চয় পূর্ব্বক) যোক্তব্যঃ (যোগ-অভ্যাস করণীয়) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই যোগ ধৈর্য্যযুক্ত চিত্তদ্বারা সংকল্পসম্ভূত সমস্ত বিষয়-বাসনাকে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা সর্ব্বদিক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করতঃ সাধুশাস্ত্র উপদেশের দ্বারা নিশ্চয়পূর্ব্বক অভ্যাস করিবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগফল-লাভসম্বন্ধে 'বিলম্ব হইতেছে', কি 'ব্যাঘাত হইতেছে' বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগ-সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম সিদ্ধফল এবং সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবলদেব—স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে কৃতে সংসেৎস্যত্যে-বেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ। আত্মন্যযোগত্বমননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা হৃতাণ্ডার্ণবশোষকপক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ। এতাদৃশং যোগমারভ-মাণস্য প্রাথমিকং কৃত্যমাহ,—সংকল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগবিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। স্ফুটমন্যৎ। মনসা বিষয়দোষদর্শিনা ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই যোগ প্রারম্ভদশায় নিশ্চয়রূপে বিশেষভাবে যত্ন করিলে সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইবে।—এই অধ্যবসায়ের দ্বারা যুক্ত করিবে অর্থাৎ অনুষ্ঠান করিবে। আত্মাতে অযোগত্ব-মননরূপ নির্ব্বেদ, তৎশূন্য চিত্তের দ্বারা অর্থাৎ অণ্ডাপহারী-সমুদ্রকে শোষণকারী পক্ষীর ন্যায় অতিশয় উৎসাহের সহিত, এই অর্থ। এতাদৃশ যোগানুষ্ঠান-আরম্ভকারীর প্রাথমিক কৃত্যের কথা বলা হইতেছে—'সংকল্পেতি'। সংকল্প হইতে প্রভব (উৎপত্তি) যাহাদের

তাহাদিগকে—যোগবিরোধী কাম্য-বিষয়গুলিকে নিঃশেষরূপে অর্থাৎ সমূল বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া। অন্যগুলি সহজ। বিষয়দোষদর্শি-মনের দ্বারা ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৃতি বা ধৈর্য্যগৃহীত বুদ্ধির দ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সংস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমে ক্রমে) উপরমেৎ (বিরত হইবে) কিঞ্চিদপি (অন্য কিছু) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধারণাযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বিরাগ অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে; ইহার নাম 'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার-দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড় বিষয়ের চিন্তা করিবে না। দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল; ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥ ২৫ ॥

শ্রীবলদেব—অন্তিমং কৃত্যমাহ,—ধৃতিগৃহীতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মানং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ; আত্মনোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। এতচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু হঠেন ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—শেষকর্ত্তব্য-সম্পর্কে বলা হইতেছে—'শনৈঃ শনৈরিতি', ধৃতি-গৃহীতের দ্বারা অর্থাৎ ধারণা-বশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থির করিয়া অর্থাৎ আত্মার-প্রতি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধিতে উপরত হইবে অর্থাৎ আসক্ত হইয়া থাকিবে। আত্মাভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে চিন্তা করিবে না। ইহাও ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, হঠকারিতার দ্বারা নহে ॥ ২৫ ॥

অনুভূষণ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ "যং সন্ন্যা-

সমীতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" বলিয়া যে যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'কর্ম্মযোগ'। কিন্তু "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" বলিয়া যে যোগের বিষয় এক্ষণে বুঝাইতেছেন তাহা কিন্তু সমাধি-যোগ। এই সমাধি-যোগই স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ মুখ্য। যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, তাহাই যোগের স্বরূপ-লক্ষণ। পাতঞ্জল-সূত্রেও পাওয়া যায়,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। এইরূপ যোগাবলম্বনে ইষ্ট-প্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হওয়ায়, উহা ফলস্বরূপ সুতরাং মুখ্য।

যে অবস্থা-বিশেষে যোগাভ্যাসের ফলে চিত্ত নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে উপরত হয় এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারা স্বীয় আত্মাকেই দর্শন করেন, দেহাদি কিছুই দেখেন না এবং আত্মদর্শনের মহৎসুখ অনুভব করিয়া তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন, সেই সমাধিযোগই শ্রেষ্ঠ। এই সমাধিতে যে নিত্য মহৎসুখ অনুভব হয়, তাহা অতীন্দ্রিয়, একমাত্র আত্মাকার-বুদ্ধির দ্বারাই গ্রাহ্য।

কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (১।৩।১২)।

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"আত্মনাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তং আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাত্মদৃষ্টির্বিদধীত।"

এই অবস্থায় অবস্থিত যোগী কখনই আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। এই আত্মানন্দ লাভ করিবার পর তাঁহার আর কোন লাভকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয় না বা কোন মহৎ দুঃখেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

ইহাও শুনা যায় যে,—

"সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

এবম্বিধ সর্ব্বসুখস্বরূপ ইষ্ট-প্রদানে সমর্থ সমাধি-যোগই শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ মহাফলপ্রদ-যোগ অত্যন্ত যত্নের সহিত ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া অভ্যাস করা উচিত। যদিও এই যোগ শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয়সিদ্ধ হইবে,

এই নিশ্চয়-সহকারে এবং এতাবৎকালের মধ্যে হইল না বলিয়া, অনুতপ্ত না হইয়া, জন্মজন্মান্তরে সিদ্ধ হউক, এইরূপ ধৈর্য্যের সহিত অণ্ডাপহারী-সমুদ্র-শোষণকারী পক্ষীর ন্যায় অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

যেমন আখ্যায়িকা আছে,—

"কোন পক্ষীর অণ্ডসমূহ সমুদ্র তরঙ্গবেগে হরণ করিয়াছিল। সেই পক্ষী সমুদ্রকে শোষণ করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ মুখের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল উঠাইয়া উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর তাহার নিজ বন্ধুবর্গ বহু পক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও, সে' বিরত হইল না। এবং যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগত নারদ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও 'এই জন্মে বা জন্মান্তরে সমুদ্র শোষণ করিবই'—এই প্রতিজ্ঞা পুনরায় তাঁহার সম্মুখেও করিল। তারপর দৈব অনুকূল হওয়ায় কৃপালু নারদ সেই কার্য্যের সাহায্যের জন্য গরুড়কে পাঠাইলেন। স্বদীয় জ্ঞাতি-দ্রোহে সমুদ্র তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে—এই বাক্য-দ্বারা গরুড় তাঁহার পক্ষবায়ুতে শুষ্ক করিতে লাগিলে, সমুদ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, পক্ষীকে সেই অণ্ডসমূহ ফিরাইয়া দিল।" এই প্রকারই শাস্ত্রোপদেশে আস্তিক্য বা বিশ্বাস যুক্ত হইয়া যোগ, জ্ঞান, বা ভক্তিতে প্রবৃত্ত উৎসাহবান্ অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ই অনুগ্রহ করেন ; ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে।

এস্থলে ২৪।২৫ শ্লোকে যোগের প্রাথমিক ও অন্ত্যকৃত্যও উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২০-২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ, যতঃ যতঃ (যাহাতে যাহাতে) নিশ্চলতি (ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (এই মনকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার পূর্ব্বক) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইতে ইহাকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আত্মার অধীনে স্থিরভাবে রাখিবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির ; কখনও কখনও

বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

শ্রীবলদেব—যদি কদাচিৎ প্রাক্তনসূক্ষ্মদোষান্মনঃ প্রচলেৎ, তদা তৎ প্রত্যাহরেদিত্যাহ,—যত ইতি। যং যং বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি, ততস্তত এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব নিরতিশয়সুখত্বভাবনয়া বশং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—যদি কখনও প্রাক্তন সূক্ষ্ম-দোষবশতঃ মন প্রচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাহার করিবে, ইহাই বলা হইতেছে—'যত ইতি'। যেই যেই বিষয়ের প্রতি মন ধাবিত হয়, তাহা তাহা হইতে এই মনকে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মাতেই নিরতিশয় সুখের ভাবনা দ্বারা বশীভূত করিবে ॥ ২৬ ॥

অনুভূষণ—মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত উপায়ে মনকে সমস্ত সংকল্প-সম্ভূত বিষয় বাসনা হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত প্রত্যাহার পূর্ব্বক আত্মাতে স্থাপন করতঃ সমাধিস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কদাচিৎ কোন প্রাক্তন সূক্ষ্ম-দোষ হইতে মন পুনরায় বিচলিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক নিরতিশয় সুখস্বরূপ আত্মাতে, সেইরূপ আত্মভাবনাদ্বারা বশীভূত করিবে ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—শান্তরজসং (নিবৃত্ত রজোগুণ) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষম্ (পাপ রহিত) ব্রহ্মভূতম্ এনম্ (এই) যোগিনং (যোগীকে) হি (নিশ্চয়) উত্তমং সুখম্ (শ্রেষ্ঠ সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই যোগীকে (সমাধিজনিত) শ্রেষ্ঠ সুখ নিশ্চয় আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিত-রজা যোগী পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবলদেব—এবং প্রযতমানস্য পূর্ব্ববদেব সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ,—প্রশান্তেতি। প্রশান্তমাত্মন্যচলং মনো যস্য তম্, অতএবাকল্মষং দগ্ধপ্রাক্তন-

সূক্ষ্মদোষম্ ; অতএব শান্তরজসম্। ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃত-বিবিক্তাবির্ভাবিতাষ্ট-গুণকাত্মস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তমমাত্মানুভবরূপং মহৎ সুখং কর্তৃ স্বয়-মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—এইভাবে চেষ্টাশীল মানুষের পূর্ব্বের ন্যায়ই সমাধি সুখ হইবে—ইহাই বলা হইতেছে—'প্রশান্তেতি'। প্রশান্ত—অর্থাৎ আত্মাতে অচল মন যাঁহার তাঁহাকে। অতএব অকল্মষ অর্থাৎ প্রাক্তন সূক্ষ্ম-ভোগদোষ দগ্ধ হইয়াছে যাঁহার। অতএব রজোগুণ-নিবৃত্ত। ব্রহ্মভূত—সাক্ষাৎকৃত অর্থাৎ ভাবনা-দ্বারা শুদ্ধরূপে আবির্ভাবিত অষ্টগুণাত্মক-আত্মস্বরূপ-বিশিষ্ট যোগীকে অতি উত্তম আত্মানুভবরূপ মহৎ সুখ কর্তৃস্বরূপে স্বয়ংই পাইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অনুভূষণ—এইরূপ যোগাভ্যাসের ফলে যোগীদিগের মন প্রশান্ত হয় অর্থাৎ আত্মাতেই নিশ্চল হয়। তখন তিনি অকল্মষ অর্থাৎ প্রাক্তন সূক্ষ্ম-দোষকেও দগ্ধ করিয়া থাকেন। রজোগুণের স্বভাবে যে চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে, তাহা দূর হইয়া শান্ত হয়। তখনই সেই যোগী ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভ করেন অর্থাৎ বিজরো, বিমৃত্যু, বিশোক ইত্যাদি অষ্টগুণান্বিত-আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ; তাহার ফলে সেই আত্মানুভবরূপ মহৎ সুখ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—এবং (এই প্রকারে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন্ (যুক্ত করিতে করিতে) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ) অত্যন্তং সুখং (অত্যুত্তম সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে সর্ব্বদা যোগনিষ্ঠ করিলে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এইপ্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীল-নরূপ আনন্দ লাভ করেন ; ইহাই ভক্তি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলদেব—এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ,—যুঞ্জন্নিতি। এবমুক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুঞ্জন্ যোগেনানুভবন্ তেনৈব বিগত-কল্মষো দগ্ধসর্ব্বদোষো যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মানুভবমত্যন্তমপরিমিতং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে স্বীয় আত্মাকে সাক্ষাৎকারের পর পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করা যায়—তাহাই বলা হইতেছে—'যুঞ্জন্নিতি', এইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে যুক্তিত করিয়া অর্থাৎ যোগের দ্বারা অনুভব করিয়া তাহার দ্বারাই বিগত-কল্মষ অর্থাৎ সর্ব্বদোষদগ্ধকারী যোগী সুখে—অনায়াসেই পরমাত্মানুভবরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থাৎ অতিশয়—অপর্য্যাপ্ত সুখকে লাভ করে ॥ ২৮ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারের পর যোগী পরমাত্মসাক্ষাৎকারও লাভ করিয়া থাকেন। এবং যোগের দ্বারা আত্মানুভববশতঃ বিগত-কল্মষ হয় অর্থাৎ তাহার সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। তখন অনায়াসেই পরমাত্মানুভবরূপ ব্রহ্মসংস্পর্শ অর্থাৎ নিরতিশয় অপরিমিত সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—যোগযুক্তাত্মা (যোগদ্বারা সমাহিত চিত্ত) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (ব্রহ্মদর্শী) [সঃ—তিনি] আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দেখেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যোগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সেই ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি। সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে। অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহারে তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারে সর্ব্বত্র সমদর্শী। পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও একটি শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখা করিব ॥ ২৯ ॥

শ্রীবলদেব—এবং নিষ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিতস্বপরাত্মযোগী পরাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বং তদন্যাত্মানাং দ্রুহিণাদীনাং সর্ব্বেষাং তদাশ্রয়ত্বং তত্তাবিষমত্বঞ্চানুভব-

তীত্যাহ,—সর্ব্বেতি। যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধসমাধিস্তদাত্মানম্—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইতি স্মৃতেঃ, 'যো মাম্' ইতি বিবরণাচ্চ পরমাত্মানং সর্ব্বভূতস্থং নিখিলং জীবান্তর্য্যামিণমীক্ষ্যতে ; আত্মনি তস্মিন্নাশ্রয়ভূতে সর্ব্বভূতানি চ তমেব সর্ব্বজীবাশ্রয়ং চেক্ষতে। কীদৃশঃ স ইত্যাহ,—সর্ব্বত্রেতি। তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেনোচ্চাবচতয়া সৃষ্টেষু সর্ব্বেষু জীবেষু সমং বৈষম্যশূন্যং পরাত্মানং পশ্যতীতি তথা ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিষ্পন্ন-সমাধিযুক্ত, স্বীয় ও পরমাত্ম প্রত্যক্ষীকৃত যোগী পরমাত্মার সর্ব্বগতত্ব এবং তদ্ভিন্ন অন্য আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সমস্তের তদাশ্রয়ত্ব ও তাঁহার (পরমাত্মার) অবিষমত্বই অনুভব করেন, ইহাই বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি'। যোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ সমাধিতে সিদ্ধ হইয়া আত্মাকে "ব্যাপ্যত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব-হেতু পরম-আত্মা নিশ্চয় "শ্রীহরি" ইতি স্মৃতি শাস্ত্রের উক্তি—"যে আমাকে" এই বিবরণ-অনুসারে পরমাত্মাকে সকল প্রাণীর মধ্যে নিখিল জীবের অন্তর্য্যামিরূপে দেখেন এবং সেই আশ্রয়-স্বরূপ আত্মাতে সমস্ত প্রাণীকে দেখেন, এবং তাঁহাকেই সমস্ত জীবের আশ্রয়রূপে দেখেন। কিরূপ তিনি ? ইহাই বলা হইতেছে—সর্ব্বত্রেতি (প্রত্যেকের) সেই সেই কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ (ছোটবড়, হীন, মধ্য)-রূপে সৃষ্ট সকল জীবেতে সম—অর্থাৎ বৈষম্যশূন্য পরমাত্মাকে দেখেন যেমন তেমন ॥ ২৯ ॥

অনুভূষণ—এই প্রকারে সমাধি-সম্পন্ন যোগী স্বীয় আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা সর্ব্বগত এবং সকলেরই এমন কি, ব্রহ্মাদিরও আশ্রয়। কুত্রাপি যোগীর বৈষম্য দর্শন থাকে না। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—"সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ততা হেতু এবং মাতৃত্ব বা অমৃতত্ব-হেতু সেই পরমাত্মা নিশ্চয় শ্রীহরি"। সমাধি-সিদ্ধ যোগী সেই পরমাত্মাকে নিখিল জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকেই সর্ব্ব জীবের আশ্রয়-স্বরূপ দেখেন। এই পরমাত্মা সর্ব্বত্র বৈষম্য-শূন্য অবস্থায় থাকেন, যদিও জীব কর্ম্মানুসারে উচ্চ, নীচ-ভেদে পরিলক্ষিত হয়, পরমাত্মা কিন্তু সকলের মধ্যেই সমভাবে বিরাজমান থাকেন। তিনি কোন বৈষম্য-দোষ-দুষ্ট হন না। তত্ত্বদর্শী যোগীও তাঁহাকে তদ্রূপই দেখিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥" (৩।২৮।৪২)

আরও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥" ভাঃ ১১।২।৪৫

অর্থাৎ যিনি নিখিল ভূতগণের মধ্যে নিজের আত্মস্বরূপ ভগবানের সত্তা এবং ভগবানের মধ্যে নিখিল ভূতগণের সত্তা দেখেন অর্থাৎ অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভগবত বলিয়া কথিত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।

সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥" চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭৩

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"ভগবদ্ভক্তের আধিকারিক উত্তমত্ব-বিচারে মহাভাগবতের লক্ষণ বলিতে গিয়া ভক্তিদর্শনের সর্ব্বোত্তমতা বর্ণন করিতেছেন। যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণরূপে প্রতীত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাঁহারই ভাব-ব্যঞ্জক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথক্ ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ বিশেষের ধারণা হয় না। ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা যাঁহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদিতর-বস্তুর প্রতিকূলভাব যিনি কোথায়ও দর্শন করেন না, সকল বস্তু একাধারে অন্বয় ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—যঃ যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) পশ্যতি (দেখেন), সর্ব্বং চ (এবং সর্ব্বভূতকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দেখেন), অহং (আমি) তস্য (তাহার সম্বন্ধে) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার পক্ষে) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহার হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে 'আমি তাহার, সে আমার,' এইরূপ একটি সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাঁহাকে মদ্দর্শনাভাব-জনিত শুষ্কনির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না; অর্থাৎ তিনি আমার দাস হন বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারেন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীবলদেব—এতদ্বিবৃণ্বন্ তথাত্বদর্শিনঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। তস্য তাদৃশস্য যোগিনোঽহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্যো ভবামি, স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্যো ভবতি;—আবয়োর্মিথঃসাক্ষাৎকৃতিঃ সর্ব্বদা ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই আত্মদর্শী যোগীর ফলের কথা বলা হইতেছে—'যো মামিতি', সেই অর্থাৎ তাদৃশ যোগীর নিকট আমি পরমাত্মা প্রণষ্ট হই না অর্থাৎ অদৃশ্য হই না। সেই যোগীও আমার দ্বারা নাশ হয় না অর্থাৎ অদৃশ্য হয় না। আমাদের দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অনুভূষণ—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মদর্শী হন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শী ও সমদর্শী হন, তিনি কখনও শ্রীভগবানের অদৃশ্য হন না এবং শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নিকট কখনও অদৃশ্য হন না। পরস্পরের এই সাক্ষাৎ-কার নিত্যই। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রকৃত যোগীপুরুষ শ্রীভগবান্ ও নিজের মধ্যে নিত্য ভেদই দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতে স্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (একত্ব বুদ্ধিতে) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন) সর্ব্বথা (সর্ব্ব অবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (অবস্থিত থাকিয়াও) স যোগী (সেই যোগী) ময়ি বর্ত্ততে (আমাতেই থাকেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে-স্থিত আমাকে একত্ববুদ্ধিতে আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, তিনি সর্ব্ব-অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগীর সাধনকালে সর্ব্বহৃদয়গত যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহাতে সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প-অবস্থায় দ্বৈত-বুদ্ধিরহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্য্যকালে কর্ম্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-সামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশস্থলে কথিত আছে,—

"দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥"

অর্থাৎ, 'দিক্ ও কালাদি-দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহাতে চিত্তবিধান করিলে তন্ময়তা-দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ উদিত হয়'। কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরম অবস্থা ॥ ৩১ ॥

শ্রীবলদেব—স যোগী মমাচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমনুভবন্নতিপ্রিয়ো ভবতীত্যাশয়-বানাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রশ্চতুর্ব্বাহুরতসী-পুষ্পপ্রভশ্চক্রাদিধরোঽহং পৃথক্ পৃথঙ্ নিবসামি ; তেষু বহূনাং মদ্‌বিগ্রহাণামে-কত্বমভেদমাশ্রিতো যো মাং ভজতি ধ্যায়তি, স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ব্যুত্থানকালে স্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা ময়ি বর্ত্ততে মমাচিন্ত্যশক্তিকত্ব-ধর্ম্মানুভবমহিম্না নির্দগ্ধকামচারদোষো মৎসামীপ্যলক্ষণং মোক্ষং বিন্দতি, ন তু সংসারমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ হরেরচিন্ত্যশক্তিকতামাহ,—"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি, স্মৃতিশ্চ,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ইতি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেইযোগী আমার অচিন্তনীয় স্বরূপশক্তিকে অনুভব করিতে করিতে অতিশয় প্রিয় হয়, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বলা হইতেছে—'সর্ব্বেতি', সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র (স্থানে) চতুর্ব্বাহু অতসী পুষ্পের সমানপ্রভাসম্পন্ন হইয়া শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া আমি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বাস করিতেছি। তাহাতে আমার বহু বিগ্রহের একত্ব,

অভেদাশ্রিত হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ ধ্যান করেন, সেইযোগী সকলপ্রকারে অবস্থান করিয়াও ব্যুত্থানকালে (বিশেষ উত্থানকালে) স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে অথবা না করিতে করিতে আমাতেই অবস্থান করেন (আমার ভাবনায় ভাবিত হইয়া থাকেন)। তিনি আমার অচিন্তনীয় শক্তিকত্বরূপ ধর্ম্মের অনুভব মহিমার দ্বারা সমস্ত কামজনিত দোষ দগ্ধীভূত করিয়া আমার সামীপ্য-লক্ষণযুক্ত মোক্ষকে প্রাপ্ত হন, সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শ্রুতিও হরির অচিন্ত্য-শক্তিকত্বের বিষয় বলিয়াছেন—"এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন," ইতি। স্মৃতিও "একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐশ্বর্য্য-হেতু একরূপ সূর্য্যের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন" ॥ ৩১ ॥

অনুভূষণ—যে যোগী আমার অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তি অনুভব করেন, তিনিই আমার অতিশয় প্রিয়। সকল জীবের হৃদয়ে প্রাদেশ প্রমাণ অতসীপুষ্পের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থানকারী আমাকে যিনি এক ও অভিন্নরূপে ধ্যান করেন, তিনি বুত্থানকালে সর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিয়াও অর্থাৎ স্ববিহিত কর্ম্ম করুন বা না করুন, আমার অচিন্ত্যশক্তিকত্ব ধর্ম্মানুভব মহিমার দ্বারা কামাচার-দোষ নির্দগ্ধ করিয়া আমার সামীপ্যরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার আর সংসার-প্রাপ্তি হয় না। শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য-শক্তি-সম্বন্ধে—শ্রুতির "একোঽপি সন্" শ্লোক এবং স্মৃতির "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী" শ্লোক পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভীষ্মের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

> "তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্
> প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥"
> (১।৯।৪২)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

পরমাত্মাই সর্ব্বকরণ বলিয়া একই আছেন, এই একত্বকে আশ্রয় করিয়া যিনি শ্রবণ-স্মরণাদিরূপ ভজন করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া বা না করিয়া আমাতেই অবস্থান করেন, সংসারে বদ্ধ হন না ॥ ৩১ ॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (সমান) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ মতঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত) ॥৩২॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যিনি সর্ব্বভূতে নিজের অনুরূপ [সকলের] সুখ বা দুঃখকে সমান ভাবে দেখেন সেই যোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন। তিনিই পরম-যোগী,—যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। 'সমদৃষ্টি'র অর্থ এই যে, অন্য সমস্ত-জীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ 'অন্য-জীবের সুখ—নিজ-সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য-জীবের দুঃখ—নিজ-দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক, এরূপ জানেন ; অতএব সমস্ত-জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন ;—ইহাকেই 'সমদর্শন' বলে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবলদেব—'সর্ব্বভূতহিতে রতা' ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদ্বিশদয়তি,—আত্মৌপম্যেনেতি। ব্যুত্থানদশায়ামাত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং দুঃখঞ্চ যঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। স্বস্যেব পরস্য সুখমেবেচ্ছতি, ন তু দুঃখং স স্বপর-সুখদুঃখসমদৃষ্টিঃ সর্ব্বানুকম্পী যোগী মম পরমঃ শ্রেষ্ঠোঽভিমতঃ—তদ্বিষমদৃষ্টিস্তু তত্ত্বজ্ঞোঽপ্যপরমযোগীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ—"সমস্ত প্রাণীর হিতে রত" এইকথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার বিশদ বর্ণনা করা হইতেছে—'আত্মৌপম্যেনেতি'। ব্যুত্থান-দশাতে 'আত্মৌপম্যেন' অর্থাৎ স্বসাদৃশ্যে সুখ ও দুঃখকে যিনি সর্ব্বত্র সমান ভাবে দেখেন। নিজের মত পরেরও সুখই যিনি ইচ্ছা করেন, দুঃখের ইচ্ছা করেন না, তিনি অর্থাৎ নিজের ও পরের সুখ দুঃখে সমদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি—অর্থাৎ সকলের প্রতি অনুকম্পাশীল যোগী পরমশ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিমত। কিন্তু তাহার বিপরীত দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অশ্রেষ্ঠ যোগী অর্থাৎ পরমযোগী হইতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩২ ॥

অনুভূষণ—যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার বলিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বভূত-

হিতে রত' কথাটীকে বিশদরূপে বর্ণন করিতেছেন। যিনি ব্যুত্থানদশাতেও সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ সকলের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বানুকম্পী যোগী। শ্রীভগবান্ বলেন, তাঁহার মতে এই যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার বিপরীত বিষমদর্শী কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হইলেও অশ্রেষ্ঠই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমনুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি"। (৪।১১।১৩)

অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। এস্থলে 'সমত্ব' শব্দের অর্থে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

স্বতুল্য হর্ষশোকক্ষুৎপিপাসাদিমত্ত্ব ভাবনার দ্বারা।

শ্রীভগবান্ কপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ (ভাঃ ৩।২৯।৩৩)

কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী পুরুষাপেক্ষা কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখি না ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন), (হে) মধুসূদন! ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) সাম্যেন (সমতাপূর্ব্বক) অয়ম্ (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতা-হেতু) এতস্য (ইহার) স্থিরাম্ (বহুকালব্যাপী) স্থিতিং (স্থিতি) অহম্ (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের কথা বলিয়াছ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া ইহার দীর্ঘকালস্থায়িত্ব আমি দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি-সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবলদেব—উক্তমাক্ষিপন্নর্জ্জুন উবাচ,—যোঽয়মিতি। সাম্যেন স্বপর-সুখদুঃখতৌল্যেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তস্তস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকী স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যহং ন পশ্যামি, কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানীত্যর্থঃ; কুতঃ? —চঞ্চলত্বাৎ। অয়মর্থঃ,—বন্ধুষু উদাসীনেষু চ তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ; ন চ শত্রুষু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি। যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং সর্ব্বত্রাবিশেষমিতি বিবেকেন তদ্‌গ্রাহ্যং, তর্হি ন তৎ সার্ব্বদিকম্—অতিচপলস্য বলিষ্ঠস্য চ মনসস্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বাক্য সম্পর্কে আপত্তি পূর্ব্বক অর্জ্জুন বলিলেন—'যোঽয়মিতি'। সাম্যের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ও পরের সুখদুঃখের তুল্যের দ্বারা যেই যোগ সর্ব্বজ্ঞরূপে তুমি বলিয়াছ, আমি তৎসম্পর্কে স্থিরা অর্থাৎ 'সার্ব্বদিকী', স্থিতি—নিষ্ঠাকে দেখিতে পাইতেছি না কিন্তু দুই বা তিন দিন ব্যাপিয়াই; ইহাই অর্থ। কিজন্য? চঞ্চলত্ব হেতু। ইহার অর্থ—বন্ধুগণ ও উদাসীনগণের প্রতি কখনও কখনও সেই সাম্যভাব হয়, কিন্তু শত্রু ও নিন্দকগণের প্রতি কখনও সেই সাম্য ভাব আসে না। যদিও পরমাত্মার অধিষ্ঠানত্ব শত্রু-মিত্র ভেদে সর্ব্বত্র সমান অর্থাৎ কোন পার্থক্য নাই, এই বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণীয়; তাহা হইলেও, তাহা কখনও সর্ব্বদা রক্ষা করা যায় না। কারণ অতিশয় চঞ্চল ও বলিষ্ঠ মনকে সেই বিবেকের দ্বারা নিগ্রহ করিতে অক্ষম অর্থাৎ অসমর্থ ॥ ৩৩ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবানের উপদিষ্ট-সমদর্শনরূপ যোগ অসম্ভব মনে করিয়া আক্ষেপ সহকারে অর্জ্জুন বলিতেছেন, (এইটি অর্জ্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন) যে সমদৃষ্টি-লক্ষণ পরম যোগ তুমি উপদেশ করিলে অর্থাৎ নিজের এবং অপরের সুখদুঃখ-বিষয়ে তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, বলিলে, ইহা মনের চঞ্চলতাবশতঃ সর্ব্বদা স্থির রাখা অসম্ভব মনে হইতেছে, তবে দুই তিন দিন কোন প্রকারে স্থায়ী হইতে পারে মাত্র। কারণ বন্ধুতে এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদাসীন ব্যক্তিতে সাম্যভাব কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও, যে নিজের শত্রু বা নিন্দক তাহার প্রতি কখনই সাম্যভাব হইতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর সমুদয় লোকের সুখদুঃখকে নিজের সুখ দুঃখের মত জ্ঞান করা-রূপ সাম্যযোগ কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বল, সর্ব্বভূতে এক পরমাত্মা অবিশেষরূপে অবস্থান

করিতেছেন—এই বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণ করা হইবে, তদুত্তরে বলিতেছি যে, তাহা 'সার্ব্বদিকী' হইবে না, কারণ মন অতিশয় চপল ও বলিষ্ঠ ; তাহাকে বিবেকের দ্বারা নিগ্রহ বা বশীভূত করা অসম্ভব।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও লিখিয়াছেন,—

"যাহারা বন্ধুবর্গ এবং তটস্থ, তাহাদিগেতে সাম্য হইলেও যাহারা রিপু, ঘাতক, দ্বেষ্টা ও নিন্দক তাহাদিগেতে তো সম্ভবই নয়। আমি নিজের, যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের সুখদুঃখ সর্ব্বতোভাবে তুল্য দেখিতে সমর্থ নহি। যদিও নিজের, নিজ রিপুগণের, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহধারী ভূতগণকে বিবেকের দ্বারা সমান দেখা যায়, তাহাও কিন্তু দুই তিন দিনের জন্যই, কারণ বিবেকের দ্বারা অতি প্রবল ও অতিশয় চঞ্চল মনের নিগ্রহ অসম্ভব। প্রত্যুত বিষয়াসক্ত মন সেই বিবেককেই গ্রাস করে, ইহাই দেখা যায়।

এতৎপ্রসঙ্গে সমদর্শন-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ (১১।১৮।৩২)

অর্থাৎ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অবস্থিত এই অন্তর্য্যামীরূপ পরমাত্মদৃষ্টিতেই সমদর্শন সম্ভব।

সমদর্শন শ্রীভগবানের কৃপানুকূলতা-দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

"স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে।
অন্যএব যথান্যোঽহমিতি ভেদগতাসতী ॥" ভাঃ ৭।৫।১২

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"ন হি গোপ্যং হি সাধুনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ।
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥" ১০।২৪।৪

অর্থাৎ অমিত্র, উদাসীন ও বিদ্বেষীর নিকট সাধুগণের গোপনীয় কিছুই নাই, এই ভগবদুক্তি হইতে বস্তুতঃ আত্মদৃষ্টিদ্বারা সকল জীবেরই একরূপতা এবং দেহদৃষ্টির দ্বারা সকল দেহেরই পঞ্চভূতাত্মকত্ব বলিয়া ভেদ নাই ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—(হে) কৃষ্ণ! মনঃ চঞ্চলং হি (মন স্বভাবতঃ চঞ্চল) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয় মথনকারী) বলবৎ দৃঢ়ম্ (বলবান ও দৃঢ়) অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) সুদুষ্করম্ (অসাধ্য) মন্যে (মনে করি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়-মথনকারী, বলবান্ ও দৃঢ় সুতরাং তাহার নিরোধ বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রু-মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই-চারি-দিন থাকা সম্ভব; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবলদেব—তদেবাহ,—চঞ্চলং হীতি। মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্। নন্বু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥ আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি শ্রুতের্বুদ্ধিনিয়ম্যং মনঃ শ্রূয়তে, ততো বিবেকিন্যা বুদ্ধ্যা শক্যং তদ্বশীকর্ত্তুমিতি চেত্তত্রাহ,—প্রমাথীতি। তাদৃশীমপি বুদ্ধিং প্রমথ্নাতি; কুতঃ?—বলবৎ। স্বপ্রশমকমপ্যৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি, তদ্বৎ। কিঞ্চ, দৃঢ়ং সূচ্যা লৌহমিব তাদৃশ্যাপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যমতো যোগেনাপি তস্য নিগ্রহমহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে;—ন হি বায়ুর্মুষ্টিনা ধর্ত্তুং শক্যতে, অতস্তত্রোপায়ং ব্রূহীতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলা হইতেছে—'চঞ্চলং হীতি', মন স্বভাবতই চঞ্চল। প্রশ্ন—"আত্মাকে রথীরূপে জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে। বুদ্ধিকে সারথি জানিবে, মনকে প্রগ্রহ (অশ্বের লাগাম) বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে

রথের অশ্ব বলা হয়, তাহাদের গোচরীভূত বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাই ভোক্তা, ইহা মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন,"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে। বুদ্ধির দ্বারাই মনকে সংযত করা যায়। অতএব বিবেকশালিনী বুদ্ধির দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যাইতে পারে, এই যদি বলা হয়—তদুত্তরে বলা হইতেছে —'প্রমাথীতি'। তাদৃশীবুদ্ধিকেও মন প্রমথিত করে। কি হেতু?—অতিশয় বলসম্পন্ন। রোগপ্রশমক ঔষধকেও যেমন বলবান রোগ গণ্য করে না; তেমন। আরও—সুদৃঢ় সূচের দ্বারা লৌহকে যেমন ভেদ (ছেদ বা বিদ্ধ) করা যায় না, তাদৃশ বুদ্ধির দ্বারাও মনকে বশীভূত করা অসম্ভব বলিয়া যোগের দ্বারাও তাহার নিগ্রহকে আমি বায়ুর ন্যায় অতিশয় দুষ্কর মনে করিতেছি। কারণ—বায়ুকে কখনও মুষ্টির দ্বারা ধরিতে কেহ সক্ষম হয় না। এইজন্য সেখানে উপায় বল ॥ ৩৪ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্ব প্রশ্নের পোষকতায় অর্জ্জুন পুনরায় এই শ্লোক বলিতেছেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এতাদৃশ মনকে নিরোধ করা যে, কোন মতেই সহজসাধ্য নয়, তাহা জানিয়াই শ্রীভগবানের নিকট লোক-মঙ্গলকামী অর্জ্জুন তাঁহার আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। যদি কেহ বলেন যে, "আত্মাকে রথী স্বরূপ, শরীরকে রথ স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথী স্বরূপ, মনকে রশ্মিস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপে জানিবে, অতএব মনীষিগণও বলিয়াছেন যে বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়মিত করা আবশ্যক। তদুত্তরে বলা যায়, উহা অত্যন্ত বলবান্। বলবান্ রোগ যেমন স্বপ্রশমক ঔষধকেও গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ। অথবা দৃঢ় সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে ভেদ করা যায় না, সেইরূপ তাদৃশ বুদ্ধির দ্বারাও মনকে ভেদ করা যায় না। মুষ্টির দ্বারা যেমন বায়ুকে ধরিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ যোগের দ্বারাও চিত্তনিরোধ দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। অতএব হে ভগবন্! আপনি ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বলুন।

মনের দুর্জ্জয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়;

"দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বচনেও পাওয়া যায়,—

"মনো বশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥

(ভাঃ ১১।২৩।৪৭)

অর্থাৎ অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না। যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও বলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর। অতএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজয়ী হন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"যদি বল, অন্য ইন্দ্রিয় জয়ও অপেক্ষণীয়; তদুত্তরে বলিতেছেন,—না, মনোবশে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয়" শ্রুতি বলেন—'মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভুব। নান্যস্য মনো বশমন্বিয়ায় ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্' ॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্জ্জয় মনকে যোগের দ্বারাও বশীভূত করা যায় না বলিয়া শ্রীঅর্জ্জুন এখানে শ্রীভগবানকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমি যদি কৃপা করিয়া আমার মনকে আকর্ষণ না কর, তাহা হইলে আমার আর উপায় নাই। এই সম্বোধনের দ্বারা অর্জ্জুন আমাদিগকে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকর্ষণ ব্যতীত মনো-জয় অসম্ভব সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-শরণাগতি। শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার আর দ্বিতীয় রাস্তাও নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ'।

(মহাভারত উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪ শ্লোক)

অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতু আকর্ষক সত্বা-বাচক, নশ্চ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। অর্থাৎ যিনি জীবগণকে মায়ার কবল হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নিত্য-দাস্যে নিযুক্ত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদও লিখিয়াছেন,—

"ভক্তদিগের পাপাদি-দোষসমূহ সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতে অসমর্থ ব্যক্তি-দিগকেও যিনি আকর্ষণ করেন অর্থাৎ নিবারণ করেন, সর্ব্বথা পাইতে অসমর্থ তাহাদিগকেও পুরুষার্থ লাভ করিতে যিনি আকর্ষণ করেন অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায় বিধান করেন। এস্থলে, 'হে কৃষ্ণ!' এই সম্বোধন পূর্ব্বক ইহাই সূচনা করিতেছেন যে, দুর্নিবার চিত্তচাঞ্চল্যও নিবারণ করতঃ দুষ্প্রাপ্য সমাধি-সুখও তুমিই পাওয়াইতে সমর্থ।"

অতএব শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥" ১১।১৪।২০

দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" (১।৬।৩৬)

অতএব ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যোগাদিপথে দুর্জ্জয় মনকে শাম্য অর্থাৎ বশীভূত করা যায় না॥ ৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ (চঞ্চল) [এতৎ] অসংশয়ং (সংশয়হীন) তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! অভ্যাসেন (অভ্যাসের দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিরুদ্ধ হয়)॥ ৩৫॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, ইহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হয়॥ ৩৫॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দাস্বাদাভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য-দ্বারা বশীভূত করা যায়॥ ৩৫॥

শ্রীবলদেব—উক্তমর্থং স্বীকৃত্য ভগবানুবাচ,—অসংশয়মিতি। তথাপি স্বপ্রকাশসুখৈকতানস্বাত্মগুণাভিমুখ্যেনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টি-জনিতেন বৈরাগ্যেণ চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে। তথা চাত্মানন্দাস্বাদা-ভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিবৃত্তচাপলং মনঃ সুগ্রহং যথা সদোষধানুসেবয়া সুপথ্যেন চ বলবানপি রোগঃ সুজেয়স্তথৈতদ্-দ্রষ্টব্যম্। হে মহাবাহো! ইতি—শৌর্য্যেণ শাত্রবমিব বিবেকেন মনো জয়েত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থ স্বীকার করিয়া ভগবান্ বলিলেন—'অসংশয়মিতি'। তথাপি—স্বপ্রকাশ ও সুখৈকতান আত্মার গুণ অনুকূলভাবে অভ্যাসের দ্বারা আত্মাতিরিক্ত বিষয়ে দোষদৃষ্টি-জনিত বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগ্রহ (স্থির) করা যায় অর্থাৎ সক্ষম হয়। তথাচ—আত্মার আনন্দাস্বাদজনিত অভ্যাসের দ্বারা ও লয়-প্রতিবন্ধকমূলক বিষয়-বিতৃষ্ণার দ্বারা এবং চিত্ত-বিক্ষেপের প্রতিবন্ধক হইতে নিবৃত্ত চঞ্চল মনকে সহজে বশীভূত করা যায়, যেমন সুপথ্যসহ ঔষধের পুনঃপুনঃ সেবনের দ্বারা রোগ বলবান্ হইলেও, তাহাকে জয় করা অতিশয় সহজ, তেমন মন সম্পর্কেও জানিবে। হে মহাবাহো! এতাদৃশ শৌর্য্যের দ্বারাই শত্রুতুল্য মনকে বিবেকের দ্বারা জয় কর॥ ৩৫॥

অনুভূষণ—মন-নিগ্রহ যে দুষ্কর, এই কথা স্বীকার করিয়াই শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই, তথাপি বলবান্ রোগও যেমন সদ্বৈদ্য-প্রযুক্ত ঔষধ প্রকারানুসারে সুপথ্যের সহিত পুনঃ পুনঃ সেবনের দ্বারা দীর্ঘকালে উপশম লাভ করে; সেইরূপ দুর্নিগ্রহ মনও সদ্গুরুর উপদিষ্ট প্রণালী-অনুসারে ধ্যান-যোগে আত্মানন্দ-আস্বাদের ফলে এবং চিত্তের লয় ও বিক্ষেপমূলক প্রতিবন্ধক বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য-অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়।

পূর্ব্ব শ্লোকে যেমন ভক্তবর অর্জ্জুন স্বীয় আরাধ্য দেবতার মুখ্যতম 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণে জীবগণকে সেই উপাস্য-শিরোমণির শ্রীচরণে ঐকান্তিক শরণাগতিরই উপদেশ দিয়াছেন, এস্থলেও ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'কৌন্তেয়' শব্দের দ্বারা সম্বোধনকরতঃ তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়া, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে স্বীয় আশ্রয়-গ্রহণই মনোদমনের উপায় বলিয়া নির্দেশ দিলেন।

শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকেও বলিয়াছেন,—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" (ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ হে রাজন্! অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

"যোগশাস্ত্রানুসারে দেখা যায়,—

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" (পাতঞ্জল সূত্র-১২)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'মহাবাহো' সম্বোধন পূর্ব্বক ইহাই জানাইলেন যে, হে মহাবাহো! সংগ্রামে তুমি যে মহাবীরগণকেও জয় করিয়াছ, এমনকি, পিণাকপাণিও বশীকৃত হইয়াছে; তাহা দ্বারা কি হইল? যদি মহাবীর-শিরোমণি মন নামক প্রাধানিক ভট অর্থাৎ সেনাকে মহাযোগাস্ত্র (ভক্তি-যোগাস্ত্র) প্রয়োগে জয় করিতে সমর্থ হও, তখনই মহাবাহু। হে কৌন্তেয়! এই সম্বোধনেও জানাইলেন যে, তুমি ভয় পাইও না,—আমার পিতার ভগ্নী কুন্তীর পুত্র তোমাকে আমার সাহায্য করাই বিধেয়" ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—অসংযতাত্মনা (অবশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) উপায়তঃ (উপায়ের দ্বারা) যততা (যত্নশীল ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) অবাপ্তুম্ শক্যঃ (পাইতে সমর্থ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার অভিমত, কিন্তু সংযতচিত্ত-ব্যক্তি সাধনভূত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে করিতে যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস-দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি সফলযত্ন হন। যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি-দ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ চিত্তকে বশ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবলদেব—অসংযতেতি। উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত

আত্মা মনো যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। তাভ্যাং বশ্যোঽধীন আত্মা মনো যস্য তেন পুংসা, তথাপি যততা তাদৃশপ্রযত্নবতা স যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। উপায়তো মদারাধন-লক্ষণাজ্জ্ঞানাকারান্নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—'অসংযতেতি'। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত নহে আত্মা অর্থাৎ মন যাঁহার, সেই বিজ্ঞ পুরুষের দ্বারাও চিত্তবৃত্তি-নিরোধলক্ষণরূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য, অর্থাৎ যোগলাভে অক্ষম। সেই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বশীভূত অর্থাৎ অধীন আত্মা অর্থাৎ মন যাঁহার সেই পুরুষের দ্বারা, তথাপি তাদৃশ যত্নশীল পুরুষের দ্বারা, সেই যোগ লাভ করিতে সক্ষম। আমার আরাধনালক্ষণরূপ উপায় হইতে এবং জ্ঞানাত্মক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হইতেই, ইহা আমার অভিমত ॥ ৩৬ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই, তাহার পক্ষে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য—ইহা আমারও অভিমত কিন্তু যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিজ চিত্তকে বশীভূত করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে যত্নশীল অর্থাৎ আমার আরাধনারূপ ভক্তিযোগ-মূলক জ্ঞান এবং মদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যত্ন করিতে থাকেন তিনি নিশ্চয়ই আমার কৃপায় যোগসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু বহির্ম্মুখভাবে অর্থাৎ ভক্তিহীন যোগ ও জ্ঞানের চেষ্টায় ফল লাভ অসম্ভব, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুনুবাচ,—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) উপেতঃ (প্রবৃত্ত) অযতি (পরে শিথিল প্রযত্ন) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্ট-চিত্ত) যোগসংসিদ্ধিং (যোগফল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) কাং গতিং (কি গতি) গচ্ছতি ? (লাভ করেন ?) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাসের শৈথিল্যহেতু যোগ হইতে বিচলিত-চিত্ত ব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া কীদৃশী গতি লাভ করিয়া থাকেন ? ৩৭ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কহিলে, সম্যক্ যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগসিদ্ধি হয়; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যোগোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে আরূঢ় হন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না, অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়; তাহাদের কি গতি হয়? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবলদেব—জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো নিখিলোপসর্গ-বিমর্দ্দনঃ স্বপরমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসকৃদুক্তং, তস্য চ তাদৃশস্য নেহাভি-ক্রমনাশোঽস্তীতি পূর্ব্বোক্তমহিম্নস্তন্মহিমানং শ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অযতিরিতি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভেতৈব। যস্তু প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্ত্বযতিরল্পস্বধর্ম্মানুষ্ঠানযত্নবান্,— 'অনুদরা যুবতিঃ' ইতিবদল্পার্থেঽত্র নঞ্; শিথিলপ্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চ-লিতং বিষয়প্রবণং মানসং যস্য সঃ; এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাসবৈরাগ্যশৈথি-ল্যাদ্বিবিধস্য যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্বিশুদ্ধিলক্ষণামাত্মাবলোকনলক্ষণাং চাপ্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিন্তু প্রাপ্ত এব; শ্রদ্ধালুঃ কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগো-ঽপ্রাপ্তযোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি? হে কৃষ্ণ! ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—অষ্টাঙ্গযোগ-শিরস্ক জ্ঞানগর্ভ (পূর্ণ) নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ, নিখিল উপসর্গের বিনাশকারী, নিজের ও পরমাত্মার অবলোকনের উপায় হইয়া থাকে, ইহা বারবার বলিয়াছ। সেই প্রকার যোগের এখানে অভিক্রম নাশ নাই। এই পূর্ব্বোক্ত মহিমাযুক্ত তাঁহার মহিমার বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছে—'অযতিরিতি'। পুরুষ অতিশয় যত্নের সহিত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগকে লাভ করিবেই কিন্তু যিনি প্রথমে শ্রদ্ধার সহিত তাদৃশ যোগনিরূপক শ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা যুক্ত হইয়া পরে কিন্তু অযতি অর্থাৎ অল্পমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি যত্নবান্ হন—'অনুদরা যুবতি' ইহার ন্যায় এখানে (অযতি স্থানে) অল্পার্থে নঞ্ প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে। শিথিল-প্রযত্নতাহেতুই অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়প্রবণ মন যাহার সে। এইপ্রকারে স্বধর্ম্মের অনু-ষ্ঠানের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শিথিলতাহেতু বিবিধ যোগের সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিকে অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধিলক্ষণ ও আত্মাবলোকনরূপ লক্ষণকে লাভ না

করিয়া, কিছু সিদ্ধিলাভ করেই। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি কিছু কিছু স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যোগারম্ভ করিয়াও যদি যোগের ফল প্রাপ্ত না হয়, তবে দেহাবসানে হে কৃষ্ণ! তাহার কিরূপ গতিলাভ হইবে? ॥ ৩৭ ॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন এক্ষণে সপ্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অষ্টাঙ্গযোগ-শিরস্ক জ্ঞানগর্ভ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগকে নিখিল উপসর্গ বিনাশক স্বীয় এবং পরমাত্মার অবলোকনের উপায়রূপে বহুবার বলিয়াছ; এবং তাদৃশ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ হইলে আর বিনাশ নাই, ইহাও বলিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যত্নের সহিত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা পুরুষ যোগসিদ্ধি লাভ করে। যদি এরূপ হয় যে, প্রথমে যোগশাস্ত্র-নিরূপক বাক্যে শ্রদ্ধালু হইয়া যোগাভ্যাসে রত হয়, পরে 'অযতি' অর্থাৎ অল্প স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের পর শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার মন বিষয়াভিমুখী হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়-বিশুদ্ধি এবং স্বপরমাত্মাবলোকনরূপ যোগসিদ্ধি অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়, এমতাবস্থায় তাহার যদি দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে? ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—মহাবাহো! উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-পথে) বিমূঢ়ঃ (বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন) ছিন্নাভ্রম্ ইব (বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায়) ন নশ্যতি কচিৎ? (নাশপ্রাপ্ত হন না কি?) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! কর্ম্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন হওয়ায়, ছিন্নমেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হন না কি? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—সকাম-কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত যোগচেষ্টা হয় না। সকামকর্ম্মই মূঢ়লোকের পক্ষে শুভকর; যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ ও পুণ্যদ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ-প্রযুক্ত তাহার যোগসংসিদ্ধি হইল না;

অতএব ব্রহ্মলাভের যে পথ, তাহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে উভয়মার্গভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে? ৩৮॥

শ্রীবলদেব—প্রশ্নাশয়ং বিশদয়তি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নে। নিষ্কামতয়া কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানান্ন স্বর্গাদিফলম্; যোগাসিদ্ধের্নাত্মাবলোকনঞ্চ তস্যাভূৎ। এবমুভয়-স্মাদ্বিভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরালম্বঃ সন্ কিং নশ্যতি, কিম্বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। ছিন্না-ভ্রমিবেতি অভ্রং মেঘো যথা পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিচ্ছিন্নং পরমভ্রঞ্চাপ্রাপ্তমন্তরালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ। কথমেবং শঙ্কা? তত্রাহ,—ব্রহ্মণঃ পথি প্রাপ্ত্যুপায়ে যদসৌ বিমূঢ় ॥ ৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—প্রশ্নের আশয়ের বিশদ অর্থ বলা হইতেছে— 'কশ্চিদিতি' প্রশ্নে। নিষ্কামরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে স্বর্গাদি ফললাভ হইল না, যোগের অসিদ্ধিতেও আত্মার অবলোকনও তাহার হইল না, এইভাবে উভয় হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া, কোন স্থানে স্থিত হইতে না পারিয়া, নিরালম্ব হইয়া কি নষ্ট হয় অথবা নষ্ট হয় না। ছিন্ন মেঘের মতই। অভ্র অর্থাৎ মেঘ যেমন পূর্ব্বের মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যদি পরের মেঘকে অবলম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে যেমন মাঝখানেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়ই নাশের দৃষ্টান্ত। কেন এইরকম আশঙ্কা? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে—ব্রহ্মের পথেতে—প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে যেইহেতু ইনি বিমূঢ় ৩৮॥

অনুভূষণ—অর্জ্জুন তাঁহার পূর্ব্ব প্রশ্নেরই তাৎপর্য্য বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন। সকাম-কর্ম্মের দ্বারা লোকের ইহলোকে সুখ এবং স্বর্গাদিতেও সুখ লাভের আশা থাকে। কিন্তু যোগসিদ্ধির উপায়ভূত নিষ্কামকর্ম্মযোগ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি প্রথমেই ঐহিক এবং পারত্রিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বৈরাগ্যবান্ বা নিষ্কাম হইয়াছেন, পুনরায় যদি তাহার আত্মাবলোকনরূপ যোগসিদ্ধিও লাভ না হয়, তাহা হইলে ছিন্নমেঘের ন্যায় উভয়দিকই বিভ্রষ্ট হইতে হয়। এবম্বিধ বিভ্রষ্ট, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিরালম্ব ব্যক্তি ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথেও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, তাহার কি একেবারেই নাশ হইবে? না—হইবে না, ইহাই আমার সংশয়।

ছিন্নমেঘের দৃষ্টান্তে ইহাই বলিতেছেন যে, ছিন্ন মেঘখণ্ড যেমন পূর্ব্ব মেঘ-মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য-মেঘের আশ্রয় না পাইয়া মধ্যপথে বিলীন হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্‌কে এখানে অর্জ্জুন 'মহাবাহো' সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বলেন,—"সকল ভক্তগণের সকল উপদ্রব নিবারণ-সমর্থ এবং পুরুষার্থচতুষ্টয়দান-সমর্থ চারি হস্ত যাঁহার এবং প্রশ্ন-নিমিত্ত ক্রোধাভাব ও তাহার উত্তর প্রদানে সহিষ্ণুত্বও সূচিত হইয়াছে" ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—কৃষ্ণ! মে (আমার) এতৎ (এই) সংশয়ং (সন্দেহ) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (তুমি যোগ্য) ত্বদন্যঃ (তোমা ব্যতীত অপর কেহ) অস্য সংশয়স্য (এই সন্দেহের) ছেত্তা (ছেদন-কারী) ন হি উপপদ্যতে (নিশ্চয় থাকিতে পারে না) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিতে তুমিই সমর্থ, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদনের যোগ্য থাকিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ নন; কিন্তু তুমি পরমেশ্বর, অতএব সর্ব্বজ্ঞ; তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব কৃপা-পূর্ব্বক আমার এই সংশয়টি সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবলদেব—এতদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। ত্বদিতি সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাত্ত্বত্তোঽন্যোঽনীশ্বরোঽল্পজ্ঞঃ কশ্চিদৃষিঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—"এতদিতি" এখানে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার আর্ষপ্রয়োগ। অর্থাৎ ইহা ঋষিপ্রোক্ত। 'ত্বদিতি'—সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তোমা হইতে অন্য অনীশ্বর অল্পজ্ঞ কোন ঋষি ॥ ৩৯ ॥

অনুভূষণ—এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদর্জ্জুন বলিলেন—আপনি পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বজ্ঞ। কোন দেবতা বা ঋষি আপনার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নহেন। অতএব আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ নহেন" ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—পার্থ! তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ) ন এব ইহ (ইহলোকেও না) ন অমুত্র বিদ্যতে (পরলোকেও নাই) তাত হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠাতা) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি) দুর্গতিং (অধোগতি) ন গচ্ছতি (লাভ করে না) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে বিনাশ নাই, হে বৎস, যেহেতু কল্যাণপ্রাপক-যোগের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতি লাভ করে না ॥ ৪০ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্ত্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে, মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী', ও 'ভক্ত' এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মিগণকে, 'সকামকর্ম্মী' ও 'নিষ্কামকর্ম্মী',—এই দুইভাগে বিভাগ করা যায়। সকাম-কর্ম্মী সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র-সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পর্ব্বে নাই; সে পর্ব্বই 'ফল্গু'। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান-যোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্ম্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান

আছে, তাহাদ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভকরত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম-কর্ম্ম-দ্বারা জীবের যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল-অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

শ্রীবলদেব—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—পার্থেতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য যোগিন ইহ প্রাকৃতিকে লোকেঽমুত্রাপ্রাকৃতিকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদি-সুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্যতে ন ভবতি। কিঞ্চোত্তরত্র তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব। হি যতঃ কল্যাণকৃৎ নিঃশ্রেয়সোপায়ভূত-সদ্ধর্ম্মযোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিদ্রতাং ন গচ্ছতি। হে তাতেত্য-তিবাৎসল্যাৎ সম্বোধনম্। 'তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণ' ইতি-ব্যুৎপত্তেস্ততঃ পিতা 'স্বার্থিকেঽণি', তত এব তাতঃ,—পুত্রং শিষ্যঞ্চাতিকৃপয়া জ্যেষ্ঠস্তথা সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'পার্থেতি'। সেই উক্তলক্ষণসম্পন্ন যোগীর এই প্রাকৃত লোকে এবং অমুত্র—অপ্রাকৃত লোকে বিনাশ অর্থাৎ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশরূপ লক্ষণ এবং পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশরূপ লক্ষণ থাকে না অর্থাৎ হয় না। কিন্তু উত্ত-রত্র (পরে পরে) তাহার প্রাপ্তি হইবেই। যেই হেতু কল্যাণকৃৎ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সের উপায়মূলক সদ্ধর্ম্মরূপ যোগারম্ভী ব্যক্তি দুর্গতি অর্থাৎ তদুভয়ের অভাবরূপ দরিদ্রতাকে অর্থাৎ দুঃখকে ভোগ করে না। হে তাত! ইহা অতিশয় বাৎসল্যমূলক সম্বোধন "(তনোতি) বিস্তার করে আত্মাকে পুত্র-রূপে" এই ব্যুৎপত্তি হেতুই পিতা—'স্বার্থিকেঽণি'। তাহা হইতে তাত! পুত্র এবং শিষ্যকে অতিশয় কৃপাবশতঃ জ্যেষ্ঠ সেই রকম সম্বোধন করেন ॥ ৪০ ॥

অনুভূষণ—ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের জীবকল্যাণার্থ এবম্বিধ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র হইয়া পার্থ এবং 'তাত' এই দুইটি বাক্যে সম্বোধন করিলেন। 'পার্থ' (দেবরাজের প্রসাদে পৃথা হইতে উৎপন্ন) সম্বো-ধনে নিজের সহিত সম্বন্ধবন্ধের পরিচায়ক পরম আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক

এবং 'তাত' সম্বোধনকরতঃ শ্রীগুরুদেব যেমন শিষ্যকে স্নেহভরে 'তাত সম্বোধন করেন সেইরূপ নিজ প্রিয় সখার প্রতি সেইরূপ একান্ত-স্নেহের পরিচয় দিয়া বলিলেন।

যিনি বিষয়-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্মযোগ অবলম্বনকরতঃ যোগসিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই ভ্রষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহার কখনই দুর্গতি লাভ হইবে না কারণ তিনি নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়ভূত কল্যাণ-মূলক যোগ আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে "নেহাভি-ক্রমনাশো" 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছিলেন যে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজন করিতে গিয়া যদি পতন হয়, তাহা হইলে হরিভজনও হইল না আর স্বধর্ম্ম-পালনও হইল না।

তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"
"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥ ভাঃ—১।৫।১৭-১৮) ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (পাইয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহুসংবৎসর) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারসম্পন্ন) শ্রীমতাং (ধনবানগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট-ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের যোগ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহু সংবৎসর বাস-সুখ অনুভবকরত সদাচারসম্পন্ন ধনবান-গণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—অষ্টাঙ্গযোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রষ্ট' ও 'চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট'। অল্পাভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন, তিনি সকাম পুণ্যবান-দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক-সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণাদির গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনিবণিগাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীবলদেব—ঐহিকীং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ,—প্রাপ্যেতি। যাদৃশ-বিষয়স্পৃহয়া স্বধর্ম্মে শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোঽয়ং তাদৃশান্ বিষয়ানাত্মো-দ্দেশ্যকনিষ্কামস্বধর্ম্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীভিস্তদ্ভোগতৃষ্ণাবিনিবৃত্তিস্তাবতীঃ শাশ্বতীঃ বহ্বীঃ সমাঃ সম্বৎসরাংস্তেষু লোকেষূষিত্বা স্থিত্বা তদ্ভোগবিতৃষ্ণস্তেভ্যো লোকেভ্যঃ শুচীনাং সদ্ধর্ম্মনিরতানাং যোগার্হাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে পূর্ব্বারব্ধযোগ-মাহাত্ম্যাৎ স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত ইত্যল্পকালারব্ধযোগাদ্ভ্রষ্টস্য গতিরিয়ং-দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঐহিক অর্থাৎ ইহ লোকের সুখ ও সম্পত্তির বিষয় বলা হইতেছে—'প্রাপ্যেতি'। যাদৃশ বিষয়-স্পৃহার দ্বারা স্বধর্ম্মে শিথিল হইয়া যোগ হইতে বিচ্যুত, ইনি তাদৃশ বিষয়গুলিকে আত্মার উদ্দেশ্যমূলক নিষ্কাম-স্বধর্ম্ম ও যোগারম্ভের মাহাত্ম্য দ্বারা পুণ্যকৃত-অশ্বমেধাদি-যজ্ঞাবলম্বিগণের প্রাপ্য লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করেন। সেইগুলি ভোগ করিতে করিতে যতকাল পর্য্যন্ত সেই ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ কালপর্য্যন্ত শাশ্বতী অর্থাৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বহু সম্বৎসর সেই লোকে (পুণ্যার্জিত ধামে) থাকিয়া সেই ভোগের পর বিতৃষ্ণ হইয়া থাকেন। তারপর সেই লোক অর্থাৎ পুণ্যার্জিত ধাম হইতে শুচিদিগের অর্থাৎ সদ্-ধর্ম্ম-নিরত যোগার্হ শ্রীমান্ ধনীদিগের গৃহে, পূর্ব্বের আরব্ধযোগ-মাহাত্ম্য বশতঃ সে যোগভ্রষ্ট হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। ইহা অল্পকালারব্ধ-যোগভ্রষ্টের এই গতি প্রদর্শিত হইল ॥ ৪১ ॥

অনুভূষণ—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কুত্রাপি কখনই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না, কোথায়ও

তাহার বিনাশ নাই। যদি এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, তাহা হইলে তাঁহাদের কি গতি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যাঁহারা অল্পকাল যোগ-অভ্যাসের পর, ভোগবাসনাক্রান্ত হইয়া বিষয়স্পৃহাবশতঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল-প্রযত্ন হন, তাঁহারা প্রথমে সেই বিষয়সমূহ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম-স্বধর্ম্ম যাজন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই মহাত্ম্যবশতঃই যেমন গীতায় পূর্ব্বে বলিয়াছেন "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" শ্লোকের বিষয়-অনুসারে অধোগতি লাভ না করিয়াই, অল্পকালবশতঃ সেই মহৎ-ধর্ম্মের অভ্যাস-ফলেই অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য পুণ্যলোক-সমূহ অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাসপূর্ব্বক বহু বৎসর ভোগ-সুখাদি করিয়া, পরিণামে সেই ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া, তথা হইতে শুচি অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মনিরত যোগাভ্যাসের যোগ্য ব্রাহ্মণ অথবা অর্থাৎ শ্রীমান্—ধনী বা রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে তিনি সদাচার সম্পন্ন হইয়া পুনরায় যোগানুষ্ঠান-ফলে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—'সেক্ষেত্রে পক্বযোগীর ভোগেচ্ছা হইলে যোগভ্রংশে ভোগই। কিন্তু পরিপক্ব যোগীর ভোগেচ্ছার অসম্ভবতা-হেতু মোক্ষই। কোন কোন পরিপক্ব যোগীর কিন্তু দৈবাৎ ভোগের ইচ্ছা হইলে কর্দ্দম, সৌভরি প্রভৃতির উদাহরণে ভোগও কথিত হয়।"

কর্দ্দম ঋষির ভোগের বিষয় শ্রীভাগবতে ৩।২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সৌভরি ঋষির ভোগের কথাও শ্রীভাগবতে ৯।৬।৩৯-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—অথবা যোগিনাম্ (যোগীদিগের) ধীমতাম্ এব (ধীমানগণেরই) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মলাভ করেন), ঈদৃশম্ যৎ জন্ম (এইরূপ জন্ম) এতৎ হি (ইহা) লোকে (ইহ জগতে) দুর্ল্লভতরং (নিরতিশয় দুর্ল্লভ) ॥৪২॥

অনুবাদ—অথবা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জন্ম ইহলোকে নিরতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৪২ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—চিরাভ্যাসের পর যাঁহার যোগ ভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানী-যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার সৎকুলে জন্ম লাভ করা

দুর্লভতর বলিয়া জানিবে ; যেহেতু, তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ-বশতঃ জীবের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা ॥ ৪২ ॥

শ্রীবলদেব—চিরারব্ধাদ্‌যোগাদ্‌ভ্রষ্টস্য গতিমাহ,—অথবেতি। যোগিনাং যোগমভ্যসতাং ধীমতাং যোগদেশিকানাং কুলে ভবত্যুৎপদ্যতে। দ্বিবিধং জন্ম স্তৌতি,—এতদিতি। যোগার্হাণাং যোগমভ্যসতাঞ্চ কুলে পূর্ব্বযোগ-সংস্কারবলকৃতমেতজ্জন্ম প্রাকৃতানামতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ—বহুকাল পর্য্যন্ত আরব্ধ যোগী যদি সেই যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার গতির (ফল লাভের) কথা বলা হইতেছে—'অথবেতি'। যোগীদিগের অর্থাৎ যোগাভ্যাসকারী ধীমান্ যোগোপদেশকদের কুলে পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। দুইপ্রকার জন্ম সম্পর্কে বলা হইতেছে—'এতদিতি'। যোগার্হ এবং যোগাভ্যাস-নিরতদের কুলে পূর্ব্ব-যোগের সংস্কারের বলে লভ্য এই জন্ম প্রাকৃত লোকের পক্ষে অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৪২ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বশ্লোকে অল্পকালাভ্যস্ত যোগীর কথা বলিয়া এক্ষণে চিরকালাভ্যস্ত যোগভ্রষ্টের কথা বলিতেছেন যে, তাঁহারা যোগাভ্যাসকারী যোগবিৎ ধীমান্ যোগিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এস্থলে উভয় প্রকার যোগভ্রষ্টের মধ্যে তারতম্য এই যে, যাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিষয়-ভোগের বাসনা উদিত হওয়ায় ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা যোগার্হ অর্থাৎ যোগাভ্যাসের যোগ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন, আর যাঁহারা যোগারূঢ়াবস্থা হইতে কোন কারণে ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা যোগাভ্যাসকারী যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, এবং স্বভাবতঃই যোগনিষ্ঠ হইয়া উত্তমাগতি প্রাপ্ত হন। সুতরাং পূর্ব্ব যোগসংস্কারবশতঃ প্রাপ্ত এইরূপ জন্ম, প্রাকৃত লোকের পক্ষে অতিশয় দুর্ল্লভ। তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, কল্যাণকৃৎ অর্থাৎ মঙ্গলময় যোগানুষ্ঠানকারীর কোন দুর্গতি হয় না।

নিমিরাজ, জনক প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—কুরুনন্দন! তত্র (তাহাতে) পৌর্ব্বদৈহিকম্ (পূর্ব্বদেহজাত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (বুদ্ধিযোগ) লভতে (লাভ করেন) ততঃ চ

(তদনন্তর) ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ (অধিক সিদ্ধিলাভের জন্য) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার জন্মেই পূর্ব্বদেহজাত সেই পরমাত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন ; তদনন্তর সিদ্ধিলাভার্থ অধিকতর যত্ন করেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্ব-দৈহিক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন ; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগ-সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবলদেব—আমুত্রিকীং স্থখসম্পত্তিং বক্তুং পূর্ব্বসংস্কারহেতুকং সাধন-মাহ,—তত্রেতি। তত্র দ্বিবিধে জন্মনি, পৌর্ব্বদৈহিকং পূর্ব্বদেহে ভবম্, বুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মস্বাত্মপরমাত্মবিষয়া সংযোগং সম্বন্ধং লভতে। ততশ্চ হৃদ্বিশুদ্ধিস্বপরমাত্ম বলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে স্বাপোত্থিতবদ্ভূয়ো বহুতরং যততে, যথা পুনর্বিঘ্নহতো ন স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পারলৌকিক স্থখ ও সম্পত্তির বিষয় বলিবার জন্যই পূর্ব্ব-সংস্কারমূলক সাধনের কথা বলা হইতেছে—'তত্রেতি'। সেই দুইপ্রকার জন্মেতে, পৌর্ব্বদেহিক অর্থাৎ পূর্ব্বদেহে উৎপন্ন, স্বধর্ম্মের বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় আত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ লাভ করা যায়। তারপর হৃদয়ের বিশুদ্ধিতার দ্বারা স্বীয় ও পরমাত্মার অবলোকনরূপ সংসিদ্ধিতে অর্থাৎ নিমিত্তে নিদ্রা হইতে উত্থিতের ন্যায় পুনরায় বহুতর যত্ন করে, যাহাতে পুনরায় বিঘ্নের দ্বারা হত না হয় ॥ ৪৩ ॥

অনুভূষণ—পূর্ব্বোক্ত উভয় জন্মেই পূর্ব্বদেহজাত সংস্কার-ফলে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং স্ব-পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠামূলক বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তিনি নৈসর্গিক স্বভাবক্রমে চিত্তশুদ্ধি এবং স্ব-পরমাত্মাবলোকনরূপ সংসিদ্ধির নিমিত্ত নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অধিকতর যত্নবিশিষ্ট হন, যাহাতে পুনরায় আর বিঘ্নের দ্বারা হত না হয়। স্থতরাং মঙ্গলানুষ্ঠাতার কোন ক্রমেই দুর্গতি বা বিনাশ নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজর্ষি ভরতের দৃষ্টান্তও এস্থলে স্মরণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"দেহে স্বধাতুর্বিগমেঽনুবিশীর্য্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্য্যতেঽজঃ" ॥ ২।৭।৪১ ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"যদি ভক্তিযোগ ও জ্ঞানাদি সাধন করিতে করিতে প্রয়োজন লাভের পূর্ব্বেই দেহভঙ্গ হয়, তাহা হইলেও ভক্তিজ্ঞানাদির সাধনবাসনানুযায়ী সমুচিত স্থানে পুনরায় তত্তৎ-সাধনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া সাধনা-দ্বারা পরজন্মে সিদ্ধিলাভ হইবে" ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—হি (ইহা প্রসিদ্ধ যে) তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (সেই পূর্ব্ব-দেহার্জ্জিত অভ্যাসের দ্বারাই) অবশঃ অপি (কোন বিঘ্ন-হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও) সঃ (তিনি) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগস্য (যোগ-বিষয়ের) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জিজ্ঞাসু মাত্র হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদশাস্ত্র-কথিত কর্ম্মমার্গ) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—কোন অন্তরায়-হেতু মোক্ষসাধন-বিষয়ে অনিচ্ছুক হইলেও পূর্ব্ব-দেহার্জ্জিত সংস্কার-প্রভাবেই তিনি মোক্ষপথে আকৃষ্ট হন, তিনি যোগ-বিষয়-জিজ্ঞাসুমাত্র হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ তৎপ্রাপ্য ফল হইতে উৎকৃষ্টতর ফল প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—নিসর্গ-বশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম-কর্ম্মমার্গে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীবলদেব—তত্র হেতুঃ,—তেনৈব যোগবিষয়কেণ পূর্ব্বাভ্যাসেন স যোগী হ্রিয়তে আকৃষ্যতে—অবশোঽপি কেনচিদ্বিঘ্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ। হীতি প্রসিদ্ধোঽয়ং যোগমহিমা। যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম সকামকর্ম্মনিরূপকং বেদমতিবর্ত্ততে, তং ন শ্রদ্দধাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেখানে, হেতু,—'পূর্ব্বেতি' সেই যোগবিষয়ক পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারাই সেই যোগী আকৃষ্ট হয়। অবশ হইয়াও অর্থাৎ কোন বিঘ্নের দ্বারা যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও, 'হি' ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ—এই যোগমহিমা।

যোগের জিজ্ঞাসু হইয়াও কিন্তু যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া **শব্দব্রহ্ম** অর্থাৎ সকামকর্ম্মনিরূপক বেদকে অতিক্রম করে অর্থাৎ বেদকে অর্থাৎ সকামকর্ম্ম-বিষয়ক ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে না ॥ ৪৪ ॥

অনুভূষণ—যদি কেহ মনে করেন যে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ-যোগিগণের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের ফলে যোগসাধন স্বাভাবিকরূপে উদিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ধনী বণিক বা রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তো বিষয়ভোগ অন্তরায়স্বরূপে উপস্থিত হইয়া, যোগসাধনে অরুচি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে এই সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা হইতেছে যে, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্কাম-ভগবদর্পিত যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মে কোন অন্তরায়বশতঃ যদি অনিচ্ছার উদয়ও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার-প্রভাব অনিচ্ছাকে পরাভূত করিয়া এবং অন্তরায় অতিক্রম করাইয়া, মোক্ষসাধনে যত্নবান্ হইতে আকৃষ্ট করিবে। এমন কি, যাঁহারা যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু-মাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদেরও আর সকামকর্ম্ম-নিরূপক বেদ-বাক্যে শ্রদ্ধা থাকে না। কর্ম্মকাণ্ডে অরুচি তাঁহাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (যত্নসহকারে যত্নশীল) যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরা গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যত্নসহকারে অধিকতর যত্নশীল যোগী ক্রমশঃ নিষ্পাপ এবং বহুজন্মার্জ্জিত যোগাভ্যাস-দ্বারা সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—তখন প্রকৃষ্টযত্ন-সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ব হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক-জন্ম-পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন;—ইহাই যোগীর আমুত্রিক ফল ॥৪৫॥

শ্রীবলদেব—অথামুত্রিকীং সুখসম্পত্তিমাহ,—প্রযত্নাদিতি। পূর্ব্বকৃতাদপি প্রযত্নাদধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ব্ববিঘ্নভয়াৎ প্রযত্নাধিক্যং কুর্ব্বন্ যোগী তেনোপ-

চিত্তেন প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিল্বিষো নির্ধৌতনিখিলান্যবাসনঃ ; এবমনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ পরিপক্কযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরাত্মাবলোক-লক্ষণাং গতিং মুক্তিং যাতি ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—তারপর আমুত্রিক অর্থাৎ পরজন্মের সুখ ও সম্পত্তির বিষয় বলা হইতেছে—'প্রযত্নাদিতি'। পূর্ব্বজন্মে কৃত-প্রযত্ন হইতেও অধিক যত্নশীল ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের বিঘ্নের ভয়ে অধিক যত্ন করিতে করিতে যোগী সেই অধিক প্রযত্নের দ্বারা সংশুদ্ধ-কিল্বিষ অর্থাৎ নিখিল অন্য বাসনাকে নিঃশেষরূপে নির্ধৌত করিয়া ; এইপ্রকারে বহু জন্মের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ যোগ-পরিপক্ক ব্যক্তি যোগের পরিপাক হইতেই পরা অর্থাৎ স্বীয় ও পরমাত্মার অবলোকনরূপ গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

অনুভূষণ—যোগভ্রষ্ট-যোগী পূর্ব্বজন্মে যেরূপ যত্ন-সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমানে পূর্ব্ববিঘ্নের ভয়ে অধিকতর যত্নবান্ হইয়া যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং বর্ত্তমান জন্মের অধিকতর যত্নের ফলে যোগের প্রতিবন্ধক সমুদয় বাসনা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া সংশুদ্ধ-কিল্বিষ হন। এই প্রকারে জন্মজন্মান্তরীয় সাধনার ফলে পরিপক্ক-যোগী যোগের পরিপক্কতাহেতু স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মার অবলোকনরূপ পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকর্দ্দমঋষির উক্তিতেও পাই,—

"বহুজন্ম-বিপক্কেন সম্যগ্ যোগসমাধিনা দ্রষ্টুং
যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্।" (৩।২৪।২৮)

অর্থাৎ যতি নির্জ্জন-স্থানে বহু-জন্মাবধি চিত্তের একাগ্রতা সুসিদ্ধ করিয়া যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—(মদ্ভক্তযোগানুষ্ঠাতা) যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) চ (এবং) কর্ম্মিভ্যঃ (কর্ম্মিগণ হইতে) যোগী অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার মত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জ্জুন ! যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—(আমাকর্ত্তৃক বর্ণিত) যোগী তপস্বিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত ; অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি (সেইরূপ) যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকামকর্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ ; সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা 'যোগী' শ্রেষ্ঠ ; সকাম-কর্ম্মী অপেক্ষা 'যোগী'ই শ্রেষ্ঠ, যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি 'যোগী' হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব—এবং জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষহেতুস্তাদৃশাদ্যোগাদ্বিভ্রষ্টস্যান্ততস্তৎফলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং স্তৌতি ;—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রাদিতপঃপরেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যোঽর্থশাস্ত্রবিদ্ভ্যঃ কর্ম্মিভ্যঃ সকামেষ্টাপূর্ত্তাদিকৃদ্ভ্যশ্চ যোগী মদুক্তযোগানুষ্ঠাতাধিকঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ। আত্মজ্ঞানবৈধুর্য্যেণ মোক্ষানর্হেভ্যস্তপস্ব্যাদিভ্যো মদুক্তো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানত্বেন মোক্ষার্হত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই জাতীয় অষ্টাঙ্গ-যোগশিরস্ক জ্ঞানগর্ভ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ মোক্ষের হেতু। তাদৃশযোগ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তির অন্ততঃ সেই ফলই হইবে, ইহা বলিয়া সেই যোগীর প্রশংসা করা হইতেছে—'তপস্বিভ্য ইতি'। কৃচ্ছ্রাদিতপস্যা-পরায়ণ তপস্বিগণ হইতেও, অর্থশাস্ত্রবিদ্ জ্ঞানিগণ হইতেও কামনার সহিত ইষ্টাপূর্ত্তিমূলক কর্ম্মকারী কর্ম্মিগণ হইতেও যোগী অর্থাৎ আমার কথিত যোগানুষ্ঠাতা অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। আত্মজ্ঞানের বৈধুর্য্যবশতঃ মোক্ষের অযোগ্য তপস্বী প্রভৃতি হইতেও আমার কথিত যোগী সমুদিত আত্মজ্ঞানহেতু মোক্ষের যোগ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৬ ॥

অনুভূষণ—অনেকের ধারণা কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী ও যোগী সকলে সমান, কিন্তু এই বিচার যে ঠিক নহে, তাহা শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত এই শ্লোকে নিরূপিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিলেন যে, অষ্টাঙ্গ-যোগশিরস্ক জ্ঞানগর্ভ-নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ মোক্ষের হেতু এবং তাদৃশ যোগ-সাধন করিতে করিতে বিভ্রষ্ট-ব্যক্তির অন্তে অর্থাৎ পরিণামে সেই ফল লাভ হয় বলিয়া, এক্ষণে সেই যোগীর প্রশংসাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, কৃচ্ছ্রাদিপরায়ণ তপস্বী হইতে, অর্থশাস্ত্রবিৎ জ্ঞানী হইতে, সকাম ইষ্ট, পূর্ত্তাদি-কর্ম্মকারী কর্ম্মী হইতে আমার কথিত যোগানুষ্ঠানকারী যোগী শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ মোক্ষের

অযোগ্য তপস্বী প্রভৃতি হইতে মৎকথিত যোগী সমুদিত-আত্মজ্ঞানী বলিয়া মোক্ষের যোগ্য হওয়ায়, শ্রেষ্ঠ।

শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে কথিত "স যোগী পরমো মতঃ" বাক্যের সমাধান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (আমাতে আসক্ত মনের দ্বারা) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং যোগিনামপি (যাবতীয় যোগিগণ অপেক্ষাও) যুক্ততমঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (এই আমার মত) ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—মদ্গতযুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণ মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীভক্তিবিনোদ—যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ-মানবদিগের মধ্যে সকামকর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা—'যোগী'। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয় ; যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম ; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ক্রমরূপ

'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ-ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ' তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে ভক্তিযোগ-রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না; অতএব যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগই তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা'। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেইপ্রকার যোগী হও ॥৪৭॥

শ্রীভক্তিবিনোদ—ষষ্ঠাধ্যায়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরমাংশ কথিত হইয়াছে। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে আরোহণ-কালে ঐ যোগ কর্ম্মপ্রধান থাকে। আরূঢ় হইলে উহা আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানমার্গীয় অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বে সমাধিরূপ ফল উৎপাদন করে। যুক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ পরমাত্মধ্যান বৃদ্ধি করিতে করিতে মন প্রত্যাহৃত হইলে অবান্তর-ফল-স্বরূপ সিদ্ধি ও বিভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ চিৎসুখের উদয় হয়;—ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরম ফল। এই যোগ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাহাদের পতন হয় অর্থাৎ বিষয়ান্তরাকর্ষণরূপ ভ্রষ্টতা বা মৃত্যু হয়, তাহারাও অনেক-জন্মে উক্ত যোগফল লাভ করে, তাহাদের পূর্ব্বচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। অতএব সকাম-মার্গীয় তপঃ, কেবল চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বনিশ্চায়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সাংখ্যজ্ঞান ও সকামকর্ম্ম—ইহারা সমস্তই তুচ্ছ। এই তিনপ্রবৃত্তিকে আত্মাব-লোকন-স্পৃহা-শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলে তত্তৎক্ষুদ্রফলকামনারহিত যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হয়, সেই যোগ তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই যোগ অবস্থা-ভেদে আকারত্রয় ধারণ করে। আরুরুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মযোগ, আরূঢ়-অবস্থার প্রথমে জ্ঞানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আর একপ্রকার ভক্তিযোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ-স্কন্ধের বাক্যানুসারে স্থির হয় যে, যে-সময়ে মানবের হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়, সেই সময়েই দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের উদয় হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে ফলনির্ব্বেদ হইলে প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগ হয়; তদপেক্ষা দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগের নাম—নির্ব্বেদজনিত ভক্তিযোগ, এবং দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের নাম—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ। তাহা উদিত হইলে পর উভয়প্রকার ভক্তিযোগই একই আকার ধারণ করে। শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই জীবের সহজ; তাহা মধ্য ছয় অধ্যায়ে কথিত হইবে।

ইতি—ষষ্ঠ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভাষা-ভাষ্য' সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবলদেব—তদিত্থমাদ্যেন ষট্কেন সনিষ্ঠস্য সাধনানি জ্ঞানগর্ভাণি নিষ্কামকর্ম্মাণি যোগশিরস্কান্যভিধায় মধ্যেন পরিনিষ্ঠিতাদের্ভগবচ্ছরণাদীনি সাধনান্যভিধাস্যন্ তস্মাত্তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাবেদকং তৎসূত্রমভিধত্তে,—যোগিনামিতি,—পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠীয়ম্ তপস্বিভ্য ইতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ;—ন চ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীয়মস্ত,—বক্ষ্যমাণস্য যোগিনস্তপস্ব্যাদিবিলক্ষণক্রিয়ত্বেন তেষ্বনন্তর্ভাবাৎ। যদ্যপি তপস্ব্যাদীনাং মিথো ন্যূনাধিকতাভাবোঽস্তি, তথাপ্যবরত্বং তস্মাৎ সমানম্, স্বর্ণগিরেরিব তদন্যেষামুচ্চাবচানাং গিরীণামিতি। যঃ শ্রদ্ধাবান্মদ্ভক্তিনিরূপকেষু শ্রুত্যাদিবাক্যেষু দৃঢ়বিশ্বাসঃ সন্ মাং নীলোৎপলশ্যামলমাজানুপীবরবাহুং সবিতৃকরবিকসিতারবিন্দেক্ষণং বিদ্যুতুজ্জ্বলবাসসং কিরীটকুণ্ডলকটককেয়ুরহারকৌস্তুভনূপুরৈঃ বনমালয়া চ বিভ্রাজমানং স্বপ্রভয়া দিশো বিতমিস্রাঃ কুর্ব্বাণং নিত্যসিদ্ধ-নৃসিংহরঘুবর্য্যাদিরূপং সর্ব্বেশ্বরং স্বয়ং ভগবন্তং মনুষ্যসংনিবেশিবিভুবিজ্ঞানানন্দময়ং যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণাদিশব্দৈরভিধীয়মানং সার্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বর্য্যসত্যসঙ্কল্পাশ্রিতবাৎসল্যাদিভিঃ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যাদিভিশ্চ গুণরত্নৈঃ পূর্ণং ভজতে শ্রবণাদিভিঃ সেবতে, মদ্গতেন মদেকাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা বিশিষ্টস্তিলমাত্রমপি মদ্বিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ; মদ্ভক্তঃ সর্ব্বেভ্যস্তপস্ব্যাদিভ্যো যোগিভ্যো মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাণি বস্তূনি যুগপৎ পশ্যতো যুক্ততমোঽভিমতঃ;—তপস্যাদিযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ততরঃ মদেকভক্তো যুক্ততম ইত্যর্থঃ। অত্র

ব্যাচষ্টে,—নন্থ যোগিনঃ সকাশান্ন কোঽপ্যধিকোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ,—যোগিনামিতি। যোগারোহতারতম্যাৎ কর্ম্মযোগিনো বহবস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধ্যারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদিভক্তিমাংস্তু যুক্ততম ইতি। 'ভক্তি' শব্দঃ—সেবাভিধায়ী ;—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা 'ভক্তি' শব্দেন ভূয়সী" ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ—"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি" ইতি, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি, "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি, "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ইতি চৈবমাদ্যাঃ। সা চ ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা ;—"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ শ্রবণাদিক্রিয়ারূপত্বং তু চিৎসুখমূর্ত্তেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্—শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেশ্চিদানন্দত্বন্তন্নুবৃত্ত্যানুভাব্যং সিতানুসেবয়া পিত্তবিনাশে তন্মাধুর্য্যমিবেতি ॥ ৪৭ ॥

গীতাকথাসূত্রমবোচদাদ্যে কর্ম্ম দ্বিতীয়াদিষু কামশূন্যম্।
তৎ পঞ্চমে বেদনগর্ভমাখ্যন্ ষষ্ঠে তু যোগোজ্জ্বলিতং মুকুন্দঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ—অতএব এই প্রকারে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ের দ্বারা সনিষ্ঠ-সাধকের অষ্টাঙ্গযোগশিরস্ক জ্ঞানগর্ভ নিষ্কামকর্ম্মের সাধনগুলির বিষয় বলিয়া মধ্যের দ্বারা পরিনিষ্ঠিত ভক্তের ভগবচ্ছরণাদি সাধনাদির কথা বলিবেন বলিয়া, তাহা হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক সেই একটি সূত্র বলিতেছেন, 'যোগিনামিতি'। (পঞ্চমীর অর্থে এই ষষ্ঠী বিভক্তি 'তপস্বিভ্য ইতি' এই পূর্ব্বের উপক্রম অনুসারে, এখানে নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী হউক, ইহা বলা সঙ্গত নহে। কারণ বক্ষ্যমাণ্ যোগীর তপস্যাদিবিলক্ষণ-ক্রিয়াহেতু তাহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। যদিও তপস্যাদির মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক-ভাব বর্ত্তমান থাকে তথাপি অবরত্ব হিসাবে তাহা হইতে সমান। স্বর্ণময় পর্ব্বতের মত অন্য ছোটবড় পর্ব্বতের মধ্যে)। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আমার

ভক্তি নিরূপণ করে, এই জাতীয় শ্রুতিমূলক-বাক্য প্রভৃতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া, আমাকে নীল-উৎপলদলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ, আজানুলম্বিত স্থূলবাহু-যুক্ত, সূর্য্যকিরণের দ্বারা বিকশিত পদ্মলোচন, বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল বসন-ধারী, কিরীট, কুণ্ডল, কটক, কেয়ূরহার ও কৌস্তুভ, নূপুরের দ্বারা ও বন-মালার দ্বারা সুশোভিত, নিজস্ব প্রভার দ্বারা দশদিগ্‌কে বিতমিস্রা অর্থাৎ অন্ধকারশূন্যকারী নিতসিদ্ধ নৃসিংহ-রঘুবর-রামচন্দ্রাদিরূপ বিশিষ্ট সর্ব্বেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্ মনুষ্যরূপে প্রকটিত বিভু ও বিজ্ঞানানন্দময় যশোদার স্তন্যপায়ী, কৃষ্ণাদি শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান সর্ব্বজ্ঞ ও সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সত্যসংকল্প আশ্রিত-বাৎল্যাদির দ্বারা এবং সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লাবণ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ-সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ স্বরূপকে ভজনা করে অর্থাৎ শ্রবণমননাদির দ্বারা সেবা করে। মদ্গতচিত্ত অর্থাৎ আমার প্রতি একমাত্র আসক্তিপূর্ণ অন্তরাত্মা—মনের দ্বারা বিশিষ্ট, তিলমাত্র সময়ও আমার বিয়োগে অসহনীয় হইয়া ইত্যর্থ। আমার ভক্ত সকল-তপস্বী প্রভৃতি ও যোগী প্রভৃতি হইতেও সর্ব্বেশ্বর-স্বরূপ আমাতেই যুগপৎ সমস্ত বস্তুগুলি দেখেন, তিনিই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সমস্ত যোগিগণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। তপস্যাদিযুক্ত নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ততর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্ততম অপেক্ষায় কিছু ন্যূন কিন্তু আমার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তই যুক্ততম বলিয়া জানিবে। এখানে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রশ্ন—যোগীদের চেয়ে কেহই অধিক নহে, যদি ইহা বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—'যোগিনামিতি'। যোগারোহণের তারতম্য-হেতু সেই সকল কর্ম্মযোগী হইতেও ধ্যানারূঢ়—যুক্ত, সমাধিতে আরূঢ় বিশিষ্ট হইলে, তিনি যুক্ততর; কিন্তু শ্রবণাদি-ভক্তিমান্ কিন্তু যুক্ততম বলিয়া জানিবে, 'ভক্তি'-শব্দ সেবার অভিধায়ী অর্থাৎ পরিচায়ক, কারণ "ভজ্ এই ধাতুর অর্থ সেবাতেই অর্থাৎ সেবা অর্থেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব পণ্ডিতগণ 'সেবা' শব্দকে বার বার 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন"—এই স্মৃতি-অনুসারে। এই ভক্তি-সম্পর্কে শ্রুতি বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাভক্তি ও ধ্যানযোগ হইতেই জানিবে" ইতি। "যাঁহার দেবে অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, যেমন দেবতায় অর্থাৎ শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুতে, সেই মহাত্মার সম্পর্কে এই সমস্ত কথিত অর্থসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। "ভক্তি—ইঁহার ভজন অর্থাৎ

শ্রীভগবানে ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধীয় উপাধির নিরসনের দ্বারা ইহাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে মনের কল্পন অর্থাৎ নিবিষ্টতা—ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য” ইতি। “আত্মাকেই পরলোক মনে করিয়া উপাসনা করা উচিত” ইতি, “আত্মাকে বিশেষরূপে দেখিবে, শুনিবে, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত হে মৈত্রেয়ি” ইহা এবং আরও আছে। সেই ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূতা বলিয়া জানিবে। “বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ একরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করে”—এইশ্রুতি, সেই ভক্তির শ্রবণাদিক্রিয়ারূপত্ব কিন্তু চিৎসুখমূর্ত্তি সর্ব্বেশ্বরের কুন্তলাদির চিহ্নের মতই জানিবে। শ্রবণাদিরূপা ভক্তির চিদানন্দত্ব কিন্তু অনুবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ অনুকূল সেবার দ্বারা অনুভাব্যা অর্থাৎ জন্মাইতে হইবে, মিশ্রির সেবা (ভক্ষণের)-দ্বারা পিত্তের বিনাশ হইলে যেমন মাধুর্য্য হয়, তেমন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমুকুন্দ কর্ত্তৃক প্রথমাধ্যায়ে গীতার কথাসূত্র বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়াদি-অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে বেদনগর্ভের কথা অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রদীপ্ত যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি—ষষ্ঠাধ্যায়ের শ্রীমদ্গীতোপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—

“তবে যোগিগণের তুলনায় কেহও অধিক নাই কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন —এরূপ বলিও না—‘যোগিনাং’ ইত্যাদি। নির্দ্ধারণের অ যোগে পঞ্চমী অর্থে ষষ্ঠী—‘তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিক’—এই পঞ্চমীর অর্থক্রমে—যোগিগণের হইতে এই অর্থ। কেবলমাত্র একপ্রকার যোগী হইতে নহে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার—নানাবিধ—যোগারূঢ়, সংপ্রজ্ঞাতসমাধি, অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমন্ত যোগিগণ হইতে, অথবা—যোগ—উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ, ভক্তি আদি যুক্তগণের মধ্যে যে আমাকে ভজন করে, আমার ভক্ত হয় সে যুক্ততম—উপায়বত্তম। কর্ম্মী, তপস্বী এবং জ্ঞানী ইহারাও যোগী বলিয়া স্বীকৃত আর অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক যোগী কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিমান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই অর্থ। যেরূপ শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে (ভাঃ—৬।১৪।৫) —‘হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ’ ॥

পরবর্ত্তী আট অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে তাহার সূত্ররূপ এই শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠবিভূষণ। প্রথমে শাস্ত্রশিরোমণি গীতার কথাসূত্র, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থে অকামকর্ম্ম, পঞ্চমে জ্ঞান, ষষ্ঠে যোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই ছয় অধ্যায় প্রধানভাবে কর্ম্মের নিরূপক।"

শ্রীল মহারাজ তাঁহার অনুবর্ষিণীতে লিখিয়াছেন,—

"সকল প্রকার যোগী হইতে ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তি দুই প্রকার— কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম ফলে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য হইলে প্রথম প্রকার ভক্তিযোগ হয়। আর যখন মানবের হরি কথায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিযোগ হয়। শ্রদ্ধাজনিত ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ—তাহা শ্রীভগবান্ 'শ্রদ্ধাবান্' শব্দের উল্লেখে জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়— 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥' ১১।২০।৯—অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকাল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে,—'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' ১।২।১১ অর্থাৎ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—স্বয়ং ভগবান্। তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' গীঃ—১০।২৭ অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। আর পরমাত্মা তাঁহার অংশ— 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' গীঃ—১০।৪২ "ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপ্রাপ্তি দেখা যায় না বলিয়া ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব হইলেও ভগবত্ত্বই মূল। অতএব ব্রহ্মো-পাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ—এই তারতম্য গীতায় দৃষ্ট হয়—'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী'—'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' গীঃ—৬।৪৬-৪৭।"
—শ্রীবিশ্বনাথ।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥" চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।

অনুভূষণ—এই অধ্যায়ের উপসংহার-কালে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোক্ত কথার মীমাংসায় সকলপ্রকার যোগী অপেক্ষাও যে ভক্ত-যোগী শ্রেষ্ঠ তাহাই নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন।

এখানে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যোগী কাঁহারা? নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী—ইঁহারাই 'যোগী'-শব্দ-বাচ্য। সকামকর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ী কর্ম্মীদিগকে যোগী বলা যায় না। সুতরাং এই চারিপ্রকার যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগাবলম্বী ভক্তযোগীই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যুক্ততম; তাহাই জানাইলেন। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, সেই ভক্তযোগী কে? সে-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, মদ্গতচিত্ত-বিশিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যাবতীয় যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্ণগিরি যেমন অন্যান্য উচ্চ, নীচ গিরি হইতে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ।

এক্ষণে দেখা যাক্, সেই শ্রদ্ধালু ভজনকারী ব্যক্তিকে কিরূপে জানা

যাইবে ? এতৎ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যিনি শ্রদ্ধাবান্—আমার ভক্তিনিরূপক শ্রুত্যাদিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবান্ হইয়া, আমাকে নীলোৎপল-শ্যামল, আজানু-লম্বিত, পীবর বাহু, সৌরকর-মুখরিত ইন্দীবর নয়ন, কিরীটকুণ্ডলকেয়ুরহার-কৌস্তভ-বনমালা-নূপুর সুশোভিত দেহ, নিত্যসিদ্ধ নৃসিংহ-রঘুবর্য্যাদিরূপধারী সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ মনুষ্যরূপে প্রকটিত বিভু ও বিজ্ঞানানন্দময়, যশোদার স্তন্যপানকারী, কৃষ্ণাদি-শব্দে অভিধীয়মান, সর্ব্বজ্ঞ, ও সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সত্য-সঙ্কল্প, বাৎসল্যাদি-গুণযুক্ত ; সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও লাবণ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণস্বরূপ আমাকে শ্রবণাদি-দ্বারা ভজন করেন অর্থাৎ সেবা করেন, তাহাও আবার মদ্গতচিত্ত হইয়া অর্থাৎ আমার প্রতি অতিশয় আসক্তিপূর্ণ চিত্তের দ্বারা, যাহার ফলে তিলমাত্র সময়েও আমার বিয়োগ সহ্য করিতে অসমর্থ ; এবম্বিধ আমার ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীভগবানের এই বাক্যে আমরা তাঁহার অনন্য বা শুদ্ধ ভক্তকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিব। এই বাক্যের অবহেলা পূর্ব্বক যাঁহারা সকলকে সমান বলিয়া বহির্ম্মুখ লোকের নিকট উদারতা দেখাইয়া মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদিগকে আমরা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে লিখিয়াছেন,—

কেশব ! তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥
তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনী, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত।
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥

বৈমুখ-বঞ্চনে ভট সো সবু
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি, সার॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনায় গাহিয়াছেন,—

"অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি'
কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মী-জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ-লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী" ॥ ৪৭ ॥

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নাম্নী টীকা সমাপ্তা।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।